রজনীকান্ত গুপ্ত

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস

৩

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮৮২

নবপত্র প্রকাশ ঃ ৮ পৌষ ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ নিউ এজ প্রিন্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ ঃ প্রবীর সেন

দাম ঃ পঁচিশ টাকা

SEPOY JUDDHER ITIHAS
Vol. III
By
RAJANI KANTA GUPTA

প্রকাশকের নিবেদন

রজনীকান্ত গুপ্ত-রচিত 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস'-এর তৃতীয় ভাগ প্রকাশের প্রাক্কালে আমাদের অগণিত পাঠক ও গ্রাহকগণকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। সীমিত বল নিয়ে এক বৃহৎ সংস্থার কাজকর্ম—সাহিত্য প্রচার সহজ ব্যাপার নয়। প্রতি পদক্ষেপে আমরা এটা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা এ কাজে যে উৎসাহ পেয়েছি, সেটাই আমাদের প্রেরণা দিয়েছে, অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে।

গ্রন্থের প্রথম ভাগ-এর 'প্রকাশকের নিবেদনে' আমরা জানিয়েছিলাম, এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডে সিপাহী যুদ্ধ বিষয়ে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া সমসাময়িক রচনা প্রথমে সন্নিবিষ্ট করব। এবারে আমরা সংযুক্ত করলাম, প্রত্যক্ষদর্শীর লেখা—সিপাহী-যুদ্ধের বিবরণ ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর যুগের লেখক যদুনাথ সর্বাধিকারীর।

যদুনাথ হুগলির খানাকুল কৃষ্ণনগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আদর্শ গৃহস্থ ও পুত্ররত্নে গৌরবান্বিত ছিলেন। তাঁর নিজপুত্র-পৌত্রাদির মধ্যে পাঁচজন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। যদুনাথ ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তি। জন্ম ১৮০৫ ও মৃত্যু ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে।

এই ইতিহাসিক বিবরণ সংগৃহীত হয়েছে যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত তাঁহার 'ভ্রমণের রোজনামচা' "তীর্থ ভ্রমণ" গ্রন্থে বিরচিত রচনা পৃষ্ঠা (৪৬০-৫১২) থেকে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" ১৩২২ বঙ্গাব্দে। এই মূল্যবান গ্রন্থটি লোকচক্ষুর অন্তরালে আছে। এযাবৎ কোনো ঐতিহাসিক বা তথ্যানুসন্ধানী এই গ্রন্থটির মূল্যায়ন করেননি। আমরাই সর্বপ্রথম এই মূল্যবান রচনাটি আধুনিক পাঠকদের উপহার দিলাম। এই কাজ সঙ্কলন ও সম্পাদন করেছেন আমাদের বন্ধু সনৎকুমার গুপ্ত।

গ্রন্থ-পরিচিতি হিসাবে এই গ্রন্থের ['তীর্থ-ভ্রমণ'] সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদকীয় অংশ 'মুখবন্ধে'র আংশিক উদ্ধৃত হলো ঃ—

"তীর্থ-ভ্রমণ" বঙ্গভাষায় একখানি অপূর্ব গ্রন্থ।...প্রবীণ সাহিত্যিক আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০—১৯৩২) জানাইয়াছেন, "বাঙালীর পক্ষে ইহা একটি নূতন ঘটনা বলিতে হইবে। কোনো বাঙালি বোধহয় ইহার পূর্বে কিংবা পরে...এ প্রকার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই।"

'দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-কুল-গৌরব যদুনাথ সর্বাধিকারী...সন ১২৫৯ সালের মাঘ মাস হইতে ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত প্রায় চারিবর্ষের ভ্রমণ-কাহিনী... লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।... তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বা সহায়-সম্পত্তি ছিল না। অথচ তিনি পদব্রজে কত দূরদেশে পর্যটন করিয়াছেন, কত কষ্ট করিয়া...সেকথা তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন...

'সর্বাধিকারী মহাশয়···স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন,···লিখিয়া গিয়াছেন। নানা স্থানের সমাজ-চিত্র, লোক-চরিত্র, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইতিকথা ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই স্থান লাভ করিয়াছেন।' (পৃষ্ঠা ১-৪)

'১২৬৩ সালের ১৭ই পৌষ হইতে ১২৬৪ সালের ১৬ই আশ্বিন পর্যন্ত গ্রন্থকার কাশীধামে অবস্থান করেন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ তিনি স্বদেশাগমনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিনকার দিল্লীর সংবাদপত্রে মীরাট ও দিল্লীর সিপাহী-বিদ্রোহ সংবাদ পাইয়া সকলেই বিচলিত হইলেন ·

'গ্রন্থকার তৎকালে লোকমুখে ও সংবাদপত্র-পাঠে সিপাহী-বিদ্রোহ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, সে সমস্তই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।···সমসাময়িক বহু ইংরাজ যদিও সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ বাঙালির রচনা বলিয়া · বাঙালির কৃতকর্মের কথা যাহা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ অনাবশ্যক বোধে ছাড়িয়া গিয়াছেন, আমাদের বাঙালি গ্রন্থকার তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।·· "সিপাহী-বিদ্রোহের বিবরণ" অংশ বাঙালির নিকট বিশেষ মূল্যবান ও আদরের জিনিস। তাঁহার বিবরণ হইতে আমরা তাহার কতকটা নিদর্শন পাইতে পারি।' (পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫)

সূচী

সিপাহী-বিদ্রোহের-বিবরণ

যদুনাথ সর্বাধিকারী

ইং ১৮৫৭, ১১ মে। সন ১২৬৪ সাল, ৩০ বৈশাখ

॥ সিপাহী-বিদ্রোহারম্ভ ॥

দিল্লীর ছাউনিতে যে সৈন্যগণ ছিল, ইহারা মতান্তর হইয়া স্টেশনের রাজপুরুষগণকে হত করিয়া দিল্লীশ্বরের ব্যূহ মধ্যে প্রবিষ্ট হয় দিল্লীশ্বরকে সাহায্য জন্য।

১০ মে, ২৯ বৈশাখ, রবিবার

মীরাটের ছাউনিতে রাত্রি পাঁচ-ছয় ঘড়ির সময়ে ১১ নং দেশীয় পদাতিক দলে কলরব হইয়া বন্দুকে গুলি পুরিয়া মহালক্ষে ঘোররবে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। ২০ নং দেশীয় পদাতিকগণ (ও) ৩ নং অশ্বারূঢ় সেনাগণ আসিয়া ১১ নং পদাতিকগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া মহারণারম্ভ করিয়া কেবল সেনাপতিগণকে হত করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিতেছে। কর্নেল ফিনিস্ প্রভৃতি অন্যান্য সেনাপতিগণ পদাতিকদিগকে স্তুতি-বাক্যে সম্বরণার্থ বহুতর মিনতি করিতেছিলেন। এমতকালে ২০ নং পদাতিক দল হইতে গুলি আসিয়া কর্নেল ফিনিসের অশ্বের উপর আঘাত করিল। অশ্বোপরি আঘাত হওয়াতে অন্য সেনাপতিগণ ব্রিগেড-মেজরকে সংবাদ করিতে পরামর্শ দিতেছিলেন, এমত সময়ে কর্নেলের পৃষ্ঠদেশে এক গুলির আঘাত হওয়াতে (তিনি) পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

অনগণ্য সেনাপতিগণ প্রস্থান করিয়া ব্যারিক-লাইনে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদের রাত্রি, রণধূমেতে শুক্লপক্ষের প্রতিপদের ন্যায় ঘোর অন্ধকার হইয়াছিল। তৎসময়ে পদাতিকগণ সাহেব লোকের বাঙলোতে অগ্নি দিল, ভীষণ ঘোরনাদে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, সকলে দগ্ধ হইয়া হত হইল। চতুর্দিক ধূমে পরিপূর্ণ হইল। এই সকল কর্ম সম্পূর্ণ করিয়া ১০/২০/৩৮/৫৪ (ও) ৭৪ নং এই কয়েক দল দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিল।

এক্ষণে দিল্লীতে যে তিন দল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা দিল্লী নগরের যে সমস্ত সেনাপতি ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত করিয়া, দিল্লীশ্বরের ব্যূহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দিল্লীশ্বরের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া দিল্লীশ্বর করিয়াছে।

১৯ ও ৩৪ নং পদচ্যুত পদাতিকগণ ব্যারাকপুর হইতে বিদায় হইয়া রানীগঞ্জ লুঠ করে।

আলিগড়, কোয়েল, মইনপুরী, বুলন্দশহর, ইটাওয়া প্রভৃতি লুঠ হইয়াছে। কান-পুর, আগ্রা ইত্যাদি সশঙ্কিত। দিল্লীর আশপাশ সিপাহিগণ অধিকার করিয়া লইয়াছে। ডাকের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। আগরার পশ্চিম হইতে চিঠি আইসে নাই।

দুই

মথুরা শহরের বাজার ইত্যাদি দুই দিবস বন্ধ ছিল। শহরের সকল ফটক বন্ধ, কেবল লাল-দরজা আর আগরা-দরজার খিড়কি খোলা ছিল। ভরতপুর এবং গোয়ালিয়রের রাজধানী হইতে পাঁচ দল রাজসৈন্য (ও) চব্বিশ কামান আসিয়া আগরা এবং মথুরা রক্ষা করিয়াছে। লছমিচাঁদ শেঠ পাঁচশত মেওয়াতি পদাতিক সাহায্য জন্য দিয়াছে। চণ্ডালগড়ের বাজার কয়েক দিন বন্ধ। কেল্লার ভিতরে সকলে ছিলেন।

কাশীনগরে অতিশয় ভয়যুক্ত হইয়া ধনাঢ্যগণ ধন সকল গোপন করিয়াছেন। বণিকগণের দোকান বন্ধ। সাহেবগণ ত্রাসিত হইয়া স্থানে স্থানে লুক্কায়িত, আপন আপন স্ত্রীপুত্রগণকে চণ্ডালগড়ে প্রেরণ করিয়া শহরে যত ফটকবন্দী চৌকিদার ছিল, ইহাদের কর্মে অন্য লোক নিযুক্ত করিয়া ঐ চৌকিদারদিগকে থানায় বরকন্দাজি ভার (দিয়াছে)। থানার বরকন্দাজ সকল শিকরোলে পাহারাতে থাকে এবং কাশীধামের রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুর পাঁচশত বন্দুকধারী লোক লইয়া স্বয়ং শিকরোলে আছেন। শিকরোলে অন্য ব্যক্তিগণের গমনের ক্ষমতা নাই। সিপাহিগণের মতান্তর দেখিয়া সিবিল ও মিলিটারী রাজপুরুষেরা বহুতর স্তুতিবাক্য কহিয়া কহিলেন যে, 'টোটার বিষয়ে যে আমাদিগকে দোষী করিয়া কহিতেছে যে, তোমাদের ধর্ম নষ্ট করিতেছি, আমরা ধর্মতঃ কহিতেছি, ইহাতে ধর্ম নষ্টের দ্রব্য কিছুই নাই। ইহাতেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তবে এ টোটা তোমাদের ব্যবহার করিতে হইবে না। আমরা কদাচ কাহারও ধর্ম নষ্ট করিব না।' এই মতো প্রবোধ বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে অবাধ্য হইতে দেন নাই। তথাচ বিশ্বাস না করিয়া সুলতানপুর হইতে কেভলরি সেনা আনাইয়া খাজনাখানা, বকশিখানা পাহারাতে আছে। দানাপুর হইতে দুইশত গোরা আসিয়াছে। প্রতি দিবস গোরা পূর্ব হইতে আসিতেছে। শিখ সৈন্যগণ অবাধ্য হয় নাই, ইহা দেখিয়া স্থির আছে।

মীরাট ইত্যাদিতে সেনাপতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণ মধ্যে ২৬ জন হত (ও) ৮৬ জন আহত হইয়াছে। তাহাদিগের নাম লিখিত আছে। ইতোমধ্যে বাঙালি কাহারো প্রতি আঘাত হয় নাই। কেবল টোটার বিবাদে সাহেবদিগের সহিত ধর্মবিষয়ক বিবাদ হয়।

অযোধ্যাতে সেনাপতিগণ এবং প্রধান প্রধান সাহেবগণ একত্র হইয়া দেশীয় সেনাদিগকে এবং হাওয়ালদার জমাদার সুবাদার বাহাদুরদিগকে নানামতো ভয়-মৈত্র প্রদর্শইয়া এবং হিন্দু-মুসলমানের ধর্মের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিবার বিষয় ভূয়োভূয়ঃ কহিয়া দেশীয় পদাতিকগণকে তিনশত টাকার ন্যূন নহে ও হাজার মুদ্রার অধিক নহে, (এইরূপ) পারিতোষিক বণ্টন করিয়া তৎক্ষণাৎ তথাকার পদাতিকগণকে সন্তুষ্ট করিলেন।

মীরাট, দিল্লী, অম্বালা, কোয়েল, আজমগড়, ইটাওয়া ইত্যাদির ছাউনির সৈন্যগণ, সেনাপতিদিগের সহিত টোটার বিষয়ে মনান্তর হইয়া, সেনাপতিগণকে এবং রাজপুরুষ সাহেবগণকে হত করিয়া খাজনা লুঠ করিয়া ছাউনি এবং সাহেবদিগের বাঙলা জ্বালাইয়া দিয়া, জেলখানার বন্দীদিগকে খালাস করিয়া, কতক দিল্লীতে কতক স্থানে

স্থানে থাকিয়া প্রজাদিগের লুঠ-ফসাদ করিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছে। ইদানীন্তন শুনা যাইতেছে, কোম্পানি বাহাদুরের যুদ্ধ-সম্পর্কীয় যে দেশে যেখানে দেশীয় পদাতিকগণ আছে, সকলে এক পরামর্শ করিয়া ইহাদিগকে রাজ্য-ভ্রষ্টের বিশেষ উপায় করিতেছে। কেবল আশি দল পদাতিক একজোট হইয়াছে। কোনো দেশের রাজা কি বাদশাহ কেহ সহযোগী হয় নাই। ইদানীন্তন জনশ্রুতিতে শ্রুত হইতেছে, নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি জঙ্গবাহাদুর ৪০০০ হাজার সৈন্য লইয়া পাহাড় হইতে নীচে আসিয়াছেন।

গোয়ালিয়র হোলকার বাহাদুরের স্ত্রী রাজাবাঈ উজ্জয়িনী হইতে চল্লিশ হাজার সৈন্য সহিত গোয়ালিয়র নিজ রাজধানীতে আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাবাঈ দুই হাজার পদাতিক, এক হাজার অশ্বারূঢ় শাস্ত্রপাণি এবং বার কামান আগরার কেল্লাতে পাঠাইয়া কোম্পানি বাহাদুরের তরফ মদতগারি করিয়া আগরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু আপন সৈন্য ও তোপ কেল্লার ভিতর রাখিয়াছেন, গোরাদিগকে ছাউনিতে রাখা হইয়াছে।

ভরতপুরের রাজা আগরার ন্যায় মথুরা রক্ষা করিতেছেন। কিন্ত রাজার বয়ঃক্রম অল্প। মন্ত্রী তাদৃশ নাই।

২৩ জৈষ্ঠ, ৪ জুন, বৃহস্পতিবার

বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পরে বারাণসীর সেনাপতিগণ দেশীয় পদাতিকগণকে অনুমতি করিলেন যে, 'গবর্নমেণ্ট হইতে কিছু নূতন হুকুম আসিয়াছে, তাহা সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমরা প্যারেড পর দণ্ডায়মান হও।' এমত বাক্য কহিবার তাৎপর্য এই যে, বলণ্টীর দলের পদাতিকগণ উত্তম যোদ্ধা। কিন্তু ইহারা আপন আপন দুর্ভাগ্যক্রমে টোটার বিষয়ে বিপরীত বোধ করিয়া, যত ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সেনাপতিগণ স্তুতিবাক্য কহিয়াছিলেন, সে বাক্য কপট বোধ করিয়া দুরাচার পদাতিকগণের আদেশে সেনাপতিগণ এবং রাজপুরুষগণকে হত করিয়া খাজনা লুঠিয়া গমন চেষ্টায় ছিল। ইহার বিশেষ কারণ বোধ হইল যে, পদাতিকগণের প্রহরীতে তোপ এবং মেগাজিন আর খাজনা ছিল। তাহাতে সর্বত্র গোলযোগ হইলে খাজনা স্থানান্তর করিতে রাজপুরুগণ চাহিলে পদাতিকগণ কহিলেক, 'তোপ মেগাজিন আর খাজনা আমরা কদাচ ছাড়িব না।' এই কথাতে অত্যন্ত সন্দেহ হইয়া শিখ-পদাতিক এবং সুলতানপুর, যাহাকে ছোট-কলিকাতা কহে, তথা হইতে সওয়ার আনাইয়া তাহাদের পাহারা সর্বত্র হইল। বলণ্টীর পদাতিকগণের প্রহরী হইতে তোপ মেগাজিন লইবার তদ্বির কাশীর রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ রায় বাহাদুরকে পদাতিকগণকে বুঝাইবার জন্য মধ্যস্থ স্থির করায় রাজার বাক্য পদাতিকগণ তোপ এবং মেগাজিন ছাড়িয়া দেয়। ঐ সকল গোরাদিগের প্রহরীতে দেন। পরে ৪ঠা জুন প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিম-দিকে শিখ-পদাদিকগণ, দক্ষিণদিকে সওয়ারগণ, মধ্যস্থলে বলণ্টীর পদাতিক. এক পল্টনের মধ্যে দুই কোম্পানি গাজিপুর ও জৌনপুরে ছিল, তদ্ভিন্ন যত পদাতিক ছাউনিতে ছিল, সকলে বিনাস্ত্র প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ সুসজ্জিভুত

কাশীতে বিদ্রোহ

হইয়া গোরা-পদাতিকগণকে সঙ্কেত দ্বারা তোপে পদাতিকগণকে হত করিতে অনুমতি করিলেন। পূর্বে আদেশে ছিল, সঙ্কেত মাত্রই আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ হইতে আরম্ভ হইল। তাহাতে ভারত-যুদ্ধের ন্যায় রণস্থল হইয়া, অভিমন্যু-বধের ন্যায় বলণ্টীর পদাতিক-দলকে বেষ্টন করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা গোলারূপে বাণ নিক্ষেপ হইতে লাগিল। পদাতিক-গণ রণপণ্ডিত (ও) সুশিক্ষিত। ইহাদের তুল্য দেশী পদাতিক কোনো দল নহে। যৎকালে গোলা নিক্ষেপ হইতে লাগিল, তৎকালে সৈন্যগণ ভূমিতে ভূমির ন্যায় মিশাইয়া বহু সৈন্য প্রাণরক্ষা করিয়া অশ্বারোহিদিগের সহিত সহযোগে রণস্থল হইতে বরনা পার হইল। কতক সৈন্য কিঞ্চিৎ অবসরে ধাবমান হইয়া আপন আপন শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অস্ত্রাদি লইতে গিয়াছিল। ব্রিটিশ-সৈন্যগণ দেখিয়া ঐ শিবির মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দগ্ধ করিল। উহাতে অনেকে হত হইল। তম্মধ্য হইতে যে কেহ অস্ত্রধারী হইয়া নির্গত হইল, তাহারা রণস্থলে আসিয়া কতগুলি গোরাসেনা এবং সেনাপতিগণকে হত করিয়া, কেহ যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ, কেহ কেহ বা পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে দৈবঘটনাতে এমত হইয়া উঠিল যে, তাহা কি কহিব! শিখ-সৈন্যগণ সেনাপতিদিগের সম্মতিতে ছিল। কেবল বিপক্ষ মতান্তরী পদাতিকগণের প্রাণদণ্ড জন্য এই চক্রব্যূহ রচনা হইয়াছিল। তাহাতে বিধিকৃত বলণ্টীর পদাতিক দুই শত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় তোপের ধূমে রণস্থল কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল। কিন্তু গোরা সকল তোপ নিক্ষেপে নিবৃত্ত ছিল না। ঐ তোপের গোলার দ্বারা প্রায় দেড়শত শিখ-পদাতিক হত হইল। শিখ-সৈন্যগণ ইহা দেখিয়া মনে বিবেচনা করিল যে, 'কেবল বলণ্টীর পদাতিকগণকে তোপে উড়ান নহে কালা পলটন মাত্র কিছু রাখিবে না। ইহা না হইলে আমাদের দলের সৈন্য কি জন্য হত হইতেছে।' ইহা কহিয়া রণস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া রথী, পদাতিক এবং প্রধান সেনাপতি মেজর গাইসকে গুলি দ্বারা হত করিয়া বাহির হইয়া গেল। ইহাদিগের গমন দেখিয়া অশ্বারোহী অস্ত্রপাণি যে এক সহস্র ছিল, তাহার মধ্যে পাঁচশত ঐ সমভ্যারে গমন করিল।

এখানে গোরাগণ রণে উন্মত্ত হইয়া, পদাতিকগণকে অন্বেষণ করিয়া স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। যে কোনো পদাতিক প্রাণভয়ে কাহারো গৃহমধ্যে লুক্কাইত হইতেছে, তাহাকে গৃহস্বামী বাহির করিয়া না দিলে তৎক্ষণাৎ অগ্নি দিয়া গৃহ দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

ওখানে পদাতিকগণ মধ্যে যে কেহ পাইতেছে, সাহেবদিগের বাঙলায় এবং গোরবারিকে আর মিশনারিদিগের বাঙলাতে অগ্নি সংযোজন করিতেছে। শিখরোল একেবারে অগ্নিময় হইয়া দুর্জয় অনল প্রজ্বলিত হইল। পুনরায় ত্রেতাযুগ উপস্থিত। রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত এই ব্যাপার ছিল।

এইমতো উপদ্রব উপস্থিত হওয়াতে সাহেবদিগের বালক-বালিকা এবং বিবি সকল আর সরকারি খাজনা একলক্ষ বাহান্ন হাজার যাহা মজুত ছিল, তাহা কাশীর রাজার যে কুঠী অর্থাৎ এক বড় বাড়ি ঐ শিকরোল মধ্যে আছে, তাহাতে রাখিলেন। রাজা বাহাদুর আপন হাজার বন্দুকচি লইয়া ঐ পুরী রক্ষা করিলেন। পরে দুইশত গোরা আর তিনশত তোপ পুরী রক্ষার্থ আসিল। রাজা সাহেবকে আপন কেল্লা

রামনগর রক্ষার্থ ঐ রাত্রে আসিবার অনুমতি হইল। তেঁহ দুইশত অশ্বারোহী আর পাঁচজন সাহেবদিগকে লইয়া রাত্রি দুই প্রহর দুই ঘণ্টার সময়ে গঙ্গা পার হইয়া রামনগরের কেল্লাতে গমন করিলেন।

যে সমস্ত বাঙালী এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ চাকুরির জন্য শিকরোলের অফিস সকলে (এবং) আপন আপন কর্মস্থানে স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাঁহারা রঙ্গ ভূমির রঙ্গ দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া অনেকেই চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। অনেকে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়া কোথায় গেল, তাহার তৎকালে অন্বেষণ পাওয়া গেল না। কে কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা ছিল না। কেহ কোনো পথে বহু ক্লেশে গোপন পথ হইয়া নানা ক্লেশে ক্লিষ্ট হইয়া রাত্রিকালে মৃতপ্রায়, কেহ বা পরদিবস প্রাতে আপন আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন। যে সমস্ত বাঙালী পরিবার লইয়া শিকরোলে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরিবার লইয়া কি পর্যন্ত ক্লেশ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। একে স্ত্রীলোক, তাহাতে বাঙালি, তাহাদিগের নিকটে অর্ধ ক্রোশ মধ্যে রণস্থল তৎকালে যেমত ভয়ানক হইয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। ত্রাসযুক্ত হইয়া কে কোথায় কিভাবে লুকাইত হইল, তাহা বলা যায় না। স্থান বিবেচনা নাই, কেহ সবস্ত্র, বিবস্ত্রে, কেহ অচৈতন্য, কেহ মূর্ছাহিত হইয়া ঐ রাত্রি ঐ স্থানে ছিল। পর দিবস প্রাতে সকলে সপরিবার শহরমধ্যে আসিয়া রহিলেন। শুক্রবারাবধি রবিবার পর্যন্ত সকল কাছারি বন্ধ ছিল। সাহেবগণ স্থানে স্থানে গোপনে রহিল।

গোরাগণ তিন দিবস পর্যন্ত রণসজ্জাতে ছিল। আহার—মিঠাই মদ্য আর কাঁচা মাংস। ইহাতে তিন দিবস গুজরান্ হইল। যে সমস্ত অশ্বারোহিগণ রণস্থলে ব্যূহ দ্বারের রক্ষক ছিল, তাহারা শস্ত্রপাণি হইয়া দুই দিবস পর্যন্ত রণস্থলে ছিল। তাহাদিগকে সাহেবগণ পারিতোষিক দিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন যে, 'তোমরা সরকারের খয়ের খাঁ। অতএব তোমাদের এক এক ব্যক্তিকে দশ দশ টাকা, আর এক এক সের মেঠাই পারিতোষিক দিতেছি। তোমরা কোমর খুলিয়া শ্রম দূর করিয়া আহারাদি কর।' তাহাতে সওয়ারগণ উত্তর করিল, 'আমরা কোমর খুলিয়া নিরস্ত্র হইয়া প্যারেডের মাঠে যাইব না এবং চাকুরি করিব না। যেহেতু আমরা কালা সৈন্য ভিন্ন গোরা নহি। যখন বলণ্টার পদাতিকগণের টোটার আপত্তি, তেমন সে আপত্তি আমাদের আছে। অতএব যাহা পারিতোষিক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ হইতেছে, তাহা গ্রহণ করিয়া শিরোধার্য করিয়া লইতেছি।' এই কথা কহিয়া টাকা আর মেঠাই লইয়া প্যারেডের বাহির অর্ধ ক্রোশ মাঠের নিকট যাইয়া কোমর খুলিয়া আহারাদি করিয়া, সঅস্ত্র সবাহন স্থানান্তরে গমন করিল। এইমতো সৈন্যগণ ভঙ্গিয়ান দিয়া গেল।

যে সকল পদাতিক প্রহরীতে নিযুক্ত ছিল, তাহারা যৎক্ষণাৎ শ্রুত হইল যে, তদ্দলের পদাতিকগণকে তোপে উড়ানো হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহারা আপন আপন অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মতান্তরী সৈন্যগণ বিষণ্ণ হইয়া বরনার পশ্চিম···সকলে একত্র সুবেদার এবং প্রধান নায়কগণ একত্র হইয়া যুক্তি করিল যে এস্থানে আর থাকা ভাল হয় না। এই বিচার

বরিয়া ঐ সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া শিবপুরের প্রধান প্রধান দোকানদারদিগকে কহিল, 'আমাদের রসদ দাও।' তাহাতে তাহারা অস্বীকার হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করাতে সৈন্য-গণ ঐ দোকানদারদিগের দোকান হইতে ডাল, আটা, ঘৃতাদি আপনাদিগের আহারের মতো লইয়া আহারাদি করিয়া তথা হইতে জৌনপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

৪ঠা জুন পদাতিকগণের বিনাশ এবং পলায়ন সময়ে বরনা হইতে অসি পর্যন্ত পঞ্চক্রোশের মনুষ্যগণ ধন-প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। শহরে যত ফটক এবং বাটী সকলের দরজা বন্ধ করিয়া, সকলে শস্ত্রপাণি (হইয়া) এবং গুলি টোটা বন্দুক কড়াবিন পিস্তল ভরিয়া এবং ছাদের উপর ইট পাথর তুলিয়া সকলে আপন আপন একতলা দোতলা তেতলা, যাহার যে ছাদ আছে, তাহার উপরে দ্বারপালগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভিতর দিকে যুদ্ধ-সজ্জাতে রহিল। হাট বাজার দোকানে মনুষ্যের গমনাগমন নাগাইদ সন্ধ্যা পর্যন্ত বন্ধ ছিল। তিন দিবস পর্যন্ত অত্যন্ত গোলযোগ ছিল।

৮ই জুন। সোমবার, রাজপুরুষগণ রাজকার্যের কাছারি করাতে সকলে সাহস-যুক্ত হইয়া বাজারে দুই-এক করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দ্রব্য লইয়া সামান্য সামান্য দোকান খুলিল। কিন্তু সম্পূর্ণ দ্বার খুলিল না। চারি-পাঁচ তক্তাতে দ্বার রুদ্ধ। তাহার এক তক্তা খুলিয়া ঐ দ্বারের বাহিরে সম্মুখে বসিয়া, চাউল, দাল ঘৃত আটাদি, হালওয়াইদিগের যাহার হাজার বারশত টাকার দোকান, তাহারা এক-আধ টাকার লাড়ু পেড়া লইয়া দোকান করিল। আর কোনো দ্রব্যের দোকান খুলিল না। পরে ক্রমে শৈথিল্য হইলে কিছু কিছু দোকান দশ পনের দিবস গতে খুলিতে আরম্ভ করিল। ২৫ জুন পর্যন্ত কুঞ্জগলি জহুরিপাট্টির বাজাজ, কুঠীওয়ালা, সরাবগির মহাজন সকল কেহ দোকান খুলে নাই। বাজার ইত্যাদি সকলই বন্ধ।

যে সকল পদাতিক জৌনপুরের দিকে গমন করিয়াছিল, তাহারা আজমগড় লুঠ করিয়া তথায় যে সমস্ত সাহেব লোক ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা লুঠ করিয়া কম-বেশী দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া বাঙলা কাছারি জ্বালাইয়া তথাকার বদমায়েশ লোকদিগকে সমভ্যারে লইয়া জৌনপুর গমন করিল। পথিমধ্যে নীলকর সাহেবদিগের কুঠী আর রাস্তাবন্দী সাহেবের কাছারি ছিল, ঐ স্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সাহেব লোকজন পলায়ন করিল। পদাতিকগণ কুঠীতে প্রবিষ্ট হইয়া যে টাকা-পয়সা দেখিতে পাইল, তাহা লইয়া এবং কুঠীর যে সমস্ত আসবাব ছিল তাহা নষ্ট করিয়া তথা হইতে গমন করিল। পরে দশ-বারজন যে বকী সৈন্য পশ্চাতে ছিল, তাহাদিগের সহিত ঐ স্থানের জমিদারগণ মিলিত হইয়া কুঠীমধ্যে আসিয়া যে স্থানে লোহার সিন্ধুক মাটির মধ্যে পোঁতা ছিল তাহার সন্ধান দেখাইয়া, ঐ লৌহ-সিন্ধুক ভাঙিয়া পাঁচ হাজার পাঁচশত টাকা লইয়া গেল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের পাঁচ হাজার, রাস্তাবন্দীর জন্য কোম্পানি বাহাদুরের পাঁচশত টাকা ছিল। ঐ সকল টাকা লইয়া সাহেবদিগের বাঙলাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যে সমস্ত বাঙালি কর্মকারকগণ ছিলেন, ইঁহারা প্রাণভয়ে কেবল এক ধুতি পরিধান মাত্র করিয়া অতি নীচ জাতিদিগের বাটী

আজমগড়ের সরকারি খাজনাখানা লুণ্ঠন

লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। একজন সাহেব আপনবিবি ও দুইটি বালক-বালিকা লইয়া প্রাণভয়ে অভিভূত হইয়া এক নর্দমার ভিতরে লুকাইয়া ছিল। কোনো দুরাচার ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া ঐ সাহেবকে বুস্থান হইতে বাহির করিল। তাহার পরে একত্র হইলে, তখন সাহেব ও বিবি দুইজনে প্রাণরক্ষা জন্য অনেক স্তুতি-বাক্য কহিতে লাগিল। তাহা না শুনিয়া সাহেবের প্রাণ নষ্ট জন্য গুলি নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সাহেব ডাকিয়া কহিল, 'আমার প্রাণ নষ্ট করিলি, কিন্তু এই কর্ম করিস—আমার বিবিকে মারিস না।' এই কহিয়া সাহেব প্রাণ পরিত্যাগ করিল। পরে দুরাচারগণ শস্ত্রাঘাতে বিবিকে ধরাতলে শয়ন করাইয়া ঐ দুটি বালক-বালিকা লইয়া জৌনপুরের অতি নিকটে এক মুসলমান মান্য ব্যক্তি কাজি সাহেব, তাহার নিকট দিলেক। কাজি সাহেব ঐ দুই বালক-বালিকাকে যত্ন করিয়া রাখিল।

পদাতিকগণ তথা হইতে জৌনপুরের শহরে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় যে দেশীয় পদাতিকগণ ছিল, তাহাদিগকে আপন দলে মিলাইয়া এবং তদ্দেশীয় জমিদার ও বদমায়েশ-দিগকে সমভ্যারে লইয়া প্রথমে বন্দীশালাতে প্রবেশ করিয়া বন্দিগণের বেড়ি ইত্যাদি বন্ধন হইতে সকলকে মুক্ত করিয়া দিল। পরে সাহেবদিগের বাঙলায় প্রবেশ করিয়া বিবি-বালক-বালিকা অনেকের প্রাণদণ্ড করিয়া, বাঙলার দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া কাছারিতে প্রবেশ করিয়া রাজপুরুষগণকে গুলি এবং তরবারির দ্বারা হত্যা করিয়া সরকারি খাজনাখানা এবং শহরের···দিগের কুঠী, দোকান, ধনাঢ্যগণের বাটী লুঠ করিয়া কম-বেশি বিশ লক্ষ টাকা লইল। সৈন্যগণ অধিক লইতে পারিল না, তদ্দেশীয় বদমাইশ জমিদারগণ লইলেক। এইরূপ উপদ্রব উপস্থিত হইলে পরম্পরায় জৌনপুরস্থ সকল সাহেব সপরিবার ধরাতলে মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন। কেবল জেলের সার্জন আর কমিশনর চারি-পাঁচ বিবি ও কয়েকজন বালককে লইয়া পলাইয়া কোনো জমিদারের বাটীতে থাকিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। যে সমস্ত বাঙালি তথায় পরিবার সমেত ছিলেন, তাঁহারা অতিশয় প্রাণভয়ে ত্রাসিত হইয়া স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া, কেহ মালার ঘরে, কেহ বা চাষীর ঘরে, কেহ কাহারের ঘরে, কেহ ডোমের ঘরে। এই মতো ছোট ছোট জাতির ঘরে যাইয়া জাত-কুলের অভিমান ত্যাগ করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়া রহিলেন। এইমতো সপ্তাহ পর্যন্ত গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রহিলেন।

জৌনপুর লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড

সেনাগণ খাজনা লুঠ করিয়া সাহেবদিগের বাঙলা, কাছারি, পোস্টাফিস, ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া দিয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিল।

দস্যুগণ প্রবল-প্রতাপ হইয়া শহর, গ্রাম এবং নগরের পথে ভয়ানক ব্যাপার করিয়া রহিল। কাহারো কোথাও গমনাগমনের ক্ষমতা রহিল না। পথিক ব্যক্তি দেখিলেই তাহার সকল দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া লইয়া, এক কোপীন পরাইয়া বিদায় করিয়া দেয়। স্ত্রীলোক হইলে কোপীন দেয় না, বিবস্ত্রা করিয়া পাঠায়। তাহাতে জোর-জবরদস্তি করিলে প্রাণদণ্ড করে। জৌনপুর হইতে ডাক ইত্যাদি গমনাগমন রহিত হইল। পথ সকল রুদ্ধ করিয়া দিল।

যে সমস্ত সাহেবগণ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহার মধ্যে কমিশনর সাহেব যে জমিদারের ঘরে লুকাইয়া ছিলেন, ঐ জমিদার বারাণসীর জজ গবিন্স সাহেবের নিকট আসিয়া সকল বৃত্তান্ত জানাইলেন। সাহেব এইকথা শ্রুতমাত্র তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পারিতোষিক দিবার অনুমতি করিলেন। আর ঐ ব্যক্তিকে সমভ্যারে করিয়া তিনশত গোরা সৈন্য ও আট হস্তী লইয়া জৌনপুর যাত্রা করিলেন। পথে প্রায় চারি-পাঁচ হাজার দস্যুগণ একত্র হইয়া গবিন্স সাহেবের প্রাণদণ্ড করিবার সম্পূর্ণ চেষ্টাতে থাকিয়া, তিন-চারি গুলি চালাইয়াছিল। বিধিকৃত দৈববল জন্য ঐ গুলি মাথার উপর দিয়া গেল। তাহার পর গোরা সকল বাড় ঝাড়িতে আরম্ভ করিলে, ঐ সকল ব্যক্তি পলায়ন করিল। তাহার মধ্যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইল। তাহাদিগকে বারাণসীতে প্রেরণ করিয়া সসৈন্য গবিন্স সাহেব জৌনপুরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, কমিশনর সাহেবের মৃতদেহ ধূলায় লুণ্ঠিত আছে। তাঁহাকে তথা হইতে উঠাইয়া মৃত্তিকা দিবার জন্য হস্তী 'পরে তুলিয়া কাশীতে পাঠাইলেন। পরে সাহেব ও বিবিগণ যাঁহারা জমিদারের ঘরে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সমভ্যারে করিয়া লইয়া আসিলেন। যে জমিদার এই উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার জমিদারি খাজনা চিরদিনের জন্য মাফ হইল এবং সরকারের খয়ের খাঁ হইয়া সুখ্যাতি-পত্র পাইলেন।

বিদ্রোহিগণ কর্তৃক কমিশনর হত্যা

যে সকল দুরাত্মাগণ মনুষ্যদিগের ধন হরণ এবং প্রাণ নষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যে সাত ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, গবর্নমেণ্টের অনুমতিক্রমে তাহাদিগের গলরজ্জু দিয়া প্রাণ হরণ হইল।

গবর্নমেণ্টের এই আদেশ আইল, এমত দুরাচার বদমায়েশ এবং কোম্পানি বাহাদুরের অনিষ্টকারী, সরকারের মন্দকারী, পদাতিকগণের সাহায্যকারী এবং মন্দকারী সৈন্যগণ যৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইবে, তৎক্ষণাৎ গলরজ্জু, কি শস্ত্রে, কিংবা তোপের গোলাদ্বারা প্রাণ নষ্ট করিবে। এজন্য বারংবার অনুমতি লইবার প্রয়োজন করে না।

এখানে দুষ্টগণের দমন জন্য স্থানে স্থানে অনুসন্ধানকারী লোক নিযুক্ত হইল এবং গোকুল থানাদার নামে এক ব্যক্তি বারাণসীতে পূর্বে থানাদারি করিত, তাহাকে জজ সাহেব অতিশয় খাতিরদারি করিয়া প্রধান গোয়েন্দাতে নিযুক্ত করিয়া বদমায়েশ, গুণ্ডা এবং পলাতক পদাতিগণকে ধৃত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং ঘোষণা-পত্র দ্বারা সর্বত্র ঘোষণা দিলেন, যে (ব্যক্তি) সরকারের অনিষ্টকারী পদাতিকগণের কোনো রকমে সাহায্য করিবে, কি তাহাদিগকে চাকর রাখিবে তাহাদিগের এবং প্রজাগণের লুঠ ইত্যাদি করিবে, কি যুদ্ধ বিষয়ে মিথ্যা গল্প করিবে, অথবা সরকার বাহাদুরের রাজ্যের ব্যাঘাতের চেষ্টা অন্তরে থাকুক বা না থাকুক, যদি মুখে বলে, কোম্পানির রাজ্য গেল—তৎক্ষণাৎ তাহার ফাঁসি হইবে। এই সকল হুকুম জারি হওয়াতে সকলে ভরসা পাইয়া কর্মকার্য করিতে লাগিল। যে যেখানে উপরোক্ত ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ জ্ঞাত করিতেছে। দারোগা

গবর্নমেণ্টের গোয়েন্দা নিয়োগ

ইত্যাদি পুলিস-আমলাগণ যাইয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ম্যাজিষ্টরের নিকট পাঠাইতেছে। তাহাদিগকে দোষী জানিতে পারিলেই প্রাণ নষ্ট করিতে আরম্ভ হইল। এইমতো শত শত ব্যক্তির প্রাণহত্যা হইতেছে। ভলণ্টীর পল্টনের মধ্যে যাহারা যাহারা লম্পট স্বভাবে উপস্ত্রীর বশ জন্য পলাইতে পারে নাই, তাহারা গোয়েন্দা দ্বারা গ্রেপ্তার হইয়া ফাঁসি পড়িয়াছে। আর কাশীর পার্শ্ববর্তী গ্রাম সকলে দস্যুগণ ··হইয়া রাস্তা ঘাটে সকলের লুঠ ফসাদ করিতেছে। তাহাদিগের যখন যাহাকে পাইতেছে তাহাকে আনিয়া ফাঁসি দিতেছে। এত শাসনেও (বিদ্রোহ) নিবৃত্ত হয় না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

যে সমস্ত বাঙালি এবং ফিরিঙ্গি কেরানী ও অন্য কর্মকারকগণ জৌনপুরে ছদ্মবেশে ছিলেন, তাঁহারা পথের ভয়ানক ব্যাপার জন্য কেহ আসিতে পারেন না। এখানে অর্থাৎ কাশীতে কাহার পিতা, কাহার ভ্রাতা, কাহার মাতুল, কাহার শ্বশুর, এইমতো অনেকের আছে। তাহারা ব্যাকুল হইয়া কাশীর জজ গাবন্স সাহেবকে জানাইলে দুইশত গোরা, পাঁচ হস্তী এবং কলেক্টর সাহেব জৌনপুরে যাইয়া সেখানে যত বাঙালি ছদ্মবেশে ছিলেন এবং ফিরিঙ্গিদিগের ঘর ঘর অন্বেষণ করিয়া সকলকে একত্র করিয়া ১৮ই জুন বেনারসে নিরুদ্বেগে পৌঁছিয়া দিয়াছেন। তথাকার শহর জিলা ভগ্ন হইয়া উৎছন্ন হইয়াছে, তথাকার জমিদার···সকল ভারার্পণ করিয়া আসিয়াছেন।

গোরখপুরের সৈন্যগণ এই মতো বেদেল হইয়া খাজনা লুঠিয়া, সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া, ছাউনি জ্বালাইয়া দিয়া গমন করিয়াছে। অনুমান, দিল্লী যাইয়া পল্টনের সহিত একত্র হইয়া বাদশাহের পানাপোস্তীতে আছে।

পল্টনেরা এইমতো ব্যবহার করাতে যে সম···পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। এতাবৎ জেলা সদরের দুরবস্থা দেখিয়া তথাকার জমিদারগণ এবং দস্যুগণ প্রবল প্রতাপ হইয়া প্রজাদিগের এবং পথিকদিগের ধন-প্রাণ সর্বদা হরণ করিতে লাগিল। তাহাতে অতিশয় অরাজক হওয়ার জন্য ভয়ানক ব্যাপার হইল।

এই সংবাদে নেপালাধিপতির প্রধান সেনাপতি শ্রীযুক্ত জঙ বাহাদুর দশ সহস্র সেনা লইয়া পর্বত হইতে নীচে নামিয়া আপন রাজ্য রক্ষার্থ রহিলেন। কিন্তু জঙ বাহাদুর নীচে ছাউনি করাতে দস্যুগণের প্রবলতা স্বল্প হইয়াছে।

জৌনপুরের শহর, বাজার এবং পথিকগণের যাতায়াত বন্ধ হওয়াতে, সকল প্রজাবর্গের অতিশয় কষ্ট হওয়াতে আহারের দ্রব্যাদি না পাওয়াতে প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন জানিয়া তথাকার ধার্মিক বর্ধিষ্ণু কাজি সাহেব, তেঁহ আপন লোক দ্বারা সোহরত দেওয়াইলেন,—'মুলকপতি শাহার হুকুম পঞ্চজনার সকলে হাট-বাজার-দোকান পূর্বমতো খুলিয়া ক্রয়-বিক্রয় করহ, কেহ কাহারো প্রতি অনিষ্ট করিতে পারিবে না। যে ইহার বিপরীত করিবে, পঞ্চ-বিচারে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হইবে। যিনি রাজ্যাধিপতি হইবেন, তাঁহার নিকটে দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।' এইরূপ করিয়া বাজারের দোকানাদি খোলাইয়া সকলের হিত করিয়াছেন, আর কাহার প্রতি হঠাৎ অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

জৌনপুরের কাজি-সাহেবের ঘোষণা

অযোধ্যার সিংহাসনের রাজাদিগের মধ্যে মান সিংহ নামে এক রাজপুত্র (ছিলেন)।

তেঁহ কতগুলি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং দশ সহস্র সৈন্য লইয়া জৌনপুরে ছাউনি করিয়া আছেন, কেহ প্রজাগণের অনিষ্ট করিতে না পারে। যে সকল অনিষ্টকারী ছিল, তাহাদিগকে আপন বশীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কি মননে আছেন, তাহা প্রকাশ হয় না। দুই পক্ষেই সম্প্রীতি রাখিতেছেন। এ পর্যন্ত কোম্পানি বাহাদুরের সহিত অহিতাচার করেন নাই, কেবল কহিতেছেন—'দেশের কেহ অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য আমি রহিলাম।'

এলাহাবাদের ছাউনিতে গোরা-সৈন্যগণ এবং সেনাপতি সাহেবগণ আর শিখ-সৈন্য একদল ছিল, কেল্লার মধ্যে ৬ নম্বরের দেশীয় পদাতিক একদল ছিল। ঐ পদাতিকগণ কেল্লা এবং খাজনা (ও) মেগাজিন রক্ষা করিয়াছিল।

…জুন তারিখে এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠিয়া এবং কেল্লা হইতে গুলি গোলা বারুদ লইয়া সেনাপতিদিগকে এবং আর আর অনেক কর্মকারক সাহেবদিগকে হতাহত করিয়া ছাউনি বাঙ্‌লা সকল এবং পোস্টাফিস ও ডাক্তারখানা ইত্যাদি জ্বালাইয়া রণোন্মত্ত হইয়া (বিদ্রোহিগণ) চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল—যেমন মৃগেন্দ্র গজেন্দ্র অন্বেষণে ভ্রমণ করে তদ্রূপ।·· পদাতিকগণ···দিগের অন্বেষণ করিতেছে। এই অবসরে যে সমস্ত সাহেব ও গোরা এবং বিবি ইত্যাদি পরিবারগণ জীবৎমান ছিল, সকলে কেল্লার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

এলাহাবাদের সরকারি খাজনা লুঠ

শিখ-পল্টন রক্ষার্থ রহিল। ৬ নং পদাতিকগণের এতাদৃশ প্রবল পরাক্রম সেনাপতিদিগের প্রতি দেখিয়া, তথাকার বাসিন্দা অষ্টাদশ শত প্রয়াগী একযোগ হইয়া এবং মীর সাহেব নামে এক মুসলমান, দুই হাজার স্বজাতি এবং দুই হাজার মেওয়াতি সমভ্যারে সহযোগী হইয়া পদাতিকগণের সহিত একত্র হইয়া কোম্পানি বাহাদুরকে রাজ্যভ্রষ্ট করিতে সম্পূর্ণ চেষ্টিত হইল। রাজপুরুষগণ গুপ্তভাবে থাকাতে অরাজক হওয়াতে দস্যুগণ (ও) জমিদার আপন আপন দলবল লইয়া, গ্রাম সকল লুঠ করিতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় রাজপুত জমিদারগণ (ছিল), তাহারা জমায়তবস্ত হইয়া স্থানে স্থানে রহিল, এই মতো প্রয়াগ হইতে বৈষ্ণবঘাটী গোপীগঞ্জের পশ্চিম তিন ক্রোশ পর্যন্ত। যে কেহ এই পথে গতায়াত করিতেছে, তাহারই প্রাণদণ্ড। কিংবা যদি ইংরাজের রাজ্য বলিয়া মুখে আনিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহার মস্তক ছেদন করিয়াছে। এইরূপ ভয়ানক ব্যাপার হইয়া ডাকাদি সকল পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। এলাহাবাদ শহর মধ্যে মীর সাহেব আর মৌলবী সাহেবের হুকুম প্রচলিত। নগর মধ্যে এমন ঘোষণা দিলেক যে, মুলুক বাদশাহের হুকুম—মীর ও মৌলবী সাহেবের (এবং) হিন্দু ও মুসলমানদিগের দিল রক্ষা জন্য সকলে শস্ত্রধারী হইয়া ফিরিঙ্গীর দলবল বিনাশ কর। এইমতো ঢেটরা দিয়া রণোন্মত্ত হইয়া হাটবাজার শহর গোলাগঞ্জ পথ-ঘাট সকল লুঠতরাজ করিতে লাগিল। গঙ্গা ও যমুনা দুই স্থানে যে দুই নৌকার সেতু ছিল, তাহাও ছেদন করিয়া দিল, তাহার কারণ কোম্পানি বাহাদুরের সৈন্যাদি না পার হইয়া এলাহাবাদের কেল্লাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে। কেল্লার চতুষ্পার্শ্বে বেষ্টিত হইয়া উপরোক্ত সকলে

রহিল। কেল্লার দ্বার কোনোক্রমে কেহ খুলিয়া কিছু উপায় করিতে না পারে। এই সকল ব্যক্তি কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করিয়া সকলকে বিনাশ করিয়া কেল্লা দখলের সম্পূর্ণ চেষ্টায় ছিল।

যে সমস্ত গোরা সৈন্য কেল্লার মধ্যে ছিল, তাহারা যুদ্ধের কিছুই উপায় পায় না। কেল্লার মুরচা হইতে তোপ করিলে বিপক্ষ বিনাশ হয় না। ইহা দেখিয়া নিস্তব্ধে কেল্লা মধ্যে রহিল।

যে সমস্ত সৈন্য পদব্রজে এলাহাবাদ যাইতেছে, তাহারা গোপীগঞ্জ পর্যন্ত গমন করে। তাহারা অগ্রে গেলে একেবারে ছয়-সাত হাজার মনুষ্য বন্দুকধারী আসিয়া যে স্বল্প সৈন্য যায়, তাহা নিপাত করিবার সম্ভাবনা হয়। এজন্য সেনাপতিগণ বিবেচনা করিয়া গোপীগঞ্জে গোরা-লাইন করিলেন। যখন যত গোরা কাশী হইতে পদব্রজে গমন করে, গোপীগঞ্জে একত্র হয়। এইমতো ক্রমে ক্রমে এক হাজার গোরা গোপীগঞ্জে রহিল, তাহাদের প্রতি কিছু দৌরাত্ম্য নাই।

স্টীমারে যে গোরা সৈন্য এলাহাবাদ পাঠান হইতেছে, তাহাদিগের জাহাজ এলাহাবাদের পারে যাইতে দেয় না। তীরে তীরে সহস্র সহস্র বন্দুকধারী ভ্রমণ করিতেছে। এক এক স্টীমারে দুইশত আড়াইশত গোরা যায়। ইহারা দশ সহস্র সৈন্য মধ্যে কি করিবে? ইহা বিবেচনা করিয়া ঝুশী গঙ্গার পার তথায় রহিল। ক্রমে শত স্টীমারে সৈন্যগণ একত্র হইয়া রহিল।

এখানে পদাতিকগণ চার-পাঁচ দিবস পর্যন্ত এলাহাবাদ শহরে ছিল, পরে তাহারা গোরা সৈন্যের আমদানি দেখিয়া তথা হইতে লক্ষ্ণৌ অভিমুখে যাত্রা করিল। কেবল তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ জমায়েত হইয়া একাদশ দিবস পর্যন্ত অতিশয় প্রবল প্রতাপে ভয়ানক করিয়া হুকুম ইত্যাদি চালাইয়া দখল করিয়া লইয়াছিল। যখন সরকার বাহাদুরের বারশত গোরা সৈন্য একত্র হইল এবং সেনাপতিগণ সেনাদিগের নিকটস্থ হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, এ দুষ্ট দস্যুগণের এত বৃদ্ধি রাখা আর ভাল হয় না। তখন একজন ছদ্মবেশীকে কেল্লাতে সংবাদ জন্য পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিলেন। সে ব্যক্তি আতুরের বেশ ধারণ করিয়া পদে অনেক ছেঁড়া কাপড় ও চট জড়াইয়া কৌপীন করঙ্গ লইয়া ভস্মভূষণ করিয়া নানা ছলেতে কেল্লার নিকটস্থ হইয়া কৌশলে দ্বারপালকে পত্র দিল। এতদ্বারা সাহেবদিগের নিকট পেঁহুছিল। তথা হইতে যে সাঙ্কেতিক পত্র দিলেন, ঐ ছদ্মবেশী লইয়া আসিল। ইতোমধ্যে যে শিখ-সৈন্যগণ কেল্লার দ্বারপাল ছিল. তাহার একজন বাজারে আসিয়াছিল। তাহাকে একাকী এবং নিরস্ত্র দেখিয়া মীর মৌলবীর ব্যক্তিগণ আসিয়া গুলির দ্বারা হত করিল। এই সংবাদ শিখ-পল্টনে হইল। তাহারা তৎক্ষণাৎ কেল্লার সেনাপতি সাহেবকে কহিল যে, 'কি আশ্চর্য! আমাদের পল্টন জীবিতমান থাকিতে চাষাগণে একজন সেনাকে মারিল। অতএব হুকুম দেন যে, আমরা এ সকল ব্যক্তিকে মারিব।' এই কথা শুনিয়া তিনি কহিলেন, 'তোমরা পারিবে?' শিখদল সকলেই কহিল, 'কি বিচিত্র কথা! ক্ষণমাত্রে সকল

শিখ-সৈন্যের উত্তেজনা

বিনাশ ··করিব।' এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা তোমরা সজ্জিত হও। যে গোরা কেল্লাতে আছে, ইহারাও তোপ লইয়া পশ্চাতে যাইতেছে। আর ঝুশী হইতে গোরাগণ শীঘ্র পেঁছিবে। গোপীগঞ্জের গোরাগণ অগ্রগামী হইয়াছে, পুল ভগ্ন জন্য পারের কষ্ট আছে। তাহাও শোধরান আবশ্যক। সে সকল গোরা-সৈন্য সে সব পথ খোলসা করিয়া তীরে পেঁছিলেই হইবে।'

এই কথা শ্রবণমাত্রে শিখ সৈন্য-দল রণসজ্জা করিয়া কেল্লার বাহির হইয়া যেমত অজাপালে মৃগেন্দ্র প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ করে, তদ্রূপ শিখগণ গ্রাম্য যোদ্ধাগণের প্রতি আক্রমণ করিল। গ্রাম্য সিপাহিগণ কমবেশি দশ সহস্র একত্র হইয়া যুদ্ধ-সজ্জাতে উপস্থিত হইয়া উভয় দলে ঘোরতর রণ আরম্ভ হইল। দুই দলের বন্দুকের শব্দে কত মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল। গুলির শনশনানি, তলোয়ারের চপচপ, সঙ্গীনের আঘাতের শব্দ সকলে স্তব্ধ হইয়া প্রাণমাত্র অনেকের ছিল। শিখগণ রণোন্মাদ হইয়া দিক্‌বিদিক জ্ঞান না করিয়া কেবল হন্ হন্ শব্দে গ্রাম্য যোদ্ধাগণকে নিপাত করিতেছে। যাদৃশ অজাগণকে শার্দুল নষ্ট করে, তদ্রূপ ইহাদের রুধিরে রঙ্গভূমিতে স্রোত বহিয়াছিল। ত্রিবেণী ত্রিধারা ছিল, তাহাতে আকবর শা কাম্যকূপের উপর কেল্লা করায় সরস্বতী-ধারা গুপ্তভাবে আসিতেছে। ঐ স্থলে রুধির-ধারা প্রবল হইয়া ঐ দিবস চতুর্ধারা হইয়াছিল। এ ধারাতে ত্রিবিধ প্রকার জল জানা যাইত। রক্তধারা মিশ্রিত হইলে পর সকল ধারা গোপন হইয়া রক্তধারা প্রবল হইয়া বহিতে লাগিল। শিখগণ রাজনীত্যানুসারে ধনুর্বেদে সুশিক্ষিত, রণপণ্ডিত। ইহাদের সম্মুখে গ্রাম্য নির্বোধ দুষ্ট দুরাচার যোদ্ধাগণ কি যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবে ' কেবল মনে করিয়াছিল, নবাবী রাজ্য হইলে পূর্বমতো লুঠ করিয়া লইয়া খাইব। যাহার লোকবল অধিক থাকিবে তাহারই রাজ্যপদ। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার সূক্ষ্ম বিচার করায় এই অনিষ্টকারী দুরাচারী ব্যক্তিগণ অঘটন-ঘটন আশাতে প্রাণ-আশা পরিত্যাগ করিয়া শিখ-হস্তে বহু ব্যক্তি রণভূমিতে রুধির-সজ্জায় শয়ন করিয়া মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইল। কতকগুলি সৈন্য এবং মীর সাহেব পলায়ন করিল।

শিখ ও সিপাহিগণে যুদ্ধ

এখানে শিখগণ এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছে, ওখানে গোরাগণ রণসজ্জা করিয়া অস্ত্রধারণ পূর্বক আগ্নেয়াস্ত্র তোপ লইয়া কেল্লা হইতে বাহির হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ···করিতে করিতে চলিল। ইতোমধ্যে বিপক্ষ দলের মধ্যে যে-কেহ সম্মুখে পড়িতেছে, তাহাকে ছেদন কিংবা সঙ্গীনের আঘাত দ্বারা নিস্তেজ করিয়া ঐ অগ্নি মধ্যে দিয়া দগ্ধ করিতে লাগিল। গোরাগণ প্রবল অনল প্রদীপ্ত করিয়া খাণ্ডব-দাহনের ন্যায় অগ্নি-তর্পণ করিয়াছিল। এই মতো তোপের দ্বারা কিটগঞ্জ, কর্নেলগঞ্জ, মুঠিগঞ্জ ইত্যাদি শহরের বাজার আর বাসিন্দাদিগের গৃহাদি দাহন করিয়া সমভূমি করিল। যে-কিছু অর্থাদি ও দ্রব্যাদি সম্মুখে পাইল তাহা ··। গোলানিক্ষেপে বহু প্রাণী নষ্ট হইল। কিন্তু মীর সাহেব আপন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

মীর সাহেবের পলায়ন

(গোরাগণ) শহরের অনেক বাজারাদি…দারাগঞ্জ-মুখে যাত্রা করিতেছিল। দারাগঞ্জ নিবাসী পিরুমল নামে একজন ধনীব্যক্তি সেনাপতিদিগের নিকট নানাপ্রকার স্তুতিবাক্য কহিবাতে দারাগঞ্জ রক্ষা পাইল। তাহার কারণ ঐ ধনীব্যক্তি সরকার বাহাদুরের হিতার্থে সৈনাদিগের রসদ জন্য টাকা এবং গম অনেক দিয়াছে, এ কারণ তাহার বাসস্থান রক্ষা পাইল। কিন্তু তাহার নিকট যে সমস্ত বদমায়েশের ঘর ছিল. তাহার মূল-সমেত উৎপাটন করিয়া গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ দিবস ঐরূপ মহামার করিয়া রণজয় হইয়া মহানন্দে কেল্লামধ্যে রহিল।

পিরুমলের সাহায্য

এখানে ঝূশী ও গোপীগঞ্জ হইতে গোরাগণ অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিতে করিতে…দগ্ধ করিয়া এবং দস্যুগণকে গুলিগোলা অস্ত্র দ্বারা নিপাত করিতে করিতে আসিতেছে। তন্মধ্যে পঞ্চাশ জন গোরা কেরাচিতে সওয়ার হইয়া শীঘ্র প্রয়াগের কেল্লাতে পেঁ৺ছিবার জন্য আইল। রেতির উপর অর্থাৎ বালুকাময় ভূমিতে কেরাচি না চলাতে ঝূশীর নিকট রাখিয়া গোরাগণ বেলা দুই প্রহরের সময় ঐ বালুকাতে গমন করিয়া পুলের নিকট আসিয়া পেঁ৺ছিবামাত্র দারাগঞ্জের মুনশী পুল কাটিয়া দিলেক। গোরাগণ পার হইতে পারিল না। ঐ পুলের উপর আসিয়া নৌকা-জন্য মাঝিগণকে অনেক মতো ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কোনোক্রমে কাহাকেও মিলিল না। পরে তীরে তীরে দেখিতে দেখিতে কতক দূরে এক নৌকা দেখিতে পাইল। ঐ নৌকার নিকট যাইয়া দেখিল তাহাতে নাবিক নাই। তথাচ ঐ নৌকাতে উঠিয়া নাবিকের বহু তল্লাশ করিল। কোনোমতে পাইল না। পরে আপনারা ঐ নৌকা বাহিতে লাগিল। কিন্তু জলস্রোতে কেল্লার পারে পেঁ৺ছিল না—যে তীরে উঠিয়াছিল, ঐ তীরে পুনরায় গেল। তাহা দেখিয়া গোরাগণ নৌকা হইতে তীরে নামিয়া রেতি 'পরে ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লেশযুক্ত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইল। এজন্য আপন আপন রুটি কেরাচিতে ছিল, তাহা আহার জন্য গাড়ির নিকট গমন করিল। তথা যাইয়া দেখিল, গাড়িতে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল সকল ঝূশিবাসী লোকজন লুঠ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহা দেখিয়া দ্বিগুণ দুঃখিত হইল। একে বালুকাময় ভূমি, ভ্রমণের ক্লেশ, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসাতে ক্লান্ত, পরে যে সমস্ত দ্রব্যাদি ছিল তাহা লুঠ হইল, ইহাতে সকলেই দুঃখিত। একজন গোরা সর্দিগর্মিতে প্রাণত্যাগ করিল। আর সকলে তথা হইতে ছায়া দেখিয়া পুরানো ঝূশী গ্রামে বৃক্ষতলে রহিল। তথাকার ব্যক্তিগণকে কহিল, 'শীতল জল দাও!' তাহারা অতি সুশীতল জল এবং রুটি লইয়া সকলে উপস্থিত হইল। গোরাগণ কেবল জল পান করিল, আর কিছু গ্রহণ করিল না। পরে তাহারা স্বল্পকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্বার কেল্লায় যাইবার জন্য পার হইবার উপায় দেখিতে তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নজর হইল যে, দূরে এক স্টীমার আছে। ঐ স্থানে সকলে গমন করিয়া স্টীমারে সওয়ার হইয়া কেল্লাতে পেঁ৺ছিল। এত ক্লেশে কেল্লায় যাইয়া কাপ্তেন সাহেবকে কহিল, 'পার হইতে

দারাগঞ্জের পুল ভঙ্গ

(গিয়া) যুদ্ধের চতুর্গুণ ক্লেশ হইল। এত ক্লেশ দিবার মুলাধার দারাগঞ্জের প্রজাগণ। আমাদিগকে পুলের ধারে দেখিবামাত্র পুল ভাঙিয়া দিল। যদি অগ্রে এই দুষ্টগণের আর ঝুশীর দস্যুগণের দমন হয়, তবে আমাদের দুঃখ মোচন হইবে। নচেৎ আমাদের আর রাজ্যশাসন অসম্ভব হইবে।' এই কথা শুনিয়া সকল সাহেবগণে যুক্তি করিয়া প্রয়োজন মতো হুকুম দিলেন···এই হুকুম হওয়াতে গোরাগণ প্রাতে উঠিয়া কেল্লার মুরচা হইতে প্রথমে চারি-পাঁচ গোলা নিক্ষেপ করিল, পরে কামান, গুলি-গোলা, বন্দুক ও কিরিচ ইত্যাদি শস্ত্রধারী হইয়া দারাগঞ্জে প্রবেশ করিয়া···ইহা দেখিয়া শহরের বহু মনুষ্য অন্যান্য গ্রামে পলায়ন করিল। ইহাতে প্রায় শত শত ব্যক্তির প্রাণত্যাগ হইল।··· ইহা দেখিয়া দারাগঞ্জ নিবাসী পিরুমল বিবেচনা করিল, কাপ্তেন সাহেবের গোচর ভিন্ন রক্ষার অন্য উপায় নাই। তাহার পর শুনিল যে, কাপ্তেন সাহেব পুল বান্ধাইবার জন্য পুলের নিকট আসিয়াছেন। পিরুমল গলবস্ত্র হইয়া সাহেবদিগকে জানাইল যে, 'হে ধর্মাবতার! অগ্রে আমার প্রাণ নষ্ট কর, পরে···পরে প্রজাগণের প্রাণ হরণ কর, নচেৎ আমি তোমাদিগের সম্মুখে আত্মহত্যা হইব।' ইহা শুনিয়া সাহেবগণ তাহাকে প্রবোধবাক্যে কহিল যে, 'এক মুন্শীকৃত অপরাধে দারাগঞ্জের সকল প্রজার ধন-প্রাণ নষ্ট করা ভাল হয় না। যে কেহ অপরাধী থাকিবে পশ্চাৎ দেখা যাইবে।' ইহা মাজিস্টর ও সেনাপতি সাহেবদিগকে কহাতে তৎক্ষণাৎ বিউগিলের ধ্বনি করিবামাত্র গোরাগণ যে যেখানে যে কর্মে ছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া সেনাপতির নিকট পেঁাছিল। সেনাপতি সাহেব সৈন্যগণকে সুস্থির করিয়া দারাগঞ্জ ভিন্ন অন্য দিক গমন করিতে হুকুম দিলেন। পিরুমল সৈন্যদিগের জন্য তিন লক্ষ মণ রসদ দ্রব্যাদি দিল। তাহাতে তাহার প্রতি সাহেবগণ বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

এখানে গোরা ও শিখগণ শহর···সরাইয়ের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, মৌলবী সাহেব কম-বেশি পাঁচ হাজার মুসলমান সৈন্য (একত্র করিয়াছে)। তাহাদের যুদ্ধ-সজ্জা ঢাল, তরবারি আর বরশি এবং কাহারও বন্দুক আছে। ইহা দেখিয়া সরাইয়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ দুই তোপে দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া মৌলবীকে গ্রেপ্তার করিতে যাইবার উদ্যোগ করাতে মুসলমান সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহারণ করিল। প্রথম দিবস মৌলবীর প্রায় দুইশত সৈন্য হত করিয়া গোরাগণ পিছিয়া আসিল। পর দিবস যুদ্ধে যাইয়া প্রায় দুই প্রহর পর্যন্ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে সাত-আট শত ব্যক্তি রণে পতিত হয়। তাহার পর গোরাগণ কেল্লাতে আসে। পরে তৃতীয় দিবস মুসলমান ও মেওয়াতি সৈন্যগণ পুনর্বার স্ব স্ব বেশ করিয়া যুদ্ধস্থলে আসিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। কেল্লা হইতে শিখ ও গোরাগণ যুদ্ধসজ্জা করিয়া ঐ সরাই-রণস্থলে আসিয়া যুদ্ধারম্ভ করিল। প্রথমে মৌলবীর সেনাগণ গুলি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। গোরাগণ পশ্চাতে থাকিয়া শিখদিগকে অগ্রগামী করিয়া উভয় পক্ষের গুলি এবং তরবারিতে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে হইতে প্রায় দিবা দুই প্রহর গত হইল, শিখগণ মৌলবীর বহুসৈন্য নিপাত করিল। ইহা দেখিয়া মেওয়াতি দল একেবারে আক্রমণ করিয়া শিখ-সৈন্য নিপাত জন্য বহুমতো

উপায় করিল। তখন গোরাগণ গোলা নিক্ষেপ দ্বারা মৌলবীর সকল সেনা হত করিয়া তাহাতে ধৃত করিতে সন্ধান করিল। মৌলবী তথা হইতে স্থানান্তরে পলায়ন করিল। মৌলবীকে না পাইয়া সাহেবগণ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে-কেহ মৌলবীকে ধৃত করিয়া দিবে, তাহাকে পাঁচশত টাকা পারিতোষিক দেওয়া যাইবে।

বিদ্রোহিগণের শাসন

এই মতো যুদ্ধাদি করিয়া প্রয়াগের দুষ্টগণ নিপাত করিয়া, প্রয়াগীদিগের মধ্যে যাহারা দুষ্টতা করিয়া সরকারের অনিষ্ট করিতেছিল, তাহার মধ্যে যাহাকে যেখানে পাইতেছে লইয়া···যাইতেছে। এইরূপ শাসন প্রয়াগ হইতে কাশী পর্যন্ত করিয়া পথের কণ্টক ঘুচাইয়া ডাক চালাইতে শুরু করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে দশ ক্রোশ পর্যন্ত চতুর্দিকে যে সমস্ত গ্রাম আছে, তাহা প্রতি দিবস এক দুই করিয়া গ্রাম গোরাগণ বশে আনিতে লাগিল। ··গ্রামসকল ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া মনুষ্যসকল দেশান্তরী হইয়া গেল।

প্রবাসী বাঙালিগণের দুর্দশা

প্রয়াগে যে সমস্ত বাঙালি ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাণের আঘাত হয় নাই, বিষয় যাহা যে গোপন করিতে পারিয়াছিল তাহারই আছে, নচেৎ সকল লুঠ হইয়া যায়। ভোজন-পাত্র জলপাত্র-বিহীন হইয়া আপন আপন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার সকলে একবস্ত্র পরিধানে স্থানে স্থানে গোপনে থাকিয়া সকলে প্রাণরক্ষা করিয়াছে। গোলযোগ নিবারণ হইবার পর সকলেই আসিয়া দারাগঞ্জে আছেন। প্রয়াগের সব্ এসিস্টাণ্ট সার্জেন্ তারাচাঁদ চক্রবর্তী যৎকালে দেশীয় পদাতিকগণ দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত হইল, তৎকালে তেঁহ ডাক্তারখানাতে ছিলেন। পদাতিকগণ ভীষণ মূর্তিতে ডাক্তারখানার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, যে সকল ঔষধ ছিল, তাহা ভাঙিয়া ছড়াইয়া তছরূপ করিয়া চক্রবর্তী ডাক্তারের উপর আঘাত করিতে পাঁচ-ছয়জন সিপাহী বন্দুক ও তরবারি লইয়া মার মার শব্দে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘূর্ণিত লোচনে বিকট দশনে যমদূতের ন্যায় রহিল। তখন চক্রবর্তী পদাতিকগণের পদানত হইয়া কহিলেন, 'দেখ আমি ব্রাহ্মণ, আমার প্রাণদণ্ড করিলে, তোমাদের কি লাভ হইবে? বরং ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইবে।' এই-মতো স্তবস্তুতি করাতে তাহারা প্রাণদণ্ডে ক্ষান্ত হইয়া কহিল, 'তোমার যাহা অর্থ এবং বাসায় দ্রব্যাদি আছে, সকল রাখিয়া একবস্ত্র পরিধান করিয়া যাও।' (তিনি) তাহাই করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া গুপ্তবেশে ছিলেন, ডাক্তারখানা জ্বালাইয়া দিয়া গেল।

ডিপুটী পোস্ট মাস্টার বিশ্বনাথ দে দেখিল যে, পদাতিকগণ সাহেবদিগের প্রাণধন হরণ (ও) বাঙ্লো দাহন করিতে করিতে আসিতেছে। ইহা দেখিয়া বাঙ্লো হইতে বাহির হইয়া একবস্ত্র পরিধানে কেল্লা প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণরক্ষা করিল। এইমতো সকলে নানা উপায়ে প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। যাহাদিগের পরিবার সমভ্যারে ছিল, তাহাদিগের তৎকালে কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্যে কি জানিতে পারিবে। যাহারা এই বিপদে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছে, সেই জানে। হরি হরি এমত বিপদ কাহারও যেন না হয়।

সরকার বাহাদুরের সেনাপতিগণ সৈন্য দ্বারা পথের কণ্টক ঘুচাইয়া প্রয়াগ হইতে

ডাক গমনাগমনের পথ খোলসা করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। পরে গোপীগঞ্জের শরহদ্দ মধ্যে (ও) ভদই পরগণার মধ্যে যে সমস্ত রঘুবংশীয় জমিদারগণ আছে, তাহারা যুক্তি করিয়া ২রা জুলাই তারিখে প্রয়াগের ডাক মারে এবং পথিকদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করে। এ সংবাদ মির্জাপুরের ম্যাজিস্টর মোরে সাহেব শুনিয়া সরে-জমিনতে স্বল্প গোরা আর দেশীয় পদাতিক থানা হইতে সমভ্যারে লইয়া তৎস্থলে বিশিষ্ট তদারক করিয়া দেখিলেন, রঘুবংশী জমিদারগণ হইতে অনিষ্ট হইতেছে। (তিনি) তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য উপায় করিতে লাগিলেন। তাহারা পলাতক হইল, তাহাদের প্রধান জমিদার গ্রেপ্তার হইল। গবর্নমেণ্ট হাল আইনের ক্ষমতানুসারে তৎক্ষণাৎ অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁসি দিলেন, বক্রী ব্যক্তিগণকে ধৃত করিবার জন্য অনুচরগণ ভ্রমণ করিতে রহিল।

এখানে যে ব্যক্তিকে গলরজ্জু দ্বারা হত করিয়াছিলেন, তাহার স্ত্রী লক্ষ্ণৌর বাসিন্দার কন্যা। সেই স্ত্রী আপন ভ্রাতৃগণকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, 'আমি মোর সাহেব কর্তৃক বিধবা হইয়াছি, আমার পতিকে অবিচারে বধ করিয়াছে। যদি তোমরা আমার ভ্রাতা হও, তবে ইহার উচিত দণ্ড মোর সাহেবকে দিবে। তাহা হইলে আমার মনোদুঃখ যাইবে, নচেৎ আমিও প্রাণ পরিত্যাগ করিব।' এ সংবাদ পাইয়া ঐ বিধবার ভ্রাতৃবর্গ আপন রঘুবংশীগণকে একত্র করিয়া প্রায় তিনশত বন্দুকধারী ভদই যাত্রা করিল।

মোর সাহেবের অনুচরগণ অনুসন্ধান করিয়া ৪ঠা জুলাই ম্যাজিস্টর সাহেবকে সংবাদ করে, তাহাতে ম্যাজিস্টর মোর সাহেব আর ডিপুটি-ম্যাজিস্টর সাহেব দশজন গোরা আর থানার পদাতিকদিগকে লইয়া ঐ হত জমিদারের দুই ভ্রাতাকে গ্রেপ্তার করিয়া গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙলোতে আসিয়া খানা খাইবার উদ্যোগে ছিলেন। ধৃত দুই ব্যক্তি দৃঢ়বন্ধনে পদাতিকগণের হস্তে রহিল। এতকালে লক্ষ্ণৌ হইতে রঘুবংশীগণ ঐ মৃত জমিদারের বাটীতে আসিয়া শুনিল যে, তাহার দুই ভ্রাতাকে ফাঁসি দিবার জন্য লইয়া গিয়াছে। তাহাদের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্রে আঠার জন, সকলে বলিষ্ঠ, দুর্বল কেহ ছিল না। ইহারা আপন রঘুবংশী ক্ষত্রিয়গণের নিকট যাইয়া কহিল যে, 'আমাদের আর বৃথা জীবন-ধারণ, যখন আমাদের পিতা-পিতৃব্যগণকে বধ করিল, তখন আমাদের আর রাখিবে না। যাহাকে পাইবে তাহাকে ধরিয়া ফাঁসি দিবেক, অতএব আমাদের বিবেচনাতে এমত ফাঁসিতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করা ভাল।' এই কথা শুনিয়া প্রায় বারশত রঘুবংশী কহিল যে, 'একথা প্রামাণ্য বটে, যখন যাহাকে যেখানে পাইবে তাহাকেই ফাঁসি দিবেক, অতএব চলো-সকলে ফিরিঙ্গীর সহিত লড়িব।' এই কথাতে দশ-বার গ্রামের সকল মনুষ্য পঞ্চায়তে ঐক্য হইয়া আপন আপন যুদ্ধের অস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হইল। লক্ষ্ণৌ হইতে যে সকল বন্দুকধারী আসিয়াছিল তাহারা একযোগ হইয়া কোলাহল শব্দ গোপীগঞ্জে নীলকর সাহেবের বাঙলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সাহেব ও চারি-পাঁচজন গোরা খানা খাইতে বসিয়াছে ; ঐ সময় গুলিতে ও তরবারিতে সকলের মস্তক

ছেদন দ্বারা প্রাণ নষ্ট করিয়া বন্দীদিগকে বন্ধনমুক্ত করিয়া লইয়া গেল, আপনাদিগকে অতিশয় ধন্যবাদ করিয়া বহু আস্ফালন করিতে লাগিল। ইহাদের এইমতো বীরত্ব দেখিয়া নিকটবর্তী সকল গ্রামের মনুষ্য সকল ইহাদিগের দলে মিশিয়া প্রায় বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া একস্থানে রহিল। পথিকগণের ধনপ্রাণ হরণ ও ডাক গমনাগমনের পথ রুদ্ধ করিল, দুই দিবস পর্যন্ত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিল। পরে ৬ই জুলাই বেনারস হইতে তিনশত গোরা, দুই তোপ, একজন সেনাপতি এবং কাশীর রাজার পাঁচশত পদাতিক চলিল। ঐ গ্রাম সকল ভদই পরগণার কাশীর রাজার রাজ্য। সরকার বাহাদুরের পদাতিকগণ বিগড়াতে রাজা সরকারের পক্ষে থাকিয়া বলণ্টর পল্টনের সেনাপতিদিগের নিকট হইতে চাতুরিতে মেগাজিন (ও) খাজনা লইয়া সরকার বাহাদুরের হস্তগত করিয়া দেওয়াতে ঐ দিবস সিপাহিগণের উপর তোপ দ্বারা গোলা নিক্ষেপ করাতে, রাজা সাহেবের ভদই পরগণায় কমবেশ লক্ষ টাকা তহশীলের জমিদারির প্রজাগণ বিগড়িয়া রাজার কর ইত্যাদি সকল বন্ধ করিয়া লুট-ফসাদ করিতেছিল। তাহাদের শাসন জন্য এক সহস্র অশ্বারোহী বন্দুকধারী পাঠাইয়াছিলেন। প্রজাগণ প্রায় সকল সৈন্য নিপাত করিয়াছিল, যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল তাহারা প্রাণ লইয়া রাজার রামনগর কেল্লাতে আসিয়াছিল। প্রজাগণ রাজ-সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া মহানিষ্টকারী হওয়ায় দৌরাত্ম্যের পথ প্রবল হইয়াছিল। তজ্জন্য প্রয়াগ-শাসন সময়ে প্রধান অনিষ্টকারী জমিদারকে ফাঁস দেওয়াতে পূর্বোক্ত উপদ্রব হয়। তজ্জন্য রাজ-সৈন্যগণ সরকার বাহাদুরের সাহায্য জন্য যাইয়া ভদই পরগণার…দুরাত্মাদিগকে প্রাণদণ্ড করিয়া নিষ্কণ্টক করিয়াছেন, আর সে পথে কিছু ভয় নাই।

কাশীধামের উত্তর দশ ক্রোশ হইবে ডুবি নামে এক ক্ষুদ্র শহরের ন্যায় নগরগ্রাম। তাহাতে অনেক চিনির মহাজন এবং ধনাঢ্যগণ আর রঘুবংশী ক্ষত্রিয় জমিদারগণ আছে। তাহার মধ্যে গুমান সিংহ নামে একজন রঘুবংশী ও প্রদেশের প্রধান জমিদার। তাহার ঘরে আপন ভ্রাতা-পুত্র-পৌত্র-জ্ঞাতি-কুটুম্বতে একস্থানে দুই-তিনশত ঘর আছে। নিজ পরিবার একান্নে পঁচিশজন বলিষ্ঠ অস্ত্রধারী। উহার বশীভূত প্রায় বিশ-পঁচিশ গ্রামের মনুষ্য এবং মহাজনগণ। ইহারা জৌনপুরের দুরবস্থা এবং রাজ-পুরুষগণের হত হওয়া দেখিয়া সকল গ্রাম্য লোক এক পরামর্শ হইয়া পথিকগণের প্রতি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল এবং সরকার বাহাদুরের যে পুলিশ থানা ছিল তাহার অনাদর করিতে লাগিল। গ্রামের মধ্যে এক বৃহৎ তেঁতুলগাছ ছিল, তাহার উপরে এক নিশান এবং নাগারা বান্ধিল। সঙ্কেত রহিল ঐ নাগরা বাজাইলেই যে যেখানে যে কর্মে থাকিবে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন যুদ্ধসজ্জা লইয়া এইস্থানে প্রস্তুত হইবে। এইমতো নিরূপণ করিয়া দশ-বার হাজার মনুষ্য একত্র হইয়া রহিল, প্রকাশ হইল কাশী চড়াও করিয়া লুঠ করিবে। এই সংবাদ জজ এবং ম্যাজিস্টর কমিশনর টগর সাহেব প্রভৃতি শ্রুত হইয়া তথ্য জানিবার জন্য, একজন জাশু পাঠাইলেন। তথা হইতে ইহাদের উপরোক্ত বিবরণের সঠিক তথ্য আনিয়া দেওয়াতে ২৪শে জুন (২১শে আষাঢ়) পঞ্চাশ জন সওয়ার, পঞ্চাশ জন গোরা আর এক কামান লইয়া গবিন্স সাহেব ডুবিতে যাত্রা

করিলেন। তথায় দেখিলেন বহু মনুষ্য একত্র হইয়া গোলযোগ করিতেছে, কিন্তু সকলই গ্রাম্যব্যক্তি, সামান্য যোদ্ধা সেনাপতি কেহ নাই। ইহা দেখিয়া একেবারে তোপ ও বন্দুকের ধ্বনি আরম্ভ হইল, গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, কতকগুলি আহত ও স্বল্প মনুষ্য পতিত হইল। ইহা দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। ক্রমে সৈন্যগণ গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট হইল…সর্বত্র ভ্রমণ করিতে লাগিল। যাহারা প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেল, তম্মধ্যে কুড়ি জনকে গ্রেপ্তার করিলেন। গুমান সিংহকে ধরিবার জন্য অনেক অনুসন্ধান করিলেন, তাহাদের কাহাকেও পাইলেন না…গোরাদিগের বিকট মূর্তি দেখিয়া চারজন স্ত্রীলোক কূপে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, দুষ্টগণকে না পাইয়া গুমান সিংহের দুই বধূকে ডুলি করিয়া কাশীতে আনিয়া রাখিল।

গুমান সিংহ এই সংবাদে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ স্ত্রীলোকদিগের পিত্রালয় অযোধ্যার রাজধানীর মধ্যে, যথায় মান সিংহের রাজ্য, ঐ রঘুবংশীগণকে সংবাদ করিল। তাহারা শুনিয়া গুমান সিংহকে বহু ধিক্কার দিয়া কহিল, 'আপন প্রাণভয়ে পলাইয়া ঘরের বহু-বেটীকে বাহির করিয়া দিয়া, এক্ষণে সংবাদ পাঠাইলে, সে অপমানের কি উপায় আছে, তবে যদি যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আপন আপন হস্তে প্রাণবধ কর। যদি এমত বিবেচনা কর যে, যাহাদের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিলে ক্লেশ হইবে, এমত স্ত্রীলোক যাহারা আছে, তাহাদিগকে নবাবী রাজ্য মধ্যে পাঠাইয়া দাও। পরে আমরা দুই হাজার বন্দুক সমেত যাইয়া যুদ্ধ করিব।' ডুবিওয়ালা ঐ মত করিয়া স্ত্রী-বালক-বালিকাগণকে স্থানান্তর করিয়া পূর্বোক্ত সকল গ্রামের মনুষ্য একত্র হইয়া যুদ্ধ-সজ্জায় রহিল এবং মান সিংহের অধিকারের রঘুবংশী-গণের সহিত সংযোগ হইয়া ডুবি হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ আসিয়া রাজেশ্বর নামক স্থানে সকল সৈন্যগণ এক বাগানের আড়ে প্রায় দশ-বার হাজার মনুষ্য যুদ্ধসজ্জায় থাকিয়া একজন দূত শিকরোলের সাহেবদিগের নিকট পাঠাইল যে, 'আমরা সম্মুখ সংগ্রামের জন্য আসিয়াছি, গবিন্স সাহেবের কর্তব্য আমাদের সহিত আসিয়া যুদ্ধ করে, নচেৎ আমরা মঙ্গলবার পর্যন্ত শিকরোলে পোঁছিব। পূর্বাহ্নে সংবাদ করিলাম।'

সাহেবগণ এই সংবাদ পাইয়া সকলে আপন আপন পরিবারগণকে সাবধান করিলেন এবং সকল বাঙালিদিগকে হুকুম দিলেন, 'অদ্যকার কাছারি-দপ্তর সকল বন্ধ করিয়া সকলে বাঙালিটোলায় যাও।' এই কহিয়া সাঁড়লী সওয়ার একজনকে বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পাঠাইলেন এবং গোরা ও শিখদিগকে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে আদেশ হইল। ইহারা সুসজ্জিত হইতে হইতে দূতমুখে সকল জ্ঞাত হইলেন। ইহাতে বিচার হইল যে, গ্রাম্য প্রজাগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিয়াছে, একতোপ একশত গোরা (ও) পঞ্চাশজন শিখ লইয়া গেলেই কর্ম সম্পূর্ণ হইবে। কিন্তু আর তিনশত গোরা (ও) তিনতোপ বরনার পুলে প্রস্তুত থাকে। আর পঞ্চাশজন গোরা পশ্চাতে থাকে। এইমতো যুক্তি (করিয়া) যুদ্ধে যাত্রা করেন। রণস্থলের নিকটবর্তী হইয়া এক তোপ দাগিল। এই শব্দে বিপক্ষগণ সতর্ক হইয়া আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া বন্দুকের দ্বারা গুলি চালাইতে লাগিল। দুই দলে ঘোরতর বন্দুকের আওয়াজ হইয়া

ধূমের দ্বারা অন্ধকার হইয়া কেহ কাহাকে দেখিতে পায় না। সরকার বাহাদুরের শিখ-সৈন্যের সেনাপতি রাজা রণজিৎ সিংহের সেনাপতি লহনা সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরত সিংহ ও গোরাদিগের সেনাপতি গবিন্স সাহেব ইঁহারা অগ্রে ছিলেন, আর আর সেনাপতিগণ পশ্চাতে ছিলেন। বন্দুকের যুদ্ধ হইতে হইতে মধ্যে মধ্যে তরবারি চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে দৈব কর্তৃক মেঘারম্ভ হইয়া ঘোরতর বৃষ্টি হইল। ঐ বৃষ্টির জলে বিপক্ষ দলের বন্দুকের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। ঐ সময়ে কামানের গোলা দ্বারা বিপক্ষগণকে নিপাতের বাণ ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ বাগানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, গাছের আড়ে থাকিয়া গোলা-রূপ অগ্নিময় বাণ হইতে প্রাণ রক্ষা করিল। পরে গোরাগণ বাগান মধ্যে কামান লইয়া যাইবার এবং ফিরাইয়া চতুর্দিকে তোপ করিবার জন্য কামান চালাইতে মনন করিয়া বয়েল হাঁকাইতে লাগিল, বিধিকৃত এমত বিপদ হইল যে, কামানের গাড়ির চাকা এমত বসিয়া গেল যে, কোনোক্রমে বয়েল টানিতে পারিল না। অনেক মতো তদ্বির করিল, কোনোক্রমে না চলে না ফিরে। ঐ স্থানে রাখিয়া দুই-তিন গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বিপক্ষগণ মধ্যে মহাসাহসী এবং মহাবলাক্রান্ত কুড়িজন শস্ত্রপাণি হইয়া কামানের পার্শ্ববর্তী হইয়া কামানের উপর পড়িয়া রঞ্জক বন্ধ করিয়া কামান ছিনাইয়া লইবার চেষ্টায় ছিল। তাহাতে গোরাগণের সহিত অস্ত্রযুদ্ধ করিয়া বারজন গোরা ও শিখ-সৈন্যকে হত করে এবং সুরত সিংহকে সম্মুখে দেখিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। পশ্চাৎ হইতে প্রায় চারি-পাঁচশত ব্যক্তি শস্ত্রপাণি হইয়া মহাবলবিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। শিখগণকে লইয়া সুরত সিংহ অস্ত্রযুদ্ধে প্রায় ৫০ জনকে হত এবং বহু ব্যক্তিকে আহত করিল। তন্মধ্য হইতে এক বৃদ্ধ এবং এক ষোড়শ বর্ষীয় যুবা শস্ত্রপাণি হইয়া ঘোরনাদে বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি এবং যুবা সুরত সিংহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়া বহু যোধগণের সহিত যুঝিয়া নিকটস্থ হইয়া সাহেবের প্রতি আঘাত করে। এমত কালে বাবু দেবনারায়ণ সাহেবের দক্ষিণ দিক হইতে দেখিলেন যে, ঐ বৃদ্ধ গবিন্স সাহেবের প্রতি আঘাত করে, সাহেবকে সতর্ক করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ শিখ-সৈন্যগণ আসিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর সিংহের সহিত অনেক যুঝিয়া তাহাকে রণস্থলে শয়ন করাইল। ষোড়শবর্ষীয় যুবা হেমত সিংহ অনেক সৈন্যকে আহত এবং দশজনকে হত করিয়া সুরত সিংহকে হত করিবার জন্য অস্ত্রক্ষেপ করিয়াছিল। সুরত সিংহ ধনুর্বিদ্যায় সুশিক্ষিত। তাহার সওয়ার সাবধান হইয়া প্রাণ রক্ষা করে, অল্প অল্প ছয় স্থানে আঘাত হয়, শেষে যে আঘাত করে, তাহাতে দক্ষিণ পদে অধিক আঘাত হয়। এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া রণস্থলে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন গোরাগণ মুহুর্মুহু বন্দুকের বাড় বাড়িতেছে। এখানে কামান বিপাকে পড়াতে আর সকল বিপক্ষগণ গোরাদিগের প্রতি আক্রমণের জন্য বাগান হইতে বাহির হইল। ইহা দেখিয়া গবিন্স সাহেব বিবেচনা করিয়া বিউগলে রণশব্দ করিলেন এবং রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। পশ্চাতে যে পঞ্চাশ-জন গোরা ছিল, তাহারা অন্তর অন্তর চারি জনায় থাকবন্দী হইয়া আসিতে লাগিল।

দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল, বহু সৈন্যের সমাগম হইতেছে। বিপক্ষগণ রণবাদ্য এবং পশ্চাতে রণস্থলে সৈন্য সমাগম ও গোরাদিগের বিক্রম দেখিয়া বাহাদুর সিংহের প্রাণ নষ্ট ও হেমত সিংহ রণমধ্যে ধৃত হওয়াতে সকলে পলায়ন করিল। কমবেশ পাঁচশত মনুষ্য যুদ্ধে হত হইল। বিপক্ষগণের বিপুল আশা নিরাশ করিয়া সকলে আপন আপন শিকরোলের শিবিরে আসিয়া রণশ্রম শান্ত করিলেন। সুরত সিংহ ডাক্তার সাহেবের বাঙলোতে যাইয়া কাটাপদে ঔষধ দিল, তিন দিবস মধ্যে পুনরায় অশ্বারোহণ করিবার ক্ষমতা হইল।

বিপক্ষ দলের যাহাদিগকে ধৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদিগকে দৃঢ়বন্ধনে বন্দিশালে বন্ধ রাখিলেন।

২২শে আষাঢ়, ২৫শে জুন

ডুবি-নিবাসিগণ পুনর্বার সংবাদ পাঠায় যে, 'সাহেবদিগকে কহিবে তাহারা তৈয়ার থাকেন, আমরা একদিন তাহাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিব।' কিন্তু দিনের নির্ধারিত কহে নাই। এই সংবাদে সেনাপতি এবং টগর সাহেব ও গবিন্স সাহেব প্রভৃতি সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া সৈন্য সমাবেশ করিয়া শিকরোল রক্ষার্থ বরনার পুলের উপর তোপ এবং রাজঘাটে তোপ এবং মাটির যে কেল্লা তৈয়ার করিয়াছেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে তোপ এবং গোরাগণের চৌকি রহিল। শহর রক্ষার্থ সরকার বাহাদুরের পুলিশ আর রাজা বাহাদুরের পাঁচশত বন্দুকধারী অশ্বারোহী থানায় থানায় রহিল। ইহারা দিবারাত্র নগর ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইমতো বন্দোবস্ত বিপক্ষ-বিনাশ জন্য করিলেন।

ডুবিতে ধৃত হওয়া কুড়িজনকে ফাঁসি দিবার জন্য কাছারিতে আনিয়া হেমত সিংহকে কহিলেন যে, 'তোমাদিকে যখন ধরিয়া আনিয়াছি, তখন যে প্রকারে হউক প্রাণ নষ্ট করিতে পারি। কিন্তু তোমরা সরকার বাহাদুরের তরফ চাকুরি স্বীকার কর, তবে তোমাদের প্রাণ রক্ষা হয়।' 'আমরা তোমাদের চাকুরিতে স্বীকার নহি, যখন রণস্থলে ধৃত হইয়াছি, তাহাতে যাহা ইচ্ছা তাহা কর।'—এই কথা বারংবার উভয় পক্ষের উক্তি হইল। এইমতো বাদানুবাদ করিতে করিতে এমন সময়ে কাশীর রাজা সংবাদ পাঠাইলেন যে, 'ডুবির রণধৃত ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড স্থগিত থাকিলে ভাল হয়। যাহারা ধরা পড়িয়াছে সকলই রঘুবংশীয় ক্ষত্রিয়। ইহারা জমিদার এবং আমার অমাত্য।' এই সংবাদে ফাঁসি দেওয়া স্থগিত হইল।

রাজা বাহাদুর ইহাদের ফাঁসি দেওয়া স্থগিত করিয়া উকিলের দ্বারা ডুবিতে গুমান সিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান রঘুবংশী জমিদারগণকে সংবাদ করিলেন যে, 'আমার মানস সকলের সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়। তাহার বিশেষ কারণ এই যে, রাজার সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া কেবল ধনপ্রাণ হানি আর সম্পূর্ণ ক্লেশ ভিন্ন অন্য কিছু মাত্র লাভ নেই। এত ক্লেশ এবং ধন-জন-মান নষ্ট করিয়া ভূপতি হইতে পারিবে না। যে কেহ রাজা হইবে, তাহার অধীনে থাকিয়া কর দিতে হইবে, স্বাধীন হইবার কদাচ সম্ভাবনা নেই। যদি যুদ্ধে জয়ী হওয়া না যায়, তবে
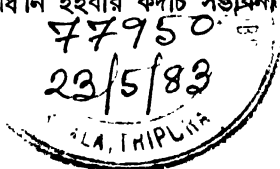
যে কি দুরবস্থা ঘটিবে, তাহা কথা যায় না। তাহার কারণ রাজা ক্লেশ পাইলে পশ্চাতে সহস্র গুণে ক্লেশদায়ক হয় এবং ক্ষুদ্রাপরাধে প্রাণদণ্ড করে। ইতোমধ্যে…কত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছে, তাহাও সকলে দেখিতে শুনিতে পাইতেছেন। তথা হইতে হেমত সিংহ প্রভৃতি মহাশুর রঘুবংশী যত ক্ষত্রিয় তাহাদের সহযোগে আছে, তাহার মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত রণপণ্ডিত কুড়িজনকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে। ইহাদের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইয়াছিল, এ সংবাদ আমি শুনিয়া বহু যত্নে স্থগিত রাখিয়াছি। যদি ক্ষান্ত হইয়া উভয়ের মহামিলন হয়, তাহা হইলে ভাল হয়।' এই কথা তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা কহিয়া পাঠান।

গুমান সিংহ প্রভৃতি প্রত্যুত্তর করিল, 'যখন মানহানি হইয়াছে, তখন ধন-প্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে ঘরের বহু-বেটী না দিলে হইতে পারে না। আমরা একবার ভাল করিয়া চাক্ষুষ করিব। যাহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাদের প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতেও দুঃখিত নহি। যেহেতু তাহারা ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম তাহা করিয়াছে, রণে ভঙ্গ দেয় নাই, সম্মুখ সংগ্রামে ধৃত হইয়াছে। আর আমাদের ধন-সম্পত্তি সকল লুঠ করিয়াছে। আর কি আছে? এক্ষণে জীবৎমান থাকাতে কেবল ক্লেশ ভিন্ন নহে, স্বল্প দোষে লইয়া যাইয়া প্রাণদণ্ড করিবে, তাহাতে ইহলোক পরলোকে দোষ আছে। তদপেক্ষা যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ হইলে ক্ষত্রিয়-ধর্মমতে মোক্ষপদ পাইব—চিরজীবী কেহ নহে।'

এইমতো বহুতর বাদানুবাদ পাঁচ দিবস পর্যন্ত হইয়া শেষে রাজা সাহেবের কথাতে সম্মত হইয়া আপন ক্ষতিপূরণের কথার শেষ হইয়া ২৮শে জুন, ১৫ই আষাঢ় ডুবি নিবাসী প্রধান প্রধান জমিদারগণ কাশীধামের কামাখ্যা নামক স্থানে, যথায় রাজা ঈশ্বরী নারায়ণের কোষাগার ঐ স্থানে টগর সাহেব এবং গবিন্স সাহেব এবং রাজা বাহাদুর সকলে একত্র হইয়া জমিদারগণকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন, 'তোমাদিগের সহিত আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নাই। তোমরা লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না। তোমাদের গৃহাদি দগ্ধ এবং দ্রব্যাদি সৈন্যগণে লুঠ-ফেসাদ করিয়াছে, এজন্য তোমাদের মন দুঃখিত হইয়াছে। অতএব তোমাদের তিন বৎসরের খাজনা মহকুপ করিয়া দিলাম। কিন্তু তোমরা এই স্বীকার কর যে, কোম্পানি বাহাদুরের বিপক্ষে যে কেহ আসিবে তাহাদের সহিত তোমরা যুদ্ধাদি করিবে, তাহাতে সরকার বাহাদুরের সাহায্য হইবে।' এই কথা সকলে স্বীকার করিল।

২১শে জুন রাজা বাহাদুরের কামাখ্যার বাগানবাটীতে উভয় পক্ষে সকলে এক মিল হইয়া সন্তুষ্ট হইলেন। জমিদারদিগকে উত্তমরূপে আহারাদি করাইয়া পঞ্চাশাবধি একশত মুদ্রা পর্যন্ত পাগড়ির মূল্য—এমত পঁচিশ পাগড়ি আর দুইশত টাকা, প্রতি ব্যক্তিকে পারিতোষিক দেওয়া হইল। জমিদারগণ যথাযোগ্য ব্যক্তিবিশেষে কোলাকুলি প্রণাম, দণ্ডবৎ ও সেলাম করিয়া শেষে কহিল যে, 'যে স্ত্রীলোকদিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদের গতি কি হইল?' তাহাতে সাহেবেরা এবং রাজা কহিলেন, 'একথা সকলই মিথ্যা, স্ত্রীগণকে তথায় তলাশ করগে, এখানে আনা হয় নাই।' ইহা শুনিয়া তাহারা

গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, দুইজন কূপে পড়িয়া মরিয়াছে, আর দুইজন তাহাদের মাতুলালয়ে লুকাইয়া ছিল, তাহার সংবাদ পাইল। এই মাতুলালয়ের সংযোগ রাজা বাহাদুরের কৌশলে হয়।

১০ই জুন, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ

কানপুরে একদল দেশীয় পদাতিক ছিল, তাহারা বারাণসীর পদাতিকগণের আওহাল শুনিয়া বিবেচনা করিল যে, 'আমাদিগের প্রতিও এইরূপ হইবে, অতএব ইহার বিবেচনা মতে থাকিতে হইবে।' এইমতো পরামর্শ করিয়া পদাতিক-দল আপন আপন যুদ্ধ-সজ্জা লইয়া খাজনা (ও) মেগাজিন বেষ্টিত হইয়া রহিল।

বেনারস হইতে যে পদাতিক ও অশ্বারোহিগণ বেদিল হইয়া তাহার সম্মুখ হইতে পলাইয়া যায় এবং এলাহাবাদের পদাতিকগণ আর এলাহাবাদ হইতে মৌলবী সাহেবের সৈন্য সহিত যাইয়া সকলে একত্র হইয়া বিঠুরে উপস্থিত হইল। পুনা-নিবাসী বাজিরাও সাহেব পুনা-সেতারার রাজা ছিলেন, যাঁহার নয় লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য, এতদ্ভিন্ন পদাতিকগণ, যাঁহার ভ্রাতা রাজা অমৃত রাও। ইহারা পূর্বে দিল্লীর সিংহাসনাদি দখল করিয়াছিল, পানিপথ (ও) শোনপথের যুদ্ধে জয়ী হইয়া কুরুক্ষেত্রাদি যে পঞ্জাব সতলজ নদীর পূর্বপার, ইহাও অধিকার করিয়া অনেক রাজধানী লুঠ করিয়া লইয়াছিল। সরকার কোম্পানি বাহাদুর ঐ বাজিরাও সাহেবকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহাকে সপরিবারে বিঠুরে বন্দীর ন্যায় রাখিয়াছিলেন। ঐ বাজি রাও সাহেবের পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের ধন-সম্পত্তি লুঠিবার মানসে সৈন্যগণ আইসে। নানা সাহেবের নিজ রক্ষক এক হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী দক্ষিণে ছিল। বিগড়া সৈন্যগণের সহিত এগার তোপ ছিল, নানা সাহেবের দশ-বার তোপ ছিল। সিপাহিদিগের আগমন সংবাদ শুনিয়া নানা সাহেব আপন সৈন্য সুসজ্জীভুত করিয়া তোপের মুরচা বান্ধিয়া রহিল।

নানা সাহেব

নানা সাহেব একজন লোক পাঠাইয়া সংবাদ দিল, 'সিপাহিগণের কি মতলবে আসা হইয়াছে? যদি আমার দ্রব্যাদি লুঠ জন্য আসিয়া থাকে, তবে আমি সহজে লুঠিতে দিব না। আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেখিব, পশ্চাৎ যাহা হয় হইবে।'

সিপাহিগণ এই কথা শুনিয়া কহিল, 'আমাদের রসদ নাই এবং মালিক কেহ নাই। যদি আমাদিগকে রসদ দিয়া সাহায্য করেন, তবে আমরা কোম্পানির সহিত যুদ্ধ করিয়া সকল রাজ্য দখল করাইয়া দিব।' তাহাতে নানা সাহেব কহিলেন, 'আমার নিকট অধিক ধন নাই, নগদ চৌদ্দ লক্ষ টাকা আছে। ইহাতে কি প্রকার যুদ্ধ হইতে পারে?' তাহাতে সৈন্যগণ কহিল, 'ইহাতেই হইবে, তোমাকে মালিক করিয়া আমরা লুঠিয়া লইব।' এই কথা কহিয়া ২১শে জুন রাত্রিতে কানপুর শহরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ সাহেবদিগের বাঙলাতে প্রবিষ্ট হইয়া সাহেবদিগকে হত করিয়া দ্রব্যাদি লুঠ করিল এবং বাঙলাতে অগ্নি দিল।' এমতো উপদ্রব শুরু করাতে আর আর স্থানে স্থানে যে সমস্ত সাহেব-বিবি এবং তাহাদের বালক-বালিকাগণ আর যে দুইশত গোরা ছিল, ইহারা পলাইয়া

মৃত্তিকা-নির্মিত এক গড় করিয়া রাখিয়াছিল, তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বারে তোপ রাখিয়া রহিল। পদাতিকগণ দেখিল, অন্য ব্যক্তি আসিয়া সকল হত করিয়া লুঠ করে। দেশীয় পদাতিকগণ ইহাদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তখন নানা সাহেব শহরে প্রবিষ্ট হইয়া মহাজনগণের কুঠী লুঠিতেছে। ইহাতে কমবেশ দশ লক্ষ টাকা লুঠিয়াছে। শিখ-পদাতিকগণ পুরা-দল ছিল না, পাঁচশত ছিল, ইহারা দেখিল, বিপক্ষগণ দস্যুর ন্যায় আসিয়া লুঠ-ফেসাদ করিতেছিল। তাহাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া উভয় পক্ষে প্রায় দুই-তিনশত হত হইল। শিখ একশত হত হয়। এই অবসরে গোরাগণ মেগাজিন আর খাজনা, যে তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত ছিল, তাহা ঐ গড়মধ্যে আনিল। জজ ম্যাজিস্টর কলেক্টর প্রভৃতি সাহেবগণকে হত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইয়া সকল দখল করিয়া লইল। শিখগণ ঐ মৃত্তিকার গড়ের নিকট আসিয়া দ্বার রক্ষা করিয়া রহিল। দেশীয় পদাতিক যাহারা ছিল, তাহারা নানা সাহেবের সহিত মিলিয়া গেল। কানপুর হইতে বিঠুর পর্যন্ত যত জমিদার ক্ষত্রিয়গণ ও আর আর প্রজাগণ (ছিল) সকলেই নানা সাহেবের পক্ষ হইয়া পথ-ঘাট-গ্রাম সকল লুঠিতে লাগিল। শহরের থানা ইত্যাদি যত আমলদারি ছিল, সকল উঠাইয়া দিয়া আপনাদের আমল দখলজারি করিল। পূর্বে ফতেহপুর পর্যন্ত পশ্চিমে লাগাইদ দিল্লী সকলই বেদখল। ইহার মধ্যে যে যতদূর আমল করিতে পারিয়াছে, কানপুরে সিপাহিগণের আর নানা সাহেবের দোহাই ফিরিতেছে। যদি কেহ কোম্পানি বাহাদুরের দোহাই দেয়, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরোশ্ছেদ। এইমতো প্রবল প্রতাপ করিয়া কেবল মার-মার, কাট-কাট, এই শব্দ সর্বত্র, সাহেব ও বাঙালিদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ। সাহেবেরা সপরিবারে গড়ের মধ্যে ও বাঙালি সকলে নানা স্থানে গুপ্তভাবে আছে। যাহাদের পরিবার সঙ্গে, তাহাদের অতিশয় ক্লেশ। দ্রব্যাদি সকলই লুঠিয়া লইয়াছে, জলপাত্র ভোজনপাত্র-রহিত, আহার বিনা প্রাণ ওষ্ঠাগত। অনেক বাঙালি ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী অবধূত খাকীর বেশ ধারণ, কেহ বা পাগলের বেশ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে। যাহাদের কিছু অর্থ ছিল, তাহা কোনো প্রকারে গোপন করিয়া কেহ চোঙার ভিতরে রাখিয়া তাহার দুই মুখ অগ্নিতে পোড়াইয়া তাহার মধ্যস্থলে টাকা মোহর রাখিয়া তাহার ভিতরে তামাক পুরিয়া নানা ছলা-কলা-দ্বারা দস্যুদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া কাশীতে পেঁছে।

কানপুরে গড়মধ্যে যে সমস্ত সাহেব বিবি গোরা শিখ ইত্যাদি ছিল, তাহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার জন্য বিপক্ষ পদাতিকগণ ব্যূহের নিকটস্থ হইয়া ব্যূহ বিদীর্ণ করিবার তদ্বির করিতেছিল। এমত কালে একজন শিখ দেখিতে পাইয়া সাহেবদিগকে সংবাদ করিল। এই সংবাদ পাইবামাত্র সকলে রণ-সজ্জা করিয়া ব্যূহদ্বারে আসিয়া দেখিল যে, বিপক্ষের বহু সৈন্য বেষ্টিত করিয়াছে, আর প্রাণ রক্ষার কোনো উপায় নাই, যাহা হউক, ইহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে। এই কহিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের গুলির শব্দে অন্য মনুষ্যের কর্ণে তালা লাগিল, ঘোর যুদ্ধে গুলি-গোলা-তরওয়ালের হনু-হনু সনু-সনানিতে শহরের দোকান ইত্যাদি হাট-বাজার বন্ধ হয়। দুই প্রহর

পর্যন্ত যুদ্ধ হইয়া উভয় পক্ষের অনেক মনুষ্য হত হইল। এইমতো তিন দিবস পর্যন্ত সাহেবগণ যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষ-দলের পনের-ষোলশত ব্যক্তি হত করিল। কিন্তু গোলাগুলি বারুদ এবং আহারাদির দ্রব্য কিছুই রহিল না। রণশ্রম, তাহাতে ক্ষুধানল প্রজ্বলিত, ইহাতে বলবুদ্ধি কিছুই রহিল না। অনেকে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মঘাতী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিপক্ষগণ চতুর্দিকে সাহেবদিগের অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। যে যেখানে ইংরাজ সম্পর্কীয় স্ত্রী-পুরুষ পাইতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিতেছে। এমতে কত শত বধ করিয়াছে, সিপাহিগণ নির্দয়-রূপ ধারণ করিয়া বিবি ও বালক-বালিকাগণের বিকৃতরূপে প্রাণ নাশ করিয়াছে. তাহা দেখিলে অতি পাষণ্ডেরও মোহ জন্মে। সকল হত হইয়া ব্যূহমধ্যে (কেবল) পঞ্চাশজন স্ত্রী-বালক-বালিকা এবং আহত সাহেব জীবিত ছিল।

একজন কাপ্তেন এই উপদ্রবকালে উপস্থিত হইল, সে ব্যক্তি আপনার থাকিবার আবাসের সোপান ভগ্ন করিয়া তদুপরি রহিলেন। তাঁহার নিকট এক উত্তম পিস্তল আর গুলি-বারুদ ছিল। কাপ্তেন সাহেব ঐ ঘরের উপর হইতে একলা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, তাঁহার গুলির আঘাতে প্রতি দিবস দুইশত ব্যক্তির প্রাণ নষ্ট হইত। এইমতো তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া নানা সাহেবের সৈন্য হত করেন। তিন দিবসের পর গুলি-বারুদ কিছু ছিল না। চতুর্থ দিবস গৃহমধ্যে যত বোতল ও শিশি এবং বেলওয়ারি-ঝাড়-লণ্ঠন গেলাস ইত্যাদি ছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া শত ব্যক্তির অধিককে আঘাত করেন। এইমতো চতুর্থ দিন পর্যন্ত একাকী যুদ্ধ করিয়া নিরস্ত্র হইয়া দেখিলেন যে, আর প্রাণের আশা নাই। তখন ঘরের ভিতর হইতে বাহির বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, 'হে যোধ্গণ! আমি এক্ষণে নিরস্ত্র হইয়াছি। তোমাদের সহিত কিসে যুদ্ধ করিব? দেখ, আমার গুলি-বারুদের ভুণ শূন্য হইয়াছে। চারি দিবস অনাহারে যুদ্ধ করিয়াছি। তাহাতেও রণশ্রম হয় নাই। এখনও গুলি-বারুদ পাইলে সপ্তাহ পর্যন্ত দিবারাত্র সমান যুদ্ধ করিতে পারি। অতএব যদি আমার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা থাকে, তবে রাজনীত্যানুসারে অস্ত্রাদি দাও, নচেৎ আমি এই বাহিরে দাঁড়াইলাম, যাহা ইচ্ছা হয় কর।' এই কথা শুনিয়া সিপাহিগণ শত শত গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাকে প্রাণ বধ করিতে পারিল না। কাপ্তেন সাহেব কহিলেন, 'এমতো হাজার ব্যক্তি গুলি নিক্ষেপ করিলে কিছু হইবে না। তবে যে-কেহ আমার ললাট লক্ষ্য করিয়া গুলি নিক্ষেপ করিবে, তাহাতে মরিব।' ঐ সময় কানপুরের একজন যদুবংশী ক্ষত্রিয় জমিদারের গুলিতে কাপ্তেন সাহেবের প্রাণবিয়োগ হইল। ঐ জমিদার সাহেবের হস্তের পিস্তল পাইল।

•এইমতো মহাবল পরাক্রান্ত সেনাপতিগণ স্থানে স্থানে হত হইলেন। সিপাহিগণ নানা সাহেবকে রাজা করিয়া কানপুরের নিকটবর্তী সকল দেশে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজ্য মধ্যে এমত শাসন করিল যে, পথিক ব্যক্তির কি প্রজাবর্গের যে কেহ দ্রব্যাদি হরণ কি দৈহিক দুঃখদায়ক হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরোচ্ছেদ হইবে, স্বল্প দোষী হইলে হস্ত-পদ ছেদন করা যাইবে। এইমতো শাসন করিয়া পথিকগণের

পথ-কষ্ট দূর করিয়াছিল। যে-কেহ দস্যুবৃত্তি করিয়া ক্লেশদায়ক হইয়াছিল, তাহাদের প্রতি উপরোক্ত দণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

এইমতো রাজ্যাধিকারী হইয়া মৌলবী সাহেব প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণাতে রাজ্যশাসন করেন। একমাস গত হইলে পর কানপুরের গড় মধ্যে যে কেহ আহত সাহেব ও বিবি ইত্যাদি ছিল, তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যে, 'আর আমাদের প্রাণরক্ষার উপায় নাই, এক্ষণে বিপক্ষের শরণাগত হইয়া প্রাণ লইয়া কলিকাতা গমন করিতে পারিলে ভাল হয়। শরণাগত হইলে কেহ প্রাণ নষ্ট করে না।' এই বিবেচনা করিয়া তন্মধ্যে একজন অতি প্রাচীন বিবি ছিলেন. তাঁহার সহিত দশজন শিখ-পদাতিক দিয়া নানা সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ঐ বৃদ্ধা স্ত্রী কহিল যে, 'আমরা নিরস্ত্র হইয়া যুদ্ধে হার মানিয়া তোমার জয় বলিয়া নিকটস্থ হইয়াছি। অতএব তুমি আমাদের প্রাণরক্ষা কর। আমরা আহার বিহনে মারা যাইতেছি। আমাদের নিকট তিন লক্ষ ছত্রিশ হাজার টাকা মজুত আছে। আমাদের যে কেহ এ স্থানে জীবিত আছে, সকলে কলিকাতা পেঁাছিতে পারি, এই আন্দাজ খরচের টাকা দিয়া, বাকী টাকা তুমি লহ। আমরা বালক-বালিকা আর স্ত্রীগণ এবং আহত সাহেবদিগকে লইয়া গমন করি। প্রাণের প্রতি আঘাত না হয়।' বৃদ্ধা বিবি এইমতো বহুতর বিনয় বাক্যে স্তবস্তুতি করাতে নানা সাহেব সম্মত হইয়া কহিলেন, 'আচ্ছা তোমরা ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকাদি করিয়া সকলে এদেশ হইতে গমন কর, তোমাদের প্রাণ নষ্ট হইবে না।' এই কথা শুনিয়া ঐ প্রাচীনা ব্যূহ মধ্যে আসিয়া সকলকে কহিয়া তিনখানি নৌকাভাড়া করিয়া একখানিতে আহত ব্যক্তিগণ, দুই নৌকাতে আর বিবি ও মিসবাবা ইত্যাদি যাহারা জীবিত ছিল এবং বারজন সাহেব, ইহারা আপন-আপন পরিধান বস্ত্র ও ছত্রিশ হাজার টাকা লইয়া নৌকারোহণ করিল। অস্ত্রাদি, দ্রব্যাদি ও তিন লক্ষ টাকা ব্যূহ মধ্যে রহিল। তাহা নানা সাহেবের লোকে লইয়া গেল। সাহেবদিগের নৌকার মধ্যে আহতদিগের নৌকা অগ্রে খুলিয়া আসিতে ছিল, বাকী দুইখানি পশ্চাতে খুলিয়া কিছু দূরে আসাতে সিপাহিগণ শুনিল যে কানপুরের গড় মধ্যে যে সমস্ত সাহেবগণ ছিল, তাহারা স্ত্রী-পুরুষ সহিত নানা সাহেবকে বেবাক টাকা ও সকল দ্রব্যাদি দিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে প্রাণ লইয়া পলাইতেছে। এই বাক্য শুনিবামাত্র সিপাহিগণ দ্রুতগতি গঙ্গাতীরে যাইয়া দেখিল, দুইখানা নৌকাতে সাহেবদিগের পরিবার সমেত যাইতেছে। তৎক্ষণাৎ বন্দুকের অগ্নিদ্বারা নৌকা জ্বালাইয়া গুলিবর্ষণ করিতে লাগিল। তথায় গঙ্গার জল অল্পই ছিল, সকলে অগ্নিদগ্ধ গোলা-গুলির ভয়ে প্রাণরক্ষার জন্য জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। নির্দয় নিষ্ঠুর সিপাহিগণের হস্তে কাহারও প্রাণ রহিল না। স্ত্রী ও বালক-বালিকাগণ প্রাণভয়ে ডুবিলে গুলি নিক্ষেপ করে, নিকটে আসিলে তরোয়ালে নিধন করে, এই মতো দুই নৌকায় সকলকে নিধন করিয়া, অগ্রে যে নৌকা গিয়াছিল তাহাকে ধরিয়া তাহার আহত ব্যক্তিদিগকে নানা সাহেবের সম্মুখে আনিল। তাহাতে নানা হুকুম দিলেন, 'যাহাদের যুদ্ধের ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে তোপের সম্মুখে দেহ, যাহারা অক্ষম তাহাদিগকে তরবারিতে বিনাশ কর।' এই হুকুম

পাইয়া নির্দয় সিপাহিগণ সাহেবকুল সকল দক্ষিণ মশানে বিনাশ করিল। দেখ কি অবিচার! যাহাদিগকে অভয় দিয়া বিদায় করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ নষ্ট করিল। এই সকল বধ করিয়া বাঙালিদিগের প্রাণ নষ্টের জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইয়াছিল। বাঙালি-দিগকে ধরিবার জন্য সর্বত্র দূত প্রেরণ করিল। ইহারা অতি সুচতুর, নানা বেশ ধারণ করিয়া অজ্ঞাতবাস করিয়া রহিল। তাহার মধ্যে নীলকর সাহেবের কর্মকারক শ্রীযুত করুণাময় ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে ধৃত করিয়া নানা সাহেবের সম্মুখে আনিল। নানা বাঙালি দেখিবামাত্র রাগান্বিত হইয়া হুকুম দিলেন যে, 'ইহার প্রাণনাশ কর।' এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্যের দেহ হইতে প্রাণত্যাগের ন্যায় হইল। কিন্তু সাহসে ভর করিয়া নানাকে নানামতো স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন 'হে পৃথ্বী-নাথ! তোমার পূর্বপুরুষগণ বহু পুণ্য করিয়া ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রাহ্মণদিগকে বহুমূল্য দ্রব্যাদি দিয়াছেন। সকল তীর্থে কীর্তি করিয়াছেন। অদ্যাবধি কীর্তিসকল সজীব আছে। অতএব আমি দীনহীন ব্রাহ্মণ, উদর-পোষণ (ও) পরিবারের জীবন-রক্ষার জন্য সওদাগর সাহেবের কর্ম করিতেছি, রাজ্যাধিকারীর চাকর নহি। তবে আমার প্রাণবধ করিয়া কি জন্য ব্রহ্মহত্যা জন্য পাতক হইবেন।' এইমতো স্তুতিবাদ করাতে এবং মন্ত্রিগণ দয়া প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মবধ-নিবারণ করাতে ভট্টাচার্য নির্দয় নিষ্ঠুরের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

এখানে এলাহাবাদ জয় করিয়া সেনাপতি হেবলক্ সাহেব ও নীল সাহেব দুইজন সেনাপতি আপন আপন পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া কানপুরে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, পথিমধ্যে দস্যুগণ কণ্টক-স্বরূপ হইয়া অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে। ঐ পথ নিষ্কণ্টকের প্রথমোদ্যোগ। যে সমস্ত জমিদারগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় দস্যুবৃত্তি করিতেছিল, তাহাদিগকে ধৃত করিয়া ফাঁসি দেওয়া। এইমতো করিতে করিতে ফতেহপুর পৌঁছিলেন। তথায় বহু বিপক্ষ-সৈন্যের সমাবেশ ছিল। সরকার বাহাদুরের সৈন্য পৌঁছিলে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপক্ষগণের সঙ্গে দশ তোপ এবং পনের হাজার পদাতিকগণ বন্দুক তরওয়ালের যোজক। সরকার বাহাদুরের চারি হাজার গোরা-সৈন্য, এক হাজার শিখ-সৈন্য— এই পাঁচ হাজার সৈন্য সেনাপতিগণ লইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ যুদ্ধ-সজ্জায় প্রস্তুত আছে। তোপের গোলা মুহুর্মুহু ক্ষেপণ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে বন্দুকের গুলি নিক্ষেপণ। বিপক্ষে আপন আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কিছু ত্রুটি করিল না, যে পর্যন্ত তিন গজের···বাহিরে সরকার বাহাদুরের ব্রিটিশ সৈন্যগণ ছিল, সে পর্যন্ত কিছু গোলাগুলি নিক্ষেপ করেন না; ভিতরে প্রবেশ হইবামাত্র যুদ্ধের অনুমতি দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ মুহুর্মুহু গোলাগুলি নিক্ষেপে রণভূমি ধূমে অন্ধকার করিয়া বিপক্ষের কমবেশ দুই হাজার সৈন্য হত করিল। ইহাদের দুইশত একুশ জন হত হইল। বিপক্ষ-দল গ্রামে পলায়ন করিবার উপক্রম দেখিয়া গোরাগণ ধাওয়া করিয়া দশ তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণ ফতেহপুর হইতে পিছে হটিল। হেবলক্ সাহেব

কানপুরে নানার সহিত ইংরেজের যুদ্ধ

ফতেহপুরের যুদ্ধ ফতে করিয়া তথাকার বদমায়েশদিগকে শাসন করিয়া অগ্রে যাইবার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে কানপুর হইতে করুণাময় ভট্টাচার্য কাশী আসিতেছিলেন। তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভট্টাচার্য-প্রমুখাত কানপুরের দুরবস্থা-সকল জ্ঞাত হইয়া অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, 'যদি ইহার শোধ তুলিয়া নানাকে নানী বানাইতে পারি, তবে আমার সেনাপতি কর্মের সফলতা হইবে।' ভট্টাচার্য কহিলেন, 'যদি কানপুর যাত্রা করিতে হয়, তাহার বিলম্ব করিবেন না। তাহার বিশেষ করিয়া এই যে, বিপক্ষগণ…নদীর পুল ভাঙিয়া দিবার উদ্যোগে আছে। প্রায় বিশ হাজার মনুষ্য প্রস্তুত আছে।' সেনাপতি হেব্‌লক্ ভট্টাচার্যের বাচনিক সমস্ত শুনিয়া কানপুর গমনের তদ্বির করিলেন। পথিমধ্যে যে সমস্ত কণ্টক ছিল, তাহা নিষ্কণ্টক করিতে করিতে পুলের পূর্বপারে সসৈন্য উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিপক্ষগণ মহাকোলাহলে পশ্চিম পারে মুরচা বান্ধিয়াছে। পুল ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া অবিলম্বে গোলা নিক্ষেপের হুকুম দিলেন। ব্রিটিশ সৈন্যগণ শিলাবৃষ্টির ন্যায় গোলা-গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল, এবং রণবাদ্যে রণোন্মত্ত হইয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। ইহা বিপক্ষগণ দেখিয়া সকলে পলায়ন করিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ পুল পার হইয়া ছাউনি করিয়া কানপুর যাত্রা করিল। ব্রিটিশ সৈন্যদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেব সসৈন্য কানপুর হইতে পলায়ন করিয়া বিঠুরের নিকটে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে যুদ্ধের মুরচা বান্ধিয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ এগার ক্রোশ ধাওয়া করিয়া কানপুর যাইয়া নানাকে না পাইয়া বিঠুর অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ দেখিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণকে বিপক্ষগণ দেখিয়া, ঘোরনাদে রণভূমিতে বাদ্যধ্বনি করিয়া সুসজ্জীভূত হইয়া রণোন্মাদে মত্ত হইয়া কামান ও বন্দুক দ্বারা গোলাগুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ ত্রাসিত না হইয়া মদমত্ত হস্তীর ন্যায় পঙ্কজ-দল দলন করিতে রঙ্গভূমে প্রবিষ্ট হইয়া যখন দেখিল যে,… গজের মধ্যে সৈন্যগণ এবং বিপক্ষ-দল সমূহ আছে, তখন হেব্‌লক্ ও নীল সাহেব দুইজন সেনাপতি আপন আপন সৈন্যদিগের ব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। উভয় পক্ষের অগ্নিময় অস্ত্রাঘাতে বহু সৈন্য নিপাত হইল। বিপক্ষগণের অশ্বারোহী অস্ত্রধারী এক সহস্র সৈন্য ছিল, ইহারা ব্যূহ ভঙ্গ জন্য অনেক তদ্বির করিয়া ব্যূহের পার্শ্ববর্তী হইয়া অস্ত্রক্ষেপণ করিয়াছিল। ব্রিটিশ সৈন্যগণ রণপণ্ডিত, কদাচিৎ বিপক্ষ অশ্বারোহিদিগকে ব্যূহ প্রবেশ না করিতে দিয়া বহু সৈন্য আহত ও হত করিল। ইহাতে অশ্বারোহিগণ পশ্চাৎগামী হইয়া পলায়ন করিল। সেনাপতিগণ দেখিলেন যে, বিপক্ষ নানা সাহেবের সৈন্যগণ মুহুর্মুহু গোলা নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাতে ব্রিটিশ সৈন্যগণ তিষ্ঠিতে পারে না। সম্মুখে ধাওয়া করিলে তোপের মুখে বহু সৈন্য হত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া বিপক্ষ-দলের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া হেব্‌লক্ সাহেবের পদাতিকগণ ধাওয়া করিয়া বিপক্ষের বহু সৈন্য হত করাতে বিপক্ষগণ পলাইবার পথানুসরণ করাতে নীল সাহেবের-দল পদাতিকগণ অগ্রগামী হইয়া গোলা-গুলি নিক্ষেপে বিপক্ষ-দলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া এগারটা তোপ ছিনাইয়া লইল। বিপক্ষগণের

স্বল্প সৈন্য যাহারা জীবিত ছিল তাহারা ও নানা সাহেব প্রাণভয়ে বেগে পলায়ন করিল। সরকার বাহাদুরের অশ্বারোহী-সৈন্য তৎস্থানে ছিল না, এজন্য ধাওয়া করিয়া ধরিতে পারিল না। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ব্রিটিশ সৈন্য এবং সেনাপতিদিগের ঐ দিবস কত ক্লেশ হইয়াছে, তাহা কহিতে পারা যায় না। আঠার ক্রোশ পথ গমন, তাহাতে অতিশয় জল-কাদা হেতু পথের দুরধিগমতা, মধ্যে মধ্যে কণ্টক-বনজঙ্গল দেড় হাত দুই হাত ভাঙিতে হইয়াছে। এইরূপে কষ্টকর যুদ্ধ করা হইয়াছিল। এত পরিশ্রমে যুদ্ধে জয়ী হইল, শাস্তি হইল। ঐ রাত্রি সৈন্যগণ অনাহারে রণস্থলে রহিল। সদা চমকিত, কি জানি বিপক্ষগণ গোপন পথে আসিয়া আঘাত করে। এজন্য সতর্ক হইয়া রহিল। পর দিবস প্রাতে বিঠুর যাত্রা করিল। তথায় সকল শূন্যাগার, কাহাকেও পাইল না। শহর মধ্যে চারিজন দোকানদার ছিল এইমাত্র। ইহা দেখিয়া নানা সাহেবের বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু অর্থ-সম্পত্তি ছিল সকল কোষাগার …করিল এবং…লইয়া সরকারের খাজনাখানায় আনিল। নানা সাহেব জলমগ্ন হইয়াছে - এই সংবাদ সর্বত্র প্রচার হইল। বিঠুর শহর শাসন করিয়া ব্রিটিশ সেনাগণ কানপুর যাত্রা করিয়া পথিমধ্যে শুনিলেন, কানপুরে প্রজামাত্র নাই, সকলেই বিদ্রোহিদলের সঙ্গে মিলিয়াছে। ইহা শুনিয়া সেনাপতি হেবলক্ সাহেব আপন সৈন্যগণ লইয়া কানপুর শহরে প্রবেশ করিরা দেখিলেন, শহরের প্রায় অনেক প্রজা পলায়ন করিয়াছে। মহাজনগণ দোকান বন্ধ করিয়াছে, শহর মধ্যে ছয়জন দোকানদার ছিল, তাহারা সেনাপতি সাহেবকে দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইয়া কহিল, 'এতদিনে আমাদের ধন-প্রাণ রক্ষা পাইবে, এমত উপায় পরমেশ্বর করিলেন।' ইহা কহিয়া বারংবার সেলাম দিতে লাগিল।

হেবলক্ সাহেব তাহাদিগকে ভরসা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'বল দেখি কোন্ স্থানে সাহেব, বিবি, মিশ ও বাবাদিগকে দুরাচার বিদ্রোহিগণ হত করিয়াছে ? সে স্থান কোন্ স্থানে দেখাইতে পার ?'. তাহারা কহিল, 'এই সে সকল স্থান, দেখ আসিয়া।' হেবলক্ সাহেব মশান-স্থান দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে লাগিলেন, 'যদি এই দুরাচারগণকে যুদ্ধে হত কিংবা বধ করিয়া যাইতে পারি, তবেই এ মহৎ দুঃখের কিঞ্চিৎ নিবারণ হইবে।' এই কথা কহিয়া তিনি কানপুরে অবস্থিতি করিলেন।

প্রথম অধ্যায়

লর্ড ক্যানিঙের উদ্যোগ—কলিকাতায় জনসাধারণের মধ্যে আশঙ্কা বৃদ্ধি—প্রধান সেনাপতির সহিত গবর্নর জেনেরলের পত্র লেখালেখি—শখের সৈনিক-দল সংঘটনের প্রস্তাব—সাহায্যকারী সৈন্যদলের আগমন—প্রধান সেনাপতির মৃত্যু—কর্নেল নীল—গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের শাস্তিবিধান জন্য অভিনব ব্যবস্থার প্রণয়ন।

দিল্লীর দুর্গতির সংবাদ যখন লর্ড ক্যানিঙের নিকট উপস্থিত হইল, তখন তিনি ঐ আকস্মিক বিপদের গতিরোধ করিতে উদ্যত হইলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যে সকল জনপদ অরক্ষিত অবস্থায় ছিল, সে সকল জনপদ ক্রোধোম্মত্ত সিপাহিগণের আবাসস্থল হইতেছিল, গবর্নর জেনেরল প্রথমে সেই সকল স্থান সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বোর্ড অব্ কনট্রোলের সভাপতিকে লিখিলেন:—'বঙ্গদেশের অন্তর্গত বারাকপুর হইতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের আগ্রা পর্যন্ত ভূখণ্ডই অধিকতর আশঙ্কার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এই সাড়ে-সাতশত মাইলের মধ্যে কেবল দানাপুরে একদল ইউরোপীয় সৈন্য আছে, বারাণসীতে একদল শিখ সৈন্য আছে বটে, কিন্তু কোনো ইউরোপীয় সৈন্য নাই; এলাহাবাদেও তাই। এই সকল স্থানে ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলের প্রতি সন্দেহ জন্মিয়াছে। যদি ইহারা শুনিতে পায় যে, দিল্লী এখন পর্যন্ত উন্মত্ত সিপাহিদিগের হস্তগত রহিয়াছে, তাহা হইলে গবর্নমেণ্টের অধিকৃত দুর্গ বা ধনাগার আক্রমণ করিতে ইহাদের আগ্রহ বাড়িয়া উঠিবে। এই জন্য আমি দিল্লী হইতে বিদ্রোহীদিগের নিষ্কাশন ও ইউরোপীয় সৈন্যের একত্রীকরণ, এই দুই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছি।' লর্ড ক্যানিঙ্ নানাস্থান হইতে ইউরোপীয় সৈন্যের সংগ্রহ জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। তিনি এখন অন্য বিষয়ে কার্যতৎপরতার পরিচয় দিতে অগ্রসর হইলেন। সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে, মিরাটে ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সিপাহিদিগের আক্রমণে ইউরোপীয়গণ দিল্লী হইতে পলাইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত স্থানে যাতনার একশেষ ভুগিতেছিল। দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য ও ইংরেজের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সিপাহীরা বৃদ্ধ মোগলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদের কৃতকার্যতায় আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিল। লর্ড ক্যানিঙ্ এই সঙ্কটকালে আপনাদের বিলুপ্ত প্রাধান্যের পুনরুদ্ধারে উদ্যত হইলেন।

এ সময়ে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলিকাতায় বড় গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানে খ্রীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী বহুসংখ্যক নর ও নারী, বালক ও বালিকা একত্র হইয়াছিল। ইহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছিল। এজন্য ইহাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত কোনো চেষ্টা ছিল না। দীর্ঘকাল সুখশান্তিতে অতিবাহিত করাতে ও দীর্ঘকাল আপনাদের নিরীহভাবের পরিচয় দেওয়াতে,

ইহাদের চিত্তবৃত্তিও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতার অপরাপর অধিবাসিগণও সবল ও সাহসসম্পন্ন ছিল না। ইহারা নিশ্চিন্ত মনে উদরান্নের সংগ্রহে তৎপর থাকিত, নিরুদ্বেগে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বাস করিত এবং নিরাপদে আপনাদের অবলম্বিত কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলিত। ইহাদের আত্মরক্ষার কোনো অবলম্বন ছিল না। উদ্ধত ইংরেজেরা ইহাদের উপর অনেক সময়ে অত্যাচার করিত। যৌবনসুলভ তেজস্বিতায়, অদূরদর্শিতামূলক আত্মম্ভরিতায় ও অমানুষোচিত আত্মপ্রাধান্যমত্ততায়, ইহারা কলিকাতার সাধারণ অধিবাসীদিগকে নিপীড়িত করিয়া, আপনাদের নিকৃষ্টতর সুখে আপনারাই পরিতৃপ্ত থাকিত। বেসরকারী ইংরেজ-সম্প্রদায় ক্রয়-বিক্রয়ে আপনাদের ক্ষতি-লাভ গণনাতে নিযুক্ত থাকিতেন। এই কার্যপ্রসঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের যতটুকু মিশিবার প্রয়োজন হইত তাঁহারা কেবল ততটুকু মিশিতেন। সুতরাং সাধারণ অধিবাসীদিগের সহিত তাঁহাদের তাদৃশ সমবেদনা ছিল না। এই সকল অধিবাসীর রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও মানসিক ভাব প্রভৃতিতে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা রাজধানীর সুরম্য প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইতে ইচ্ছা করিতেন না, জনসাধারণের মনোগত ভাব বুঝিয়া মানবপ্রকৃতির পরিজ্ঞানের সীমাবৃদ্ধি করিতেও চেষ্টা করিতেন না এবং আপনাদের অবলম্বিত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ক্ষতি করিয়া দূরতর প্রদেশের কোনো বৃহৎ ব্যাপারের পর্যালোচনাতেও ব্যাপৃত হইতেন না। সুতরাং তাঁহারা মহারাষ্ট্র-খাতের সঙ্কীর্ণ সীমাতে আবদ্ধ থাকিয়া আপনাদের ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধনেই তৎপর থাকিতেন। ইঁহারা এই সময়ে মহারাষ্ট্র-খাতবাসী বলিয়া অভিহিত হইতেন। রেলওয়ে হওয়াতে ইংরেজেরা সময়ে সময়ে কলিকাতার বাহিরে যাইতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের বহুদর্শিতা অধিকতর প্রসারিত হইত না। তাঁহারা অধিকাংশ সময়ই বাণিজ্যপ্রধান মহানগরে বাস করিয়া বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে আপনাদের সৌভাগ্য বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেন। সমগ্র পৃথিবীর সম্বন্ধে চীনদেশে মানচিত্র-কারকদিগের যেরূপ ধারণা ছিল, সমগ্র ভারতের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের ধারণা উহা অপেক্ষা বড় বেশি ছিল না। চীনের মানচিত্র-কারক যেমন চীনসাম্রাজ্যকে সমগ্র পৃথিবী বলিয়া মনে করিতেন, উল্লিখিত ইংরেজ-সম্প্রদায়ও তেমনই ভারতের সুদৃশ্য প্রাসাদময়ী রাজধানীকে সমগ্র ভারতের প্রতিরূপ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সিপাহিদিগের অভ্যুত্থানের ভয়ঙ্কর সংবাদে এই শ্রেণীর লোক যে সন্ত্রস্ত হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নয়। যাহা মীরাটে ঘটিয়াছে, দিল্লীতে যাহার বিকাশ দেখা গিয়াছে, বাংলাতেও যে তাহাই ঘটিবে, এই শ্রেণীর লোকে কেবল ইহা ভাবিয়াই সর্বদা শঙ্কিত হইত। এইরূপ শঙ্কিতহৃদয়ে ইহারা আপনাদের ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য গবর্নমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রাণের দায়ে ইহাদের এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। ইহারা দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে বাস করিয়া আসিতেছিল, নিরুদ্বেগে ও নিরাপদে আপনাদের বৈষয়িক কার্যে অভিনিবিষ্ট থাকিত, সুতরাং আপনাদিগকে নিরাপদ ভাবিয়াই পরাজিত, পরাধীন জাতিকে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিত। এই দীর্ঘকালে ইহারা কোনোরূপ আশঙ্কা বা উদ্বেগের আবর্তে

পড়িয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। যে জাতির প্রতি ইহারা এই দীর্ঘকাল অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া আসিতেছিল, সেই জাতি হইতে যে, ইহাদের সমূহ বিপদ ঘটিবে তাহা ইহারা কখনো স্বপ্নেও ভাবে নাই। কিন্তু এখন ঘাতের প্রতিঘাত আরম্ভ হইল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংবাদ অতিরঞ্জিত হইয়া ভয়ঙ্করভাবে ইহাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহারা এই সংবাদে ভীত হইয়া চারিদিকে আপনাদিগকে বিপদে পরিবেষ্টিত বলিয়া মনে করিতে লাগিল। মহানগরীর খ্রীস্টধর্মাবলম্বী-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গী ও পর্তুগীজেরা ইহাতে অধিকতর ভীত হইয়া উঠিল; ইংরেজরাও ভয়ের হস্ত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইলেন না। অনেকে আপনাদের নিরাপদ করিবার জন্য জাহাজে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা অন্ধকারময় গোপনীয় স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া আপনাদিগকে সর্বপ্রকার বিঘ্নবিপত্তি হইতে বিমুক্ত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ নগর পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্তী পল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ ইংলণ্ডে যাইবার জন্য জাহাজ ভাড়া করিলেন, কেহ কেহ বা বন্দুক ও পিস্তল কিনিয়া সর্বদা সসজ্জ ও সশস্ত্র হইয়া রহিলেন।* এই সময়ে মহামতি লর্ড ক্যানিঙের স্বাভাবিক ধীরতার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কোনোরূপ দুশ্চিন্তা বা কোনোরূপ গভীর আশঙ্কা তাঁহাকে পবিত্র কর্তব্যপথ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে এ সময়েও প্রশান্তভাব বিরাজ করিতেছিল। প্রশস্ত ললাটফলক এসময়েও উদ্বেগের আবিলতা হইতে বিমুক্ত ছিল। কলিকাতার খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ এ সঙ্কটকালেও ভারতের সর্বপ্রধান রাজপুরুষের ধীর ও প্রশান্তভাব দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন এবং অসন্তোষের সহিত তাঁহাকে স্ব-শ্রেণীর ও স্ব-ধর্মের লোকের রক্ষায় উদাসীন ও উপস্থিত সময়ে গুরুতর রাজকীয় কার্যের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

কলিকাতাবাসী ও ইউরোপীয় ফিরিঙ্গিগণ যে, অকারণে ভীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তাহাদের ভয়ের অনেকগুলি কারণ ছিল। যে সকল সিপাহী পূর্বে কোম্পানির প্রধান সহায় হইয়া অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে এই বিপুল সাম্রাজ্য রক্ষা

* ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের এইরূপ অবস্থা মে মাসে ঘটিয়াছিল। জুন মাসে ইহারা অধিকতর ভীত হয়। যাহা হউক, মে মাসে ইহাদের যেরূপ আশঙ্কা হয়, তৎসম্বন্ধে একখানি সংবাদপত্রে এরূপ লিখিত হইয়াছিল:—'অনেকে আপনাদের গাড়িতে পিস্তল লইয়া যাইতেন এবং আপনাদের বেহারাদিগকে ঐ পিস্তল শীঘ্র শীঘ্র ভরিতে ও ছুড়িতে শিখাইতেন। ভাগীরথীতে যে সকল জাহাজ ছিল, তৎসমুদয় রাত্রিকালে ইউরোপীয়গণে পরিপূরিত হইয়া উঠিত। শত্রুপক্ষ রাত্রিতে আক্রমণ করিবে ভাবিয়া, ইউরোপীয়গণ ঐ সকল জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। তাহারা সকল স্থানে ও সকল সময়েই আপনাদিগকে বিপদাপন্ন মনে করিতেন। যখন সহসা কোনো বিপদ ঘটে, তখন মনের এরূপ ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।'
—*Friend of India, May 28, 1857.*

করিতেছিল, তাহারাই এখন সহসা কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়া ইংরেজের শোণিতে আপনাদের প্রতিহিংসার পরিতর্পণে অগ্রসর হইয়াছে। কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরে বহুসংখ্যক সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা এক রাত্রিতে কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া ইউরোপীয়দিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিতে পারিত। কলিকাতার দুর্গ আক্রমণ, কারালয়ের অপরাধীদিগের বিমুক্তিকরণ, ইহাদের কার্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল না। মীরাটে ও দিল্লীতে যাহা ঘটিয়াছিল, কলিকাতাতেও তাহা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং কলিকাতার ইউরোপীয়গণ ভীত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে মহাবিপ্লবের পূর্ণমূর্তি ভাবিতে লাগিল এবং আপনারা প্রণষ্টসর্বস্ব হইবে মনে করিয়া ধন-প্রাণ রক্ষার জন্য কাতরভাবে গবর্নমেণ্টের দিকে চাহিয়া রহিল।

লর্ড কানিঙ্ বিশেষ না ভাবিয়া সহসা কোনো কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তিনি অটল পর্বতের ন্যায় অটলভাবে থাকিয়া ও ধীরতার সহিত সমস্ত বিষয়ের পর্যালোচনা করিয়া গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেন। যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে আশঙ্কার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, আতঙ্ক ও উদ্বেগের তরঙ্গে ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ যখন সমভাবে মুহূর্তে মুহূর্তে আন্দোলিত হইতেছিল, তখনো লর্ড কানিঙের ধীরতার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, লর্ড ক্যানিঙ্ প্রতিদিন ধীরভাবে বিপদাপন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিয়া ধীরতার সহিত উপস্থিত বিপদ নিরাকৃত করিতে যত্ন, উদ্যম ও চেষ্টার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। ইংরেজ সম্প্রদায় এই সময়ে ভাবিয়াছিলেন যে, গবর্নর জেনেরল বিপদের পূর্ণমূর্তি ধারণা করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু, তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে ভাবিয়া এখনো বিচলিত হন নাই। কলিকাতা আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হইলে ইউরোপীয়দিগের দশা কি ঘটিবে, তাহা তিনি ভাবিতেছেন না; ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা যে কিরূপ বলবতী হইয়াছে, তাহাদের হৃদয় যে কতদূর অধীর হইয়া উঠিয়াছে, সর্ববিধ্বংস ভাবনার করাল ছায়া যে তাহাদিগকে কিরূপ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু এ সময়ে গবর্নর জেনেরলের মুখমণ্ডল যদিও প্রশান্তভাবে শোভিত ছিল, তথাপি উপস্থিত বিপদের পূর্ণভাব বুঝিতে তাঁহার কিছুমাত্র ঔদাসীন্য হয় নাই।*

লর্ড কানিঙ্ এই সময় যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বিশপ উইলসনকে এ সময়ে যে পত্র লিখেন তাহার ভাব এইঃ—'আকাশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি উহা পরিষ্কৃত হইবার চিহ্ন অস্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছে। গবর্নমেণ্ট ধীরতা ও ন্যায়পরতার সহিত কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। যথোচিত পূর্বসাবধানতা ও শক্তির সহিত কার্য করিতে কখনো ঔদাসীন্য দেখানো হইবে না। আগ্রা, লক্ষ্ণৌ ও বারাণসীতেই বিপদ অধিকতর প্রবল হইয়াছে। এই সকল স্থানে প্রভুত শক্তিসম্পন্ন প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ রহিয়াছেন। আমার বিলক্ষণ আশা আছে যে, আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইব।'—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 116, note.*

দূরতর প্রদেশে যাঁহারা বিপদাপন্ন হইয়াছেন, যাঁহাদের জীবন ও সম্পত্তি ভয়াবহ বিপ্লবের সংঘাতে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, লর্ড কানিঙ্‌ তাঁহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা দেখাইতে কিছুতেই বিমুখ হন নাই। এই সকল বিপদাক্রান্ত জনপদ রক্ষা করিতে তিনি হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহারা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে থাকিয়া বিপ্লবের সংবাদ অতিরঞ্জিত করিয়া আপনাদিগকে আপনারাই বিনষ্টপ্রায় মনে করিতেছিল, গবর্নর জেনেরল তাহাদিগের প্রতিও সমবেদনা দেখাইতে কাতর হন নাই। তিনি কাতরতার সহিত তাহাদের গভীর আশঙ্কার কারণ বুঝিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কর্তব্য সম্পাদন-বিষয়ে তাহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। বিপদাক্রান্ত জনপদ রক্ষা করাই অগ্রে তাঁহার প্রধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি এই কর্তব্য সম্পাদনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। অগ্রে কলিকাতা রক্ষা করার সুবন্দোবস্ত না করাতে যাহারা তাঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা তদীয় হৃদয়গত মহান্‌ ভাব বুঝিতে পারে নাই। গবর্নর জেনেরল যে-স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সে-স্থান অপেক্ষা অন্যান্য স্থানে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের করাল ছায়া পূর্ণমাত্রায় বিস্তৃত হইয়াছিল। গবর্নর জেনেরল ঐ সকল স্থানের রক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন। কলিকাতার ইংরেজ সম্প্রদায় ইহা না বুঝিয়া গবর্নর জেনেরলের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্রতি ঘৃণার ভাব দেখাইয়া আপনাদিগকে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব ভাবিতে লাগিলেন। যেহেতু গবর্নর জেনেরল তাঁহাদের ন্যায় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মহারাষ্ট্র-খাতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন নাই।

মে মাস অতিবাহিত হইতে-না-হইতে কলিকাতায় ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা অধিকতর বলবতী হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়গণ শখের সৈনিকদলভুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কলিকাতার বণিকসমিতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান সভা হইতে এ সম্বন্ধে লর্ড কানিঙের নিকট আবেদন হইতে লাগিল। ফরাসী, আমেরিকাবাসী প্রভৃতি অন্যান্য বৈদেশিক জাতিও এ বিষয়ে ইংরেজদিগের সহিত সমবেদনা দেখাইতে লাগিল। আবেদনকারীরা সকলেই সৈনিকদিগের ন্যায় যথানিয়মে সজ্জিত ও শিক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু লর্ড কানিঙ্‌ এ সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী রক্ষার জন্য শখের সৈনিকদল সংগঠিত করিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখিলেন না। তিনি আবেদন-কারীদিগের এই উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা বিশেষ কনষ্টেবলরূপে নিযুক্ত হইতে পারেন। গবর্নর জেনেরলের এই উত্তরে ইংরেজ সম্প্রদায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা অপরিসীম বিরাগ ও ক্ষোভের সহিত মনে করিতে লাগিলেন যে, গবর্নর জেনেরল তাঁহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই, তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা দেখাইয়াছেন।

গবর্নর জেনেরল যে আবেদনকারীদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য দেখাইয়া তাহাদের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। এ সময়ে বাহিরে সাধারণের সমক্ষে আপনাদের গভীর আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। এরূপ করিলে হয় তো, সাধারণের হৃদয় অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিত,

ইংরেজদিগকে সকল বিষয়ে আটঘাট বাঁধিতে দেখিয়া, সাধারণে, হয়তো আপনাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় অধিকতর বিচলিত হইয়া উঠিত। লর্ড কানিঙ্ সম্প্রদায় বা শ্রেণীবিশেষের শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন না। তিনি সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের সকল শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের ও সকল জাতিরই শাসন, পালন ও রক্ষণকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, নিজ কলিকাতা ও শহরতলীতে সকলেই যার-পর-নাই ভীত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল স্থানে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন বর্ণের ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করিয়া থাকে। ইহাদের এক শ্রেণীকে শান্ত ও নিরুদ্বেগ করিবার জন্য যাহা করা যাইবে, হয়তো, তাহাতে অন্য শ্রেণীর লোক অধিকতর ভীতিগ্রস্ত হইয়া উঠিবে। যাহাতে সকলেই শান্ত হয়, সকলেই সর্বব্যাপী আশঙ্কা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, উপস্থিত সময়ে তাহাই করা উচিত। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণও ভয়ের প্রবল আক্রমণে যার-পর-নাই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ইহারা আপনাদের জাতিনাশ হইবে বলিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় বিচলিত হইতেছিল, আপনাদের জীবন বিনষ্ট হইবে ভাবিয়াও মুহূর্তে মুহূর্তে বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। নানাবিধ বিস্ময়কর বাজারগুজব সকল বিদ্যুদ্বেগে চারিদিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। যাহাতে লর্ড কানিঙ্ প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা ঐ সকল কাহিনীর অমূলকত্ব সপ্রমাণ করেন, তজ্জন্য ইংরেজ-সম্প্রদায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড কানিঙ্ ২০শে মে লিখেন—'বাজারে গুজব উঠিয়াছে যে, আমি হিন্দুদিগের ধর্মনাশের জন্য, যে সকল পুষ্করিণীতে হিন্দুগণ স্নান করেন, তৎসমুদয়ে গোমাংস ফেলিয়া দিতে আদেশ দিয়াছি, জনসাধারণকে অপবিত্র খাদ্যগ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য, মহারাণীর জন্মদিনে সমস্ত মুদী দোকান বন্ধ করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছি। যে সকল লোকের এ সময়ে ধীরভাবে বুঝিয়া চলা উচিত, তাঁহারাও আগ্রহের সহিত বলিতেছেন যে, এই সকল গুজব যেমন বাজারে প্রচারিত হইবে, অমনি প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা তৎসমুদয় অলীক বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা উচিত। এইরূপ করা হইতেছে না বলিয়া, ঐ সকল লোক পিস্তল লইয়া সজ্জিত হইতেছে। এইরূপ জনরবের অলীকত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য আমার বিবেচনায়, যাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি তাহাই অবলম্বন করিয়াছি। আমার আশা আছে ধীরতা ও দৃঢ়তার সহিত চলিলে, সাধারণের হৃদয় শান্ত হইবে।' মহামতি লর্ড কানিঙ্, এইরূপে ধীরভাবে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া কর্তব্য-কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন এবং সম্প্রদায়বিশেষের কটূক্তি ও উত্তেজনার মধ্যে, দৃঢ়তা হইতে অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, শান্তভাবে শান্তির রাজ্য অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন।

২৫শে মে, মহারানীর জন্মদিনের উৎসব পূর্ববৎ আড়ম্বরের সহিত যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। লর্ড কানিঙ, এ সময়ে, জনসাধারণের রাজভক্তির উপর, যাহাতে কোনোরূপ সন্দেহ প্রকাশ না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। কেহ কেহ, তাঁহার শরীররক্ষক এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের স্থলে, ইউরোপীয় সৈনিক রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড কানিঙ্ সে প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। মহারানীর সম্মানার্থ

তোপধ্বনি রহিত করিবারও, কেহ কেহ প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে প্রস্তাবও পরিত্যক্ত হয়। এই উৎসবে অভিনব টোটা ব্যবহার করিতে, পাছে সিপাহিদিগের কোনোরূপ অসম্মতি হয়, এজন্য একদল সিপাহী পুরাতন টোটা আনিতে বারাকপুর গমন করে। রাত্রি-কালে গবর্নমেণ্ট প্রাসাদে যে 'বল' (নৃত্য) হয়, তাহাতে অনেকে গমন করেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ তথায় উপস্থিত হইতে সাহসী হন নাই। যেহেতু তাঁহাদের আশঙ্কা ছিল যে, ঐ 'বল' উপলক্ষে গবর্নমেণ্ট প্রাসাদে অনেক ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ সমবেত হইলে, বিপক্ষগণ, একস্থানে ইউরোপীয় স্ত্রী-পুরুষগণকে একীভূত দেখিয়া উক্ত প্রাসাদ আক্রমণ করিতে পারে*। এ সময়ে মুসলমানদিগের ইদ্ নামক একটি প্রধান উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এজন্য ইংরেজদিগের আশঙ্কা ছিল যে, কলিকাতা ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও মুসলমানেরা গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু কলিকাতায় কোনো-রূপ গোলযোগ দেখা গেল না। ইংরেজ সম্প্রদায় গভীর আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া, প্রতিমুহূর্তে জনসাধারণের আক্রমণের বিভীষিকায় বিচলিত হইলেও** কলিকাতায় শান্তির কোনো ব্যাঘাত দেখা গেল না। লর্ড ক্যানিঙ্ দিল্লীর উদ্ধারসাধন ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রক্ষার জন্য, আপনার মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। উপস্থিত সময়ে এই উভয় কার্য একসঙ্গে সম্পন্ন করা সহজ ছিল না। ইউরোপীয় সৈনিক অতি অল্প ছিল ; এজন্যে এই সঙ্কটকালে কৌন্সিলের সদস্যেরা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যে সকল সিবিল কর্মচারী কৌন্সিলের সদস্য ছিলেন, তাঁহারা বোধহয়, ইউরোপীয় সৈনিকদলের অল্পতা দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ

* একটি ইংরেজ রমণী এই সময়ে লিখিয়াছিলেন যে, দুইটি যুবতী 'বলে' যাইতে অসম্মত হন। তাঁহারা এতদূর ভীত হইয়াছিলেন যে, এক একটি ব্যাগ হাতে করিয়া পলায়নের জন্যে প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিলেন। যে পর্যন্ত তাঁহাদের পিতা 'বল' হইতে প্রত্যাগত না হইয়াছিলেন, সে পর্যন্ত তাঁহারা এইভাবে থাকেন। আর একটি কুলকন্যা দুইটি ইউরোপীয় নাবিক আনিয়া আপনার বাটীতে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। উক্ত কুলকন্যা কাল্পনিক শত্রুর ভয়ে ইহাদিগকে বাটীতে রাখেন বটে, কিন্তু ইহারাও তাঁহাকে ভয় দেখাইতে ত্রুটি করে নাই।

** কলিকাতা প্রবাসী ইংরেজদিগের সন্ত্রাস সম্বন্ধে উক্ত রমণী উল্লেখ করিয়াছেন যে, আমি একদা রাত্রি দুই ঘটিকার সময় তোপধ্বনির ন্যায় কোনো শব্দে জাগরিত হই। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, আলিপুরের জেল ভাঙিয়া কয়েদীরা বাহির হইয়াছে। অনেকে পিস্তলাদি লইয়া সজ্জিত হন, এবং গাড়ি প্রস্তুত করিয়া মহিলাদিগকে দুর্গে পাঠাইতে উদ্যত হইয়া উঠেন। আমি বারান্দায় যাইয়া দেখি যে, অদূরে বাজী পোড়ান হইতেছে। ইহা দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। এই বাজীর শব্দে মহা গোলযোগ ঘটিয়াছিল। মহীশূরের রাজবংশীয় এক ব্যক্তির বিবাহ উপলক্ষে ঐ বাজী হইয়াছিল।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 119, note.*

দিল্লীর পুনরুদ্ধারে নিযুক্ত হইলে অপরাপর প্রদেশ রক্ষকশূন্য হইয়া পড়িবে, বিপক্ষগণ সমগ্র জনপদ আক্রমণ করিয়া ভয়াবহ কাণ্ডের উৎপত্তি করিবে। ইহা ভাবিয়া, উক্ত সদস্যেরা দিল্লীর পুনরুদ্ধার করিতে কিছুদিন বিলম্ব করিবার পরামর্শ দেন। কিন্তু অন্যতম সদস্য দূরদর্শী স্যার জন্ লো, এ বিষয়ে সম্মতি না দিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, প্রণষ্ট নগর উদ্ধার করিবার পরামর্শ দিলেন। গবর্নর জেনেরলও ইহাতে সম্মত হইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, বিপক্ষদিগের হস্ত হইতে দিল্লী উদ্ধার করাই অগ্রে কর্তব্য। দিল্লী উদ্ধার না করিলে রাজনৈতিক অংশে গুরুতর ভ্রম হইবে। সাধারণে যখন দেখিবে যে, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট, মোগল সম্রাটের রাজধানী হস্তগত করিতে উদাসীন রহিয়াছেন, এদিকে সিপাহীরা দিল্লীতে ইংরেজের প্রাধান্য নষ্ট করিয়া আপনাদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে, দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতি সমগ্র ভারতের সম্রাটের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আবার প্রভুত্ব বিস্তারে উদ্যত হইয়াছেন, গবর্নমেণ্ট সিপাহিদিগের এই ক্ষমতা বিনষ্ট করিতে পারিতেছেন না, তখন হয়তো তাহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতা করিবে। ইহাতে হয়তো সমগ্র ভূখণ্ডে সার্বজনীন বিপ্লব ঘটিয়া ইংরেজের শাসনভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিবে। সুতরাং যত শীঘ্র দিল্লী উদ্ধার করিতে পারা যায়, ততই ভাল। দিল্লীর উদ্ধার হইলে, যাহারা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তাহাদের হৃদয়ে আশঙ্কা জন্মিবে গবর্নমেণ্টের কার্যতৎপরতা ও ক্ষমতা দেখিয়া, তাহারা হয়তো, ক্রমে সাহসশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহাতে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের মূলগ্রন্থি শিথিল হইলেও হইতে পারে।

গবর্নর জেনেরল এইরূপ বিবেচনা করিয়া দিল্লীর উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইলেন। এবিষয়ে তিনি আর কোনোরূপে কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিলেন না। প্রতিদিন টেলিগ্রাফে প্রধান সেনাপতির নিকট দিল্লীর উদ্ধারের সম্বন্ধে আদেশ প্রেরিত হইতে লাগিল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বেশী ইউরোপীয় সৈন্য ছিল না। কিন্তু ঐ প্রদেশের উত্তরে কয়েকদল ইউরোপীয় সৈনিক অবস্থিতি করিতেছিল। লর্ড ক্যানিঙ্ এক্ষণে ঐ সকল সৈনিকদল একত্র করিয়া দিল্লীর উদ্ধার করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি এই সময়ে মোগলের রাজধানী হইতে প্রায় হাজার মাইল দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সুতরাং স্বয়ং ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া, কার্যপ্রণালী সুব্যবস্থিত করিবার পক্ষে, তাঁহার সুযোগ ছিল না। কিন্তু প্রধান সেনাপতির উপর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনেণ্ট গবর্নরের উপর এবং পঞ্জাবের প্রধান কমিশনরের উপর, তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি এই সকল সুদক্ষ কর্মচারীর উপর নির্ভর করিয়া সঙ্কল্পসাধনে উদ্যত হইলেন। মিরাটের ঘটনার পরে তিনি বিলাতে এইভাবে পত্র লিখিয়াছেন ঃ—'আমি ঘটনাস্থল হইতে নয়শত মাইল দূরে রহিয়াছি ; এজন্য, দিল্লীর বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিবার জন্য, যাহা করা উচিত, তৎসম্পাদনে আমার কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছে। এই সময়ে যতদূর করিতে পারা যায়, সৈন্যদল একত্র করা হইতেছে। লেঃ গবর্নর কলবিনের কার্যের উপর আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস আছে। সকলেই যতদূর সাধ্য, আপনাদের কর্তব্যপালনে ব্রতী হইবেন। আমি প্রধান সেনাপতিকে বাংলা ও

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিষয়, এবং শীঘ্র শীঘ্র কার্য আরম্ভ করা যে উচিত, তাহা জানাইয়াছি। সকল বিষয়ই সময়সাপেক্ষ ; দিল্লী একবার অধিকৃত হইলে এবং বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া কঠোর দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিলে, আমাদিগকে আর অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।' লর্ড ক্যানিঙ্ যে আশায় এই পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, পরে জানা যাইবে।

গবর্নর জেনেরল এখন ইউরোপীয় সৈন্যসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। যে সকল স্থান বিপক্ষগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, সংগৃহীত সেনাদ্বারা সেই সকল স্থান রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল। উপস্থিত সময়ে, এই উদ্দেশ্য-সাধনে তাঁহাকে অনেক বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। রাজধানীতে ও তাহার নিকটবর্তী স্থানে এই সময়ে দুইদল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য ছিল। ইহাদের একদল—৫৩ গণিত পদাতিক কলিকাতার দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিল, আর একদল (৮৭ গণিত) চুঁচুড়ায় ছিল। এই দুইদল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্যের উপর সমগ্র বাংলার অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছিল। কলিকাতা হইতে ৪০০ মাইল দূরবর্তী দানাপুর ব্যতীত বাংলার নিকটবর্তী আর কোনো স্থানে অন্য কোনো ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না। লর্ড ক্যানিঙ্, উক্ত দুইদল ইউরোপীয় সৈনিকের উপর নির্ভর করিয়াই, প্রথমে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেন। নানা কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে ইউরোপীয় সৈনিকদল রাখা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কলিকাতার দুর্গে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ একটি প্রধান অস্ত্রাগার ছিল। ইছাপুরে বারুদাগারে বারুদ প্রস্তুত হইত ; দমদমায় বিবিধ যুদ্ধাস্ত্রপূর্ণ একটি অস্ত্র-শিক্ষালয় ছিল। চৌরঙ্গীর নিকট আলিপুরের কারাগার, বহুসংখ্যক দুশ্চরিত্র কয়েদিগণে পরিপূর্ণ ছিল। এতদ্ব্যতীত গবর্নমেণ্টের কাপড়ের গুদামে সৈনিকদিগের নানাবিধ পরিচ্ছদ রক্ষিত হইতেছিল। টাঁকশালা, ধনাগার, ব্যাঙ্ক সমস্তই বহু অর্থে পরিপূর্ণ ছিল। সুতরাং কলিকাতা ও উহার নিকটবর্তী স্থানে বিপক্ষদিগের করণীয় অনেক বিষয় ছিল। বিপক্ষেরা সহসা উত্তেজিত হইয়া, আলিপুরের কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করিয়া আপনাদের দল পরিপুষ্ট করিতে পারিত, অস্ত্রাগার বারুদাগার প্রভৃতি হস্তগত করিয়া গবর্নমেণ্টের সমূহ অনিষ্টসাধনে সমর্থ হইত, এবং টাঁকশালা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতির টাকা লুঠিয়া আপনাদের বলবৃদ্ধির সহিত বলবৃদ্ধির উপায় করিতে পারিত। এই সকল কারণে কলিকাতার ইউরোপীয় সৈন্য রাখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

কেহ কেহ* লর্ড ক্যানিঙের প্রতি এই বলিয়া দোষারোপ করিয়াছিলেন যে, ক্যানিঙ্ সময়ের গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। যদি তিনি পূর্বেই কলিকাতা-প্রবাসী ইউরোপীয়দিগকে শখের সৈনিকদলভুক্ত করিতেন, বারাকপুরে সিপাহিদিগকে অস্ত্রশস্ত্র হইতে

* রেড্ পামফ্লেট্ নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের লেখক এবং সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস-প্রণেতা মীড্ সাহেব এ অংশে লর্ড ক্যানিঙের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত লেখক কহিয়াছেন, বণিকসমিতি প্রভৃতির আবেদন গ্রাহ্য করিলে গবর্নর

বিচ্যুত ও সৈনিকদল হইতে নিষ্কাশিত করিয়া ফেলিতেন, দানাপুরের সিপাহিদিগের প্রতিও ঐরূপ দণ্ড বিহিত করিতে আদেশ দিতেন, বাংলার ইউরোপীয় সৈন্যদিগকে বিশেষ সত্বরতায় সহিত বিপত্তিপূর্ণ স্থানে পাঠাইতেন, তাহা হইলে ঘোরতর দুর্ঘটনা ও বিপদের অনেক শান্তি হইত। অবশ্য এরূপ অনেক বিষয় ছিল যে, তৎসমুদয় মে মাসে সম্পন্ন করিলে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের পক্ষে অনেক সুবিধা হইত। কিন্তু মানুষ বর্তমান ঘটনা দেখিয়াই কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয় ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া এবং অনিশ্চিত বিষয় সম্মুখে রাখিয়া, কার্য করিতে ইচ্ছা করে না। আজ যাহা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া, মানুষ যদি ধীরভাবে কার্য করে; তাহা হইলেই তাহার প্রশংসা হয়। কল্য কি ঘটিবে, হয়তো মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। কল্যকার আলোকে তাহার কর্তব্যপথ কতদূর আলোকিত হইবে, সেই কর্তব্যপথ অবলম্বন করিলে, তাহার সঙ্কল্প কতদূর সিদ্ধ হইয়া উঠিবে, মানুষ হয়তো অদ্য তাহা বুঝিতে পারে না। কল্যকার আলোক সম্মুখে প্রসারিত হইলে, বারাকপুর ও দানাপুরের সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণ আশু কর্তব্য বলিয়া স্থির হইত ; কিন্তু লর্ড ক্যানিঙ্ ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন না। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, বর্তমানে তাহা চিন্তা করিয়া, কর্তব্যপথ স্থির করেন নাই। মে মাসের মধ্যভাগে বারাকপুরের সিপাহীরা আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতেছিল। উহারা গবর্নমেন্টের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিতে যথোচিত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। দানাপুরের সিপাহিদিগের অধিনায়ক লয়ড সাহেবও আপনার অধনীস্থ সৈন্যদিগকে ঐরূপ রাজভক্ত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন*।

জেনেরল অন্ততঃ একদল ইউরোপীয় শখের সৈনিকের সাহায্য পাইতেন। শেষোক্ত লেখক এইভাবে গবর্নমেন্টের কার্যশৈথিল্যের নির্দেশ করিয়াছেন ঃ—'বিদ্রোহের সংবাদ প্রচারিত হইবার এক সপ্তাহ পূর্বে গবর্নমেন্টের অধীনে এক হাজার শখের ইংরেজ পদাতিক সৈন্য, চারিশত অশ্বারোহী ও দেড় হাজার জাহাজী নাবিক ছিল। ··· সৈন্য, কামান প্রভৃতি পাঠাইবার জন্য রেলওয়ে ও রাস্তার অবস্থাও ভাল ছিল। রেলওয়ে কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল দূরে রানীগঞ্জ পর্যন্ত গিয়াছিল। প্রতি ট্রেনে দুইদল করিয়া সৈন্য ঐ স্থানে অনায়াসে প্রেরিত হইতে পারিত। এ দিকে শখের সৈনিকেরা বন্দুক ছুড়িতে শিখিতেছিল। জাহাজী নাবিকেরাও কামান পরিচালনে অভ্যস্ত হইতেছিল। রানীগঞ্জ হইতে কানপুরের পথে গবর্নমেণ্ট প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া গরু ইত্যাদি রাখিবার আড্ডা স্থাপন করিতে পারিতেন। ··· গবর্নমেন্ট ১৪ই জুন যাহা করিতে বাধ্য হন, পনর দিন পূর্বে যদি তাহা করিতেন, তাহা হইলে ঐ মাসের ১লা জুলাই দুই হাজার সশস্ত্র ইউরোপীয় সৈন্য রানীগঞ্জে আসিয়া থাকিতে পারিত।'— *Mead, Sepoy Revol. pp. 81-82.*

* ২রা জুন, সেনাপতি লয়ড় ক্যানিঙ্‌কে লিখিয়াছিলেন ঃ—'সাধারণতঃ এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগের উপর যদিও এখন কেহই বিশ্বাস স্থাপন করেন না, তথাপি আমার

এ সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সৈনিকদল বোধহয়, দিল্লীর উপরই দৃষ্টি রাখিয়াছিল ; মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানী পুনর্বার গবর্নমেণ্টের হস্তগত হয় কি না, সোৎসুকচিত্তে তাহা চাহিয়া দেখিতেছিল। দূরদর্শী লর্ড ক্যানিঙ্‌ এইজন্যই বিশেষ সতর্কতার সহিত দিল্লী পুনরধিকার করিতে উদ্যত হন। অবস্থাবিশেষে সৈন্যদিগের নিরস্ত্রীকরণ সঙ্গত হইলেও উপস্থিত সময়ে বাংলার সমস্ত সিপাহীকে নিরস্ত্রীকৃত করা অসম্ভব ছিল। লর্ড ক্যানিঙ্‌ এই সময়ে লিখিয়াছিলেন ঃ—'যেস্থানে সম্ভব, সেস্থানে সৈনিকদিগের নিরস্ত্রীকরণে অনেক ফললাভ হইতে পারে। কিন্তু বাংলায়—যেস্থানে বারাকপুর হইতে কানপুর পর্যন্ত ১৫ দল সিপাহী সৈন্যের মধ্যে আমাদের কেবল এক-দল মাত্র ইউরোপীয় সৈন্য আছে—সেস্থানে নিরস্ত্রীকরণ অসম্ভব। এরূপ স্থলে উহাতে বিপরীত ফল ফলিতে পারে*।'

উপস্থিত সময়ে সিপাহিদিগের উত্তেজনা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু স্থলবিশেষে কোনো কোনো সৈনিকদল শান্তভাব দেখায় যে, কর্তৃপক্ষ তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাড়িতবার্তা নিয়ত গবর্নর জেনেরলের সম্মুখে এইরূপ শান্ত ভাবের সংবাদ আনিয়া দিতেছিল। ১৯শে ও ২০শে মে বারাণসী হইতে সংবাদ আসে ঃ—'কোনো বিষয়ে কোনো গোলযোগ নাই, সৈন্যগণ স্থিরভাবে রহিয়াছে।' ঐ তারিখে স্যার হেন্‌রি লরেন্স লক্ষ্ণৌ হইতে তারে সংবাদ পাঠান ঃ—'নগরে, সৈনিকনিবাসে এবং সমস্ত প্রদেশে কোনোরূপ গোলযোগ দেখা যাইতেছে না।' ঐ দিন কানপুরে স্যার হিউ হুইলারের নিকট হইতে সংবাদ আসে ঃ—'এখানে কোনো গোলযোগ নাই ; সাধারণের উত্তেজনা কমিয়া আসিয়াছে।' ঐ দিন এলাহাবাদ হইতে সংবাদ পেঁছে ঃ—'সৈন্যগণ শান্তভাবে রহিয়াছে ও ভাল ব্যবহার করিতেছে।' উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লেফটেনেণ্ট গবর্নর আগ্রা হইতে গবর্নর জেনেরলকে এই বলিয়া আশ্বস্ত করেন যে, 'সমস্ত বিষয় এখন সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হইতেছে ; দিল্লীতে অগ্রসর হইতে কিছু বিলম্ব হইবে। সাধারণের বিশ্বাস, দিল্লী পুনরধিকৃত হইবে। সিপাহী-বিপ্লবও অধিকদূরে বিস্তৃত হইবে না।' ইহার পরও নানা স্থান হইতে ঐরূপ আশ্বাস-জনক সংবাদ পেঁছিতে থাকে। কেবল আলিগড় হইতে সিপাহী-হাঙ্গামার সংবাদ আসে ; কিন্তু উহার অব্যবহিত পরে পুনরায় আলিগড় হইতে সংবাদ আসে যে, ঐ স্থান অধিকার করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

মে মাসে এইরূপে লর্ড ক্যানিঙের নিকট নানা স্থান হইতে সংবাদ পেঁছিতেছিল। ঐ সকল সংবাদে কোনোরূপ গোলযোগের আভাস পাওয়া যায় নাই। সকলেই শান্তির

বিশ্বাস, এ স্থানের সৈন্যগণ ধীর ও শান্তভাবে থাকিবে। যাবৎ ইহারা কোনো গুরুতর উত্তেজনায় আকৃষ্ট না হয়, তাবৎ ইঁহাদের শান্তভাবের ব্যত্যয় হইবে না ; ঐরূপ উত্তেনা ঘটিলে ইহাদের উপর বিশ্বাসস্থাপন করা যাইতে পারিবে না।…'
—*MSS. Correspondence—Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 124, note.*

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 124, note.*

মনোরম দৃশ্য দেখিয়া লর্ড কানিঙকে শান্তভাবে সন্তুপ্ত করিতেছিলেন। সুতরাং লর্ড ক্যানিঙের হৃদয় ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণায়তন মূর্তি ধারণ করিয়া বিচলিত হয় নাই। কলিকাতার ন্যায় দূরবর্তী স্থানে থাকিয়া, গবর্নর জেনেরলকে ঐ সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া কার্য করিতে হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় শান্তভাবে যাহা করা উচিত, তাহা করিতে গবর্নর জেনেরল কখনো উদাসীন হন নাই। তাঁহার আদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ইউরোপীয় সৈন্যদল আসিতেছিল। তিনি ঐ সকল সৈন্য, বিপদের নিবারণ জন্য, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর দূষিত রাজনীতিতে, যে অগ্নি এতদিন তুষানলের ন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতি বিস্তার করিতেছিল, তাহা যে স্থলবিশেষে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, ধীরপ্রকৃতি লর্ড ক্যানিঙ্ তদ্বিষয় বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন না। শান্তভাবে সকল দিক দেখিয়া উপস্থিত বিষয়ে কর্তব্য অবধারণ করাই, তাঁহার প্রধান নীতি ছিল। তিনি এই নীতির অনুসরণ করিয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাবী বিপদের ভয়ঙ্করী বিভীষিকায় চমকিত হইয়া, সাধারণকে উত্তেজিত করিতে, তিনি নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, শান্তভাবে থাকিয়া কার্য বিশেষদ্বারা সাধারণকে আশ্বস্ত ও গবর্নমেন্টের প্রতি বিশ্বাসযুক্ত করিতে পারিলে অনেক কার্য হইতে পারে। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, স্থানান্তর হইতে ইউরোপীয় সৈনিকদল আনিতে পারিলে, এ বিষয়ে অনেক ফল হইবে। যেহেতু, সাধারণে ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, ইংরেজেরা সাগর অতিক্রম করিয়া আপনাদের বিপন্ন স্বদেশীয়দিগের উদ্ধারার্থ দলে দলে সমাগত হইতেছে। এইবার ইংরেজের অস্ত্রে গবর্নমেন্টের বিপক্ষগণ পরাজিত ও সমূলে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং জনসাধারণে ইংরেজের শক্তির বিষয় ভাবিয়া আপনা হইতেই সমস্ত বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিবে। লর্ড কানিঙ্, এইরূপ ভাবিয়াই ইউরোপীয় সৈন্য সংগ্রহে উদ্যত হন। তাঁহার কার্যকলাপ নিষ্ফল হয় নাই। সাগর অতিক্রম পূর্বক একজন সাহসী সেনাপতি, একদল তেজস্বী সৈন্য লইয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করেন। তাঁহার আগমনে ভয়ব্যাকুল ইউরোপীয়দিগের হৃদয়ে আশাভরসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে।

কর্নেল নীল মাদ্রাজের ইউরোপীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ২৩শে মে এই সেনাপতি আপনার সৈন্যদলের একাংশ লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ক্রমে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য জাহাজ হইতে নামিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অভিমুখে প্রস্থান করে। এই সময়ে রেলওয়ে রানীগঞ্জ পর্যন্ত ছিল। গবর্নমেন্ট সৈন্য পাঠাইবার জন্য ঘোড়া গরু প্রভৃতি ক্রয় করিতে উদাসীন থাকেন নাই। ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত জলপথে ও স্টীমারে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল। কর্নেল নীল আপনার সৈন্যদল লইয়া হাবড়া রেলওয়ে স্টেসনে উপস্থিত হইলেন। নানা অসুবিধা প্রযুক্ত, গাড়ি ছাড়িবার নির্দিষ্ট সময়ে তাঁহার সমস্ত সৈন্য স্টেসনে উপস্থিত হইতে পারিল না। এজন্য স্টেসন মাস্টার বিরক্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, সমুদয় সৈন্য আসিতে বিলম্ব হতেছে ; ঐসকল সৈন্যের প্রতীক্ষায় গাড়ি আর রাখা হইবে না। সেনাপতি এ কথায় গুরুতর আপত্তি

করিতে লাগিলেন। কিন্তু রেলওয়ে কর্মচারিগণ ঐ আপত্তিতে কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহাদের একজন কর্নেল নীলকে ভৎসনা পূর্বক কহিলেন যে, তিনি কেবল সৈন্যদলের অধ্যক্ষতামাত্র করিতে পারেন, রেলওয়ের উপর কর্তৃত্ব করিবার তাঁহার কোনো ক্ষমতা নাই, গাড়ি আর তাহার প্রতীক্ষায় না রাখিয়া এখনই ছাড়া হইবে। তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেনাপতি ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি উক্ত কর্মচারীদিগকে ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক ও গবর্নমেন্টের ঘোরতর বিরোধী বলিয়া ভৎসনাপূর্বক কহিলেন যে, তিনি তাঁহাদের আর কোনো কথার সংস্রবে থাকিবেন না। ইহা বলিয়াই নীল, গাড়ির পরিচালককে আপনার সৈন্যদ্বারা আটক করিয়া রাখিলেন, পরিচালক এইরূপে আবদ্ধ হইয়া রহিল। এই অবসরে নীলের সমস্ত সেনা আসিয়া গাড়িতে উঠিল। নিয়মিত সময়ের দশমিনিট পরে, গাড়ি নীলের সাহসী সৈন্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া হাবড়া স্টেসন পরিত্যাগ করিল। সেনাপতি নীলের এইরূপ দৃঢ়তা ও কার্য-তৎপরতার কথা গবর্নর জেনেরলের গোচর হইল। কথা ক্রমে অনেক স্থানে অনেকের শ্রুতিপ্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ইহা শুনিয়া, ইউরোপীয়গণ ভাবিতে লাগিলেন যে, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত কার্যভার সমর্পিত হইয়াছে; এই তেজস্বী পুরুষের ক্ষিপ্রকারিতায় উপস্থিত বিপদের অবসান হইবে।

মে মাস যেমন অতিবাহিত হইতে লাগিল, তেমনই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের পূর্ণভাব বিকাশ পাইতে লাগিল। ইংরেজের রাজনীতিতে যাহারা উত্তেজিত হইয়াছিল, ইংরেজের বিধিব্যবস্থায় যাহাদের মর্মে আঘাত লাগিয়াছিল, আপাততঃ মনোহারিণী মরীচিকার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, কল্পনার নেত্রে ভবিষ্যতের দৃশ্য সম্মোহনভাবে আঁকিয়া, যাহারা ভারতের মানচিত্র হইতে লোহিত রেখা অপসারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল, তাহারা সকলেই এখন ইংরেজের শাসনের প্রতিকূলে দলবদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের অবতারণা করিতে লাগিল। মে মাস অতিবাহিত হইতে-না-হইতে বুঝা গিয়াছিল যে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভীষণ সিপাহী যুদ্ধের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিবে। মীরাটের ইউরোপীয়েরা নির্জিত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছিল। দিল্লী, ইংরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ মোগল ভূপতি আকবর, শাহজহাঁ প্রভৃতির মহিমান্বিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার কল্পিত ক্ষমতায়, আপনি তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনেকস্থলে ইংরেজের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বিচলিত হইয়াছিল। গবর্নমেণ্ট এই সময়ে আপনাদের প্রধান্যরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। অপরাধীদিগের শাস্তিবিধানার্থ কঠোরতর দণ্ডবিধি প্রণীত হইতে লাগিল। ৩০শে মে গবর্নর জেনেরলের মন্ত্রিসভায় একটি আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই আইনে, যেস্থানে সিপাহী হাঙ্গামা ঘটিবে, সেই স্থানেই সাধারণের জীবন-মরণের ভার, শাসনবিভাগের যে কোনো শ্রেণীর, যে কোনো বয়সের বা যে কোনো ক্ষমতার কর্মচারীর হস্তে সমর্পিত হইবে। গবর্নমেণ্ট এই আইনানুসারে সাধারণ্যে ঘোষণা করিলেন, যে কোনো ব্যক্তি মহারানী বা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, অথবা যুদ্ধের জন্য চেষ্টা পাইবে; কিংবা কোনোরূপ

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবে, তাহাদের জীবনদণ্ড, নির্বাসন অথবা কারারোধ হইবে। যে কোনো বিভাগে কোনোরূপ হাঙ্গামা ঘটিবে, সেইস্থানেই এই আইনানুসারে কার্য হইবে। যে সকল ব্যক্তি গবর্নমেণ্টের বিপক্ষতা কিংবা নরহত্যা, অথবা চুরি ডাকাতি, বা অন্য কোনোরূপ গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, গবর্নমেণ্ট কমিশনদ্বারা তাহাদের বিচার করিবেন। এইরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনর বা কমিশনরগণ, সকল স্থানে বিচারকার্য নির্বাহ করিতে পারিবেন। উকীল বা আসেসার উপস্থিত না থাকিলেও ইঁহারা, উক্তরূপ অপরাধিদিগের প্রতি প্রাণদণ্ড, নির্বাসন অথবা কারারোধের আদেশ দিতে পারিবেন। ইঁহাদের আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই আদালত কোনো সদর আদালতের অধীন থাকিবে না। এই আইনের পাণ্ডুলিপি গবর্নর জেনেরলের অনুমোদিত হইলে, ইহা ৮ই জুন বিধিসিদ্ধ ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রত্যেক ইংরেজই এই আইনের বলে অসাধারণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে কেবল বিচার-বিভাগের কর্মচারীদিগের হস্তেই অসাধারণ ক্ষমতা সমর্পিত হইয়াছিল। এজন্য মন্ত্রি-সভাধিষ্ঠিত গবর্নর জেনেরলের আদেশানুসারে এই স্থির হয় যে, বহুদিনের, অথবা যেকোনো শ্রেণীর সৈনিক কর্মচারীরা, বাংলা প্রেসিডেন্সির যে কোনো সৈনিক-নিবাসে, ইউরোপীয় কিংবা এতদ্দেশীয় অথবা এতদুভয়ের পাঁচজন লোক লইয়া একটি সাধারণ সামরিক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। এই বিচারালয়েই অপরাধীদিগের দণ্ড বিহিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রধান সেনাপতির কার্য-শিথিলতা—প্রধান সেনাপতির মৃত্যু—সেনাপতি বার্নার্ডের অধীনে সৈন্যদিগের দিল্লীর যাত্রা—শিখ ভূপতিদের সদ্ব্যবহার—মীরাটের অবস্থা—রুড়কী রক্ষার বন্দোবস্ত—কর্নেল স্মিথ—হিন্দন নদীর তীরে যুদ্ধ—বদলিকাসরাই নামক স্থানে যুদ্ধ—দিল্লীর পুরোভাগে ইংরেজ সৈন্যের অবস্থিতি।

উপস্থিত সময়ে ভারতের প্রধান সেনাপতি আন্‌সন সিমলায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। সিপাহিদিগের উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। ঐ বিপ্লব যে, সর্বব্যাপী হইয়া ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি বিচলিত করিয়া তুলিবে, তাহাও তিনি অনুধাবন করিয়া দেখেন নাই। আন্‌সন ভবিষ্যতের বিষয় না ভাবিয়া, নিদাঘকালে হিমালয়ের সুখস্পর্শ সমীরণসেবনে পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল এই তৃপ্তিসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। ১২ই মে সহসা অম্বলা হইতে একজন তরুণবয়স্ক সংবাদবাহক উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট একখানি পত্র সমর্পণ করিল। ঐ পত্রে দিল্লীর ঘটনার বিষয় অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল। প্রধান সেনাপতি পত্র পাইয়া, বুঝিতে পারিলেন যে, মীরাটের সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। একঘণ্টা পরে তাঁহার নিকট আর একখানি পত্র পৌঁছিল। এই দ্বিতীয় পত্র যদিও অস্পষ্টভাবে লিখিত ছিল, তথাপি প্রধান সেনাপতির উহাতে বোধ হইল যে, মীরাটের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা বিমুক্ত হইয়াছে এবং দলে দলে দিল্লীতে যাইয়া মীরাট ও দিল্লী, উভয় স্থানের ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করিয়াছে। যখন এই সংবাদ প্রথমে প্রধান সেনাপতির নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি উহার গুরুত্ব সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারিলেন না। তিনি যে কর্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছিলেন, যে দায়িত্বভার তাঁহার উপর সমর্পিত ছিল, তিনি সে কর্তব্য, সে দায়িত্বর বিষয় ভাবিয়া তখনো বিচলিত হইলেন না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে, এখন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিনিরোধের জন্যে অবশ্যই তাঁহাকে কিছু করিতে হইবে। দিল্লী এখন উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছিল; তত্রত্য ইউরোপীয়গণ এখন উন্মত্ত সিপাহীদিগের উৎপীড়নে ও নিষ্পেষণে নিপীড়িত, নির্যাতিত বা নিহত হইয়াছিল। সুতরাং এখন নিকটে যত ইউরোপীয় সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তৎসমুদয় যথাস্থলে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত বলিয়া, প্রধান সেনাপতির বোধ হইল। প্রধান সেনাপতি ইহা ভাবিয়াই ঐ দিন (১২ই মে) মাসৌরী নামক স্থানে আপনার একজন এডিকং পাঠাইলেন। উক্ত স্থানে ৭৫ গণিত ইউরোপীয় সৈনিকদলকে অম্বালায় পাঠাইয়া দিতে ঐ এডিকংকে আদেশ দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থলে যে সকল ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, তাহাদিগকেও নির্দিষ্ট স্থানে যাইবার জন্য

প্রস্তুত থাকিতে বলা হইল। প্রধান সেনাপতি সৈন্য পাঠাইবার এইরূপ বন্দোবস্ত করিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং সিমলা পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি লর্ড কানিঙ্কে লিখিলেন যে, উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্বিক বিবরণ জানিতে তাঁহার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। যদি সংবাদ মন্দ হয়, তাহা হইলে তিনি অম্বালায় যাইতে প্রস্তুত আছেন। এই পত্র পাঠাইবার অব্যবহিত পরেই তাড়িত বার্তাবহ তাঁহার নিকট আর একটি সংবাদ উপস্থিত করিল। এইবার তিনি মীরাটের ঘটনার বিশদ বিবরণ জানিতে পারিলেন। প্রধান সেনাপতি এখনও অবিচলিতভাবে ছিলেন, অবিচলিতভাবে থাকিয়া এখনও হিমগিরির প্রাকৃতিক শোভায় এবং তুষারসম্পাতে সমীরণের স্নিগ্ধতায় সুখানুভব করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে যে উৎকট কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছে, তাহা এখনও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন নাই, অথবা বুঝিতে পারিয়াও তদনুরূপ কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে সত্বর হন নাই। ক্রমে অনেক ভাবিয়া তিনি উপস্থিত বিপদের গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন। দুইদল ইউরোপীয় সৈনিককে অম্বালায় যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। সির্মুরের গুরখা সৈন্যদলও দেরা হইতে মিরাটে যাইতে আদেশ প্রাপ্ত হইল। প্রধান সেনাপতি প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রসিদ্ধ অস্ত্রাগার উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা ভাবিয়া তিনি অন্যান্য স্থানের অস্ত্রাগার রক্ষার্থে অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গবর্নর জেনেরলকে লিখেন যে, ফিরোজপুরের দুর্গ ৬১ গণিত পদাতিকদল কর্তৃক রক্ষিত হইবে। গোবিন্দগড় ৮১ গণিত সৈন্যদল রক্ষা করিবে। জলন্ধর হইতে ৮ গণিত দুইদল সৈন্য যাইয়া ফিলৌরের দুর্গরক্ষার নিযুক্ত থাকিবে। অধিকন্তু ফিলৌরে কামান সকল সজ্জিত থাকিবে। নাসৌরীর গুরখা সৈন্যদল এবং ৯ গণিত অশ্বারোহী, ঐ সকল কামানের রক্ষক হইয়া অম্বালায় যাইবে।

এইরূপ আদেশ দিয়া প্রধান সেনাপতি ১৪ই মে অম্বালায় যাত্রা করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি তথায় উপনীত হন। এই স্থানে তাঁহার নিকট নানারূপ গোলযোগের সংবাদ উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল যে, পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈন্যগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, অথবা অবলম্বন করিতে চেষ্টা পাইতেছে। সুতরাং ইহাদের নিকট তিনি কোনোরূপ সাহায্যের আশা করেন নাই। এই সঙ্কটকালে তাঁহাকে গুরুতর বিঘ্ন-বিপত্তির প্রতিকূলতা করিতে হইয়াছিল। অভিযানের দ্রব্যাদি ও কামান সকল পাঠাইবার কোনরূপ সুবিধা ছিল না; উপস্থিত সময়ে এই অসুবিধা তাঁহার নিকট গুরুতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহার মধ্যেই তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় এবং সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ শত্রুর প্রতিকূলে সজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার সহযোগিদিগের নিকট তিনি সমুচিত উৎসাহ প্রাপ্ত হন নাই। পঞ্জাবের এতদ্দেশীয় সৈনিকদলের উপরেও তিনি আশাভরসা স্থাপন করিতে পারেন নাই এতদ্ব্যতীত তাঁহার শারীরিক শক্তি ক্ষীণতর ছিল। অসুস্থায় তিনি দুর্বল, এবং আপনার অবলম্বিত কার্যের অনভিজ্ঞতায়, তিনি শৃঙ্খলাশূন্য ছিলেন। যখন পঞ্জাবের

এতদ্দেশীয় সৈনিকদল হইতে সাহায্যপ্রাপ্তির কোনো আশা ছিল না। তখন প্রধান সেনাপতি এই সময়ে অম্বালার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে পারিতেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্সও (পরে লর্ড লরেন্স্) তাঁহাকে এইরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। স্যার জন লরেন্স্ ঐ সৈনিকদলকে নিরস্ত্র করিয়া দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রধান সেনাপতিকে অনুরোধ করেন, কিন্তু প্রধান সেনাপতি স্যার জন লরেন্সের নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর অনুমোদন করেন নাই। যেহেতু, অম্বালার সৈনিক বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই কার্যপ্রণালীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন। তাঁহারা সিপাহিদিগকে, নিরস্ত্রীকরণের অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এখন সকলেই এই প্রতিজ্ঞাপালনে উদ্যত হন। প্রধান সেনাপতি ইঁহাদের অমতে কোনো কার্য করেন নাই। তিনি অম্বালার এই সৈনিকদলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিলেন না, এবং রাখিয়া যাইতেও সমর্থ হইলেন না। এদিকে উক্ত সৈনিকদলের অফিসরেরা বলিতে লাগিলেন যে, সিপাহিদিগের নিকট যেরূপ অঙ্গীকার করা হইয়াছে, তাহা ভঙ্গ করা উচিত নয়। নিরস্ত্রীকরণে ঐ অঙ্গীকার ভঙ্গ হইবে। প্রধান সেনাপতি ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া অম্বালার সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিলেন না। তাহাদের প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার দিকে চাহিয়া তিনি তাহাদিগকে পূর্ববৎ অবস্থায় রাখিলেন। সুতরাং অম্বালার সিপাহীরা পূর্বের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিল; কিন্তু তাহারা প্রধান সেনাপতির ন্যায় সহিষ্ণুতা দেখায় নাই। সেনাপতি আন্‌সন্ অফিসরদিগের কথায় নির্ভর করিয়া যেরূপ সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছিলেন, তাহারা আবার সেইরূপ অসহিষ্ণু হইয়া কিছুদিনের মধ্যেই গবর্নমেণ্টের প্রদত্ত অস্ত্রই গবর্নমেণ্টের শ্বেতকর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে সঞ্চালিত করে। প্রধান সেনাপতি অম্বালার সৈনিকদলের অফিসরদিগের কথাতেই এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর স্যার জন লরেন্স তাঁহাকে যে কার্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তিনি সে কার্যসম্পাদনে অগ্রসর হন নাই। এই সময়ে দুইজন রাজপুরুষ প্রধান সেনাপতির প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। অম্বালার ডেপুটি কমিশনর ফরসিত্ সাহেব এবং শতদ্রুতীরবর্তী প্রদেশের কমিশনর জর্জ বার্নেস সাহেব উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণ জন্য কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর বিপ্লবের সংবাদ শুনিয়াই ফরসিত্ সাহেব বার্নেসকে আত্মরক্ষার সমুদয় বন্দোবস্ত করিতে পত্র লিখেন। বার্নেস এই সময়ে কৌশলী নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে অম্বালার জন্য একদল শিখ পুলিশ সৈন্য প্রস্তুত করেন। ইহার পর শতদ্রুতীরবর্তী প্রদেশরক্ষার জন্য বন্দোবস্ত হইতে থাকে। শতদ্রু হইতে যমুনা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে অনেকগুলি শিখ ভূপতির আধিপত্য আছে। উপস্থিত সময়ে ইঁহারা ইংরেজের পক্ষসমর্থনে নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। সিপাহী বিপ্লবের ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে যে, উত্তেজিত সিপাহিগণ যখনই গবর্নমেণ্টের সঙ্কীর্ণ নীতির দোষে ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন তাহাদের স্বদেশীয়গণ ইংরেজের পক্ষ সমর্থন জন্য তাহাদেরই

বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ইংরেজ গবর্নমেণ্ট যখন এই ভয়ঙ্কর বিপ্লবের প্রচণ্ড তরঙ্গের আঘাতে অধীর হইয়াছেন, তখন ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিপতিগণ তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। সিপাহিগণ গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়া, যখন অসহায় ইংরেজ মহিলা বা নিরাশ্রয় ইংরেজ শিশুদিগের শোণিতে আপনাদিগের অসি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই সেই সিপাহিদিগের স্বদেশীয়েরাই, আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, তাহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছে। ভারতবাসীর সাহায্য না পাইলে বোধহয়, ইংরেজ সিপাহী বিপ্লবের ন্যায় একটি সর্বব্যাপী ভয়াবহ বিপ্লবের অভিঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না। এসময়ে ভারতের ভূপতিগণ যেমন গবর্নমেণ্টের সাহায্য করিয়াছেন, ভারতের বীরপুরুষগণ যেমন আপনাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়া গবর্নমেণ্টের প্রাধান্য রক্ষার চেষ্টা পাইয়াছেন, শিক্ষিত জনগণ যেমন গবর্নমেণ্টের মঙ্গলের জন্য সিপাহিদিগের বিরোধী হইয়া রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছে, ভারতের অশিক্ষিত দরিদ্র জনসাধারণও তেমনি ইংরেজের উপকারের জন্য অকাতরে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে। সিপাহিগণ যখন প্রথমে গবর্নমেণ্টের শাসন উচ্ছেদের জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করে, মীরাটের ইউরোপীয়গণের অনেকে যখন তাহাদের আক্রমণে নিহত এবং অনেকে সন্ত্রস্তভাবে পলায়িত হয়, দিল্লী যখন তাহাদের পদানত হইয়া উঠে, তখন ভারতবর্ষীয়েরা দয়া ও হিতৈষিতার কোমল হস্ত প্রসারণ করিয়া ইংরেজদিগকে ঘোরতর বিপদ হইতে বিমুক্ত করিতে উদ্যত হয়। জর্জ বার্নেস যে সময়ে আপনার শাসনাধীন প্রদেশ রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, সেই সময় ফরসিত্ সাহেব পাতিয়ালা ও ঝিন্দের রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। পাতিয়ালারাজ অবিলম্বে একদল সৈন্য থানেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। ঐ সৈন্য কর্নালে যাইবার পথে নিযুক্ত হয়। যেহেতু, অম্বালা হইতে সৈন্যদল আসিয়া, কর্নালে সমবেত হইতেছিল। এদিকে ঝিন্দের রাজা দিল্লীর সংবাদ পাইয়াই, অম্বালার কর্তৃপক্ষের নিকট, উপস্থিত সময়ে কি করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করেন। পরে বার্নেস সাহেবের অনুরোধে কর্নালরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হন। কর্নালের নবাবও নিশ্চেষ্ট থাকেন নাই। তিনি ইংরেজের উপকারার্থ আপনার সৈন্য, আপনার অর্থ ও আপনার অনুচর,—সমস্তই দিতে প্রতিশ্রুত হন। এইরূপে বিপ্লবের প্রারম্ভেই ভারতের ভূপতিগণ ভারতে ব্রিটিশ সিংহের আধিপত্যরক্ষার জন্য, আপনাদের সম্পত্তি ও সৈন্য, উভয়ই অকাতরে উৎসর্গ করেন।

বার্নেস ১৩ই মে অম্বালায় উপস্থিত হন। মীরাট ও দিল্লীর ঘটনায় তত্রত্য জনসাধারণের মনে যে উত্তেজনার আবির্ভাব হইয়াছিল, কমিশনরের আগমনে তাহা নিবারিত হয়। বার্নেস যমুনার সেতু পাহারা দিবার বন্দোবস্ত করেন, এবং স্থানীয় রাজা ও জায়গীরদারদিগের সৈন্য পাঠাইয়া সেই বিভাগে শান্তিরক্ষার উপায় করিয়া দেন। ইহার পর বার্নেস ও তাঁহার সহযোগী ফরসিত্, উভয়েই প্রধান সেনাপতির সৈন্যদলের জন্য যান ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহে যত্নশীল হন। এই সময়ে

কুঠিঅওলা, আড়ৎদার, কনট্রাক্টর, কুলী প্রভৃতি সকলেই, কোম্পানির মুল্লুক নষ্ট হইবে, এই আশঙ্কায় গবর্নমেন্টের কার্য করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিল। কিন্তু বার্নেস ও ফরসিতের চেষ্টায় সৈন্যদিগের অভিযানের দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয়।

উচ্চতর সিবিল কর্মচারীর যত্নে যখন প্রধান সেনাপতির এইরূপ সুবিধা হইতেছিল, তখন সহসা আর একটি গোলযোগে বিস্তর অসুবিধা ঘটে। এক সপ্তাহ যাইতে-না-যাইতে অম্বালায় সংবাদ আসে যে, মাসোরীর গুরুখা সৈন্যদল সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা কামান লইয়া ফিলোরে যাইতে অসম্মত হইয়াছে এবং প্রধান সেনাপতির দ্রব্যাদি লুঠ করিয়া সিমলা আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। উপস্থিত সময়ে কর্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতার সহিত কার্য করা উচিত ছিল। কোনো বিষয়ে কিছু অসাবধান হইলে, কাহারও কোনোরূপ অভিযোগ শ্রবণে অণুমাত্র অনবহিত হইলে, কাহারও কোনোরূপ অসুবিধা দূর করিতে ঔদাসীন্য দেখাইলে, উহার ফল পরিণামে ভয়ঙ্কর হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ পূর্বে এরূপ সতর্ক হন নাই। সম্প্রদায়-বিশেষের অসন্তোষের কারণ দূর করিতেও উদ্যোগী হইয়া উঠেন নাই। যখন ভয়াবহ বিপ্লবের সূচনা হইল, মীরাট ও দিল্লীতে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল, তাড়িতবার্তাবহ যখন ঐ দুর্ঘটনার বিষয় চারিদিকে প্রচার করিয়া দিল, তখন ইংরেজরা ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষের সম্প্রদায় বিশেষের সকল কার্যেই সর্ববিধ্বংসের করাল ভাব অঙ্কিত দেখিতে পাইলেন। যখন কেহ কোনো কারণে তাঁহাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিল, কেহ কোনো কারণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের আদেশ পালনে অসম্মত হইল, তখনই তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, ইহাদের হস্তে তাঁহাদিগকে সর্বস্বান্ত হইতে হইবে। ঐ অসন্তোষ বা অবাধ্যতার কারণ অনুসন্ধানে তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। তাঁহারা মুহূর্তে মুহূর্তে করাল সংহারমূর্তির বিভীষিকায় চকিত হইয়া চারিদিকে কেবল মহাপ্রলয়ের মহাবিভ্রম দেখিতেছিলেন। ঘোরতর বিপদ যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছিল। সিমলার নিকটবর্তী স্থানে যে গুরুখা সৈন্যদল ছিল, তাহাদের অবাধ্যতার সংবাদে সিমলার ইংরেজ সম্প্রদায়ও এইরূপে চারিদিকে বিকট সংহারমূর্তির করাল ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। যে কারণে সৈন্যদল অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা সে কারণের পর্যালোচনা করেন নাই। ঘটনাচক্রে তাঁহাদের মতিবিভ্রম ঘটিয়াছিল। উপস্থিত সময়ে তাঁহারা পরিণামদর্শিতায় পরিচালিত হন নাই। সদ্বিবেচনা বা ধীরতা তাঁহাদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই। মীরাট ও দিল্লীর ইংরেজরা উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তে যেরূপ নিপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে গুরুখাদিগের হস্তেও ঐরূপ বিপন্ন হইতে হইবে। এই সময়ে অনেক ইউরোপীয় স্ত্রীপুত্র লইয়া ঐস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নিদাঘের প্রচণ্ড তাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তাঁহারা সুদূরবিস্তৃত হিমালয়ের আশ্রমে কালাতিপাত করিতেছিলেন। স্নিগ্ধ পার্বত্য সমীরণ এ সময়ে স্পর্শে স্পর্শে তাঁহাদের হৃদয়গ্রন্থি অমৃতরসে অভিসিক্ত করিতেছিল। তাঁহারা হিমগিরির তুষার-

সম্পাতে প্রচণ্ড নিদাঘের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া শান্তভাবে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহাদের শান্তিসুখ অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা গুরুখাদিগের আক্রমণভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুখারা অকারণে অসন্তুষ্ট হয় নাই। তাহাদের অসন্তোষের কারণ এই, তাহাদের বেতন বাকী পড়িয়াছিল। এদিকে তাহাদিগকে যখন ফিলোরে যাইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তখন তাহাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার কোনো বন্দোবস্ত করা হয় নাই। সামান্য চাপরাসীদিগের উপর তাহাদের স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার সমর্পিত হইয়াছিল। এরূপ অব্যবস্থিততায় সাহসী পার্বত্য সৈনিকদিগের অপরিসীম ক্রোধ ও বিরাগের সঞ্চার হয়। ক্রোধ ও বিরাগের আবেগে তাহারা সেনাপতি মেজর ব্যাগটের সমক্ষে অশিষ্টতা প্রকাশ করে; অধিকন্তু তাহাদের বাকী বেতনের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে এবং নির্দিষ্ট কর্মস্থলে যাইতে অসম্মত হয়। গুরুখাদিগের এই অবাধ্যতার সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হয়। সিমলায় এইরূপ সংবাদ পৌঁছিল যে, যুতোগ নামক স্থানে ইউরোপীয়গণ নিহত হইয়াছে, এদিকে গুরুখারা সিমলা আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সংবাদে সিমলার ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার জন্য অস্থির হইয়া পড়েন। যে স্থান একদিন পূর্বে সুখ ও শান্তিপূর্ণ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাই আজ নৈরাশ্য, আতঙ্ক ও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেই প্রাণের দায়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ইউরোপীয় মহিলারা শিশুসন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিয়া আপনাদিগের সম্মুখে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর বিকট মূর্তি ভাবিতে লাগিলেন। গুরুখাদিগের উপস্থিতির সংবাদ জানিবার জন্য গির্জার উচ্চ চূড়ায় পরিদর্শক রাখা হয়। বালক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবতী—সকলেই সন্ত্রস্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষার্থ ব্যাঙ্কে সমবেত হয়। ব্যাঙ্কের নিকট দুইটি কামান সজ্জিত করিয়া রাখা হয়। এই স্থানে চারিশত ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল। ইহাদের সকলের মুখেই আশঙ্কার চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছিল। সকলেই মুহূর্তে মুহূর্তে পার্বত্য সৈনিকদিগের ভীষণ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রতি মুহূর্তেই যেন সর্বসংহারক কাল করালছায়া বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিতেছিল। এই সময়ে সিমলায় ইউরোপীয় সৈনিকদল ছিল না।* সুতরাং যাঁহারা এসময়ে সিমলায় ছিলেন, তাঁহাদিগের ভয় দ্বিগুণ হইয়া

কেব্ ব্রাউন স্বপ্রণীত গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, যখন প্রধান সেনাপতি অশ্বারোহণে সিমলা হইতে প্রস্থান করেন, তখন সেই স্থানের মেইন নামক ধর্মযাজক তাঁহাকে কহেন যে, 'উপস্থিত সময়ে এ স্থান বড় বিপদজনক হইয়াছে, বাজারে অনেক বদমায়েস জুটিয়াছে। অতএব কয়েকজন ইউরোপীয় সৈন্য এ স্থলে পাঠান উচিত।' প্রধান সেনাপতি কহিলেন, 'উপস্থিত সময়ে তিনি কাহাকেও পাঠাইতে পারেন না।' 'তাহা হইলে কুলনারীদিগের দশা কি হইবে?'—ধর্মযাজক এই কথা জিজ্ঞাসা করেন। প্রধান সেনাপতি উত্তর করিলেন, 'তাঁহারা যাহা ভাল বুঝেন, তাহাই করিতে পারেন।'—*Cave Browne, Panjab and Delhi 1857, Vol. 1, p. 197.*

উঠিয়াছিল। এইরূপ ভয়-ব্যাকুল চিত্তে ইউরোপীয়গণ সেই ব্যাঙ্কে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। নারীগণ আপনাদিগের শিশুসন্তানদিগের জন্য গভীর আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিলেন, অধীর হৃদয়ে কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহারা অন্তর্যামী ভগবানের নিকট কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

শেষে এই আশঙ্কা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। যে গভীর সন্ত্রাসে সিমলার ইউরোপীয় প্রবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। গুরুখারা বিশেষ কারণে অসন্তুষ্ট ও অবাধ্য হইলেও ইউরোপীয়দিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে নাই। যে-যে বিষয়ে তাহাদের অভিযোগ ছিল, যখন তৎসমুদায়ের প্রতিবিধান করা হয়, তখন তাহারা পুনর্বার প্রভুর অনুরক্ত ও বিশ্বস্ত হইয়া নির্দিষ্ট কার্যসাধনে অগ্রসর হইতে থাকে। যাঁহারা কিছুকাল পূর্বে ভয়াতুর হইয়া আপনাদের অধ্যুসিত গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক ব্যাঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন সলজ্জভাবে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। কিছুকাল পূর্বে যাঁহারা কল্পনার নেত্রে আপনাদিগের গৃহ প্রচণ্ড হুতাশনে ভস্মীভুত হইতে দেখিতেছিলেন, গৃহস্থ—দ্রব্যাদি উত্তেজিত জনসাধারণ কর্তৃক চুর্ণীকৃত বা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের গৃহ যথাবৎ অবস্থায় রহিয়াছে। দ্রব্যাদি যে ভাবে রাখা হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবেই আছে। ইউরোপীয়গণ ইহা দেখিয়া আপনাদের সাহসহীনতায় আপনারাই লজ্জিত হইলেন এবং আপনাদের কল্পনাকে শতবার ধিক্কার দিয়া শান্তভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যখন ইউরোপীয় সৈন্যগণ হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ হইতে যাত্রা করিতেছিল, তখন প্রধান সেনাপতি আনসন পঞ্জাবের প্রধান কমিসনর স্যার জন্ লরেন্সের সহিত যুদ্ধের প্রণালী অবধারণে ব্যাপৃত ছিলেন। অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া দিল্লী অধিকারে যাত্রা করা, প্রধান সেনাপতির অভিপ্রেত ছিল না। তিনি আপাততঃ শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী স্থানে সংগৃহীত সৈন্য সকল রাখিয়া অপরাপর সাহায্যকারী সৈন্যদলের প্রতীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তিনি ১৭ই মে এ সম্বন্ধে স্যার জন্ লরেন্সকে যাহা লিখেন তাহার সারাংশ এই—'যে স্বল্পমাত্র ইউরোপীয় সৈন্য এখানে আছে, তাঁহাদিগকে দিল্লীর যুদ্ধে বিপদাপন্ন করা উচিত কি না, তদ্বিষয়ে আপনি বিবেচনা করিবেন। আমার বিবেচনায় উচিত নয়। আমার মতে এই সৈন্য দিল্লী অধিকার করার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। বড় বড় কামানের সাহায্যে নগরের প্রাচীর নষ্ট করা যাইতে পারে, অতি সামান্যরূপ বলপ্রয়োগ করিলে নগর প্রবেশের পথ উদ্ঘাটিত হইতে পারে। কিন্তু যে একটি বড় নগরে বহু সঙ্কীর্ণ পথ রহিয়াছে, বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী লোক ঐ সকল পথের অন্ধিসন্ধি সমস্তই অবগত আছে, তাহাতে এরূপ অল্পসংখ্যক লোক প্রবেশিত করা, আমার বিবেচনায় বিপদজনক। যদি ছয়শত কিংবা সাতশত লোক অসমর্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। যদি আমাদের চতুর্দিগ্‌বর্তী সমগ্র প্রদেশ বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি আমরা উহা বশে রাখিতে পারিব? আমার মতে এখন সাবধানতার সহিত সৈন্য ও

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা উচিত। যখন যুদ্ধের যে সকল অপকৃষ্ট দ্রব্য আছে, তৎসমুদয়ের উপর নির্ভর করা যাইতে পারে না। ঐ সকলের পরিবর্তে ভাল দ্রব্যাদি হস্তগত হইলে আমাদের হতাশ্বাস হইবার আর কোনো কারণ থাকিবে না। তখন আমরা যেখানে যাইব, সেইখানে কৃতকার্য হইতে পারিব। আমি এস্থানে মেজর জেনেরল, ব্রিগেডিয়ার জেনেরল প্রভৃতি যে সকল সৈনিক কর্মচারীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছি, তাঁহারাও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন*।'

কিন্তু লর্ড লরেন্স, সেনাপতির এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। এখন আর কোনো বিষয়ে কালবিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অতি অল্পমাত্র বিলম্ব, অতি অল্পমাত্র অসাবধানতা ও অতি অল্পমাত্র শৈথিল্য হইলেই, বিষম বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। লর্ড ক্যানিঙ্ কলিকাতা হইতে এবং স্যার জন্ লরেন্স পঞ্জাব হইতে প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্যার জন্ লরেন্স স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি মোগল সম্রাটের রাজধানী দীর্ঘকাল সিপাহিদিগেব অধিকৃত থাকে, তাহা হইলে, হয়তো, সাধারণে ভাবিবে যে, ইংরেজদিগের প্রাধান্য ও ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে। সাধারণে ইহাতে হয়তো উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরিপোষক হইয়া উঠিবে। সুতরাং যে-কোনো প্রকারে হউক, অণুমাত্র সময় নষ্ট না করিয়া দিল্লী পুনরধিকার করিতে চেষ্টা করা উচিত। অন্যথা ব্রিটিশ নাম ও ব্রিটিশ ক্ষমতার উপর দুরপনেয় কলঙ্ক স্পর্শিবে। তিনি প্রধান সেনাপতিকে অবিলম্বে দিল্লী অধিকার করিতে যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যে পত্র লিখেন, তাহার একস্থলে তাঁহার মনোগত ভাব এইরূপে পরি-ব্যক্ত হইয়াছিল—'একবার ভারতের ইতিহাসের বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখুন, যখন আমরা কোনো কার্যে উঠিয়া-লাগিয়া পড়িয়াছি, তখন কোথায় আমাদিগকে অকৃতকার্য হইতে হইয়াছে? সাহস ও উৎসাহশূন্য লোকের পরামর্শে যখন পরিচালিত হইয়াছি, তখন কোথায় আমরা কৃতকার্য হইয়াছি? ক্লাইভ তাঁহার প্রধান প্রধান সেনানায়কদিগের অমতে বারশত লোকের সহিত পলাশীর ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া চল্লিশ হাজার লোক পরাজিত পূর্বক বাংলা অধিকার করিয়াছিলেন। চম্বল হইতে সেনাপতি মন্সনকে পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে হয়। আগ্রা অধিকার করিবার পূর্বে তাঁহার সৈন্যদল বিশৃঙ্খল ও অংশতঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কাবুলের দুর্ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, একাগ্রতা ও সাহসের সহিত কার্য হইলে এই দুর্ঘটনার আবির্ভাব হইত না। যে সকল বিদেশীয় বেতনভোগী লোক আমাদের পক্ষে আছে, তাহারা যে, আমাদের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করিবে, তাহা কিরূপে বোধ হইতে পারে? তাহারা যে, আমাদের পক্ষে থাকে তাহার কারণ আছে। তাহারা জানে যে, আমরা যে কার্যে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই কৃতকার্য হইয়া থাকি। আমাদের অধীনে কার্য করিতে কোনো কষ্ট নাই। ইহার

Unpublished Memoir by Colonel Baird Smith, quoted by Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 149, note. Comp. Bosworth Smith, Life of Lord Lawrence, Vol. II, p. 28, and Holmes, Indian Mutiny, p. 121.

পর বিবেচনা করুন, প্রত্যেকেই আপনার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া থাকে। পঞ্জাবের অনিয়মিত সৈন্যদল বিশেষ উৎসাহিত চিত্তে, যুদ্ধে নিয়মিত সৈন্যদল অপেক্ষা, আপনাদের প্রাধান্য দেখাইবার জন্যে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা ইউরোপীয় সৈন্যদলের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছে। তাহারা যদি উপস্থিত হইয়া দেখে যে, ইউরোপীয়গণ যুদ্ধে বিমুখ রহিয়াছে, তাহা হইলে তাহারা ভাবিবে যে, কোম্পানির পরাজয় হইয়াছে। ইহার পর মনে করুন, যে কয়েকদিন আমাদিগকে বসিয়া থাকিতে হইবে, সে কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো, উত্তেজিত সিপাহিদিগের চর প্রতি সৈনিক-নিবাসে যাইতে পারে; এবং চিঠিপত্র দ্বারা প্রতি সৈনিক-নিবাসের লোকদিগকে আমাদের বিপক্ষে উত্তেজিত করিতে পারে। এখন অনেক স্থালে ভাল ফসল জন্মিয়াছে, অম্বালা ও মীরাটের মধ্যে আমাদের জন্য অনেক শস্য সংগৃহীত হইবে; দেশের অধিকাংশ স্থলে কৃষিকার্য উত্তমরূপে হইয়াছে। আমরা বিনাকষ্টে দেশের সর্বত্র সৈন্য পাঠাইতেছি। পাতিয়ালা ও ঝিন্দের মহারাজ এবং সাধারণতঃ এই প্রদেশের উপর আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত। যেহেতু, তাঁহারা যে আমাদের পক্ষে আছেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সিপাহিদিগকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।··· যদি পঞ্জাবের কোনো সেনানায়ককে আপনি চাহেন, তাহা হইলে অনুগ্রহপূর্বক অবিলম্বে আমাদের জানাইবেন।···'

পঞ্জাবের প্রধান কমিশনর এইরূপ ধীরতা অথচ এইরূপ একাগ্রতা ও কার্যতৎপরতার সহিত প্রধান সেনাপতিকে দিল্লীর অভিমুখে যাইতে লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিপি ওজস্বিতায় অলঙ্কৃত হইলেও ঘটনার যথাযথভাবে পরিপূর্ণ নহে। তিনি যে পলাশী যুদ্ধের উল্লেখ করিয়া আপনাদের সাহসিকতা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সে যুদ্ধ প্রকৃত মহাযুদ্ধের সম্মানিত নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নয়। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রভুদ্রোহিতায় বলসম্পন্ন না হইলে, লর্ড ক্লাইভ বোধহয় সাহস ও একাগ্রতার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইতেন না। মীরজাফর প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই লর্ড ক্লাইভ পলাশী যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন এবং ঐ বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই তাঁহার সাহস, তাঁহার পরাক্রম ও তাঁহার কার্যতৎপরতা পরস্পর একীভূত হইয়া সমরে সমর-লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভের আশায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাহা হউক, স্যার জন্ লরেন্স উপস্থিত সময়ে সাহস ও দৃঢ়তার বলে কার্যসিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অতীত ইতিহাসের নিগূঢ় সত্যের দিকে তত দৃষ্টি রাখেন নাই। বিশাল ভারতে তিনি আপনার স্ব-জাতীয়দিগের যেখানে যে কিছু কার্যতৎপরতার আভাস পাইয়াছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রধান সেনাপতিকে উত্তেজিত করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

প্রধান সেনাপতি অবশেষে প্রধানতম গবর্নমেন্টের মতানুসারে কার্য করিতে বাধ্য হইলেন। যদিও তিনি সৈনিক বিভাগে সর্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল যে, তিনি সমগ্র ভারতের সর্বপ্রধান রাজশক্তির পরিচালকের মতের বিরুদ্ধে কার্য করিতে সমর্থ নহেন। যখন গবর্নর জেনেরলের অভিমত তাঁহার

গোচর হইল, তখন তিনি আর ইতস্ততঃ না করিয়া দিল্লীতে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। সেনাপতি আনসন্ ২৩শে মে গবর্নর জেনেরলকে লিখিলেন, 'দিল্লীতে শীঘ্র শীঘ্র উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আপনি তারের সংবাদে উল্লেখ করিয়াছেন যে, দিল্লী শীঘ্র পুনরধিকার করা কর্তব্য। পর্যাপ্ত সংখ্যক ব্রিটিশ সেনা দ্বারা এই কার্য করিতে হইবে। কিন্তু তদনুরূপ ব্রিটিশ সৈন্য এ স্থানে নাই। আমরা যতদূর পারিয়াছি সংগ্রহ করিয়াছি। একঘণ্টা কালও বৃথা ব্যয় করা হয় নাই। যে ব্রিটিশ সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আপনি দিল্লী আক্রমণের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।' প্রধান সেনাপতি এই সময়ে সংগৃহীত সৈন্যের সংখ্যা ও তৎসম্বন্ধে আনুপূর্বিক বিবরণ মীরাটের সেনাপতি হিউটের নিকট লিখিয়া পাঠান।

প্রধান সেনাপতি যখন অম্বালা হইতে এই পত্র লিখিতেছিলেন, তখন গবর্নর জেনেরল আগ্রার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নর দ্বারা তাঁহাকে টেলিগ্রাফে জানান যে, যত শীঘ্র সম্ভব দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। তিনি এ অংশে সাধ্যমতো তাঁহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু এদিকে প্রধান সেনাপতি সৈন্য সংগ্রহ ও অভিযানের সম্বন্ধে নানা প্রতিবন্ধকের কথা বলিতে লাগিলেন, তাহাতে গবর্নর জেনেরল স্থির থাকিতে পারিলেন না। মে মাসের শেষ দিন, তিনি আবার প্রধান সেনাপতির নিকট টেলিগ্রাফে লিখিলেন ঃ—'অদ্য আমি শুনিলাম যে, আপনি ৯ই জুনের পূর্বে দিল্লীতে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে কানপুর ও লক্ষ্ণৌতে বড় গোলযোগ ঘটিবে এবং দিল্লী হইতে কানপুর পর্যন্ত সমস্ত স্থান বিদ্রোহীদিগের হস্তগত হইবে। এই গোলযোগ নিবারণ করা অত্যন্ত আবশ্যক। কানপুর উদ্ধার করিতে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। আপনার যে কামান-রক্ষক সৈন্য আছে তাহাতে নিশ্চয়ই দিল্লীর কাজ হইবে। এজন্য আমার মতে একদল ইউরোপীয় পদাতিক এবং ইউরোপীয় অশ্বারোহী সৈন্য দিল্লীর দক্ষিণে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে আলিগড় ও কানপুর শীঘ্র শীঘ্র উদ্ধার করা হইবে।'

এই সময়ে এক শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ও প্রভূত ক্ষমতাশালী লোক সাহায্য করিবার জন্য ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। যমুনা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে কতিপয় ভূপতি আধিপত্য করিতেছিলেন। ইঁহারা গবর্নমেণ্টের মিত্ররাজ-মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে অলোক-সাধারণ তেজস্বী পুরুষ পবিত্র পঞ্চনদে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া যখন সকলকে চমকিত করিয়া তুলেন তখন এই সকল ভূপতি ইংরেজের আশ্রয়ে থাকিয়া সেই অসাধারণ বীরপ্রবরের অধীনতা-পাশ হইতে আপনাদের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হন। পঞ্জাবকেশরীর হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া পাতিয়ালা-রাজ তরুণ বয়স্ক চার্লস্ মেট্‌কাফের হস্তে আপনার দুর্গের চাবি দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধিকারে যাহা কিছু আছে সমস্তই ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। এই সময় হইতে মিত্ররাজগণ আপনাদের পবিত্র মিত্রতা রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন।

সিপাহিগণ যখন গভীর উত্তেজনায় গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইতেছিল, পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে গুপ্তচরগণ যখন চিরন্তন ধর্মহানির সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া কৌতূহলপর লোকদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছিল, ভারতের আকাশে যখন করাল কাদম্বিনী আবির্ভূত হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতেছিল তখন শতদ্রুর প্রশান্ত-সলিল-বিধৌত ভূখণ্ডের মিত্ররাজগণ গবর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থনে ত্রুটি করেন নাই। ঝিন্দ্ ও নাভার ভূপতিগণ পাতিয়ালার অধিপতির দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন। এই সময়ে অম্বালা হইতে কর্নাল পর্যন্ত রাস্তা রক্ষা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু অম্বালা হইতে সৈন্যগণ শেষোক্ত স্থানে অগ্রসর হইতেছিল। দিল্লী হইতে যাঁহারা পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ শেষোক্ত স্থানে সমবেত হইয়া আপনাদের লুপ্তপ্রায় গৌরবের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত কর্নাল গবর্নমেণ্টের অধীনে থাকিলে অম্বালা ও মীরাটের মধ্যে সহজে সংবাদ আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল। গবর্নমেণ্টের সৌভাগ্যক্রমে এই সঙ্কটকালে রণক্ষেত্রে আর একটি হিতৈষী পুরুষের আবির্ভাব হয়। কর্নালের নবাব গবর্নমেণ্টের পক্ষে থাকিয়া যথাশক্তি সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। যখন ঝিন্দের রাজা কর্নালে সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন সেই স্থানে জনসাধারণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে বলিয়া যে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল তাহা নিবারিত হয়। অন্যদিকে পাতিয়ালার রাজা অম্বালা ও কর্নালের মধ্যবর্তী থানেশ্বর আপনার অধীনে রাখেন। এইরূপে গবর্নমেণ্টের হিতৈষী মিত্র রাজগণের সহায়তায় এই সকল স্থানে সংবাদ আদান-প্রদানের পথ সুরক্ষিত হয়।

কর্নাল স্টেসনের কয়েক মাইল দূরে ভারতের ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ পানিপথ অবস্থিত। এই স্থানের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তিনবার ভারতের অদৃষ্টচক্র পরিবর্তিত হয়। তিনবার প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরগণ বহুসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া, ভারতের রাজলক্ষ্মী অধিকারের আশায় এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে সমরচাতুর্যের একশেষ প্রদর্শন করেন। যে ক্ষেত্রে বাবরের দুরবস্থা দূর হইয়াছে, আকবর যে ক্ষেত্রে পিতার প্রনষ্টরাজ্য উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছেন, শেষে আহম্মদ শাহ যে ক্ষেত্রে মহা পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের শেষ আশা-ভরসা নির্মূল করিয়া ফেলিয়াছেন, সে ক্ষেত্রের কাহিনী ব্রিটিশ বীরপুরুষদিগের স্মৃতি হইতে কখনো অন্তর্হিত হয় নাই। এইখানে ঝিন্দের সাহায্যকারী সৈন্যের অধিকাংশ অবস্থিতি করিল। অম্বালা হইতে আর-একদল সৈন্য কর্নালে যাত্রা করিল। ঐ সৈন্যদিগের অগ্রগামী-দল অতি সত্বরতার সহিত পানিপথে আসিয়া পেঁছিল। অম্বালাতে যে ইউরোপীয় সৈন্য ছিল, প্রধান সেনাপতি তাহাদিগকে লইয়া ২৫শে মে অম্বালা হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। তিনি যে গুরুতর কর্তব্যসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, সে কর্তব্যভারে তাঁহাকে আর প্রপীড়িত হইতে হইল না। তাঁহার সম্মুখে যে সঙ্কটময় কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল, সে কার্যক্ষেত্রের সমস্ত ভার তিনি অপরের জন্য রাখিয়া চিরবিদায়-গ্রহণে উদ্যত হইলেন। সেনাপতি আন্সন ২৫শে মে অম্বালা পরিত্যাগ করেন, ২৬শে তিনি কর্নালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। পরদিন স্যার হেন্‌রি বার্নার্ড নিশীথসময়ে তাঁহার শিবিরে উপস্থিত

হইলেন। এই সময়ে প্রধান সেনাপতি ধীরে ধীরে মৃত্যুর ক্রোড়শায়ী হইতেছিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে চিনিতে পারিয়া, অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন—'বার্নার্ড', আমি তোমার হস্তে সৈন্য-পরিচালনের ভার সমর্পণ করিতেছি, তুমি কহিবে যে, আমি আমার কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিতে কিরূপ ব্যগ্র ছিলাম। আমি আর আরোগ্যলাভ করিতে পারিব না। আমি প্রার্থনা করি, তুমি উপস্থিত বিষয়ে কৃতকার্য হও। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। এখন বিদায় গ্রহণ করি।' ইহার এক ঘণ্টার মধ্যে আন্‌সন্ সকলের প্রশংসা বা নিন্দার হাত এড়াইয়া অস্তিমে অনন্ত শান্তির-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এইরূপে ভীষণ বিপ্লবের প্রারম্ভে ভারতের প্রধান সেনাপতি দুরন্ত ওলাউঠা রোগে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি যে গুরুতর কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, যে দায়িত্বভার তাঁহার স্কন্ধে সমর্পিত হইয়াছিল, সে কার্যসম্পাদনে ও সে দায়িত্ব-পরিজ্ঞানে তিনি কতদূর যোগ্য ছিলেন, তাহা এস্থলে বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বলিলে পর্যাপ্ত হইবে যে, তিনি ভারতে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সকলকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তিনি সাহসী ও সরল-হৃদয় হইতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা বা একাগ্রতা পরিস্ফুট হয় নাই। চারিদিকে যখন ভয়াবহ বিপ্লবের আভাস পাওয়া যাইতেছিল, সিপাহিগণ যখন মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তেজিত হইয়া, ফিরিঙ্গির শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষবুদ্ধির পরিতর্পণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, তখন প্রধান সেনাপতি তাদৃশ কার্যপরায়ণতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে, মীরাটের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিগণ বোধহয়, দিল্লীর সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিত না। মীরাট যখন উন্মত্ত সৈনিকদলের রঙ্গক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল, দিল্লী যখন উহাদের ভয়াবহ আক্রমণে গবর্নমেণ্টের শাসন হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন প্রধান সেনাপতি হিমালয়ের শীতল সমীর সেবনে পুলকিত হইতেছিলেন। মেজর জেনেরল টুকর নামক একজন সৈনিক পুরুষ এই সময়ে লিখিয়াছিলেন—'আমি সাহস পূর্বক বলিতেছি যে, অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, তিনি (আন্‌সন) এ সময়ে কার্যসম্পাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। যিনি শান্ত, ধীর ও শিষ্ট, তাঁহার হৃদয়ের দুর্বলতার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা কষ্টকর হইলেও, দেশের জন্য এবং যাহাদের পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-স্বজন ভারতে আপনাদের জীবন উৎসর্গ করিয়াছে তাহাদের জন্য বলা উচিত যে, কেবল সুপারিসের জোরে এইরূপ প্রধান পদ সকল দেওয়া হইয়া থাকে*।' আর একজন কর্মচারী এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—'মৃত্যু সেনাপতি আন্‌সনকে ঘাতকের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিয়াছে। সৈন্যগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিত। তাহারা তাঁহার তাম্বু পোড়াইয়া ফেলিয়াছিল। তিনি আপনার কার্যে সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। ঘোড়া ও ক্রীড়া-কৌতুকই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল**।' এইরূপে অনেকেই সেনাপতি আন্‌সনের

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 180.*

** *Ibid, p. 180.*

সম্বন্ধে আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ সেনাপতির গুণ-গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সে গৌরব-কাহিনী সর্বসম্মত হয় নাই। সূক্ষ্ম বিচারকের কঠোর সমালোচনায় সে প্রশংসাবাদ সাধারণের তৃপ্তিকর হইয়া উঠে নাই। প্রধান সেনাপতি সহৃদয় ও শান্তস্বভাব ছিলেন। শিষ্ট ব্যবহারে সাধুসমাজে আপনার প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে জানিতেন। কিন্তু একমাত্র কার্যকারিতাশক্তির অভাবে, তিনি আপনার পদ-গৌরব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং গবর্নমেণ্টের কর্মচারীদিগকে সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হন নাই।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রধান সেনাপতি মৃত্যুশয্যাতে সেনাপতি বার্নার্ডের হস্তে সৈন্যপরিচালনের ভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। বার্নার্ড এখন আপনার গুরুতর দায়িত্ব বুঝিয়া দিল্লীর অভিমুখে সৈন্যপরিচালনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে সৈন্যদল অম্বালা হইতে দিল্লীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিল। নিদাঘের প্রচণ্ড তপন চারিদিকে অনল-কণা বিকিরণ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্যগণ এইজন্য দিবসে যাইতে পারিত না। দিবা অবসানে আতপ-তাপের শান্তি হইলে, ইহাদের অভিযান আরম্ভ হইত। যখন রাত্রি প্রভাত হইত, পূর্বাকাশ যখন ধীরে ধীরে অরুণ-রঞ্জিত হইয়া চারিদিক আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিত, তখন ইউরোপীয় সৈনিকদলের হৃদয়ে গভীর আতঙ্ক উপস্থিত হইত। ইহার পর সূর্যের উত্তাপ বাড়িয়া পরিশ্রান্ত সৈনিকদল আপনাদের পটবাসে প্রবিষ্ট হইত। এই আশ্রয়স্থানেও তাহাদিগের শান্তি ছিল না! নির্দয় তপন পটাশ্রম যেন শতচ্ছিদ্র করিয়া প্রতি মুহূর্তে জ্বলন্ত বহ্নি ইহাদের গাত্রে ফেলিয়া দিত। প্রখর আতপ-তাপে এইরূপ নিপীড়িত হইয়া, ইহারা চারিদিকে অবরুদ্ধ তাম্বুর মধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিত। শেষে যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে গড়াইয়া পড়িত, আতপের তেজ যখন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিত, তখন ইহাদের মধ্যে আবার জীবনী-শক্তির সঞ্চার দেখা যাইত। তখন ইহারা আপনাদের তাম্বু হইতে বাহিরে আসিত এবং স্ব-স্ব দ্রব্যজাত লইয়া আবার অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইত। এইরূপে সায়ন্তন সময়ই ইহাদের নিকট কার্যক্ষেত্রে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ছিল। ইহারা এই সময়ে যাত্রা করিয়া রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ পূর্বক দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইত। তারকাময়ী বিভাবরী এখন ইহাদের নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিল। কিন্তু যদিও ইহারা শান্তিময়ী রাত্রিতে দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করিত, তারকাখচিত প্রশান্ত আকাশ যদিও ইহাদের সম্মুখে প্রশান্তভাব বিস্তারিত করিয়া দিত, তথাপি ইহাদের হৃদয়ে শান্তি ছিল না। দুর্দমনীয় প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া, ইহারা অশান্তভাবে পথিমধ্যেই অনেক অকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল, দিল্লী হইতে যে সকল ইউরোপীয় পলায়ন করিয়াছিল পথে তাহাদের অনেকে দুরবস্থায় পড়িয়াছিল। দিল্লীযাত্রী সৈনিকদল এখন আপনাদের গন্তব্য পথের পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদিগকে ঐ দুর্দশার হেতু মনে করিয়া, তাহাদের উপর কঠোরভাবে বৈরনির্যাতনে প্রবৃত্ত হইল। ইহারা তাহাদের অনেককে ধরিয়া আনিল এবং আপনারাই তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্থ করিয়া, অতিশয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিতে লাগিল। ইহাদের অফিসরেরাও এই কার্যের অনুমোদনে ত্রুটি করিলেন না। একজন সহৃদয় লেখক এই

শোচনীয় দৃশ্যের এইরূপ চিত্র দিয়াছেন—'সৈন্যদিগের ভয়ঙ্কর উগ্রভাব প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছিল, সমভিব্যাহারী ভৃত্যদিগের নিকট ইহারা সর্বদাই ঐ ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিত; এজন্য অনেক চাকর পলাইয়া গিয়াছিল। বন্দিগণ কয়েক ঘণ্টা অর্থাৎ তাহাদের বিচার ও বিনাশের মধ্যে যতটুকু সময় ছিল, সেই সময়ের মধ্যে ইহাদের হস্তে যারপর নাই নিগৃহীত হইত। ইহারা তাহাদের চুল ধরিয়া টানিত, সঙ্গীন দিয়া খোঁচাইত এবং জোর-জবরদস্তি করিয়া, গোমাংস খাওয়াইয়া দিত। ইহাদের অফিসরগণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এই কার্যের অনুমোদন করিতেন*।'

নরশোণিতলোলুপ সৈন্যদল এইরূপে পথিমধ্যে আপনাদের রাক্ষসভাবের পরিচয় দিতে দিতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের কার্যক্ষেত্র আর অধিক দূরে ছিল না। ইহাদের সকলেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ইহারা একদিনেই আপনাদের কার্য সম্পন্ন করিয়া তুলিবে। এক যুদ্ধেই বিদ্রোহী সৈনিকদল বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। ইহারা প্রাতঃকালে যুদ্ধ করিবে এবং রাত্রিকালে নিরুপদ্রবে দিল্লীতে বসিয়া মদিরাপানে আমোদিত হইবে। তাম্বুর মধ্যে যাহারা পীড়িত ছিল, তাহারাও আপনাদিগকে সুস্থ বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। রোগযন্ত্রণা কোনোরূপে গোপন করিয়া, তাহারা ক্ষীণস্বরে কহিতে লাগিল যে, তাহাদিগকে শীঘ্রই পীড়িতের শয্যা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। যেহেতু তাহারা শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে। কিন্তু সেনাপতি বার্নার্ডের সৈন্যগণ এরূপ বলসম্পন্ন ছিল না। যদিও ইহারা শত্রুগণের সম্মুখীন হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল, তথাপি আর-একদল সাহায্যকারী সৈন্য, এই সময়ে বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি উইলসনের সৈন্যগণ মীরাট হইতে ইহাদের সাহায্যের জন্য আসিতেছিল। সেই ১০ই মের স্মরণীয় রাত্রির পর হইতে এই শেষোক্ত সৈনিকদল কি করিতেছিল, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

যে রাত্রিতে মিরাটের সিপাহিগণ উত্তেজিত হইয়া, ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করে, তাহার পরদিন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়দিগকে এক-স্থানে সমবেত করিতে যত্নবান্ হন। ইহাদের চেষ্টায় সকলে মীরাটের প্রশস্ত সামরিক বিদ্যালয়ে একত্র হয়। কলেক্টরী হইতে টাকা কড়িও এইস্থানে আনিয়া রাখা হয়। এই সময়ে মীরাটে যেরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের কাহারও জীবন বা সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। উত্তেজিত সিপাহিদিগের অস্ত্রাঘাতে, কারাগার-বিমুক্ত উচ্ছৃঙ্খল কয়েদীদিগের অত্যাচারে বা উন্মত্ত গুজরদিগের আক্রমণে, অনেকেই হতজীবন বা হতসর্বস্ব হইয়াছিল। কথিত আছে, পথিকেরা এই সময়ে প্রকাশ্যপথে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ডাক বিলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। অনেকের গৃহ আক্রান্ত ও গৃহস্বামী সপরিবারে নিহত হইয়াছিল**।

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 170, note.*

** এই সময়ে সরকারী বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ যে, রামদয়াল নামক এক ব্যক্তির অনেক খাজানা বাকী পড়ে। সে উহা না দেওয়াতে দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত

কর্তৃপক্ষ সিপাহিদিগের এই আকস্মিক সমুত্থান ও তৎপ্রযুক্ত ভয়াবহ ঘটনা দেখিয়া উপস্থিত বিপ্লবের প্রচণ্ড ভাব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে নিরাপদ করিবার জন্য সামরিক আইন প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আইনে ন্যায়ের সম্মান রক্ষা হয় নাই। কেবল সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া, অনেককেই অকারণে ফাঁসি দেওয়া হয়। সিপাহিদিগের আক্রমণে ইউরোপীয়দিগের জীবন যেমন সঙ্কটময় হইয়াছিল, এই সামরিক আইনে জনসাধারণের জীবনও তেমনি বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কর্তৃপক্ষ গভীর মর্মবেদনায় অধীর হইয়া ন্যায়ান্যায়ের দিকে ততটা দৃষ্টি রাখেন নাই। যাহাকে সম্মুখে পাইয়াছেন, সন্দেহের মন্ত্রণায় তাহারাই জীবন হরণ-পূর্বক দুরন্ত প্রতিহিংসার পরিতর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

মীরাট হইতে ষাট মাইল দূরে গঙ্গার তটে রুড়কি অবস্থিত। এইস্থানে দেশের সর্বপ্রধান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এতদ্দেশীয়গণ ইউরোপীর স্থপতিবিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন। রুড়কির এই টমাসন্ কলেজের কারখানা বিবিধ যন্ত্রাদিতে পরিপূর্ণ। কল কারখানার কার্যে এইস্থান প্রায় জীবন্তভাবে থাকিত। খালের জলসেচনের প্রধান কার্যালয়ও এইস্থানে অবস্থিত। এই কার্যালয় হইতে যে সকল নিয়ম বাহির হয়, তদনুসারে ক্ষেত্র সমুদয়ে জল সেচন করিয়া উহা শস্যশালী করা হয়। এতদ্ব্যতীত এইস্থানে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত সামরিক ইঞ্জিনিয়ারগণ ইউরোপীয় অফিসরদিগের অধীনে অবস্থিতি করেন। সুতরাং রুড়কি জনবহুল ও জীবন্ত-ভাবপূর্ণ স্থান ছিল। মে মাসের প্রারম্ভে এইস্থানে শান্তির কোনোরূপ ব্যাঘাত দেখা যায় নাই। বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শান্তভাবে শিক্ষার্থীদিগকে স্থপতিবিদ্যার উপদেশ দিতেছিলেন। শিক্ষার্থিগণ শান্তভাবে ঐ উপদেশ গ্রহণ করিতেছিল। ইঞ্জিনিয়ারেরা শান্তভাবে আপনাদের মানচিত্র ও যন্ত্রাদি লইয়া দৈনন্দিন-কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কোথাও কোনরূপ আকস্মিক গোলযোগ বা অধীরতার চিহ্ন দেখা যায় নাই। কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথ এইস্থানে প্রধানপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি যখন জীবন ও সম্পত্তিরক্ষার সম্বন্ধে এইস্থান পৃথিবীর মধ্যে নিরাপদ বলিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন মিরাটের দুর্ঘটনার সংবাদ ঐ নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ

হয়। বিচারে রামদয়ালের কারাবাস ঘটে। যখন ১০ই মে মীরাটে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করে, ইউরোপীয়দিগের গৃহ সকলে আগুন লাগাইয়া দেয় এবং কারাগারের সমস্ত কয়েদীদিগকে বিমুক্ত করে, সেই সময়ে রামদয়ালও অন্যান্য অপরাধীদিগের সহিত কারাগার হইতে মুক্তি-লাভ করে। সে বিমুক্ত হওয়াই আপনার বাসগ্রাম ভোজপুরে যায়, এবং ১০ই মে রাত্রিতে ও তৎপরদিন প্রাতঃকালে একদল লোকসংগ্রহ করিয়া যে মহাজন তাহার নামে নালিস করিয়া ডিগ্রি করিয়াছিল, তাহার বাটীতে যাইয়া তাহাকে ও তাহার পরিবারের আর ছয় জনকে হত্যা করে।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 173, note.*

স্থানে উপস্থিত হইল। পূর্বোক্ত সামরিক ইঞ্জিনিয়ারদিগের অধ্যক্ষ মেজর ফ্রেসার, মীরাটের সেনাপতির নিকট হইতে আদেশ পাইলেন যে, তাঁহাকে অবিলম্বে অধীনস্থ দলের সহিত অতি সত্বর মীরাটে উপস্থিত হইতে হইবে। যেহেতু, তত্রত্য সিপাহিগণ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইয়াছে। কর্নেল বেয়ার্ড স্মিথের নিকট যখন এই সংবাদ পেঁছিল, তখন তিনি, কর্নেল ফ্রেজারের নিকটে, গঙ্গার খাল দিয়া নৌকাপথে সৈন্য পাঠাইবার প্রস্তাব করিলেন। ফ্রেজার এই প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তিনি ছয় ঘণ্টার মধ্যে, হাজার লোক পাঠাইবার উপযোগী কতকগুলি নৌকা সংগ্রহ করিলেন। রুড়কিতে কেবল ৭১৩ জন মাত্র সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল। এই সকল লোক মিরাটে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহার মধ্যে মিরাট হইতে আবার সংবাদ আসিল যে, রুড়কি রক্ষার জন্য দুইদল লোক রাখিয়া, অবশিষ্ট লোক মীরাটে পাঠাইতে হইবে। সুতরাং ৭১৩ জনের মধ্যে পাঁচশত লোক সজ্জিত হইয়া ফ্রেজারের অধীনে, মিরাটে যাত্রা করিল*।

ইহার পরে দিল্লীস্থিত ইউরোপীয়দিগের হত্যার সংবাদ রুড়কিতে পেঁছিল। বেয়ার্ড স্মিথ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কারখানা রক্ষার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে খালের জলসেচন-বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। এইকার্যে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। সামরিক উত্তেজনা বা গোলযোগের সহিত এই কার্যের কোনো সংশ্রব ছিল না। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক শান্তভাবে শান্তিময় পথে থাকিয়া আপনার কর্তব্য-কার্য সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু এখন সে শান্তভাব অপসারিত হইল। সে শান্তিময় পথ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। প্রধান তত্ত্বাবধায়ক স্থপতি-বিদ্যার পরিবর্তে সামরিক-কার্যে অভিনিবিষ্ট হইলেন। রুড়কি এখন তাঁহার রক্ষাধীন হইল। বেয়ার্ড স্মিথ্ বিশেষ সত্বরতার সহিত আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। ১৬ই মে কলেজের কারখানায় ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাদিগকে লইয়া যাওয়া হইল।

কর্নেল বেরার্ড স্মিথ্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ‘প্রাতঃকালে আমি মীরাটের সিপাহিদিগের সমুত্থান ও ইউরোপীয়দিগের হত্যার সংবাদ প্রাপ্ত হই। যখন আমি প্রাতঃভ্রমণের জন্য অশ্বে আরোহণ করিতে গৃহদ্বারে উপনীত হই, তখন দেখি যে ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রের অধ্যাপক মেড্‌লিকট্ তথায় বসিয়া রহিয়াছেন। কোনো দুর্ঘটনার সংবাদে তাঁহাকে উদ্বিগ্ন ও বিরক্ত বোধ হইল। আমি কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি বলিলেন যে, মীরাটের সৈন্যাধ্যক্ষ ফ্রেজারকে তাঁহার সৈন্যদলের সহিত অতি দ্রুতগতি তথায় যাইতে আদেশ দিয়াছেন। প্রায় একঘণ্টা পূর্বে এই সংবাদ পেঁছিয়াছে। আমি তৎক্ষণাৎ পদব্রজে অতিদ্রুত যাইবার পরিবর্তে গঙ্গার খাল দিয়া যাইবার প্রস্তাব করিলাম। যেহেতু পদব্রজে যাইতে সৈন্যগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। সুতরাং তাহারা কার্যস্থলে পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইবে না।’—*MSS. Correspondence of Colonel Baird Smith. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 173, note.*

ইহাদের সংখ্যা কিঞ্চিদূন একশত ছিল, পুরুষের সংখ্যা স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের অপেক্ষা কিছু বেশি ছিল। ইহাদের অধিকাংশ কেরানিগিরি করিত, সুতরাং অস্ত্রধারণে তাদৃশ পটু ছিল না। পঞ্চাশ জন শিক্ষিত সৈন্য ও আট-দশ জন অফিসর ছিল। বেয়ার্ড স্মিথ্ ইহাদের অধিনায়ক হইয়া রুড়কি রক্ষায় উদ্যত হইলেন।

রুড়কিতে যে সকল সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার ছিল, বেয়ার্ড স্মিথ্ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত বলিয়া মনে করেন নাই। নানাপ্রকার বাজার গুজবে তাহারা ক্রমে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দার কথা তাহাদের মধ্যেও প্রচারিত হইয়াছিল। অপরাপর সিপাহীদের ন্যায় তাহারাও ভাবিতেছিল যে, গবর্নমেণ্ট তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তাহারা প্রতিমুহূর্তেই আক্রমণের বিভীষিকা দেখিতেছিল। তাহারা প্রতি মুহূর্তেই আপনাদের সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্রের অপসারণের চিত্র কল্পনা করিয়া আতঙ্কে বিহ্বল হইতেছিল। সুতরাং মনে তাহাদের শান্তি ছিল না—হৃদয়ে তাহাদের রাজভক্তি ছিল না—কর্তব্য-কার্যে তাহাদের অভিনিবেশ ছিল না। তাহারা আশঙ্কায়-উদ্বেগে আকুল হইয়া আপনারাই আপনাদের সম্মুখে সংহারিণী মূর্তির উৎকট ভাব দেখিতেছিল। এই সময়ে তাহারা শুনিতে পাইল যে, মেজর রিডের অধীনে একদল গুরখা সৈন্য দেরাদুন হইতে আসিতেছে। ইহা শুনিয়া তাহারা ভাবিল যে, তাহাদের বিরুদ্ধে সৈন্যদল আসিতেছে। সুতরাং তাহাদের আশঙ্কা অধিকতর বলবতী হইল। বেয়ার্ড স্মিথ্ ইহা বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে রিড্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যেন আপনার সৈন্যদল লইয়া রুড়কিতে উপস্থিত না হন। রিড্ এই প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন। তিনি রুড়কিতে না গিয়া, একবারে গঙ্গার খাল দিয়া নৌকাযোগে মীরাটের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে ফ্রেজারের অধীনে সিপাহীরা মীরাটের অভিমুখে যাইতেছিল। তাহারা পথে কোনোরূপ বিশৃঙ্খলা বা বিরোধের নিদর্শন দেখায় নাই। শান্তভাবে আপনাদের অধিনায়কের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহারা নির্দিষ্টস্থানে উপনীত হইল। কিন্তু মীরাটে তাহাদের শান্তভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র বারুদ প্রভৃতি তাহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কোনো বিষয়ে তাহাদের উপর অবিশ্বাস জন্মিতে পারে, এরূপ কার্য করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। গোলার আঘাত সহিতে পারে এমন একটি সুদৃঢ় গৃহ তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তিনি ঐ গৃহেই আপনার সৈনাদিগের বারুদ প্রভৃতি রাখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যদি এই অভিপ্রায় তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত তাহারা বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া ঐ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিত। কিন্তু সৈন্যদিগকে পূর্বে উক্ত বিষয়ের কিছুই বলা হয় নাই। সূক্ষ্মদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টির অভাব দেখা যাইতেছিল। কর্তৃপক্ষ সিপাহিদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করেন নাই। তাঁহারা অনেক সময়ে মনে মনে একরূপ ভাবিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, সন্দিগ্ধ সিপাহীরা তাঁহাদের কার্য অন্যরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে গুরুতর শত্রু বলিয়া স্থির করিত। উপস্থিত ক্ষেত্রে এইরূপ ঘটিয়াছিল। মীরাটে

পেঁাছিবার পরদিন তাহারা দেখিল যে, তাহাদের বারুদ প্রভৃতি সহসা স্থানান্তরিত হইতেছে। অধিনায়কের অভিপ্রায় তাহারা কিছুই জানিত না। সুতরাং তাহাদের হৃদয় সন্দেহে আকুল হইয়া উঠিল। তাহারা ঐ কার্য ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা মনে করিয়া, বোঝাই-গাড়ি অবরোধ করিল এবং গভীর উত্তেজনায় মীরাটের সিপাহিদিগের দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইল। একজন আফগান সিপাহী পশ্চাৎ দিক হইতে সেনাপতির প্রতি বন্দুক ছুড়িল। ফ্রেজার পৃষ্ঠদেশে আহত হইয়া ভূতলে শায়িত হইলেন। সেনাপতিকে হত্যা করিয়া উত্তেজিত সিপাহিগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। একদল ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। অনেকেই পলায়ন করিয়াছিল, কেবল পঞ্চাশজন মাত্র ধৃত হইল। ইহাদের কেহই পরিত্রাণ পাইল না। সকলেই উত্তেজিত ইউরোপীয় সৈনিকদিগের হস্তে নির্দয়রূপে নিহত হইল।

২৭শে মে সেনাপতি উইলসনের অধীনে মীরাটের সৈন্যদল দিল্লী-যাত্রী সৈন্যদিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইল। গ্রিথেড্ সাহেব দেওয়ানী কর্মচারীরূপে ইহাদের সহিত যাত্রা করিলেন। প্রথম দুইদিন ইহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী সিপাহিদিগের সাক্ষাৎ হইল না। গ্রিথেড্ ভাবিলেন যে, দিল্লীর প্রাচীরের সম্মুখবর্তী না হইলে বোধহয়, প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ৩০শে মে গ্রিথেডের অনুমান অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। উইলসন এই সময়ে হিন্দন নদীর তীরবর্তী গাজিউদ্দীন নামক নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দিল্লীর সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া ব্রিটিশ শাসন বিপর্যস্ত করিবার জন্য আগ্রহযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা ইংরেজের সমক্ষে আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল, ইংরেজের আধিপত্য দূর করিয়া বৃদ্ধ মোগল ভূপতিকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া অভিনন্দন করিয়াছিল এবং সমগ্র দিল্লীতে অকুতোভয়ে ও অক্ষুণ্ণভাবে আপনাদের প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেছিল। এইরূপ কৃতকার্যতায় তাহাদের সাহস-বৃদ্ধি পায়। তাহারা আপনাদের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া দিল্লীর বাহিরে আসে, এবং অম্বালার সৈন্যদিগের সহিত সম্মিলনের পূর্বে মীরাটের সৈন্যদিগকে পরাভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। তাছাড়া আপনাদের সন্নিবেশিত স্থানের দক্ষিণভাগে কয়েকটি কামান স্থাপিত করিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। ইংরেজ সৈন্যও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে। এইসঙ্গে বন্দুকধারী ইংরেজ সৈন্যগণ ক্রমে অগ্রসর হইয়া সিপাহিদিগের সম্মুখবর্তী হয়। কিছুকাল উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকে। সিপাহীরা এই যুদ্ধে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। কিন্তু শেষে তাহাদের পরাক্রম পর্যুদস্ত হয়। তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। কেহ কেহ নিকটবর্তী গ্রামে উপনীত হয়, অনেকে দিল্লীর দিকে গমন করে তাহাদের তিনটি কামান ইরেজদিগের হস্তগত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরাও ক্ষতি স্বীকার করেন। একজন সিপাহীর অসাধারণ সাহস ও তেজস্বিতায় সিপাহিদিগের বারুদের একখানি গাড়ি জ্বলিয়া উঠে। ঐ গাড়ির বারুদ যে কামানে ভরা হইতেছিল, একজন ইংরেজ সেনানায়ক যখন একদল

সৈন্য লইয়া, সেই কামান অধিকার করেন, তখন ১১ গণিত দলের একজন সিপাহী গুরুতর যুদ্ধের মধ্যে যথোচিত একাগ্রতার সহিত উক্ত বারুদ বোঝাই গাড়িতে বন্দুক ছুড়িতে থাকে। বন্দুকের আগুনে বারুদ, গাড়িসমেত জ্বলিয়া উঠে। সেই মুহূর্তেই সিপাহীর প্রাণবিয়োগ হয়। ইংরেজ সৈনানায়কও কয়েকজন অনুচরের সহিত নিহত হন। আরও কতকগুলি আহত হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে নীত হয়। সিপাহী আপনার প্রাণ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া এইরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছিল, এবং আপনাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও বিপক্ষদিগের বলক্ষয় করিতে এইরূপ কার্য-ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যে এইরূপ সাহস ও বীরত্বসম্পন্ন যোদ্ধার অভাব ছিল না। ইহারা স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিমুখ হয় নাই। উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থলে ইহাদের বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জাতীয়-জীবন ও স্বাধীনতায় অনুপ্রাণিত হইলে, বীরপুরুষ কিরূপে আপনার সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা এই সিপাহিদিগের বিবরণে বুঝা যায়। ইহাদের অনেকের বীরত্বকীর্তি উপস্থিত ইতিহাসের অনেক স্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অনেকের কীর্তিকাহিনী আবার ইতিহাসেও স্থান পরিগ্রহ করে নাই। বিদেশী ঐতিহাসিক অনেকস্থলে, বিদেশীয়ের—বিপক্ষের জলন্ত কীর্তির পরিচয় দিতেও বিমুখ হইয়াছেন। ইউরোপে হইলে এই সকল বীরপুরুষ-দিগের বীরত্বকীর্তি ঘোষিত হইত। সকলেই আজ পর্যন্ত সাধারণের সমক্ষে যেন জীবন্তভাবে বিচরণ করিত। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে ইহাদের নাম পর্যন্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অনন্ত কালের অভিঘাতে, অতীত স্মৃতির সন্তাড়নে সমস্তই নিঃসন্দেহে নির্মূল হইয়া গিয়াছে।

সিপাহীরা দিল্লীতে উপনীত হইলে বিপক্ষদিগকে আবার বাধা দিবার জন্য আয়োজন হইতে লাগিল। যে সকল সিপাহী হটিয়া আসিয়াছিল, তাহারা আবার আপনাদের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবার জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইল। তাহারা হিন্দনের তীরে আসিয়া বিপক্ষদিগের উপর কামানের গোলা চালাইতে লাগিল। ইংরেজপক্ষের কামানরক্ষক সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়া সম্মুখীন শত্রুদিগের অগ্রভাগে আপনাদের কামান সকল সজ্জিত করিল। দুই ঘণ্টাকাল উভয় পক্ষে কামানে কামানে যুদ্ধ হইল। মে মাসের শেষদিন এই যুদ্ধ ঘটে। সূর্যের প্রখর উত্তাপে ইংরেজ সৈন্যের দুরবস্থার একশেষ হইল। অনেকে নিদারুণ পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। এদিকে সিপাহিদিগের সহিত যুদ্ধে অনেকে প্রাণ হারাইল। অনেকে পথে পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল। কেহ কেহ পরিশ্রান্তির সময়ে জল পান করিয়া অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। বিপক্ষদিগকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সিপাহীরা দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ইংরেজ পক্ষের অগ্রগামী দলের প্রতি অনবরত গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে তাহারা বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত হটিয়া গেল। তাহাদের কামান, বারুদ ও গোলাগুলি প্রভৃতি কিছুই বিপক্ষদের হস্তগত হইল না। সিপাহীরা আপনাদের সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দিল্লীতে উপনীত

হইল। প্রখর উত্তাপে নিদারুণ পিপাসায়, ইহার উপর অনশনে কাতর হওয়াতে, ইংরেজ সৈন্য পশ্চাদ্ধাবন সময়ে সিপাহিদিগের কোনোরূপ অনিষ্ট করিতে সমর্থ হইল না।

দিল্লীর উদ্ধারার্থ অম্বালা হইতে যে সৈন্যদল আসিতেছিল, তাহাদের সাহায্যের জন্য কেবল মীরাট হইতে সৈন্যদল প্রেরিত হয় নাই। বুলন্দশহর হইতেও পাঁচশত গুরখা সৈন্য মেজর চার্লস রিডের অধীনে আসিতেছিল। ইংরেজ সেনাদল দূর হইতে ইহাদিগকে বিপক্ষ সৈন্য ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন ইহাদিগকে আপনাদের সহযোগী বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন তাহাদের আহ্লাদের অবধি রহিল না। তাহারা উল্লাসের সহিত অভিনন্দন করিয়া তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইল।

৫ই জুন বার্নার্ডের সৈন্যদল দিল্লীর পাঁচ মাইল দূরবর্তী আলিপুর নামক স্থানে উপনীত হয়। মীরাটের সাহায্যকারী সৈন্যের উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত, তাহারা তথায় অবস্থিতি করে। ৬ই জুন সেনাপতি উইলসন বাঘপথের নিকটে যমুনা পার হন। ঐ দিন বড় বড় কামান সকল আসিয়া পেঁাছে।

৭ই জুন মীরাটের সৈনিকদল আলিপুরে যাত্রা করে। পরদিন বেলা একটার সময়ে তাহারা দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। তাহারা চরমুখে শুনিতে পায় যে, দিল্লীর সিপাহিগণ তাহাদের গতিরোধ-জন্য নগরের সম্মুখে সসজ্জ রহিয়াছে। ইংরেজের সৈন্যদল আপনাদের বিলুপ্ত গৌরব উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া পরাক্রান্ত বিপক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। দিল্লীর ছয় মাইল দূরে বুদলিকাসরাই নামক স্থানে সিপাহিগণ অবস্থিতি করিতেছিল। এই স্থানে অনেকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা ও প্রাচীর-বেষ্ঠিত বাগান ছিল। মোগলের আধিপত্যসময় এই স্থানে দরবারের অমাত্যগণের কেহ কেহ অবস্থিতি করিতেন। প্রাচীন অট্টালিকা ও বৃক্ষ বাটিকা সকল তাহারই নিদর্শনস্বরূপ বিরাজ করিতেছিল। সেনাপতি বার্নার্ড এই স্থানের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন। ৮ই জুন প্রাতঃকালে সিপাহিদিগের কামান সকল হইতে, তাঁহার সৈন্যদলের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহিগণ প্রথমে আপনাদের কামানের উপর নির্ভর করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ইংরেজ সৈন্য প্রধানতঃ চারিদলে বিভক্ত হইয়াছিল। সেনাপতি বার্নার্ড যখন সিপাহিদিগকে আক্রমণ করেন, তখন অন্য একজন সেনানায়ক সিপাহিদিগের বামভাগে আপনাদের সৈন্যদল পরিচালনা করেন। অপরদিকে অন্য এক সেনানায়ক স্বীয় সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষের অভিমুখে আসিতে থাকেন। সিপাহীরা এইরূপে প্রায় সকল দিকেই আক্রান্ত হয়। এরূপ অবস্থাতেও তাহাদের পরাক্রম বিলুপ্ত হয় নাই, সাহস পর্যুদস্ত হইয়া যায় নাই, বীরত্ব অন্তর্ধান করে নাই। ইংরেজ সৈন্যনায়কগণ যখন প্রভূত বিক্রমের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন তাহারা আপনাদের কামানের পার্শ্বে থাকিয়া সাহস ও পরাক্রমের একশেষ দেখাইতে লাগিল। তাহাদের অনেকে কামান ছাড়িয়া একপদও পশ্চাৎপদ হটিল না। তাহারা যে মন্ত্রসাধনে দীক্ষিত হইয়াছিল, আপনাদের কামানের পার্শ্বে থাকিয়া, অপূর্ব বিক্রমের পরিচয় দিতে দিতে সেই মন্ত্রের জন্য দেহপাত করিতে কৃতনিশ্চয় হইল। ইংরেজের সঙ্গিন তাহাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, তথাপি

তাহারা কামান পরিত্যাগ করিল না। সঙ্গীনে বিদ্ধ হইল, তাহারা সেই কামানের পার্শ্বে প্রকৃত বীরের ন্যায় অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইল।•

সেনানায়ক গ্রেব্‌স্‌ যখন সিপাহিদিগের বাম-পাশে আক্রমণ করেন, তখন অপর সেনানায়ক আপনার অশ্বারোহী ও কামানরক্ষক সৈনিকদল লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। সিপাহিরা এইরূপে নানাদিকে আক্রান্ত হইয়া, শেষে পশ্চাৎ হটিয়া যাইতে উদ্যত হয়। প্রথমে তাহারা শৃঙ্খলার সহিত পশ্চাৎ গমন করে, শেষে গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াতে ছত্রভঙ্গ হইয়া নগরের অভিমুখে ধাবমান হয়। তাহাদের কামান বারুদ প্রভৃতি বিপক্ষেরা হস্তগত করে। বুদ্‌লিকাসরাই হইতে দিল্লীর গন্তব্য পথ দুইশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একশাখা সবজিমন্দিরের দিকে ও আর একশাখা ইংরেজদিগের পুরাতন সেনানিবাসের দিকে গিয়াছে। সেনাপতি বার্নার্ড প্রথম শাখাপথে একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে পাঠাইয়া স্বয়ং অপর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই দুইপথেও সিপাহীরা তাড়িত হইল। তাহারা আর নগরের বহির্ভাগে না থাকিয়া নগরের অভ্যন্তরভাগে গমন করিল। এইরূপে ৮ই জুনের যুদ্ধ শেষ হইল। ইংরেজের ইতিহাসে প্রকাশ যে, এই যুদ্ধে সাড়ে-তিনশত সিপাহী নিহত হয়। পক্ষান্তরে ইংরেজ-পক্ষে চারিজন অফিসার ও ছেচল্লিশ জন সৈনিক মানবলীলা সংবরণ করে। এতদ্ব্যতীত ১৩৪ জনের কতকগুলি আহত হয় এবং কতকগুলির কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইংরেজ সৈন্যদলের আড্‌জুটাণ্ট জেনেরল কর্নেল চেস্টার এই যুদ্ধে নিহত হন। কর্নেল চেস্টার নিহত হওয়াতে ইংরেজপক্ষে বিস্তর ক্ষতি হয়। ইংরেজেরা কেবল আপনাদের স্বজাতীয় ও স্বধর্মের লোক লইয়া এই যুদ্ধে বিজয়ী হন নাই। সেনানায়ক রীডের অধীনে গুরুখারা এই সময়ে তাহাদের সহায়তা করিয়াছিল। তাহারা যেরূপ বিক্রমে সিপাহিদিগকে আক্রমণ করে, যেরূপ সাহসে সিপাহিদিগের ব্যূহভেদ করিতে তৎপর হয়, যাহাতে ইংরেজ সৈনিকেরা অপরিসীম সন্তোষের সহিত তাহাদিগকে সাধুবাদ দিতে থাকে। গুরুখা সৈন্য ব্যতীত মিরাটের এতদ্দেশীয় সৈনিকগণ ঝিন্দের রাজার সৈন্যদল এবং জান্‌ ফিসান্‌ খাঁ নামক একজন আফ্‌গান সেনাপতির একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য, ইংরেজপক্ষ সমর্থন করিয়াছিল। এতদ্দেশীয়দিগের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া ইংরেজ প্রথমে এদেশে আপনাদের আধিপত্য-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। লর্ড ক্লাইভ সিপাহিদিগের সাহায্যে দাক্ষিণাপথের যুদ্ধে বিজয়ী হন, এবং পলাশীর ক্ষেত্রে হতভাগ্য সিরাজউদ্দোলার দর্পচূর্ণ করিয়া, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার আপনাদের শাসনদণ্ড স্থাপিত করেন। এইরূপে ইংরেজ প্রতি যুদ্ধেই এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্যে বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছেন। এ সময়ে, যখন সিপাহীরা ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, তখনও এতদ্দেশীয়েরা ইংরেজের সহায়তা করিতে বিমুখ হয় নাই। এতদ্দেশীয়েরা এ সঙ্কটসময়ে আপনাদের স্বজাতির, স্বদেশের ও স্বধর্মের লোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিয়া, ইংরেজের হস্তে বিজয়শ্রী আনিয়া দেয়। প্রধানতঃ ইহাদের সহায়তাবলে ইংরেজ এই ভীষণ বিপ্লব হইতে মুক্তি লাভ করেন।

বার্নার্ড বিজয়ী হইয়া দিল্লীর কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সৈন্য নিবেশ করিলেন।

একমাস পূর্বে দিল্লীর অধিবাসীরা যে স্থান হইতে ফিরিঙ্গীদিগকে প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলাইতে দেখাইয়াছিল, এখন সেই স্থানে ফিরিঙ্গিগণ আবার দলবলের সহিত উপস্থিত হইল। ফিরিঙ্গীর পতাকা তৈমুর বংশীয়দিগের রাজধানী হইতে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেনাপতি বার্নার্ড এইরূপে এক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। সিপাহীরা নগর-প্রাচীরের বহির্ভাগে আবার ফিরিঙ্গিদিগকে দলবদ্ধ দেখিতে পাইল। কিন্তু তাহারা এ সময়েও, সাহসে জলাঞ্জলি দিয়া, শত্রুপক্ষের নিকট মস্তক অবনত করিতে অগ্রসর হইল না। তাহাদের আশা অন্তর্হিত হইল না, পরাক্রমও একবারে পর্যুদস্ত হইয়া গেল না। তাহারা আবার ফিরিঙ্গীদের সম্মুখে আপনাদের প্রাধান্যরক্ষার আশায় ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়া রহিল।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ—বারাণসী—আজিমগড়ের সিপাহিদিগের মধ্যে গোলযোগ—সেনাপতি নীলের উপস্থিতি—জৌনপুর—এলাহাবাদ—কানপুর।

মহামতি লর্ড কানিঙ্ যখন দিল্লী পুনরধিকার করিতে সেনাপতিদিগকে নিয়োজিত করিতেছিলেন, তখন তিনি গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী নগরসমূহের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। এই সকল নগর ইউরোপীয় সৈনিকগণ কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল না। কেবল দানাপুরে একদল ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামান রক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। এই সকল সৈন্য ব্যতীত, গঙ্গা ও যমুনার উভয় পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে কোনো ইউরোপীয় সৈন্যদল ছিল না। এখন এই সকল স্থানের উপর লর্ড কানিঙের দৃষ্টি পড়িল। যদি উত্তেজিত সিপাহীরা এই সকল স্থান আক্রমণ করে, তাহা হইলে তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের জীবন যে, বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা লর্ড কানিঙ্ স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। মিরাটে যখন ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে, দিল্লী যখন সিপাহিদিগের হস্তগত হয়, যদি তখনই গঙ্গা ও যমুনার তীরবর্তী নগরের সমস্ত সিপাহী একবারে ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইংরেজ, এক সময়ে সর্ববিধ্বংসের বিকট মূর্তিতে স্তম্ভিত ও কর্তব্য-বিমুখ হইয়া পড়িতেন। ইউরোপীয়েরা যখন প্রাণের দায়ে মোগলের রাজধানী হইতে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন, তখন অন্যান্য সৈনিক-নিবাসে বিপ্লবের ভয়াবহ মূর্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অন্য স্থানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় গবর্নমেণ্টকে অধিকতর বিব্রত হইতে হয় নাই। কিন্তু বাজারে, সৈনিক-নিবাসে, সকলের মধ্যেই গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এই উত্তেজনা হইতে যে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই ঘটনার আবির্ভাব দেখা গেল, এবং উহা দেখিতে দেখিতে অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সংহারক কালের বিকট ছায়া বিস্তার করিয়া দিল।

কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক চারশত মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী অবস্থিত। এই স্থান হিন্দুসমাজে যেমন তীর্থের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ জ্ঞানগরিমার জন্য জ্ঞানিসমাজে চিরকাল সমাদৃত। পুণ্যসলিলা গঙ্গা হইতে এইস্থান অতি রমণীয় দেখায়। ইহার অসংখ্য দেবমন্দির, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক গঠিত হওয়াতে, বৈচিত্র্যজনক হইয়াছে। ইহার সমুন্নত প্রস্তরময় প্রাসাদাবলী শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে আলেখ্যবৎ-রমণীয়তা অধিকতর বর্ধিত করিয়া দিতেছে, এবং ইহার ঘাটসমূহের সোপানরাজি গঙ্গার তটভাগের শোভা দ্বিগুণিত করিয়া তুলিতেছে। হিন্দুর শিল্পচাতুরী ব্যতীত এইস্থান হিন্দুর ধর্ম ও হিন্দুর শাস্ত্রের জন্য আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গঙ্গাতটে স্নাত ব্যক্তিদিগের শতসহস্র কণ্ঠ হইতে যখন 'হর হর শিব শিব' ধ্বনি সমুত্থিত হয়, সায়ংসময়ে যখন সামবিৎ,

সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশ্বেশ্বরের আরতিতে ভক্তি-রসার্দ্র-হৃদয়ে সমস্বরে সামগান করেন, তখন হিন্দুর হৃদয়ে গভীর উদাত্তভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি এই পবিত্র তীর্থের পবিত্রতার রেখামাত্রও বিচলিত হয় নাই। ভারতের শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের নির্মিত মস্‌জিদ্‌, হিন্দুর দেবালয়ের পার্শ্বে রহিয়াছে, খ্রীস্টধর্ম প্রচারকদিগের বিদ্যালয় ও ভজনালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে, তথাপি পবিত্র বারাণসী তীর্থে পবিত্র হিন্দুধর্মের মহিমা বিচলিত হয় নাই। সুকুমারমতি ব্রাহ্মণ বালকগণ আজ পর্যন্ত ইহার সর্বস্থানে কোমলকণ্ঠে সামগান করিয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আজ পর্যন্ত এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতায়, ইহার চিরন্তন খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। মৌলবী ও মিশনরীদিগের চেষ্টায়, ইহার পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ, আপনাদের চিরন্তন প্রথায় জলাঞ্জলি দেন নাই।

উপস্থিত সময়ে এই পবিত্র তীর্থের অধিবাসিগণ শান্তভাবে কালাতিপাত করে নাই। যে উত্তেজনা মীরাটবাসীদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, দিল্লীর অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহা পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা এখন বারাণসীর লোকদিগের মধ্যে দেখা যাইতে থাকে। ১৮৫৭ অব্দে গ্রীষ্মকালে খাদ্যদ্রব্য সাতিশয় দুর্মূল্য হয়! সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ফিরিঙ্গীদিগের শাসনদোষে তাহাদের আহার সামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে। এজন্য জনসাধারণ, ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণে সাধারণের উত্তেজনার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দিল্লীর রাজবংশীগণের অনেকে বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের মন্ত্র এ সময়ে একবারে ব্যর্থ হয় নাই। জাতীয় সম্মান ও জাতীয় ধর্মের বিলোপ ভয়ে, ইহার উপর খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে, বারাণসীর হিন্দু ও মুসলমান, অনেকেই গভীর উত্তেজনার আবেগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে। নগরের তিন মাইল দূরে শিক্রোল নামে একটি স্থান আছে। ইউরোপীয়গণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে ইংরেজের সৈনিক-নিবাস, আদালত, কারাগার, গির্জা, গবর্নমেণ্ট কলেজ, হাসপাতাল, ভ্রমণোদ্যান প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত সময়ে তিনদল এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় ইউরোপীয় কামানরক্ষক সৈন্য ছিল। এই তিনদল এতদ্দেশীয় সৈন্যের একদল ৩ গণিত পদাতিক, আর একদল লুধিয়ানার শিখসৈন্য এবং অপর দল ১৩ গণিত অশ্বারোহী। সর্বসমেত প্রায় ২০০০ হাজার সৈনিক পুরুষ এই তিনদলে ছিল। ইংরেজ কামান-রক্ষকের সংখ্যা ত্রিশ; জর্জ পনসন্‌বি এই সকল সৈন্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন। হেন্‌রি টুকর এই সময়ে বারাণসীর কমিশনর, ফ্রেডারিক গবিন্স জজ ও লিণ্ড্‌ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট্‌ ছিলেন। ইঁহারা মিরাট ও দিল্লীর শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া, আপনাদের শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ রাখিতে বিশেষ তৎপর হন। কিন্তু ইঁহাদের যত্ন সফল হয় নাই। যে ঘটনা মিরাটে দিল্লীতে ঘটিয়াছিল, বারাণসীতেও তাহা সংঘটিত হয়।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহিদিগের কতকগুলি শূন্য গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। ইহার পরে বারাণসীর যাট মাইল দূরবর্তী আজিমগড় হইতে সংবাদ আসে যে, তথাকার ১৭ গণিত সিপাহীরা গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। আজিমগড়ের এই সৈনিকদল মেজর বরোস্ নামক একজন সৈনিক পুরুষের অধীন ছিল। এই সৈনিক পুরুষ তাদৃশ তেজস্বী ছিলেন না। তিনি সিপাহিদিগের উত্তেজনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। মে মাসের শেষে সিপাহিদিগকে যে অতিরিক্ত টোটা দেওয়া হয়, তাহা তাহারা ব্যবহার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। এই সময়ে নিদারুণ অর্থলোভ তাহাদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে। ৫,০০,০০০ টাকা, ১৭ গণিত দলের কতিপয় সিপাহী ও ১৩ গণিত দলের কতিপয় অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধানে গোরক্ষপুর হইতে আসিতেছিল। লেফ্‌টেনাণ্ট পালিসর্ এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ টাকা আজিমগড়ে পেঁাছিলে আজিমগড়ের উদ্বৃত্ত দুই লক্ষ টাকার সহিত বারাণসীতে পাঠাইয়া দেওয়া বন্দোবস্ত হয়। একবারে সাত লক্ষ টাকা নিকটে পাইয়া, সিপাহীরা উহার জন্য সাতিশয় লোলুপ হয়। তাহারা প্রকাশ্যভাবে আজিমগড় হইতে টাকা পাঠাইবার প্রতিকূলতা করিতে করিতে থাকে। এই প্রতিকূলতা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়। মুদ্রারক্ষকগণ ৩রা জুন সাতলক্ষ মুদ্রা লইয়া, আজিমগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে বিপদের শান্তি হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা এক সময়ে প্রকাশ্যভাবে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে পারে। একদা অফিসরেরা আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ১৭ গণিত সৈনিক দলের লাইনে আহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা অদূরে কামানের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই শব্দ যে, কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রের দিকে হইতেছে, ইহা তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল। মুহূর্তমধ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; সুতরাং ব্যাপার কি, বুঝিবার জন্য সংবাদবাহকের কোনো প্রয়োজন হইল না। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্ত সিপাহী তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ ও সামরিক কার্যে অনভ্যস্ত পুরুষেরা তাড়াতাড়ি কাছারিতে প্রস্থান করিল। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার সহযোগিগণ কাছারিগৃহ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরা কুলনারীগণের সহিত এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এদিকে সিপাহীরা আপনাদের কোয়ার্টর মাস্টার ও কোয়র্টর মাস্টার সার্জনকে হত্যা করিল; কিন্তু অন্যান্য অফিসরদিগের কোনো ক্ষতি করিল না। এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও, সিপাহীরা আপনাদের অফিসরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে নাই। তাহারা ধনসম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছে, কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে, ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ সকল জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপে সর্বত্রই তাহাদের ভয়াবহ উত্তেজনার চিহ্ন বিকাশ পাইয়াছে, কিন্তু তাহারা আপনাদের অফিসরদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। আজিমগড়ের সিপাহীরা অফিসরদিগকে হত্যা না করিয়া, যে টাকা বারাণসীতে যাইতেছিল, তাহা হস্তগত করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেনানায়ক পালিসর্ রক্ষণীয় সম্পত্তির

রক্ষায় অসমর্থ হইলেন। সমস্ত টাকা সিপাহিদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু সিপাহিদিগের অফিসরেরা প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না। ১৩ গণিত সিপাহীরা এই সময়ে অফিসরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারের একশেষ দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের অফিসরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহে যে, তাঁহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না, তাহারা তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। উত্তেজিত সিপাহিদিগের কেহ কেহ, কোনো কোনো অফিসরকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য গাড়িতে উঠিয়া, সকলের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা উচিত। অফিসরেরা কহিলেন, 'এখন কিরূপে আমাদের গাড়ি পাওয়া যাইবে?' সিপাহীরা কহিল, 'না পাওয়া যায়, আমরা আপনাদিগকে পেঁছাইয়া দিব।' ইহা কহিয়া, তাহাদের কয়েকজন অফিসরদিগকে সঙ্গে করিয়া স্টেশন হইতে গাজীপুরের দিকে দশমাইল পর্যন্ত গেল। তাহারা, যে টাকা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা হইতে অফিসরদিগের এক মাসের বেতন দিতে চাহিয়াছিল। এ সময়ে সিপাহীরা আপনাদের অফিসরদিগের প্রতি এইরূপ দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়াছিল*। তাহারা অভীষ্ট অর্থ লইয়া আজিমগড়ে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কেহ কেহ অফিসরদিগকে নিরাপদ স্থানে পেঁছাইয়া দিবার জন্য সঙ্গে গেল। ইহার মধ্যে আজিমগড়ের ইউরোপীয়েরা গাজীপুরে পলায়ন করিল। সিপাহীরা আসিয়া দেখিল, আজিমগড়ে কোনো ইউরোপীয় নাই, কাছারি, সৈনিক-নিবাস, সমুদয় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার বিজয়োল্লাসে আড়ম্বরের সহিত ফৈজাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পেঁছিল। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ আত্মরক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের সাহায্যার্থ সেনাপতি নীল সৈন্যদল লইয়া আসিতে লাগিলেন। নীল রেলওয়েতে রানীগঞ্জ পর্যন্ত আসিয়া ঘোড়ার ডাকে বারাণসীতে উপস্থিত হন। নীল ও তাঁহার সমভিব্যাহারী মাদ্রাজী সৈন্যদল ব্যতীত দানাপুর হইতে একদল ইউরোপীয় পদাতিক আসে। এইরূপে যখন সাহায্যকারী সৈন্যদল উপস্থিত হইল, কর্নেল নীল যখন আপনাদের প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যত হইলেন, তখন কর্তৃপক্ষ সুযোগ বুঝিয়া বারাণসীর সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিলেন।

নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রথমে এই স্থির হইয়াছিল যে, সিপাহিদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া যাইবে। কিন্তু কেহ কেহ প্রাতঃকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একঘণ্টা মাত্র বিলম্ব করা ঘোরতর অনিষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। উপস্থিত সময় যাহা করিতে হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। আজিমগড়ের সংবাদ বারাণসীতে পেঁছিয়াছিল, এই সংবাদে বারাণসীর সিপাহিরা উত্তেজিত হইয়া,

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 280.*

হয়ত প্রাতঃকালেই সকলকে আক্রমণ করিতে পারে; সুতরাং নিরস্ত্রীকরণে আর কালবিলম্ব করা বিধেয় নহে বলিয়া তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। পন্‌সন্‌বি বারাণসীর প্রধান সেনানায়ক ছিলেন, নিরস্ত্রীকরণের আদেশ দিবার ভার তাঁহারই উপরে ছিল। শিখ সৈন্যদলের অফিসর গর্ডন পন্‌সন্‌বিকে জানাইলেন যে, শহরের বদমাইস্‌দিগের সহিত সিপাহিদিগের কথাবার্তা চলিতেছে। ইঁহারা উভয়ে কমিশনর ও জজের সহিত নিরস্ত্রীকরণের সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ইঁহাদের সহিত কর্নেল নীলের সাক্ষাৎ হইল*। নীল অবিলম্বে সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিছুক্ষণ বিচার-বিতর্কের পর পন্‌সন্‌বি সিপাহিদিগকে অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত করিতে সম্মত হইলেন। সম্মত হইয়াই তিনি নিরস্ত্রীকরণের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পন্‌সন্‌বি গর্ডনের সহিত তাঁহার আবাসগৃহে গমন করিলেন। ৩৭ গণিত সিপাহী দলের অধ্যক্ষ মেজর বারেটের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। মেজর বারেট সিপাহিদিগের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন; সিপাহিদিগের সাধুতা, সিপাহিদিগের প্রভুভক্তি ও সিপাহিদিগের কর্তব্য-পরায়ণতায় তাহাদের উপর তাঁহার অটল বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। তিনি নিরস্ত্রীকরণের বিরুদ্ধে গুরুতর আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যেহেতু ইহাতে সিপাহীরা নিদারুণ আঘাত পাইবে এবং দুঃসহ মনোযাতনায় অধীর হইয়া বৈরনির্যাতনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিবে। কিন্তু পন্‌সন্‌বি ইহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, স্থানীয় জজের নিকট তিনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহাতে নিরস্ত্রীকরণ ব্যতীত আর কোনো পথ অবলম্বন করিতে পারেন না। সুতরাং বারেট বাধ্য হইয়া অফিসরদিগকে পাঁচটার সময় কাওয়াজের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন। কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রধান সেনানায়কের ঘোটক আনীত হইল। পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন উভয়ে অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইহার পূর্বে পন্‌সন্‌বি রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রোগপ্রযুক্ত শীর্ণতা তখন পর্যন্তও দূর হয় নাই। তখন তাঁহার শরীর ও মন দুই-ই অসুস্থ হইয়া উঠিল। তিনি এইরূপে অসুস্থ শরীরে ও অসুস্থ মনে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে গমন করিলেন। এই স্থানে তিনি দেখিলেন কর্নেল নীল তাঁহার ইউরোপীয় সেনাগণের সহিত প্রস্তুত হইয়াছেন।

* পন্‌সন্‌বি ও নীল ইঁহাদের মধ্যে কে কাহার সহিত দেখা করেন তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে। পন্‌সন্‌বি বলেন, তিনি ও গর্ডন, যখন জজ গবিন্স সাহেবের গৃহে ছিলেন, তখন নীল সেই স্থানে উপস্থিত হন। পক্ষান্তরে নীল বলেন যে পন্‌সন্‌বি ও গর্ডন উভয়েই তাঁহার আবাসস্থানে আসিয়া সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বারাণসীর জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট টেলার সাহেব লিখিয়াছেন যে, পন্‌সন্‌বি যখন গর্ডনের গৃহ হইতে প্রস্থান করেন তখন নীলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। যাহা হউক, উপস্থিত মতভেদ তাদৃশ গুরুতর ঘটনার মধ্যে গণ্য নয়।

কামান সকলও প্রস্তুত রহিয়াছে। পনঃপনঃ উপস্থিত মত আদেশ প্রচার করিলেন ; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে যে গুরুতর কার্য রহিয়াছে, উপস্থিত সময়ে তিনি সেই কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহেন। ইংরেজ সেনাপতিগণ যে কার্য-সাধনে অগ্রসর হইলেন তাহাতে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা ছিল। এই সময়ে বারাণসীতে দুই হাজার সিপাহী অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে ইউরোপীয়গণ আড়াই শতকের অধিক ছিল না। এই দুই হাজার সিপাহী সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি এখন এইরূপ উত্তেজিত সেনা-দিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। যখন নিরস্ত্রীকরণের আদেশ প্রচার হইল, তখন সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগীরা কাওয়াজের ক্ষেত্রে ৩৭ গণিত সিপাহিগণের নিকটে গমন করিলেন। ৪১৪ জন সৈনিক-পুরুষ এই সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ইহারা সেনাপতির সমক্ষে কোনোরূপ অবাধ্যতা প্রকাশ করিল না। সেনাপতির আদেশে ধীরে ধীরে একে একে অনেকেই আপনাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাদের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈনিকদল সঙ্গীন ধরিয়া অদূরে দণ্ডায়মান ছিল, শিখ সেনারা অস্ত্রপরিগ্রহ-পূর্বক এই সৈনিকদলের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, এইরূপে ইহারা সেই ভীষণ অস্ত্র-বিসর্জন-ভূমিতে ভীষণতর অস্ত্রের সম্মুখে থাকিয়া আপনাদের জীবনের শোচনীয় পরিণাম চিন্তা করিতেছিল। তাহাদের সন্দেহ হইয়াছিল, হয়ত এই সকল কামানের গোলায় তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে, ইউরোপীয় সৈনিকগণ, হয়ত তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র লইয়া তাহাদিগকেই আক্রমণ করিবে। এইরূপে সন্দেহে বিচলিত হইলেও তাহারা কোনোরূপ ঔদ্ধত্যপ্রকাশ করে নাই। কর্নেল স্পটিসউড্ যখন তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন তখন তাহারা ধীরভাবে সেই আদেশ পালন করিতে লাগিল। কিন্তু সহসা তাহাদের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, সহসা তাহাদের সেই গভীর সন্দেহ গভীরতর হইয়া উঠিল। অদূরবর্তী ইউরোপীয় সৈনিকগণ যখন তাহাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত নিকটে আসিতে লাগিল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় সৈনিক-দিগকে সম্মুখবর্তী হইতে দেখিয়া, তাহারা ভাবিল, ভয়ঙ্কর সময় উপস্থিত হইয়াছে, এখনি তাহাদিগকে জীবন বিসর্জন করিতে হইবে। তাহারা পূর্বেই গভীর সন্দেহে বিচলিত হইয়াছিল, এখন গভীরতর উত্তেজনায় উন্মত্তপ্রায় হইয়া, আপনাদের পরিত্যক্ত অস্ত্র পরিগ্রহ-পূর্বক আপনাদেরই অধিনায়কদিগকে আক্রমণ করিল।

উপস্থিত সময়ে কোনো বিষয়ে একটু অসাবধানতা ঘটিলেই বিপদ্ অনিবার্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। সিপাহীরা একেই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার উপর কর্তৃপক্ষ কিঞ্চিন্মাত্র অধীরতা বা অসবধানতা দেখাইলে তাহারা যে, অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ যদি এ সময়ে অধীরতার পরিচয় না দিতেন, অথবা ভয় প্রদর্শনে অগ্রসর না হইতেন, তাহা হইলে, বোধহয়, সিপাহীরা বিনা গোলযোগে ও বিনা বাধায় আপনাদের

অস্ত্র পরিত্যাগ করিত*। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ধীরতাপ্রকাশে উদ্যত হন নাই, শান্তভাবে শান্তিময় কার্যেরও সূত্রপাত করেন নাই। নিরস্ত্রীকরণ সময়ে তাঁহারা সিপাহিদিগের সম্মুখে কামান সকল স্থাপিত করিয়াছিলেন, অদূরে সশস্ত্র সৈনিকদিগকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন, আপনারা নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে লইয়া ভীষণভাবের পরিচয় দিতে ছিলেন, সিপাহীরা পূর্বেই উত্তেজনার আবেগে অধীর ও সন্দেহের তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল, এখন সন্নিকটে শমন-সদৃশ যুদ্ধাস্ত্রের সমাবেশ দেখিয়া অধিকতর উত্তেজিত অধিকতর সন্দিগ্ধ ও অধিকতর শঙ্কিত হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। ধূমায়মান বহ্নি সামান্য ফুৎকারেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

কর্নেল স্পটিসউড্ কহিয়াছেন, 'কাওয়াজের ক্ষেত্রে যে ৪১৪ জন সৈন্য একত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই যে, কথার অবাধ্য ও গবর্নমেণ্টের বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা, সেই ৪ঠা জুনের অপরাহ্নেও আমার স্পষ্ট বোধ হয় নাই। আমি দলস্থিত লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, উদ্ধত ও বিদ্বেষী লোকের সংখ্যা দেড় শতও নহে। যেহেতু, যখন সকলকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলাম, তখন অনেকেই বিনা গোলযোগে সেই আদেশ পালন করিতে লাগিল।···দুই-তিনজন বলিল, 'আমাদের অফিসরেরা আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন। ইউরোপীয় সৈন্য সহজে আমাদের প্রতি গুলি করিতে পারে, এই জন্য তাঁহারা আমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে কহিতেছেন।' আমি কহিলাম, 'এ কথা মিথ্যা।' অনন্তর ত্রিশ বৎসরেরও অধিককাল, যে সকল এতদ্দেশীয় অফিসরের সহিত পরিচিত ছিলাম, আমি দলস্থ কাহারও সহিত কখনও প্রতারণা করিয়াছি কি না, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা অনেকেই একবাক্যে কহিলেন, 'কখনও না; আপনি সদাশয় পিতার ন্যায় আমাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছেন।' যাহা হউক, আমি দেখিলাম, ইউরোপীয় সৈন্যের উপস্থিতিতে সিপাহীরা সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য ঐ সকল সৈন্যকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিবার জন্য সেইদিকে অশ্বচালনা করিলাম**।'

সেনাপতি পনসন্‌বির আদেশে ইউরোপীয় সৈন্য সিপাহীদিগের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; স্পটিস উড্ এই সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে নিবারিত করিতে গিয়াছিলেন। সেনাপতি সিপাহিদিগকে স্নেহের সহিত কহিয়াছিলেন, 'তোমাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ করা হইয়াছে, যদি তোমরা ধীরভাবে এই আদেশ পালন কর, তাহা হইলে, তোমাদের কোনো অনিষ্ট করা হইবে না।' এই কথা বলিবার সময়ে তিনি বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একজন সিপাহীর স্কন্ধে হস্তাপর্ণ করিয়াছিলেন। সিপাহী তাঁহাকে বলিয়াছিল, 'আমরা কোন অপরাধ করি নাই।' পনসন্‌বি হিন্দীতে উত্তর করিয়াছিলেন, 'না, কোনো অপরাধ কর নাই। কিন্তু যখন তোমাদের সহযোগিগণ

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 284.*

** *Martin Indian Empire, Vol. II, p. 285.*

আপনাদের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, এবং যে সকল অফিসর তাঁহাদের কখনো কোনো অনিষ্ট করেন নাই, তাঁহাদিগকেও নিহত করিয়াছে, তখন তোমাদিগকে যেরূপ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তোমাদের সেইরূপ করা আবশ্যক।' সেনাপতি যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্ববর্তী সিপাহীরা সমধিক উত্তেজিত হইয়া আক্রমণের উদ্‌যোগ করিল। একদল হইতে দুই-একটি গুলি আসিয়া ইংরেজ অফিসরদিগের মধ্যে পড়িল। পরক্ষণেই সকলেই পরিত্যক্ত বন্দুক পরিগ্রহ করিল এবং তৎসমুদয়ে গুলি ভরিয়া ইউরোপীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সহসা গুলি বৃষ্টিতে ইংরেজ অফিসরেরা বিপন্ন, বিত্রস্ত ও বিঘ্নসঙ্কুল অবস্থায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সাত-আটজন ইউরোপীয় সৈনিক নিহত হইল। অফিসরেরা কামানের সাহায্যে আক্রমণ নিরস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। মেজর বারেট নিরস্ত্রীকরণের একান্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি এই আকস্মিক ব্যাপারে স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার গতিরোধ হইল। তিনি একপদও অগ্রসর না হইয়া, সেই বিপক্ষ সৈনিকদিগের মধ্যে আপনার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া, প্রশান্তভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও প্রভুভক্তির অবমাননা করিল না, ইংরেজের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেও আপনাদের হিতৈষী ইংরেজ অধিনায়কের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইল না, এবং কর্তৃপক্ষের অবিচারে ও অদূরদর্শিতায় মর্মাহত হইয়া, বিদেশী ও বিধর্মীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেও সেই বিদেশী বিধর্মীর প্রতিও সমুচিত প্রীতিপ্রকাশে নিরস্ত থাকিল না। সদাচারে ও স্নিগ্ধ ব্যবহারে যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা এ সময়েও অটলভাবে রহিল। সিপাহীরা মেজর বারেটকে নিরাপদস্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিল।

সিপাহিদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া ইংরেজ সৈনিকেরা কামান সকল সজ্জিত করিয়া, গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিল। সিপাহীরা কামানের সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, আপনাদের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহের পশ্চাৎ থাকিয়া তাহারা ইংরেজদিগের উপর তীব্রবেগে গুলি চালাইল। কিন্তু ইংরেজ সেনানায়কেরা কামান বন্ধ রাখিলেন না। কামানের গোলায় কয়েকজন সিপাহী নিহত হইল। অবশিষ্ট সিপাহিদিগের অনেকে নগরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, অনেকে অদূরবর্তী লোকালয়ে যাইয়া ভবিষ্যতে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ দেখিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে, একদল এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী ও একদল শিখ কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। ইহারাও পূর্বোল্লিখিত সিপাহিদিগের ন্যায় সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত হইয়াছিল। ইহাদের সন্দেহ ও আশঙ্কা তিরোহিত হইল না। অশ্বারোহী সৈনিকদিগের মধ্যে একজন উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের সেনানায়ককে গুলি করিল, আর একজন তাঁহাকে নিষ্কোষিত তরবারি দ্বারা দ্বিখণ্ড করিবার চেষ্টা করিল। শিখেরা নিস্তব্ধভাবে এই ব্যাপার দেখিতে লাগিল। তাহারা পূর্বে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করে নাই। সেই কাওয়াজের ক্ষেত্রেও তাহারা ধীরতার পরিচয় দিতেছিল। কর্তৃপক্ষ যদি সে সময়ে তাহাদের রাজভক্তির উপর

সন্দিহান না হইতেন বিশ্বস্ততার উপর বিশ্বাসস্থাপন করিতেন, এবং তাহাদিগকে প্রকৃত উদ্দেশ্য ধীরভাবে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে বোধহয়, শিখ সৈন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতার পরিচয় দেওয়া হয় নাই, এরূপ সরলতা দেখাইয়াও অধীন সৈন্যদিগকে শান্তভাবে শান্তিময় পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। শিখেরা যখন ধীরভাবে পার্শ্ববর্তী অশ্বারোহী সৈনিকদিগের যুদ্ধোদ্যোগ দেখিতেছিল, তখন ইংরেজ সেনানায়কেরা তাহাদের উপরও সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং শিখ ও অশ্বারোহী সিপাহী, সকলেই একসূত্রে আবদ্ধ ও একবিধ কার্য-সাধনে উদ্যত ভাবিয়া, আত্মরক্ষার জন্য কামানের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহাদের এইরূপ অধীরতা দেখিয়া, একজন শিখ একজন ইংরেজ সেনানায়কের উপর গুলিনিক্ষেপ করিল, অমনি তাহার দলস্থ আর একজন সেই সেনানায়কের প্রাণরক্ষার্থ অগ্রসর হইল। শিখ সৈনিকদলের একজনের উত্তেজনার গতিরোধে আর একজন যখন যত্নশীল হইতে-ছিল, একজনের বিদ্বেষবুদ্ধির নিবারণ জন্য আর একজন যখন অটল বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতেছিল, তখন সহসা ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ইংরেজ সৈনিকেরা সহসা এতদ্দেশীয় সৈনিকদিগকে আততায়ী মনে করিয়া অস্ত্রধারণ করিল। অমনি এতদ্দেশীয় সৈনিকেরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া, গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। এই সময়ে কামান সকল অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। কামান-রক্ষক ইউরোপীয় সৈনিকগণ পূর্বোক্ত ৩৭ গণিত সিপাহিদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, তাহাদের আবাসগৃহ পর্যন্ত গিয়াছিল। যদি এতদ্দেশীয় পদাতিক ও শিখ সৈনিকরা অগ্রসর হইয়া, কামান সকল অধিকার করিত এবং শৃঙ্খলার সহিত দলবদ্ধ হইয়া ঐ কামানের সাহায্যে ইংরেজ-দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইত, তাহা হইলে, বারাণসী নিঃসন্দেহ ইংরেজের হস্তভ্রষ্ট করিয়া পড়িত। কিন্তু তখন সিপাহিদিগের মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলা ছিল না। অভীষ্ট কার্যসাধনের কোনোরূপ উৎকৃষ্ট প্রণালীও ছিল না। সিপাহীরা কোনো দূরদর্শী অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হয় নাই। কোনো বিচক্ষণ যুদ্ধবীর তাহাদের কর্তব্যপথ নির্দিষ্ট করিয়া দেন নাই। তাহারা যখন উত্তেজনায় অধীর হইয়া আপনাদের মধ্যে আপনারাই বিষম কোলাহল করিতেছিল, অধীরভাবে আপনারাই আপনাদিগের সর্বময় কর্তা বলিয়া ভাবিতেছিল এবং আপনারাই আপনাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট বীরপুরুষ মনে করিয়া গর্বসহকারে ও যথেচ্ছভাবে অস্ত্রপরিচালন পূর্বক বিজয়ের আশা করিতেছিল, তখন একজন ইংরেজ সেনানায়ক বিদ্যুদ্বেগে আসিয়া কামান সকল অধিকার করিল। অমনি উত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। সিপাহীরা আর সে অগ্নিময় পিণ্ডের গতিরোধ সমর্থ হইল না। তাহারা গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে ইংরেজের প্রাধান্য অপ্রতিহত রহিল।

নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে যখন এইরূপ গোলযোগ ঘটিতেছিল, কর্তৃপক্ষের অবিচার ও অসাবধানতা-দোষে যখন সিপাহিদিগের একদলের পর আর-একদল, ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছিল, তখন বারাণসীর ইংরেজ সেনাপতি নিরতিশয় অবসন্ন

হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সমক্ষে যে, উৎকট কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইয়াছিল, সে ক্ষেত্রে অধিক দূরে অগ্রসর হইবার আর তাঁহার সামর্থ্য রহিল না। নিদাঘ-তপন আপনার প্রখর রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলশায়ী হইতেছিল, তাহার পরিম্লান জ্যোতিঃ জগতের সমক্ষে অবস্থার পরিবর্তনশীলতার পরিচয় দিতেছিল। সান্ধ্যসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া জীবহৃদয়ের শান্তিসম্পাদন করিতেছিল। রোগশীর্ণ ও জরাজীর্ণ সেনাপতিও অস্তগমনোম্মুখ সূর্যের ন্যায় পরিম্লান হইলেন। স্নিগ্ধ সমীরণ তাঁহার হৃদয়ের শান্তিবিধানে সমর্থ হইল না। তীব্র মনোযাতনায় ও দুঃসহ দুঃখে তিনি আপনার কার্যভার কর্নেল নীলের হস্তে সমর্পিত করিলেন। নীল এখন বারাণসীর সেনাপতি হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণে উদ্যত হইলেন। যে সকল সিপাহী আপনাদের আবাসগৃহে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা তাড়িত ও নিহত হইল। যাহারা নির্জন কুটীরে আত্মগোপন করিয়াছিল, তাহারা সেই সকল কুটীরের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল।

উপস্থিত সময়ে সিপাহিদিগকে এইরূপে নিরস্ত্র করিবার উদ্‌যোগ করা সঙ্গত হয় নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, সিপাহীরা তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী নহে। তাহাদের সমক্ষে কোনো বিষয়ে অসাবধানতা বা অধীরতা প্রকাশ করিলে, তাহারা সহজেই সন্দিগ্ধ, অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়া উঠে। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ যদি সিপাহিদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত না করিতেন এবং তাহাদের সমক্ষে ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ও কামান সকল সজ্জিত করিয়া, তাহাদিগকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে আদেশ না দিতেন, তাহা হইলে, বোধহয়, সিপাহীরা সহসা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিত না। তাহাদের প্রতি স্নিগ্ধভাব প্রকাশ করিলে তাহারাও আপনাদের সেনানায়কদিগকে স্নিগ্ধভাবে দেখিত এবং তাহাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে, তাহারাও সেনানায়কদিগের বিশ্বস্ত হইয়া উঠিত। যখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া ইউরোপীয় সৈনিকদিগের উপর অবিচ্ছেদে গুলিবৃষ্টি করিতেছিল, তখনও বলবতী জিঘাংসায় তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হয় নাই। তাহারা তখনো আপনাদের অনুরক্ত সেনানায়ক মেজর বারেটকে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। মেজর বারেটের ন্যায় যদি সকলেই সিপাহিদিগের প্রতি প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে, তাহারা তাঁহাদের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। বিশেষতঃ, শিখ সৈনিকদিগের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাইলে, তাহারা নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের অনুরক্ত থাকিত। নিরস্ত্রীকরণ-সম্বন্ধে বারাণসীর কমিশনর সাহেব ৬ই জুন গবর্নর জেনেরলকে লিখিয়াছিলেন, 'আমার বোধহয়, সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে সাতিশয় গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে অনেকেই নিরস্ত্র হইয়াছিল। আপনাদের এই নিরস্ত্র সহযোগিদিগকে আক্রমণ করা হইবে ভাবিয়া, সশস্ত্র সিপাহীরা নিরতিশয় মর্মাহত হইয়াছিল। এ বিষয়ে একজন সিভিল কর্মচারীর মতামত প্রকাশ করা উচিত নহে, কিন্তু সাধারণের মতে উপস্থিত কার্য ধীরভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় নাই।' এ অংশে লর্ড কানিঙ্‌ও কমিশনর সাহেবের সহিত একমত হইয়াছিলেন। তিনি কমিশনরের পত্র-

প্রাপ্তির একপক্ষ পরে বিলাতে ভারতবর্ষ-শাসনসমিতির অধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, 'বারাণসীর সিপাহিদিগকে বড় তাড়াতাড়ি ও অবিবেচনাপূর্বক নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। একদল শিখ সৈন্যকে টানিয়া আনিয়া, বিপক্ষতায় প্রবর্তিত করা হয়, ইহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহারাও আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিত।' ইহার ষোলো মাস পরে, যে সকল দেওয়ানী কর্মচারীর উপর উপস্থিত বিষয়ের আনুপূর্বিক বিবরণ লিখিবার ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারাও সূক্ষ্ম অনুসন্ধানের পর এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'যখন শিখ সৈনিকদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা তাহারা কিছুই জানিতে পারে নাই, সমস্ত ব্যাপার তাহাদিগকে যার-পর নাই, বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সৈনিকদল রাজভক্ত ছিল, যদি ইহাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শিত না হইত, তাহা হইলে, ইহারা আমাদের পক্ষ-সমর্থন করিত।' দূরদর্শী বিচারকগণ উপস্থিত বিষয়ের সূক্ষ্ম বিচার করিয়া এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা ধীরপ্রকৃতি ও সমীক্ষ্যকারী, তাঁহাদের নিকট কখনও এই মত উপেক্ষিত হইবে না। কিন্তু উপস্থিত সময়ে অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ এই মতানুসারে পরিচালিত হন নাই! যেস্থলে ধীরতা ও উদারতা দেখাইলে সুফলের উৎপত্তি হইত, সেই স্থলে তাঁহারা অধীরতা ও অনুদারতার একশেষ দেখাইয়াছেন, স্নিগ্ধ ভাব ও সদয় ব্যবহার যেস্থলে আশ্রিত ও প্রতিপালিতদিগকে তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ করিত, তাঁহারা সেই স্থলেই কঠোরতা দেখাইয়া, সেই আশ্রিত ও অনুগতদিগকে তাঁহাদের ঘোরতর শত্রু করিয়া তুলিয়াছেন। এ সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোমল বৃত্তির বিকাশ দেখা যায় নাই, তাঁহারা সংহারিণী তামসী বৃত্তির বশবর্তী হইয়াই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের কার্যপটুতা ছিল, শ্রমশীলতা ছিল, একাগ্রতা ছিল, কিন্তু একমাত্র ধীরতা ও সদ্বিবেচনার অভাবে তৎসমুদয়ই বিপত্তি-জনক হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা কেবল তরবারির সাহায্যে আত্মরক্ষার সহিত সাম্রাজ্য-রক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল, ভারতবর্ষ তরবারির বলে রক্ষিত হইবে, তাঁহাদের প্রাধান্য ও তাঁহাদের ক্ষমতাও এই তরবারির বলেই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু তাঁহাদের এই বিশ্বাস শেষে অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা যে স্থলে তরবারির সাহায্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থলেই ভয়াবহ বিপ্লবের বিকাশ হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয়গণ তাঁহাদের অনুরক্ত ও তাঁহাদের সহিত প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ না হইলে, তাঁহাদের জীবন নিরাপদ ও তাঁহাদের রাজ্য শান্তিপূর্ণ হইত না। তাঁহারা অনুরক্ত ও স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ভারতবর্ষীয়ের অনুপম স্নিগ্ধভাবেই উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বদেশীয় শাসকবর্গের লোকরঞ্জন ক্ষমতা না থাকিলে ভারতবর্ষে তাঁহাদের আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইত না।

উত্তেজিত সিপাহীরা কাওয়াজের ক্ষেত্র হইতে তাড়িত হইলেও বারাণসীর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলেন না। রজনীসমাগমে নগরের দুর্বৃত্ত অধিবাসিগণ পলায়িত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া পাছে নানা অনর্থ ঘটায়, এই আশঙ্কা তাহাদের হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। সৈনিক-নিবাস ও নগরের মধ্যভাগে একটি

প্রকাণ্ড টাঁকশালা ছিল। অনেক ইউরোপীয় ঐ গৃহে আশ্রয় লইলেন। খ্রীস্টধর্ম প্রচারক ইউরোপীয়েরা চুনারে যাইবার জন্য রামনগরের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সিবিল কর্মচারিগণ পরিজনবর্গের সহিত কালেক্টর সাহেবের কাছারিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন*। এই সময়ে খাজাঞ্চিখানা রক্ষার ভার কতিপয় শিখ সৈনিকের উপর সমর্পিত ছিল। ইহাদের স্বদেশীয়গণের অনেকে সৈনিক-নিবাসে নিহত হইয়াছিল, ইহারাও উত্তেজিত হইয়া, ধনাগার বিলুণ্ঠন করিতে পারে, কর্তৃপক্ষ এই আশঙ্কায় বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু একজন প্রশান্ত-প্রকৃতি শিখ সর্দারের অবিচলিত রাজভক্তি ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের গুণে উক্ত আশঙ্কা দূর হইল। এই রাজভক্ত শিখ সর্দারের নাম সুরত সিংহ।

যখন দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের অবসান হয়, লর্ড ডালহৌসির আদেশে যখন পঞ্জাবকেশরীর বিস্তৃত রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযোজিত হইয়া যায়, তখন সর্দার সুরত সিংহকে পঞ্জাব হইতে বারাণসীতে আনিয়া আবদ্ধ করা হয়। পঞ্জাব ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অধীন হইয়াছিল, সুরত সিংহও ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বন্দী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইংরেজের বন্দী হইয়াও হৃদয়ের ধর্ম হইতে অণুমাত্র বিচ্যুত হইলেন না, যখন বারাণসীর কর্তৃপক্ষ ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইবে ভাবিয়া চিন্তিত হইতেছিলেন, এবং রজনীসমাগমে অবশ্যম্ভাবী বিপ্লবের ভয়াবহ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া প্রতি মুহূর্তে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন, তখন এই বর্ষীয়ান শিখ সর্দার অটলসাহসে ও অতুল্য তেজস্বিতা-সহকারে গুলিপূর্ণ বন্দুক স্কন্ধে লইয়া ইংরেজদিগকে কাছারিগৃহে লইয়া গেলেন। ইংরেজের প্রতি তাঁহার এইরূপ গভীর অনুরাগ ও বিশ্বাসের পরিচয় পাইয়া, ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগের উত্তেজনা তিরোহিত হইল। এই ধনাগারে তাহাদের নির্বাসিতা মহারানী ঝিন্দনের মণিমুক্তা প্রভৃতি ছিল। স্বদেশের শোচনীয় অধঃপতনের বৃত্তান্ত এ সময়েও তাহাদের স্মৃতিতে জাগরূক ছিল। অপ্রাপ্তবয়স্ক দলীপ সিংহ যেরূপে পিতৃসিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তেজস্বিনী মহারানী যেরূপে পবিত্র পঞ্চনদ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ধনরত্নসমূহ যেরূপে কোম্পানির ধনাগারে স্থানপরিগ্রহ করিয়াছিল, তৎসমুদয়ের মর্মস্পর্শী বিবরণ এ সময়েও তাহাদিগকে প্রতি মুহূর্তে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, ইহার উপর তাহারা সৈনিক-নিবাসে তাহাদের স্বদেশীয়গণের শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে অধিকতর উত্তেজিত হইয়াছিল। ভয়ঙ্কর কার্যসাধনের সময়ও তাহাদিগের সমক্ষে উপস্থিত ছিল। তাহারা যখন ঐ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন বর্ষীয়ান শিখ সর্দারের প্রশান্তভাবে তাহাদের হৃদয়ের অশান্তি দূর হইল। তাঁহারা কোনোরূপ বিরাগের চিহ্ন না দেখাইয়া ধীরভাবে গভর্নমেণ্টের অর্থ ও লাহোরের মণিমুক্তা প্রভৃতির রক্ষার ভার ইউরোপীয়দিগের হস্তে সমর্পিত করিল। কর্তৃপক্ষ এই সম্পত্তি অধিকতর নিরাপদস্থানে লইয়া গেলেন। এইরূপ ধীরতা ও বিশ্বস্ততার জন্য কমিশনর সাহেব পরদিন প্রাতঃকালে দশ হাজার টাকা ধনরক্ষক শিখ সৈনিকদিগকে পারিতোষিক দিলেন।

* কমিশনর সাহেব ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন না, তিনি টাঁকশালে গিয়াছিলেন।

এই হিতৈষী ও উদার প্রকৃতি শিখ সর্দারই কেবল উপস্থিত সঙ্কট-সময়ে হিতৈষিতা ও উদারতার পরিচয় দেন নাই। সনাতন হিন্দুধর্মের চিরপবিত্র আশ্রয়ভূমির অনেক ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুও এ সময়ে ইংরেজের সাহায্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া বারাণসীতে যেরূপ সকলের সম্মানভাজন ছিলেন, সেইরূপ উদারতা ও ধীরতার জন্য সকলের আদরণীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। গোকুলচাঁদ জজ আদালতের নাজির ছিলেন, সুতরা জজ সাহেবের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি রাত্রিদিন অবিচ্ছিন্ন উদ্যম পরিশ্রমসহকারে বিপন্ন ইউরোপীয়দিগের সহায়তা করেন। ইংরেজের সমধর্মীরাও তাঁহার ন্যায় স্বজাতীয়ের উদ্ধার জন্য উদ্যমশীলতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পণ্ডিত গোকুলচাঁদের প্রয়াস বিফল হয় নাই। তাঁহার অপরিসীম যত্নে বিপন্ন ইউরোপীয়েরা আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পণ্ডিত গোকুলচাঁদ ব্যতীত আর একজন সদাশয় ধনী পুরুষ ইউরোপীয়দিগের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইঁহার নাম রাও দেবনারায়ণ সিংহ। ইনি গবর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থন জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ইঁহার মহানুভবতায়, ইঁহার দয়ায়, সর্বোপরি ইঁহার দূরদর্শিতায় বারাণসীর ইউরোপীয়েরা যে, কতদূর উপকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক (স্যার জন কে) স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে, ইঁহার (দেবনারায়ণের) কার্যের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যায়, তাহার কোনো কথাই অতিশয়োক্তিতে দূষিত হইতে পারে না। রাজভক্ত কর্মচারী ও সম্পত্তিশালী বিষয়ী, উভয়েই এই সঙ্কটকালে পরার্থপরতার পরিচয় দিয়া ইংরেজের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বারাণসীর মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ এ সময়ে ইংরেজের সাহায্য করিতে উদাসীন থাকেন নাই ; তিনি রাত্রিকালে নিরাশ্রয় ইউরোপীয় খৃস্টধর্ম প্রচারকদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং আপনার অর্থ ও অনুচরবর্গ সমস্তই কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করিয়া রাজভক্তির একশেষ দেখাইয়াছিলেন। পবিত্র বারাণসীর পবিত্রস্বভাব হিন্দুর সাহায্যে ইউরোপীয়েরা এইরূপে নিরাপদ হয়েন। যাঁহারা এই স্থান খৃস্টধর্মালোকে আলোকিত করিবার জন্য বাস করিতেছিলেন, বিধর্মীর অপরিসীম দয়াই এ সময়ে তাঁহাদিগের জীবনরক্ষার অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহারা হিন্দুর এইরূপ পরার্থপরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, এবং বিস্ময়সহকারে হিন্দুর অপূর্ব মহত্ত্বের গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। সুরত সিংহের কার্যতৎপরতায় কাছারিগৃহে ইংরেজেরা নিরাপদ ছিলেন, এবং টাঁকশালায় ইউরোপীয়েরা পরিজনবর্গের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। রাত্রি দুইটার সময় কতিপয় ইংরেজ কাছারি হইতে টাঁকশালে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহাদের সকলকেই সবিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র-দাস-দাসী—সকলেই একস্থানে স্তূপীকৃত দ্রব্যের ন্যায় রহিয়াছিল। যে সকল ইউরোপীয় এই গৃহ রক্ষার জন্য নিম্নতলে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই দিবসের গুরুতর শ্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, গৃহের অঙ্গনে, গাড়ি, পাল্কি, ঘোড়া প্রভৃতি বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল। ইউরোপীয়েরা এইরূপে কষ্টে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, প্রতি মুহূর্তে তাঁহারা সম্মুখে সর্ববিধ্বংসের বিকট

চিত্র দেখিতেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁহাদের আশঙ্কা পরিবর্ধিত, হৃদয় অবসন্ন ও নিদ্রা অন্তর্হিত হইতেছিল, ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইল, তাঁহারা নিরাপদে ও অক্ষত শরীরে রহিলেন। প্রভাত সময়ে সমগ্র নগর শান্তভাব অবলম্বন করিল। বিপন্ন ইউরোপীয়গণ এইরূপ প্রশান্তভাবে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদের অধ্যুষিত গৃহ সকল গভীর রজনীতে গভীরতর শান্তভাবের পরিচয় দিতেছিল, তাঁহাদের বাঙ্‌লা, তাঁহাদের কাছারি, সমস্তই পূর্ববৎ অবস্থায় ছিল, প্রভাতে তাঁহারা দেখিলেন, নগরে কোনোরূপ গোলযোগ নাই, অধিবাসিগণ নিরুদ্বেগে ও ধীরভাবে আপনাদের কার্য সম্পাদন করিতেছে, ইহা দেখিয়া তাঁহারাও নিঃশঙ্কচিত্তে কর্তব্যানুষ্ঠানে মনোনিবেশ করিলেন।

ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, বারাণসী যেরূপ হিন্দুপ্রধান স্থান, হিন্দুগণ চিরন্তন ধর্মনাশের আশঙ্কায় যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে এই স্থানে তাঁহাদের নিঃসন্দেহে সর্বনাশ ঘটিবে। কিন্তু তাঁহারা যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্যে তাহার বিপরীত ঘটিল। হিন্দুপ্রধান বারাণসী খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর শোণিত-প্রবাহে কলঙ্কিত হইল না। কমিশনর সাহেব এজন্য গবর্নর জেনেরলের নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজ যদি হিন্দুর চরিত্র বুঝিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিস্ময়ের আবির্ভাব হইত না। হিন্দু বিপন্নের উদ্ধারে উদাসীন নহে, রাজভক্ত প্রজার ধর্মপালনেও কাতর নহে, এবং প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য দয়াধর্মে জলাঞ্জলি দিতেও অগ্রসর নহে। ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও স্নেহ ও প্রীতির সম্মোহন ভাব দেখিলে, হিন্দু আপনা হইতেই তাহার নিকট আনত হয়। ইংরেজ তাহাকে বিধর্মী ও বিজাতি ভাবিয়া আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবেশিত করিতে পারেন, সর্বদা তাহার আক্রমণের ভয়ে আত্মহারা হইতে পারেন, কিন্তু হিন্দু বিপদের সময়ে তাঁহার প্রত্যুপকারে উদাসীন নহে। ইংরেজ যদি হিন্দুর জাতীয় চরিত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এই বিপ্লব সর্বব্যাপী হইয়া ভয়ঙ্কর কাণ্ডের উৎপত্তি করিত না, এবং ভারতের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত গভীর আশঙ্কার বিকট ছায়াও প্রসারিত হইত না, ইংরেজ যে স্থলে হিন্দুর প্রতি স্নেহ ও প্রীতি দেখাইয়াছেন, সেই স্থলেই হিন্দু তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে। ইংরেজ ইহা না বুঝিয়া অশুভক্ষণে তরবারির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সমবেদনা, সদাশয়তা ও স্নেহশীলতা, সমস্তই দূরীভূত করিয়া কঠোরতর শাসনদণ্ডের পরিচালনার সহিত আত্মপ্রাধান্যরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই কঠোর নীতিও পরিণামে অমৃতের বিনিময়ে গরলধারা উদ্গীরণ করিয়াছিল।

হিন্দুত্বের নিদর্শন ভূমি বারাণসী হিন্দুর চিরপ্রসিদ্ধ প্রশান্তভাবের পরিচয় দিল। ইংরেজ আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংরেজের ক্রোধের শান্তি হইল না, এবং বলবতী প্রতিহিংসারও বিলয় দেখা গেল না। সিপাহিদিগের উত্তেজনায় বারাণসীর ইংরেজেরা এক সময়ে আপনাদিগকে প্রণষ্টসর্বস্ব মনে করিয়াছিলেন : সেই উত্তেজিত সিপাহিদিগের অনেকে নিহত ও অনেকে ইতস্ততঃ পলায়িত

হইয়াছিল, ইংরেজ এখন নিরাপদ হইয়া, বারাণসীবিভাগের অধিবাসীদিগের সর্বনাশে উদ্যত হইলেন। ৯ই জুন এই বিভাগে সামরিক আইন প্রচারিত হইল। সৈনিক কর্মচারিগণ উপস্থিত আইনের বলে অবাধে সংহারকার্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। পল্লীতে পল্লীতে বেত্রাঘাত, ফাঁসী কিছুই বাকী রহিল না। ছোট বড়, সকলেই ক্ষিপ্ত শৃগাল বা কুকুর অথবা বিষাক্ত সর্পের ন্যায় নির্দয়তাসহকারে নিহত হইতে লাগিল। ইউরোপীয়গণ উত্তেজিত লোকের আক্রমণভয়ে যে রাত্রিতে কাছারিগৃহ ও টাকশালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন, সেই রাত্রি প্রভাত হইলে তাঁহারা দেখিলেন, সারি সারি ফাঁসিকাষ্ঠ সকল সাজান রহিয়াছে। প্রতিদিনই এই সকল ফাঁসিকাষ্ঠে অনেকের প্রাণবায়ুর অবসান হইতেছে। একজন খ্রীস্টধর্ম প্রচারক লিখিয়াছেন যে, কোমলপ্রাণা ইংরেজ মহিলারাও হতভাগ্যদিগের হত্যাকাণ্ডে সন্তোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই*। এই সময়ে বারাণসীর অধিবাসীরা ইউরোপীয় সৈনিকদিগকে মানবাকারের দুর্দান্ত অসুর বলিয়া মনে করিয়াছিল। এই অসুরদিগের হস্তে কেহই পরিত্রাণ পায় নাই। ইহারা যাহাকে ধরিয়াছে তাহারই জীবন বিনষ্ট হইয়াছে। অনেকে উপস্থিত হত্যাকাণ্ড সেনাপতি নীলের অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন**।

এই সময়ে কয়েকটি বালক ক্রীড়াকৌতুকচ্ছলে বিপক্ষ সিপাহিদিগের পতাকা উড়াইয়া ও টম্ টম্ বাজাইয়া যাইতেছিল, এই অপরাধে সৈনিক বিচারালয়ে ইহাদের বিচার হয়। একজন বিচারক কোমলপ্রাণ বালকদিগের কাতরতা দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না। বিচারে বালকদিগের মৃত্যুদণ্ড হইল। উক্ত দয়ার্দ্র বিচারক এই অসহায়, বিপন্ন ও সর্বাংশে নিরীহস্বভাব শিশুদিগের প্রতি করুণাপ্রদর্শন করিতে প্রধান সেনাপতিকে অশ্রুপূর্ণনয়নে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ রক্ষিত হইল না। কোমলমতি বালকেরা প্রাণের দায়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, তাহাদের করুণ রোদনধ্বনিতে বিচারকদিগের পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইল না। বারাণসীর কঠোরপ্রকৃতি সেনাপতি সর্বসংহারক মহাকালের ন্যায়, অবিচলিতভাবে সর্বসংহারকার্যের অনুমোদন করিতে লাগিলেন। এই বিধ্বংসব্যাপারে জল্লাদের অভাব হইল না, অনেকে নিজের ইচ্ছায় জল্লাদের কার্যভার গ্রহণ করিল, এবং নগরের পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে গমন করিয়া অধিবাসীদিগকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে লাগিল। এক ব্যক্তি এই কার্যে কিরূপ নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে গর্ব করিয়া বলিয়াছিল, আম্রবৃক্ষ সকল ফাঁসিকাষ্ঠ স্বরূপ করা হইয়াছিল। অপরাধীদিগকে হাতির উপর চড়াইয়া তাহাদের গলদেশে ফাঁস দেওয়া হইয়াছিল। বারাণসীর ত্রিশ মাইল দূরে

* *Rev. James Kennedy, Empire in India, Vol. II, p. 288.*

** কে সাহেব লিখিয়াছেন উপস্থিত ঘটনার চার-পাঁচ দিন পরে সেনাপতি নীল বারাণসী হইতে যাত্রা করেন। এজন্য এই সমস্ত হত্যাকাণ্ড তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। *K-ye, Sepoy War, Vol. II, p. 236.* কিন্তু হল্‌মেস্ সাহেব হত্যাকাণ্ডে সেনাপতি নীলকেই দায়ী করিয়াছেন।—*Holmes, Indian Mutiny, p. 223*

কতকগুলি বিপক্ষ সিপাহী অবস্থিতি করিতেছে, বারাণসীর কর্তৃপক্ষ ২২শে জুন এই সংবাদ প্রাপ্ত হন। ২৭শে জুন ২৪০ জন ইউরোপীয় সৈন্য ও কতিপয় শিখ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। "ইহাদের আগমনে সিপাহীরা ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। অনেকে নিহত হয়, অনেকে ধৃত হইয়া উল্লিখিতরূপে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে থাকে। ইউরোপীয় সৈনিকেরা ক্রোধের আবেগে ও প্রতিহিংসার উত্তেজনায়, নিরতিশয় নির্দয়ভাবে কুড়িটি পল্লী দগ্ধ করিয়া জনশূন্য মহাপ্রান্তরে পরিণত করে। একজন তরুণবয়স্ক ইংরেজ এই সৈনিক-শ্রেণীতে ছিলেন। বয়সের নবীনতায় তাঁহার কল্পনা যেমন নবীনভাবে পূর্ণ ছিল, হৃদয়ের বৃত্তি সকলও সেইরূপ নবীনতর হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে কঠোর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং যে কঠোর কার্য-সাধনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রে অটল ও সেই কার্যসাধনে অবিচলিত থাকিলেও হৃদয়ের কোমলতর নবীন বৃত্তিগুলিতে একবারে জলাঞ্জলি দেন নাই। নবীনভাবে বিভোর ও নবীনতর কোমল বৃত্তিতে উত্তেজিত হইয়া, সৈনিক যুবক উক্ত পল্লীদাহের এইরূপ হৃদয়স্পর্শিনী বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

'আমরা আট দিন ও নয় রাত্রিতে ৪২১ মাইল অতিক্রম করিয়া ২৫শে জুন বারাণসীতে উপনীত হইলাম। ২৭শে জুন সন্ধ্যাকালে আমাদের দলের ১৪০ জন সৈনিক (ইহাদের মধ্যে আমি একজন) ১১০ জন শিখ ও ২০ জন সওয়ার বারাণসী হইতে যাত্রা করিল। সওয়ারগণ ব্যতীত আমরা সকলে গরুর গাড়িতে যাইতে লাগিলাম। পরদিন বেলা তিনটার সময় আমরা তিনদলে বিভক্ত হইয়া পল্লীসমূহে অপরাধিদিগের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি যে দলে ছিলাম, সেই দল একটি পল্লীতে উপস্থিত হইল, পল্লীবাসীরা পল্লী ছাড়িয়া গিয়াছিল। আমরা উক্ত পল্লীতে আগুন লাগাইলাম, পল্লী ভস্মীভূত হইয়া গেল। যখন আমরা ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন এক ব্যক্তি আমাদের সম্মুখে আসিল এবং বলিল, যে দুই মাইল দূরবর্তী একটি পল্লী তাহাদের দলস্থ লোকে পূর্ণ রহিয়াছে ঐ সকল লোক যুদ্ধার্থ সজ্জিত আছে। আমরা দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম। আমরা যখন তাহাদের নিকট হইতে ছয় শত হাত দূরে উপস্থিত হইয়াছিলাম তখন তাহারা দৌড়িতে লাগিল। আমরা তাহাদের উপর বন্দুক ছুড়িতে লাগিলাম এবং তাহাদের আট জনকে গুলির আঘাতে ভূতলশায়ী করিলাম। আমরা পল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলাম. এমন সময় একব্যক্তি সত্বর-পদে আমাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং হাত তুলিয়া আমাদের অফিসরকে সেলাম করিল। আমরা তাহাকে সিপাহী বলিয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলাম এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে অবরুদ্ধ করিলাম। সেই ব্যক্তি ও আর কুড়ি জন আমাদের বন্দী হইল। আমরা পথস্থিত গরুর গাড়ির নিকট ফিরিয়া আসিলাম। একটি প্রাচীন লোক আমাদের নিকট আসিয়া আমরা যে গ্রাম দগ্ধ করিয়াছিলাম তাহার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ টাকা চাহিল। আমাদের সহিত একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন যে এই বৃদ্ধ গ্রামে দুর্বৃত্তদিগকে আশ্রয় দিয়া খাদ্য-সামগ্রী ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। এই বিষয়ের বিচার করিতে পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগিল। পূর্বোক্ত

সিপাহী ও এই অর্থপ্রার্থী বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথের পার্শ্বে লইয়া যাওয়া হইল, সেই স্থানের একটি বৃক্ষের শাখায় উভয়কেই ফাঁসী দেওয়া হইল ; আমরা সমস্ত রাত্রি সেই পথে রহিলাম, ঐ দুই ব্যক্তির শব আমাদের পার্শ্বে বৃক্ষশাখায় বিলম্বিত রহিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা উত্থিত হইয়া প্রান্তর দিয়া কয়েক মাইল গমন করিলাম। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, আমরা আর একটি গ্রামে গমন করিলাম এবং উহাতে আগুন লাগাইয়া গন্তব্য পথে ফিরিয়া আসিলাম। এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য দলও নিষ্কর্মা ছিল না, তাহারাও আমাদের ন্যায় এই সকল কার্য করিতেছিল ; যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম, তখন জলধারা আমাদের শিরোদেশ হইতে পদতল দিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। আমরা আশি জনকে বন্দী করিয়াছিলাম। ছয় জনকে সেই দিন ফাঁসী দেওয়া হইল। বাকি সকলের বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। ইহার পর ম্যাজিস্ট্রেট্ ঘোষণা করিলেন, অপরাধীদিগের প্রধান ব্যক্তিকে যে ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে ২০০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে। আমরা সেই রাত্রিতে পথে শুইয়া রহিলাম। আমাদের পার্শ্বে উক্ত ছয় ব্যক্তি ফাঁসী-রজ্জুতে বিলম্বিত রহিল। পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় ভেরীধ্বনি দ্বারা অভিযানের সঙ্কেত করা হইল। এই সময়ে প্রবলবেগে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, আমরা একহাঁটু জল ও কাদা ভাঙিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এইরূপে এক গ্রামে উপস্থিত হইয়া আগুন দিলাম। এই সময়ে সূর্যোদয় হইল আমাদের আর্দ্র বস্ত্রাদি বিশুষ্ক হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘর্মে বস্ত্রাদি আর্দ্র হইয়া গেল। আমরা একটি বড় পল্লীতে আসিলাম। ঐ পল্লী লোকপূর্ণ ছিল, আমরা গ্রামের ২০০ জনকে অবরুদ্ধ করিয়া উহাতে আগুন দিলাম। আমি গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিলাম, উহার চারিদিকই অগ্নিশিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি দেখিলাম একটি বৃদ্ধ শয্যা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, হাঁটিবার সামর্থ্য ছিল না খাটিয়াখানি লইয়া যাইতেও সে নিরতিশয় অশক্ত ছিল। আমি তাহাকে গ্রামের বাহিরে আসিতে আদেশ করিলাম এবং চতুর্দিকব্যাপী অগ্নিশিখা দেখাইয়া বলিলাম, যদি সে আমার আদেশানুসারে কার্য না করে, তাহা হইলে অবিলম্বে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। আমি খাটিয়া-সমেত ঐ বৃদ্ধকে টানিয়া বাহির করিলাম। ইহার পর ঘুরিয়া একটি গলির মোড়ে আসিলাম। অগ্নিশিখা ও ধূমরাশি ব্যতীত আর কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি কোন্ পথ অবলম্বন করিব বিবেচনা করিবার জন্য মুহূর্তকাল তথায় দাঁড়াইলাম। আমি যখন ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন করিতেছিলাম তখন অগ্নির তেজে একখানি গৃহের দেওয়াল ভাঙিয়া পড়িল, আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, প্রায় চারি বৎসর বয়স্ক একটি বালক গৃহদ্বারের দিকে আসিতেছে, আমি পূর্বোক্ত বৃদ্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখাইয়া বলিলাম, যদি সে না যায় তাহা হইলে তাহাকে গুলি করা হইবে। ইহা কহিয়াই যে গৃহে বালকটি ছিল, সেইদিকে ছুটিয়া গেলাম। গৃহ-দ্বার সেই সময়ে অগ্নিশিখায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। আমি নিজের জন্য ভাবিলাম না, কেবল ঐ নিরুপায় শিশুটিই আমার ভাবনার বিষয়ীভূত হইল। আমি ছুটিয়া দ্বারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, ভিতরে একটি ছোট উঠান আছে। উঠানের চারি

পার্শ্বের সকল গৃহে আগুন লাগিয়াছে। পূর্বোক্ত নিরুপায় শিশুটি ব্যতীত তথায় আট হইতে দুই বৎসর বয়সের আরও ছয়টি শিশু দেখিতে পাইলাম, এতদ্ব্যতীত একটি অতি প্রাচীন ব্যক্তি ও প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিল। ইহারাও অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে হাঁটিতে পারিত না। একটি বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী একটি শিশুকে বুকে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, শিশুটি পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্বে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। প্রসূতিও প্রবল জ্বরে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম ; কিন্তু তখন দেখিবার সময় ছিল না। আমি শিশুদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা কেবল আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। আমি সদ্যোজাত শিশুটিকে লইলাম। প্রসূতি শিশুটিকে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে আমি পুনর্বার তাহার কোলে দিলাম। আমি প্রসূতি ও তাহার সদ্যোজাত সন্তানকে বাহু দ্বারা জড়াইয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। শিশুরা প্রাচীন ও প্রাচীনাদিগকে ধরিয়া লইয়া গেল। উহারা আমার অনুসরণ করিবে জানিয়া, আমি আগে আগে যাইতে লাগিলাম ; উহারা আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। অগ্নি-শিখায় চারিদিক পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। আমি এমন স্থানে আসিয়া পড়িলাম যে, সে স্থান হইতে কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি শিশুদিগকে আমার অনুসরণ করিতে বলিয়া কোনোরূপে বাধা-বিঘ্ন না মানিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অনেক কষ্টে সকলকেই নিরাপদে বাহির করিলাম।...যে কাপড়ে তাহাদের দেহের অর্ধভাগও আবৃত ছিল না, অগ্নির মধ্যদিয়া আসিবার সময়ে তাহাও স্থানে স্থানে পুড়িয়া গেল। আমি তাহাদিগকে অদূরবর্তী ক্ষেত্রে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিলাম। কিছুদূর যাইয়া দেখিলাম একটি প্রাচীনা বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহার হাঁটিবার শক্তি ছিল না, কেবল হাত ও পায়ের উপর নির্ভর করিয়া যাইতে পারিত। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বাহিরে আনিতে চাহিলাম ; কিন্তু সে আমার সাহায্য লইতে সম্মত হইল না। তাহার সহিত বিতণ্ডা করা অনাবশ্যক ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। অনন্তর আর একস্থানে যাইয়া একটি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম ; তাহার বয়স প্রায় বাইশ বৎসর। যুবতী একটি আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তির পার্শ্বে বসিয়াছিল এবং সরবৎ দ্বারা তাহার বিশুষ্ক মুখ সিক্ত করিতেছিল। অগ্নি প্রবলবেগে অগ্রসর হইতেছিল, উহার জ্বালাময়ী শিখা সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। মৃত্যু-শয্যাশায়ী ব্যক্তির অদূরে চারিটি নারী আমার দৃষ্টিগোচর হইল, আমি দৌড়িয়া তাহাদের নিকটে গেলাম এবং তাহাদিগকে ঐ পীড়িত ব্যক্তি ও যুবতীর সাহায্য করিতে বলিলাম। কিন্তু তাহারা আপনাদের কার্য করাই আবশ্যক মনে করিল ; আমি সঙ্গীন বাহির করিয়া তাহাদিগকে বলিলাম, যদি তাহারা আমার আদেশ পালন না করে তাহা হইতে তাহাদিগকে বধ করা হইবে। তাহারা আমার সহিত আসিল এবং ঐ মৃত্যুদশাগ্রস্ত ব্যক্তি ও যুবতীকে বাহিরে লইয়া আসিল। আমি তাহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিলাম। অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী হইয়াছিল, আমি আর এক স্থানে যাইয়া একশত চল্লিশটি স্ত্রীলোক ও প্রায় ষাটটি শিশু-সন্তান দেখিতে পাইলাম। সকলেই

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল। আমি এই পরিবারের যে প্রাচীনা স্ত্রীলোকটিকে বাহিরে আনিয়াছিলাম, সে আমার নিকট আসিয়া সকলের বিমুক্তির জন্য যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি খাইবার জন্য যে বিস্কুট পাইয়াছিলাম তাহা হইতে কয়েকখানি তাহাদিগকে দিলাম, কিন্তু তাহারা উহা গ্রহণ করিল না। বলিল, উহা লইলে তাহাদের জাতি-নষ্ট হইবে। এই সময়ে ভেরিধ্বনি দ্বারা সকলকে একত্র হইবার সঙ্কেত করা হইল। আমি ফিরিয়া গেলাম। মহিলারা তাহাদের পরমাত্মীয় স্নেহভাজনের প্রতি যেরূপ আশীর্বাদ করিয়া থাকে, আমাকে সেইরূপ আশীর্বাদ করিতে লাগিল।...আমরা বন্দীদিগের দশজনকে ফাঁসী দিলাম। প্রায় ষাট জনের প্রতি বেত্রাঘাত দণ্ড হইল। সেই রাত্রিতে আমরা আর একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলাম। বন্দিগণ যেরূপ দৃঢ়তাসহকারে ও প্রশান্ত-ভাবে আম্রকাননে আত্মবিসর্জন করিতে লাগিল, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ফাঁসী-রজ্জু ছিন্ন হওয়াতে একজন পড়িয়া গেল। মুহূর্তমধ্যে সে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাকে পুনর্বার ফাঁসী দেওয়া হইল। সকলের ফাঁসী হইলে অপরাপর বন্দীদিগকে সেই দৃশ্য দেখাইবার জন্য সেই স্থানে আনা হইল। ৬ই জুলাই আমাদিগকে দুই হাজার যুদ্ধোন্মুখ লোকের বিরুদ্ধে যাইতে হয়। আমাদের দলে একশত আশি জন সৈনিক ছিল। বিপক্ষেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া আমাদের গতিরোধের জন্য দাঁড়াইয়াছিল। আমরা প্রবলবেগে অগ্রসর হইলে তাহারা পলায়ন করিল। আমরা তাহাদের অধ্যুষিত পল্লীতে অগ্নি দিয়া উহার চারিদিক পরিবেষ্টিত করিলাম। তাহারা যেমন অগ্নিশিখা হইতে মুক্ত হইবার জন্য বাহির হইতে লাগিল, আমরা অমনি তাহাদের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তাহাদের আঠার জন আমাদের বন্দী হইল। একসঙ্গে সকলের বিচার হইয়া গেল।... আমরা গুলি করিয়া তাহাদিগকে সেই স্থলে বধ করিলাম। আমরা এই বিভাগে পাঁচ শত লোককে এইরূপে নিহত করিয়াছিলাম।'*

বারাণসী বিভাগে এইরূপে অবাধে পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইল। উত্তেজিত সিপাহীরা বারাণসীর কারাগার আক্রমণ করে নাই এবং তথাকার কয়েদীদিগকেও বিমুক্ত করিয়া নগর উচ্ছৃংখল ও অশান্তিময় করিয়া তোলে নাই। কয়েদীরা কারাগারে পূর্ববৎ অবস্থিত করিতেছিল। বারাণসীর কর্তৃপক্ষ যখন বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে বিপক্ষতাচরণের অপরাধে বন্দী করিলেন, তখন কয়েদীপূর্ণ কারাগারে তাহাদের সমাবেশ হইল না। তাঁহারা ঐ সকল বন্দীকে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার স্থান পাইলেন না, প্রতি মুহূর্তে তাহাদের বিচার-কার্য শেষ হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্তেই অনেকে ফাঁসী-কাষ্ঠে বিলম্বিত হইল, অনেকে কঠোর বেত্রাঘাতে নিপীড়িত ও নির্জীব হইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ কঠোরতায়ও বিপ্লবের গতিরোধ হইল না। সিপাহিদিগের

* এই পত্র বিলাতের টাইমস্ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়

উত্তেজনায় দেখিতে দেখিতে দেখিতে জৌনপুর ও এলাহাবাদে অতি ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হইল।

জৌনপুর বারাণসীর চৌত্রিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রান্তভাগ দিয়া গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ১৭৭৫ খৃস্টাব্দে জৌনপুর ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকৃত হয়। সেই সময় হইতে ইংরেজরা এই স্থানে আপনাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল করেন। জৌনপুরে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরময় দুর্গ ছিল। এই দুর্গে কয়েদিগণ অবরুদ্ধ থাকিত। নগরের পূর্বদিকে সৈনিক-নিবাস ছিল। উপস্থিত সময়ে লুধিয়ানায় একশত ঊনষাট জন শিখ সৈন্য সৈনিক-নিবাসে অবস্থিতি করিতেছিল। মরা নামক একজন মাত্র ইউরোপীয় অফিসর এই সৈনিকদলে অধ্যক্ষতা করিতেন।

৪ঠা জুন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহিদিগের ন্যায় শিখ সৈনিকেরাও কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়াছিল। সেনাপতি যদি এই সময়ে ধীরতার বশবর্তী হইতেন, এবং সদ্বিবেচনা-সহকারে কার্য করিতেন, তাহা হইলে, শিখরা ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইত না। একজনের উত্তেজনার পরিচয় পাইয়া, দলস্থ সকলকে উত্তেজিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে। বারাণসীর কাওয়াজের ক্ষেত্রে যখন একজন শিখ সৈনিক আপনাদের অধিনায়ককে গুলি করিল, তখন সেই দলের বিশ্বস্ত হাবিলদার চুড়া সিংহ আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও, স্বীয় বাহু দ্বারা সেইগুলির আঘাত হইতে অধিনায়ককে রক্ষা করিতে যত্নশীল হইল। প্রভুভক্ত হাবিলদারের বাহুতে গুলি প্রবিষ্ট হইল, তাহাদের অধিনায়ক নিরাপদ হইলেন; অপরাপর শিখ সৈন্য ধীরভাবে ইহা চাহিয়া দেখিল। আর কেহই উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না, এবং কেহই আপনাদের বন্দুক সজ্জিত করিয়া, ইউরোপীয়দিগের প্রতি গুলিনিক্ষেপ করিল না। যদি এই সময়ে অধিনায়কগণ সমগ্র শিখ সৈন্যের বিশ্বস্ততার উপর সন্দিহান না হইতেন, একজনকে উত্তেজিত দেখিয়াই যদি সমগ্র দলকে আপনাদের বিপক্ষশ্রেণীতে সমাবেশিত না করিতেন এবং যদি ধীরভাবে ঐ সৈনিক-দলকে কর্তব্য-কার্য-সম্পাদনে মনোযোগী হইতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, শিখ সৈন্য বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া, ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিত না। কিন্তু সে সময়ে এরূপ ধীরতা প্রদর্শিত হয় নাই। সেনাপতিদিগের বিচারদোষে বাংলার সিপাহিদিগের ন্যায়, শিখ সৈন্যদিগেরও বিশ্বাস হইয়াছিল যে, কোম্পানি ভারতবর্ষের সমগ্র জাতিকে অবিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন, এবং সকলকেই একবিধ দণ্ড দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

বারাণসীতে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ যদি জৌনপুরের ইউরোপীয় সেনাপতির নিকট যথাসময়ে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে, সেনাপতি তত্রত্য শিখ সৈন্যদিগকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া শান্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিতে পারিতেন। কিন্তু সে সময়ে বিশিষ্ট সত্বরতা-সহকারে এক সৈনিক-নিবাস হইতে আর এক সৈনিক-নিবাসে সংবাদ প্রেরিত হইত না। এদিকে বাজার-গুজব সকল যেন বাতাসের উপর ভর করিয়া, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। এক সেনা-নিবাসের সেনাপতি ৎঅপর

সেনা-নিবাসের বিবরণ জানিয়া সাবধান হইতে-না-হইতেই, তাঁহার অধীন সৈন্যগণ বাজার-গুজব শুনিয়া অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিত। ৪ঠা জুন জৌনপুরে গুজব উঠিল যে,* আজিমগড়ের সৈন্যগণ কোম্পানির বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। তৎপর দিন বারাণসীর ৩৭ গণিত সিপাহী সৈন্যদলের কথা জৌনপুরবাসীরা জানিতে পারিল। জৌনপুরের শিখ সৈনিকেরা এ সংবাদে কোনোরূপ অধীরতা প্রকাশ করিল না। তাহারা সেই পলায়িত ও ইতস্ততঃ ধাবিত সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে জৌনপুরের ইউরোপীয়দিগকে রক্ষা করিতে সজ্জিত হইয়া রহিল।

ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিগণ, উক্ত সিপাহিদিগের ভয়ে, কাছারিগৃহে আশ্রয় লইল। শিখ সৈনিকেরা অস্ত্র পরিগ্রহ-পূর্বক তাহাদের সম্মুখভাগে সজ্জিত থাকিল। বেলা প্রায় দেড় প্রহরের সময় সংবাদ আসিল যে ৩৭ গণিত সিপাহীরা নিকটবর্তী কুঠী লুঠ করিয়া, লক্ষ্মৌ নগরের অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। জৌনপুরের ইউরোপীয়গণ এই সংবাদে আশ্বস্ত হইয়া, ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল। কিন্তু বিপদ অন্তর্হিত হইল না; জৌনপুরের শিখ সৈন্য ৩৭ গণিত সিপাহিদিগের পলায়ন সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহাদিগের স্বদেশীয় শিখদিগের নিদারুণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ অবগত হইল, তখন তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয়দিগের হস্তে বারাণসীর শিখদিগের নিধনের সংবাদে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি হিন্দু ও মুসলমান, শিখ ও পুরুবিয়া, সকল সৈনিক-পুরুষকেই সমূলে বিধ্বস্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই বিশ্বাস ক্রমে গভীর হইয়া তাহাদের হৃদয়ে গভীরতর মনোবেদনার সঞ্চার করিল। তাহারা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, যে অস্ত্রে ইউরোপীয়দিগকে নিরাপদ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই অস্ত্রেই তাঁহাদের শোণিতপাতে উদ্যত হইল।

সেনানায়ক মরা যখন কাছারির বারাণ্ডায় দণ্ডায়মান ছিলেন, তখন সহসা বন্দুকের শব্দ হইল। বারাণ্ডাস্থিত আর একজন ইউরোপীয় এই শব্দে চমকিত হইয়া, চাহিয়া দেখিলেন, সেনানায়ক বারাণ্ডায় পড়িয়া গিয়াছেন। তাঁহার দেহ হইতে রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; বন্দুকের গুলি তদীয় বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। শিখ সৈন্যের নিক্ষিপ্ত গুলিতেই যে সেনানায়ক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছেন, ইহা ইউরোপীয়েরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তাঁহারা শশব্যস্তে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। সর্বসংহারক কালের বিকট ছায়া এখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রসারিত হইল। তাঁহারা এই ভয়ঙ্করী ছায়ায় হতবুদ্ধি হইয়া, প্রতিক্ষণেই আপনাদের প্রাণনাশ হইল বলিয়া ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং কেহ কেহ অন্তিমসময়ে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কুশলপ্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জৌনপুরের জয়েণ্ট মাজিস্ট্রেট সাহেব কারাগৃহে যাইবার পথে নিহত হইলেন। উত্তেজিত শিখ সৈন্য অতঃপর ধনাগার-বিলুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল। ধনাগারে দুই লক্ষ যাট হাজার টাকা ছিল, সিপাহীরা সমস্ত বিলুণ্ঠিত করিল। জৌনপুরে ইংরেজের ক্ষমতা বা প্রাধান্যের কোনো চিহ্ন রহিল না। সমস্তই উচ্ছৃঙ্খল, সমস্তই

গোলযোগপূর্ণ ও সমস্তই অরাজকতার নিদর্শন-জ্ঞাপক হইয়া উঠিল। কাছারি গৃহের ইউরোপীয়েরা উপায়ান্তর না দেখিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। সেনানায়ক মরা এ সময়েও জীবিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের কোনো আশা ছিল না; গুলির আঘাতজনিত ক্ষত মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছিল। পলায়নোদ্যত ইউরোপীয়েরা আপনাদিগের প্রাণ লইয়াই বিব্রত ছিলেন। তাঁহারা আসন্ন-মৃত্যু সেনানায়ককে পথে ফেলিয়া, কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বে, কেহ-বা শকটারোহণে পলাইতে লাগিলেন, পথে হতভাগ্য মরার মৃত্যু হইল। তদীয় পত্নীও কিয়দ্দূর যাইয়া সন্ন্যাসরোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। পলাতকগণ গোমতী উত্তীর্ণ হইয়া, নিরাপদে কারাকট নামক স্থানে আসিলেন। পথে কেহই তাঁহাদের কোনোরূপ অনিষ্ট করিল না। এই সময়ে তাঁহাদের ভারতবাসী ভৃত্যেরা যথোচিত প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা বিপন্নদিগকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে ত্রুটি করে নাই। কারাকটে লালা হিঙ্গনলাল নামক একজন সম্ভ্রান্ত ও বর্ষীয়ান্ রাজপুতের বাস ছিল। এই পরহিতৈষী ও সদাশয় রাজপুত বিপন্ন ইউরোপীয় এবং তাঁহাদের স্ত্রী ও কন্যাদিগকে, আপনার গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিলেন। তিনি বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে, যত্নশীলতার একশেষ দেখাইতে লাগিলেন। হিঙ্গনলাল ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকাগণকে আপনার অন্তঃপুরে রাখিলেন। তাঁহার আদেশে এই বিপন্ন অতিথিদিগের জন্য খাদ্য সামগ্রীর যথোচিত আয়োজন হইতে লাগিল। তাঁহার পরিচারকগণ ইঁহাদের রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র মার্জিত করিয়া, বিপক্ষগণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত রহিল। উত্তেজিত সিপাহীরা তিনবার কারাকট লুণ্ঠন করিল, কিন্তু তাহারা হিঙ্গনলালের গৃহ আক্রমণ করিল না। এই ধর্মনিষ্ঠ রাজপুতের আবাসস্থান তাহাদের নিকটে পরম পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। অধিকন্তু, হিঙ্গনলালের গৃহ আক্রমণ করিলে, পাছে অযোধ্যার তেজস্বী রাজপুতগণ তাহাদের সর্বনাশসাধনে উদ্যত হন, তাহারা এইরূপ আশঙ্কা করিতেছিল, সুতরাং পলায়িত ইউরোপীয়েরা বর্ষীয়ান্ হিঙ্গনলালের গৃহে নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা তাঁহাদের আশ্রয়স্থান আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। বারাণসীর কমিশনর সাহেব এই বিষয় অবগত হইয়া, পলায়িতদিগের আনয়ন জন্য কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর পলাতকেরা এই সৈনিক-দলের সাহায্যে বারাণসীতে উপনীত হইলেন।

গবর্নমেণ্ট অতঃপর হিঙ্গনলালের এই সৎকার্যের পুরস্কার করিয়াছিলেন। হিঙ্গনলাল সম্মানসূচক ডেপুটি মাজিস্ট্রেট পদবীর অধিকারী হইয়া, যাবজ্জীবন মাসিক একশত টাকা বৃত্তিলাভ করেন। তিনি বৃদ্ধ ছিলেন বলিয়া, ঐ বৃত্তি তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারীকে দিবার বন্দোবস্ত হয়।

হিন্দুর চিরপবিত্র তীর্থ বারাণসী হইতে প্রায় সত্তর মাইল দূরে, আর একটি পবিত্র তীর্থ আছে। এই তীর্থস্থান ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুগণের মধ্যে প্রয়াগ নামে প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ ইহা এলাহাবাদ নামে পরিচিত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতা ও সুদৃশ্য সৌধমালার অভাব প্রযুক্ত ইহা একসময়ে দরিদ্র-ভাবের পরিচয়সূচক ফকীরাবাদ

নামে কথিত হইত। ভারতের দুইটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে প্রবাহিত হইয়া, এই স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। এই সরিৎসঙ্গম অতি প্রাচীন কাল হইতে, সাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ যেমন পরম পবিত্র বলিয়া উহাতে অবগাহন করেন, অতীতদর্শী ঐতিহাসিকগণ যেমন অতীত সময়ের বহুবিধ ঘটনার সাক্ষীভূত বলিয়া, উহাকে মহীয়ান্ করিয়া তুলেন, ভাবুক কবিগণও সেইরূপ উহার চিত্তবিমোহিনী শোভার বর্ণনা করিয়া, আপনাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়া থাকেন*। ফলতঃ এলাহাবাদের সরিৎ-সঙ্গম গভীরভাবের উদ্দীপক। যুক্তবেণী জাহ্নবীর শ্বেতবর্ণ সলিলরাশির সহিত কালিন্দীর সুনীল জলপ্রবাহের সংযোগ দেখিলে অপরিসীম প্রীতিলাভ হয়।

স্মরণাতীত কালে এই স্থানে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী ছিল। যযাতি এইস্থানে আধিপত্য করিয়া মহীয়সী কীর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। পুরু এই স্থানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার পবিত্রতর কার্যে মহিমান্বিত হইয়াছিলেন, এবং দুষ্মন্ত-প্রমুখ পৌরবগণ এই স্থানে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া পুণ্যতর অবদান-পরম্পরায় সমগ্র আর্যভূমি গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভারতে যখন মুসলমান আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, ইউরোপীয় বণিকগণ যখন বাণিজ্য-ব্যবসায়ের প্রসঙ্গে ভারতের উপকূলে পদার্পণ করে নাই, তখনও এই

---

* মহাকবি কালিদাস, রঘুবংশে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (১৩শ সর্গঃ)—

ক্বচিৎ প্রভালেপিভিরিন্দ্রনীলৈঃ,
মুক্তাময়ী যষ্টিরিবানুবিদ্ধা।
অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাম্
ইন্দীবরৈরুৎখচিতান্তরেব ॥ ৫৪

ক্বচিৎ খগানাং প্রিয়মানসানাং
কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ।
অন্যত্র কালাগুরুদত্তপত্রা
ভক্তির্ভুবশ্চন্দনকল্পিতেব ॥ ৫৫

ক্বচিৎ প্রভা চান্দ্রমসী তমোভিঃ
ছায়াবিলীনৈঃ শবলীকৃতেব।
অন্যত্র শুভ্রা শরদভ্রলেখা
রন্ধ্রেষ্বিবালক্ষ্যনভঃপ্রদেশা ॥ ৫৬

ক্বচিচ্চ কৃষ্ণোরগভূষণেব
ভস্মাঙ্গরাগা তনুরীশ্বরস্য।
পশ্যানবদ্যাঙ্গি বিভাতি গঙ্গা
ভিন্নপ্রবাহা যমুনাতরঙ্গৈঃ ॥ ৫৭

'গঙ্গার জল শুক্লবর্ণ ; যমুনার জল নীলবর্ণ ; উভয় জলপ্রবাহ সম্মিলিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন মুক্তাহারের মধ্যে ইন্দ্রনীলমণি গ্রথিত রহিয়াছে। ঐ সম্মিলিত বারিরাশি, কোনো স্থলে শুক্ল ও নীলপদ্মে গ্রথিত হারের ন্যায় ; স্থলান্তরে কাদম্ববিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ হংসকুলের ন্যায় ; কোথাও বা শ্বেতচন্দন রচিত পত্রলেখার মধ্যস্থিত কালাগুরু লিখিত পত্রাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে ; কোনো স্থানে তরুচ্ছায়ার অন্তরালবর্তী শরৎকালীন-চন্দ্র কিরণের ন্যায়, স্থানান্তরে শরৎকালের শ্বেত অভ্রমালার অন্তর্লক্ষ্য নীলবর্ণ নভস্তলের ন্যায়, কোথাও বা কৃষ্ণসর্প বিভূষিত হরতনুর ন্যায় বোধ হইতেছে।'

রাজধানী হিন্দুদিগের মধ্যে পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুগণ এইখানে আসিয়া আপনাদিগকে পরিশুদ্ধ বোধ করিতেন, এবং ইহার পাদদেশে প্রবাহিত পবিত্র সরিৎ-সঙ্গমে অবগাহন করিয়া চরিতার্থ হইতেন। মুসলমানদিগের আধিপত্য সময়েও এইস্থান অপ্রসিদ্ধ ছিল না। দিল্লীর প্রসিদ্ধ মোগল সম্রাট্ আকবর শাহ এই স্থানের রমণীয়তা দেখিয়া পুলকিত হন। তিনি পশ্চিমদিকে আপনার সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আটকে যেরূপ সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্বদিকে বিশাল সাম্রাজ্য অপ্রতিহত রাখিবার জন্য ইহার অতি প্রাচীন ও ভগ্নাবশিষ্ট হিন্দুনির্মিত দুর্গই সুদৃশ্য দুর্গে পরিণত করিয়া এই স্থানের নাম এলাহাবাদ রাখেন। ইংরেজের আধিপত্য সময়ে উক্ত দুর্গ অনেকাংশে সংস্কৃত ও সুদৃঢ় হয়। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল হইতে উহার রমণীয়তা দর্শকের অধিকতর হৃদয়াকর্ষক হইয়া থাকে। এলাহাবাদের অস্ত্রাগার যুদ্ধোপকরণে পরিপূর্ণ ছিল। কথিত আছে, ইহার রাজকীয় কোষাগারে উপস্থিত সময়ে প্রায় ত্রিশলক্ষ টাকা ছিল। যখন মিরাটের সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তখন ঐ প্রসিদ্ধ স্থলে কোনো ইউরোপীয় সৈনিক ছিল না। উহার প্রসিদ্ধ দুর্গে ও দুর্গের চারি মাইল দূরবর্তী সৈনিক-নিবাসে ৬ গণিত এতদ্দেশীয় পদাতিক দল, একদল এতদ্দেশীয় কামান-রক্ষক এবং একদল শিখ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল।

দুর্গের বহির্ভাগস্থিত সৈনিক-নিবাসে যে ৬গণিত সৈনিকদল অবস্থিতি করিতেছিল, অযোধ্যা ও বিহার প্রদেশীয় লোক লইয়া, সেই দল সংগঠিত হইয়াছিল। ইংরেজ যে সকল প্রসিদ্ধ যুদ্ধে জয়ী লইয়া ভারতে আপনাদের অধিকার স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই সকল যুদ্ধেই এই সৈনিকদল তাঁহাদের সহায় হইয়াছিল। ইহারা রণক্ষেত্রে ইংরেজের পার্শ্বে সুকৌশলে রণনৈপুণ্য দেখাইয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়াছিল, এবং প্রকৃত যুদ্ধবীরের সম্মানিত-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইংরেজ গবর্নমেন্টের নিকটে গৌরবান্বিত হইয়াছিল। পূর্বে ইহাদের প্রভুভক্তি কখনও বিচলিত হয় নাই। গবর্নমেন্টও পূর্বে ইহাদিগকে কখনও সন্দিগ্ধভাবে চাহিয়া দেখেন নাই। ইহারা উপস্থিত সময়ে কোষাগার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। দুইজন লোক ইহাদিগকে গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাওয়াতে ইহারা তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পিত করে, এবং গবর্নমেন্টের পক্ষ সমর্থন জন্য দিল্লীতে যাইতে উদ্যত হয়। এইজন্য ভারতের গবর্নর জেনেরল ইহাদের প্রভুভক্তির প্রশংসাবাদে বিমুখ হন নাই। কিন্তু শেষে ঘটনাবৈগুণ্যে ইহাদের বুদ্ধিবৈগুণ্য ঘটে। যে সাহস ইহাদিগকে এক সময়ে গবর্নমেন্টের অধিকাররক্ষায় উত্তেজিত করিয়াছিল, সেই সাহসই পরে ইহাদিগকে গবর্নমেন্টের উচ্ছেদসাধনে উত্তেজিত করিয়া তুলে। গবর্নমেন্টের পূর্বতন রাজনীতির দোষে ইহাদের সামরিক রীতি পর্যুদস্ত হয় এবং ইহাদের প্রভুভক্তি ভয়াবহ বিপ্লবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যায়। ইহারা সহসা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্বক ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সমগ্র জনপদে গভীর আশঙ্কা ও আতঙ্কের রাজ্য বিস্তার করে। ইহাদের আক্রমণে ইংরেজগণ নিহত হন, ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়।

অবশেষে ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করে।

উক্ত সৈনিকদল ব্যতীত আর একদল সৈনিক-পুরুষ এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা দীর্ঘকায়, দীর্ঘশ্মশ্রু, সাহসী ও প্রভূত বীরত্ব-সম্পন্ন ছিল। লর্ড ডালহৌসী বিজয়লব্ধ সম্পত্তি বলিয়া পঞ্চসরিদ্‌বিধৌত যে রমণীয় রাজ্য ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনাধীন করেন, এই সকল সৈনিকপুরুষ সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ, অপূর্ব-বীরত্বের বিস্ফুরণক্ষেত্র রাজ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। নয় বৎসর পূর্বে ইহারা স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ ব্রিটিশ সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া আপনাদের শৌর্যের একশেষ দেখাইয়াছিল। ইহাদের পরাক্রমে, ইহাদের রণনৈপুণ্যে ও ইহাদের অসীম সাহসে আলিবল, ফিরোজশহর, সোত্রাওঁ ও চিলিয়ানবালা যুদ্ধক্ষেত্রের কাহিনী পবিত্র ইতিহাসে অক্ষয় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। অবশেষে পরাজিত হইয়া এই সকল বীরপুরুষ ব্রিটিশ পতাকার আশ্রয়ে সজ্জিত হয়। একসময় ইহারা যাহাদের পরাক্রম বিনষ্ট করিবার জন্য সমরক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছিল, পরিবর্তনশীল সময়ের অনন্ত মহিমায় এখন তাহাদের পক্ষসমর্থন জন্যই আপনাদের জীবন উৎসর্গ করে।

১১ই মে উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণে যখন মীরাটে ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ নিরুদ্বেগে প্রচণ্ড নিদাঘের সুদীর্ঘ দিনের সায়ন্তন সময়ে শান্তিসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। কেহ কেহ রমণীয় বৃক্ষবাটিকায় প্রণয়িনী বা প্রিয়জন সমভিব্যাহারে বেড়াইতেছিলেন। কেহ কেহ এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষদিগের শ্রুতিসুখকর বাদ্য শুনিয়া আপনাদের আমোদে আপনারাই পরিতৃপ্ত হইতেছিলেন। কেহ কেহ বা সমবয়স্কদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বিবিধ ক্রীড়াকৌতুকে আমোদ উপভোগ করিতেছিলেন। সিপাহিদিগের সম্মুখানে মীরাটের ইউরোপীয়গণ যখন প্রাণের দায়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ইতস্ততঃ পলাইতেছিলেন, অনেকে বা নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হইতেছিলেন, তখন এই স্থানের ইউরোপীয়েরা আনন্দতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া, সুখের সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। অবিলম্বে তাঁহাদিগকেও যে, মীরাটপ্রবাসী ইংরেজদিগের দশাগ্রস্ত হইতে হইবে এবং তাঁহাদের মস্তকের উপরে যে অশনিপাত হইয়া ভয়ঙ্কর ঘটনার উৎপত্তি করিবে, তখন তাঁহারা স্বপ্নেও তাহা ভাবেন নাই।

১১ই মে এইরূপে নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হইল। ১২ই মে তড়িতবার্তাবহ মীরাটের বার্তা মুহূর্তের মধ্যে আনিয়া দিল। ১৩ই তারিখে ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ উপস্থিত হইল। ইউরোপীয়গণ বিস্ময়ে ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, মুহূর্তে মুহূর্তে বিধ্বংসের বিভীষিকায় চমকিত হইতে লাগিলেন। বাজারে, পল্লীতে, সাধারণ লোকের মধ্যে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। প্রত্যেকেই প্রত্যেক প্রতিবাসীর সহিত এই অশুভ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে লাগিল। সর্বব্যাপী সন্ত্রাস সকলকেই সমভাবে অভিভূত করিয়া ফেলিল। ইউরোপীয়গণ যেমন প্রতিক্ষণে আপনাদের সম্মুখে মৃত্যুর করাল ছায়া দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন, জনসাধারণও তেমনি আপনাদের জাতিনাশ, ধর্মনাশের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া প্রতিক্ষণে ভয়াবহ

নরকের বিকটমূর্তি দেখিতে লাগিল। ইহাদের সকলেরই দৃঢ়বিশ্বাস হইল যে, কোম্পানি সকলকেই আপনার ধর্মে দীক্ষিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। গবর্নমেণ্ট অবশেষে প্রকাশ্য ঘোষণাপত্র দ্বারা সাধারণের বিশ্বাস দূর করিতে চেষ্টা পাইলেন। কোম্পানি যে, কখন কাহারও জাতি বা ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না, সকলেই যে, কোম্পানির রাজ্যে নির্বিবাদে আপনাদের ধর্মের অনুশাসন রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন, তাহা ঐ ঘোষণাপত্রে স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করা হইল।

১৫ই মে সাধারণের উদ্বেগ ও আশঙ্কা এবং তৎপ্রযুক্ত গভীর উত্তেজনা কিয়দংশে কমিয়া গেল। কিন্তু সহসা বাজারে শস্যের মূল্যবৃদ্ধি হওয়াতে আশঙ্কা আবার বাড়িয়া উঠিল। ১৮ই তারিখে দিল্লীর সংবাদে জনসাধারণ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল। মীরাটের সিপাহীগণ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া সেইস্থান অধিকার করিয়াছে। দিল্লীর বাহাদুর শাহ সমগ্র হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন। মোগলের প্রসিদ্ধ রাজধানীতে আবার মোগল সম্রাটের ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এতদ্দেশীয় সৈনিক পুরুষগণ ইংরেজদিগকে দূরীভূত করিয়া আবার মোগল সম্রাটের মহামহিমাময় খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত করিতেছে। বাজারে বাজারে যখন এই সংবাদ প্রচলিত হইতে লাগিল, পল্লীতে পল্লীতে যখন এই কথা লইয়া আন্দোলন চলিতে লাগিল, তখন আর সাধারণে স্থির থাকিতে পারিল না। সিপাহীরাও চিন্তার আবর্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল না। তাহারা সকলেই গভীর উত্তেজনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। এদিকে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ আত্মরক্ষার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। আর কোনো বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ রহিল না। কিরূপে দুর্গ নিরাপদ থাকিবে, কিরূপে ধনাগার রক্ষা পাইবে, আপনারা কিরূপে ভয়ঙ্কর শত্রুর আক্রমণে অক্ষত থাকিবেন, এখন ইহাই তাঁহদের ভাবনার প্রধান বিষয় হইল।

প্রতিদিন দিল্লী হইতে নানা দুঃসংবাদ পেঁাছিতে লাগিল। ঐ দুঃসংবাদে নগর-বাসী ইউরোপীয়গণ প্রতিদিন অধিকতর ভীত ও অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ধনাগারের সমুদয় অর্থ দুর্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু কেহ কেহ ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাতে অবশেষে উহা পরিত্যক্ত হইল। যে হেতু, দুর্গে টাকা রাখিলেই উত্তেজিত সিপাহিগণ সর্বপ্রথম ঐ টাকার লোভে দুর্গ অধিকার করিতে দলবদ্ধ হইবে। স্থানীয় ইউরোপীয়গণ শখের সৈনিক দলভুক্ত হইয়া নগর রক্ষার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এ পর্যন্ত টেলিগ্রাফের তার পূর্বা-বস্থায় ছিল। সুতরাং নানা স্থান হইতে নানা সংবাদ যথাসময়ে পেঁাছিতে লাগিল। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সংবাদ বড়ই আশঙ্কাজনক হইয়াছিল। এদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতার সংবাদ কিছুই ছিল না।

আশঙ্কায়, উদ্বেগে মে মাস এইরূপে অতিবাহিত হইল। জুন মাসের প্রথম কয়েকদিন যে সংবাদ আসিল, তাহাতে ইউরোপীয়দিগের উৎকণ্ঠা অধিকতর বাড়িয়া উঠিল। ৪ঠা জুন হইতে টেলিগ্রাফের তার অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। আর তাহা হইতে কোনো সংবাদ আসিল না। ঐ দিন অপরাহ্ণে কতিপয় বার্তাবহ দ্রুতগতি

আসিয়া ইউরোপীয়দিগকে সংবাদ দিল যে, বারাণসীর সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া আপনাদের সেনাপতিদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সকল সিপাহী এক্ষণে তাঁহাদের অভিমুখে আসিতেছে। এখন স্থানীয় ইউরোপীয়দিগের সমক্ষে সঙ্কটময় কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল। সকলে মুহূর্তমাত্রও বিলম্ব না করিয়া আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইল। নগরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহারা ৫ই জুন দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইল।

বারাণসী হইতে গঙ্গার অপর তট দিয়া এলাহাবাদ যাইবার পথ। এলাহাবাদে আসিতে হইলে, নগরের উপকণ্ঠবর্তী দারাগঞ্জের সম্মুখে একটি নৌসেতু পার হইতে হয়। এলাহাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট্ সাহেবের অনুরোধে, ৬ গণিত সিপাহিদলের কতিপয় সৈনিক-পুরুষ দুইটি কামান সহ ঐ সেতু রক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। এই সময়ে অযোধ্যার কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য, সেতু ও সৈনিক-নিবাসের মধ্যভাগে অবস্থিতি করে। এই সকল সিপাহী এ পর্যন্ত কোনোরূপে উত্তেজনার চিহ্ন প্রকাশ করে নাই। মে মাসে যখন মীরাটের সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়, এবং দিল্লীতে গমন করিয়া বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করে, তখনও ইহাদের বাহ্যভঙ্গীতে কোনোরূপে বিকারের লক্ষণ পরিস্ফুট হয় নাই। সে সময়ে ইহারা কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিবার পরামর্শ বা ষড়যন্ত্র করে নাই, এবং সে সময়ে ইহাদের প্রভুভক্তির বিরুদ্ধেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যখন মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ এলাহাবাদে উপস্থিত হয়, তখনও সেনাপতিগণ ইহাদিগকে সর্বাংশে বিশ্বস্ত ও সর্বাংশে প্রভুভক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ফলতঃ, এলাহাবাদের সিপাহীরা বাহিরে কোনোরূপে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করে নাই, কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়গণ ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, ইউরোপীয় সৈন্য তাহাদের অনেককে নিরস্ত্র ও নিহত করিয়াছে, তখন তাহাদের হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিল সেনাপতি নীল বারাণসীতে যাহা করিয়াছেন, এলাহাবাদে আসিয়া তাহাই করিবেন। বারাণসীর সিপাহীরা যেমন নীলের হস্তে নিগৃহীত, নিপীড়িত ও নিহত হইয়াছে, এখানে তাহারাও সেই রূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইবে। হয়তো ইউরোপীয়দিগের সঙ্গীনে অথবা গুলিতে তাহাদের ঐহিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিবে। এইরূপ দুশ্চিন্তায় তাহাদের ধীরতা অন্তর্হিত হইল। তাহারা ৬ই জুন সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল। তাহারা ভাবিয়াছিল যে, তাহাদের বারাণসীস্থিত স্বদেশীয়গণ সম্ভবতঃ তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে। সুতরাং তাহাদের নিশ্চেষ্ট থাকা উচিত নহে। এইরূপে বারাণসীর ন্যায় এলাহাবাদেও সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং এইরূপে ৬ই জুন তাহারা ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের সর্বপ্রকার আশঙ্কার চিহ্ন প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে দলবদ্ধ হইতে লাগিল।

সূর্য ধীরে ধীরে অস্তমিত হইল। এ সময়েও উক্ত সিপাহীদল আপনাদের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হইল না। মে মাসের শেষাংশে যখন মীরাটের

উত্তেজিত সিপাহিগণ দিল্লীর বাদসাহের নিকট উপস্থিত হয় এবং ইউরোপীয়দিগকে তাড়িত করিয়া বৃদ্ধ মোগলকে সমগ্র ভারতের সম্রাট বলিয়া সম্মানিত করে, তখন ইহারা একাগ্রতার সহিত দিল্লীস্থিত বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল। অবিলম্বে এই বিষয় তারে কলিকাতায় লর্ড ক্যানিঙ্‌কে জানান হয়। গবর্নর জেনেরল আবার তারে উক্ত সিপাহিদিগের প্রভুভক্তির জন্য গবর্নমেণ্টের ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত করেন। এলাহাবাদের সৈন্যাধ্যক্ষগণ ৬ই জুন সূর্যাস্ত সময়ে কাওয়াজের ক্ষেত্রে উক্ত সিপাহিদিগকে সমবেত করিয়া গবর্নমেণ্টের ধন্যবাদের কথা জানাইতে ইচ্ছা করিলেন। এজন্য যথাসময়ে সিপাহীরা সমবেত হইল। এ সময়ে তাহাদের ধীরতা ও প্রশান্তভাবের কোনোরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাহাদের ধীরতা দেখিয়া সেনাপতিগণ সন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে তাহাদের সম্মুখে গবর্নর জেনেরলের ধন্যবাদ-লিপি পঠিত হইল। এলাহাবাদের কমিশনর সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষের অনুরোধে এস্থলে উপস্থিত হইয়া হিন্দুস্থানীতে সিপাহীদিগের গভীর রাজভক্তি ও অটল বিশ্বস্ততার প্রশংসা করিলেন। সিপাহীরা এই বক্তৃতায় অধিকতর প্রীত হইল এবং প্রীতিসহকারে আনন্দধ্বনি করিয়া বক্তার বক্তৃতার মর্যাদা রক্ষা করিল। বক্তৃতা শেষ হইল। সিপাহীরা স্ব-স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইতে লাগিল। ইউরোপীয় সৈনিক কর্মচারিগণ তাহাদের ধীরতা ও বিশ্বস্ততার চিহ্ন দর্শনে সন্তুষ্ট ও আশ্বস্ত হইয়া কেহ অশ্বারোহণে কেহ বা পদব্রজে ভোজন-গৃহে যাইতে লাগিলেন। এই স্থানে আহারের জন্য সকলে একত্র হইয়া ৬ গণিত সিপাহীদলের ব্যবহারের সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একজন নৌ-সেতুর সম্মুখবর্তী কামানদ্বয় দুর্গে আনিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল না। অবিলম্বে কামান দুইটি দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ প্রচারিত হইল।

সৈনিক কর্মচারীরা ভোজন-গৃহে সমবেত হইয়া নিরুদ্বেগে ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকটি অতি তরুণ বয়স্ক ইংরেজ বালক ৬ গণিত সিপাহীদলের মধ্যে সামরিক কার্য শিখিতে আদিষ্ট হইয়াছিল, ইহারাও নিরুদ্বেগে অফিসরদিগের সহিত ভোজন করিতে লাগিল। ইহাদের কিশোর বয়সের উৎফুল্ল-ভাব আবার জাগিয়া উঠিল। ইহারা গরীয়সী জন্মভূমিতে স্নেহময়ী জননীর পার্শ্বে থাকিয়া যে রূপ শান্তি-সুখ অনুভব করিত, উপস্থিত সময়েও সেই রূপ শান্তি-সুখে সৈনিক কর্মচারীদিগের মধ্যে উপবিষ্ট রহিল। এইরূপে বালক-বৃদ্ধ-যুবক—সকলেই প্রশান্তভাবে সেই প্রশান্ত রজনীর স্নিগ্ধ সমীরণ সঞ্চালনে প্রফুল্ল হইয়া ভোজনের সঙ্গে নানারূপ আলাপ করিতে লাগিল। সিবিল কর্মচারীরাও ইহাদের ন্যায় নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং নিরুদ্বেগে ভোজনস্থলে আসন পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপে ৬ই জুন রজনী-সমাগমে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। যাহারা পূর্ব রাত্রিতে দুর্গে যাইয়া নিদ্রিত হইয়াছিল, তাহারা ৬ই জুন গৃহে প্রত্যাগত হইল। মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ-প্রাপ্তির পর আর কোনো দিন সন্ধ্যাকালে এলাহাবাদের ইউরোপীয়গণ এরূপ শান্তি-সুখ ভোগ করেন নাই। কিন্তু রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার

সময়ে সহসা এই শান্তি-সুখ তিরোহিত হইল। সহসা আশঙ্কাসূচক ভেরীধ্বনিতে এলাহাবাদের সমগ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সেনাপতি সসম্ভ্রমে বাসগৃহে প্রত্যাগত হইয়া অশ্বারোহণে সৈনিক-নিবাসে গমন করিলেন। অপরাপর ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষও ভেরীধ্বনিতে তাড়াতাড়ি এই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ৬ গণিত বিশ্বস্ত সিপাহিদলের সঙ্কল্প এতক্ষণে কার্যে পরিস্ফুট হইল। যাহারা ক্ষণস্থায়ী বিশ্বস্ততায় সেনাপতির প্রীতির উৎপাদন করিয়াছিল, তাহারাই কর্তৃপক্ষের বিচার-দোষে বলবতী আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া এতক্ষণে আপনাদের বৈরনির্যাতন-স্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করিল।

যে সকল সিপাহী নৌসেতু রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারাই সর্বপ্রথম উত্তেজিত হইয়া ইংরেজের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের নিকটে দুইটি কামান ছিল, কর্তৃপক্ষ যখন ঐ দুইটি কামান দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ দিলেন, তখন তাহারা উহা সহজে ছাড়িয়া দিল না। বারাণসীতে কামানের গোলায় তাহাদের স্বদেশীয়দিগের কিরূপ সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। কামান স্থানান্তরিত হইলে হয়ত, তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা বিচলিত হইয়া উঠিল। গভীর আশঙ্কায়, বলবতী উত্তেজনায় তাহাদের আর দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞান থাকিল না, তাহারা অধীরভাবে কামান-রক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষকে আক্রমণ করিল। কামান-রক্ষক অবিলম্বে আক্রমণকারী সিপাহিদিগের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিবার জন্য অযোধ্যার অনিয়মিত সিপাহিদিগের অধ্যক্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিল। অধ্যক্ষ সাহায্যদানে বিলম্ব করিলেন না। তিনি আপনার সৈন্যকে কামান রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। সিপাহীরা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই আদেশ পালনে উদ্যত হইল। ইহার মধ্যে কামান-রক্ষক দুর্গে সংবাদ পাঠাইলেন। এই সময়ে সিপাহিদিগের ভয়ঙ্কর কোলাহল, বন্দুকের গভীর শব্দ, সৈনিক-নিবাস হইতে স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইতেছিল। কামান-রক্ষক ও অযোধ্যার সৈনিক-দলের অধিনায়ক যখন অশ্বারোহণে যুদ্ধোন্মুখ সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন অযোধ্যার সিপাহিদিগের তিনজন মাত্র তাঁহাদের অনুবর্তী হইল। এতদ্ব্যতীত আর সকলেই ৬ গণিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। এই সময়ে চন্দ্রের স্নিগ্ধ করজালে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহীরা দলবদ্ধ হইয়া কৌমুদীবিধৌত প্রশান্ত রজনীতে ইউরোপীয়দিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইল। তাহাদের গুলির আঘাতে অযোধ্যার অনিয়মিত সৈনিক-দলের অধিনায়ক নিহত হইলেন। কামান-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ প্রাণে প্রাণে পলায়ন করিল। এই ভয়ঙ্কর সময়ে অযোধ্যার কতিপয় সিপাহী আপনাদের প্রভুভক্তির পরিচয় দিতে কাতর হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন ফিরিঙ্গীর বিনাশে দলবদ্ধ হইয়াছিল, তখনও তাহারা বিশ্বস্ততা হইতে বিচ্যুত হয় নাই। তাহাদের ধীরতা ও প্রভুপরায়ণতা তখনও অটল ছিল; তাহারা নিহত অধিনায়কের দেহ স্বদেশীয়দিগের করাল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিয়া, নিরাপদ স্থানে লইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে অপরাপর সিপাহিদিগের উত্তেজনা নিবারিত হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা

আপনাদের অভ্যুত্থান-সংবাদ জানাইবার জন্য সহযোগিদিগের নিকটে দুইজন লোক পাঠাইয়া দিল। কথিত আছে, তাহারা এই বার্তাবিজ্ঞাপনের জন্য বোমধ্বনি করিয়াছিল। এইরূপে সংবাদ দিয়া তাহারা কামান লইয়া বিপুল-বিক্রমে সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের অধিনায়ক যখন অশ্বারূঢ় হইয়া কাওয়াজের প্রশস্তক্ষেত্রে আসিলেন, তখন সমগ্র সিপাহীদল প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হইল।

কর্নেল সিম্‌সন্‌ কাওয়াজের ক্ষেত্রে সিপাহিদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। এ সময়ে কর্তা কর্তৃত্বপ্রকাশে সমর্থ হইলেন না। পরিচালক আপনার অধীন লোকের পরিচালনে কৃতকার্য হইলেন না। অনুগত লোকে পরিচালকের আনুগত্য-স্বীকারে ইচ্ছা করিল না। কর্তার কর্তৃত্ব অনুগতের আনুগত্য, পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্মাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় অধিনায়কেরা আপনাদের অধীন সৈনিক পুরুষদিগকে, যে আদেশ দিতে লাগিলেন, সৈনিক-পুরুষেরা সে আদেশ পালনে যত্নপ্রকাশ করিল না। সেনাপতি সিম্‌সন্‌ কাওয়াজের ভূমিতে কামান আনিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দুইজন সিপাহী তাঁহার দিকে গুলি চালাইয়া, এই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিল। শিষ্টাচারে বা মিষ্ট কথায়, ক্ষমতায় বা সদুপদেশে, সিপাহিদিগকে এখন বশীভূত করা অসাধ্য হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় অধীর হইয়া সিপাহীরা প্রতি কথায় গুলি চালাইতে লাগিল, এবং আপনাদের অধিনায়কদিগকে কাওয়াজের ক্ষেত্রশায়ী করিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিল। সেনাপতি হতাশ হইলেন, আত্ম-প্রাধান্য-রক্ষার কোনো উপায় না দেখিয়া, তিনি আর এক দিকে অশ্ব প্রধাবিত করিলেন। এই স্থানের কতিপয় সিপাহী সেনাপতির প্রতি সৌজন্য প্রকাশে বিমুখ হইল না। তাহারা অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক সিম্‌সনের অধিষ্ঠিত অশ্বের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে প্রাণরক্ষার জন্য দুর্গে যাইতে কহিল। সেনাপতি আর একটি সৈনিক-পুরুষের সহিত ধনাগার রক্ষার জন্য গমন করিলেন। কিন্তু ধনাগারে যাইবার পথও সাতিশয় বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিল। সেনাপতি যে দিকে গমন করেন, সেইদিকে অনবরত গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এইরূপে চতুর্দিকে গুলিবৃষ্টির মধ্যে সেনাপতি আপনার প্রাণ লইয়া বিব্রত হইলেন। বন্দুকের একটি গুলি তাঁহার টুপির পার্শ্বভাগ দিয়া চলিয়া গেল। সেনাপতি দুর্গের দিকে অশ্ব ধাবিত করিলেন। সিপাহীরা এই সময়েও তাঁহার দিকে গুলিবৃষ্টি করিতে নিরস্ত থাকিল না। ক্রমান্বয়ে কয়েকটি গুলিতে তাঁহার অধিষ্ঠিত অশ্ব আহত হইল। তেজস্বী বাহন এইরূপে আহত হইয়াও, আরোহীকে লইয়া, প্রবলবেগে দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইল। সেনাপতি অধিষ্ঠিত অশ্বের দেহনিঃসৃত শোণিতে রঞ্জিত হইয়া নিরাপদে দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তদীয় বাহন অপূর্ব তেজস্বিতার সহিত আরোহীর জীবনরক্ষা করিয়াই দুর্গদ্বারে গতাসু হইল

সেনাপতি সিম্‌সন্‌ দুর্গে পলায়ন করিলেও, সিপাহীরা নিরস্ত হইল না। তাহারা যে সকল ইউরোপীয়কে দেখিতে পাইল, তাহাদিগকেই আক্রমণ করিতে লাগিল। অনেকে তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইল, অনেকে পলায়ন করিতে না পারিয়া, তাহাদের

ভীষণ অস্ত্রাঘাতে চিরনিদ্রিত হইয়া পড়িল। যে ৮টি বালক সমরবিভাগে কার্য করিবার জন্য এতদ্দেশে আসিয়াছিল, তাহাদের ৭টি সিপাহিদিগের হস্তে নিহত হইল। অপরটি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াও নিকটবর্তী একটি গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করিল। এই সময়ে ইহার বয়স ষোলো বৎসরের অধিক ছিল না। ষোড়শ বর্ষীয় বালক নিদারুণ অস্ত্রাঘাতে নিপীড়িত হইয়া চারিদিন সেই অপকৃষ্ট স্থানে লুক্কায়িত রহিল। তাহার স্বদেশীয়দিগের কেহই তাহার রক্ষার জন্য সেইস্থানে উপস্থিত হইল না। যে সকল ইউরোপীয় দুর্গে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাহিরে কি হইতেছে, কিছুই জানিতেন না। আক্রমণকারী সিপাহিদিগের ভয়ে, তাঁহাদের কেহই বহির্ভাগে যাইতে সাহসী হইতেন না। আহত বালক এইরূপ অসহায় অবস্থায় চারিদিন সেই অনাদৃত স্থানে পড়িয়া রহিল। আহার্য ও পানীয়ের অভাবে তাহার কষ্টের একশেষ হইতে লাগিল। নিদাঘের প্রচণ্ড উত্তাপময় দিন ও সুশীতল রাত্রি তাহার মাথার উপর দিয়া যাইতে লাগিল। পঞ্চম দিবসে সিপাহীরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া সরাইতে লইয়া আসিল। এই স্থানে আরও কতিপয় খ্রীস্টধর্মাবলম্বী বন্দী ছিল। গোপীনাথ নামক একজন খ্রীস্টধর্মাবলম্বী আহত বালককে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর দেখিয়া, আহার্য ও পানীয় দিলেন। বালক উহা গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু তাহার শান্তিলাভ হইল না। তাহার ক্ষতস্থান নিরতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কতিপয় উত্তেজিত মুসলমান আসিয়া গোপীনাথকে খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগপূর্বক ইসলাম ধর্ম পরিগ্রহ করিতে কহিল। বালক ইহা শুনিতে পাইল এবং যাতনায় কাতর হইয়াও তেজস্বিতার সহিত উচ্চৈঃস্বরে কহিল, 'পাদরি! পাদরি! আপনার ধর্মে জলাঞ্জলি দিও না।' এই তেজস্বী বালক পরিশেষে সিপাহিদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দুর্গে নীত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার জীবনরক্ষা হয় নাই। অনাহারে ও অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকাতে, তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত হয়। বালক ১৬ই জুন এলাহাবাদের দুর্গে প্রাণত্যাগ করে।

দুর্গে ৬ গণিত সিপাহিদিগের একদল এবং অন্য একদল শিখ সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল। যখন ইহারা দুর্গের বাহিরে মুহুর্মুহুঃ বন্দুকধ্বনি শুনিতে পাইল, তখন ভাবিল, বারাণসীর সিপাহীরা সৈনিক-নিবাসে আসিয়াছে, এবং তাহাদের স্বদেশীয়েরা ঐ সকল সিপাহীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কিন্তু যখন সেনাপতি সিম্‌সন্ অধিষ্ঠিত অশ্বের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া দুর্গে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন তাহাদের ধারণা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন তাহারা বারাণসীর সিপাহি-দিগের উপস্থিতির সম্বন্ধে হতাশ হইয়া, দুর্গের বহিঃস্থ স্বদেশীয়দিগের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে সেনাপতি দুর্গে প্রবেশ করিয়াই ষষ্ঠ দলের সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হইলেন। শিখদিগের অধিনায়কের উপর নিরস্ত্রীকরণের ভার সমর্পিত হইল। এই অধিনায়ক পঞ্জাবের যুদ্ধে সবিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি শিখদিগকে এই অপ্রীতিকর কার্যসাধনে নিয়োজিত করিতে বিমুখ হইলেন না। এই সময়ে সিপাহীরা দুর্গের সদর-দ্বার রক্ষা করিতেছিল, যখন সৈনিক-নিবাসের দিকে

বারংবার বন্দুকের শব্দ হয়, তখন ইহারা আপনাদের বন্দুক গুলি-পূর্ণ করিয়া বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। যদি শিখ সৈন্য ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইত, তাহা হইলে দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা সহসা এই সম্মিলিত সৈন্যের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিতে সমর্থ হইতেন না। অধিকন্তু যদি ধনাগারের অর্থরাশি দুর্গে আনীত হইত, তাহা হইলেও সৈনিক-নিবাসের উত্তেজিত সিপাহী ও নগরের দুর্বৃত্ত জনসাধারণ সম্ভবতঃ দুর্গ আক্রমণ করিত, এরূপ হইলেও দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা বিনষ্ট হইত। হয়ত এলাহাবাদ ইংরেজের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত ; কিন্তু দুর্গস্থিত পঞ্জাবি সৈনিক-পুরুষেরা হিন্দুস্থানী সৈনিক-পুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইল না। ধনাগারের অর্থ দুর্গে সমানীত হইয়া প্রলুব্ধ জনসাধারণকে দুর্গ আক্রমণে উত্তেজিত করিল না। দুর্গের যেস্থানে সিপাহীরা গুলিপূর্ণ বন্দুক হস্তে করিয়া দণ্ডায়মান ছিল, সেই স্থানে সশস্ত্র শিখেরা আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পুরোভাগে চুনার হইতে আগত কামান স্থাপিত হইল। অদূরে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-দলের ইউরোপীয় সেনা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, সন্নিবেশিত রহিল। কামান-রক্ষক ইংরেজ সৈনিক-পুরুষেরা প্রজ্বলিত বর্তিকা হস্তে করিয়া কামানের পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গের হিন্দুস্থানী সিপাহীরা সে সময়ে কোনোরূপ অবাধ্যতা বা কোনোরূপ উত্তেজনার চিহ্ন দেখাইল না। তাহারা অধিনায়কের আদেশে ক্ষুব্ধহৃদয়ে অস্ত্রপরিত্যাগ পূর্বক স্তূপাকৃতি করিয়া রাখিল, এবং দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া, তাহাদের স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইল।

এলাহাবাদের দুর্গে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল, যদি দুর্গ ইংরেজের অধিকার-চ্যুত হইত, তাহা হইলে ঐ সকল অস্ত্রশস্ত্র সিপাহিদিগের হস্তগত হইয়া, নিঃসন্দেহ তাহাদের বলবৃদ্ধি করিত। একটি কামান-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ ইহা ভাবিয়া, দুর্গের বারুদাগারে অগ্নিসংযোগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়। কাপ্তেন উইলোবি, যেরূপে দিল্লীর প্রকাণ্ড বারুদাগার নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা এই সৈনিক-পুরুষের অবিদিত ছিল না। গুরুতর বিপদ হইলে, উক্ত সৈনিক-পুরুষ উইলোবির প্রবর্তিত পথের অনুসরণ পূর্বক, দুর্গের বারুদাগারের সহিত সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবার বন্দোবস্ত করে। কিন্তু বিনা গোলযোগে সিপাহীরা নিরস্ত্রীকৃত ও দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত হইল, ইংরেজের পতাকা পূর্ববৎ উড়িতে লাগিল, কামান-রক্ষক সৈনিক-পুরুষ যে দুষ্কর কার্যসাধনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কার্য আর অনুষ্ঠিত হইল না ; দুর্গের বারুদাগার অস্ত্রাগার, সমস্ত পূর্ববৎ রহিল।

এলাহাবাদের ষষ্ঠ দলের সিপাহিদিগের অভ্যুত্থানের ইতিহাস এইরূপ। এই ইতিহাসে সিপাহিদিগের একতা ও পরস্পর একীভূতভাবে কার্য করিবার ক্ষমতার একান্ত অভাব দৃষ্ট হয়। যখন নৌ-সেতুর সম্মুখে সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোন্মুখ হয় এবং কামানসহ সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হইয়া ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগকে আক্রমণ করে, তখন দুর্গস্থিত সিপাহীরা তাহাদের কার্যপ্রণালীর সম্বন্ধে কোনো বিষয়

সম্যক বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহারা অদূরে বন্দুকের শব্দ শুনিয়া ভাবিতেছিল, বারাণসীর সিপাহীরা প্রবল পরাক্রমে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। তখন তাহারা কোনো নির্দিষ্ট প্রণালীতে কার্য করিবার জন্য একীভূত হয় নাই। দুর্গের বাহিরে তাহাদের স্বদেশীয়গণও তাহাদিগকে এক সময়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য কোনোরূপে সঙ্কেত করে নাই। যখন সেনাপতি সিম্‌সন্‌ রক্তাক্তদেহে দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন তাহারা উদ্বেগে উদ্‌ভ্রান্ত হইল। সেনাপতি দুর্গে উপস্থিত হইয়াই তাহাদিগকে নিরস্ত্রীকৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব যখন কার্যে পরিণত হয়, তখন শিখেরা নিরস্ত্রীকৃত সিপাহিদিগের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হয় নাই। যদি এক সময়ে দুর্গের বহিঃস্থ সিপাহীরা সৈনিক-নিবাসে ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত এবং দুর্গস্থিত সিপাহী ও শিখেরা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া দুর্গের ইউরোপীয়দিগের ক্ষমতা বিনাশে উদ্যত হইত, তাহা হইলে এলাহাবাদে ভয়ঙ্কর বিপ্লবের গতিরোধ করা ইংরেজের দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয়তো বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ দুর্গ সিপাহিদিগের হস্তগত হইত এবং গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সিপাহিদিগের প্রাধান্য পরিকীর্তিত হইতে থাকিত। এইরূপে দক্ষ পরিচালক ও সুশৃংখল কার্যপ্রণালীর অভাবে এলাহাবাদে সিপাহিদিগের সমুত্থান গোলযোগপূর্ণ হইয়াছে। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের প্রায় সকল স্থানেই এইরূপ গোলযোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সামরিক নীতির অংশ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে এলাহাবাদের সিপাহিদিগের এইরূপ বিশৃংখল সমুত্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ; যেহেতু এই সমুত্থানের অব্যবহিত পরবর্তী ঘটনাও উক্তরূপ বিশৃংখল হইয়া উঠে। মূল বিষয় যেরূপ শৃংখলার অভাবে ব্যর্থ হয়, তৎপ্রসূত ঘটনাবলীও সেইরূপ শৃংখলার অভাবে বিফল হইয়া যায়। সিপাহিদিগের সমুত্থানের অব্যবহিত পরেই প্রায় সমগ্র নগর কোম্পানির বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করে। নগরের প্রান্তবর্তী ভূ-ভাগেও ঐরূপ উত্তেজনার গতি বিস্তার হয়। দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্তী কৃষক-পল্লীসমূহও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। যদি এই সার্বজনীন সমুত্থানের কার্যপ্রণালী বিশিষ্ট যোগ্যতা-সহকারে অবধারিত ও বিশিষ্ট নৈপুণ্য-সহকারে পরিচালিত হইত এবং যদি সমগ্র জনসাধারণ একবিধ মন্ত্রণায় সংবদ্ধ হইয়া একবিধ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য একীভূতভাবে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিত, তাহা হইলে বোধহয় ইংরেজ সহসা এই সমুত্থান নিবারণ করিতে সমর্থ হইতেন না এবং সহসা আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। কিন্তু এই সর্বব্যাপী অভ্যুত্থানের কোনো অংশেও একতা বা শৃংখলার চিহ্ন রহিল না। প্রত্যেকেই স্বাধীন হইয়া অসংকুচিতভাবে স্বাধীনতার অপব্যবহারে উদ্যত হইল। কেহ কাহারও মতানুবর্তী হইল না। কেহ কাহারও প্রাধান্য-স্বীকারে ইচ্ছা করিল না। কেহ কাহারও সহিত উদ্দেশ্য-সিদ্ধির মন্ত্রণা করিতে আগ্রহ দেখাইল না। সকলেই স্ব-প্রধান, সকলেই স্ব-মতানুবর্তী ও সকলেই স্বাভীষ্টসিদ্ধি-পরায়ণ হইয়া অবিচ্ছেদে ভয়াবহ কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। কোথাও শৃংখলা, প্রাধান্য বা কর্তৃত্বের সম্মান রহিল না। সর্বত্রই শৃংখলার অভাব ও স্বেচ্ছাচারের প্রবলতা পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরের মধ্যে এলাহাবাদের ন্যায় কোনো নগরই বিভিন্ন জাতির জনগণে অধ্যুষিত ছিল না। এই স্থানে যেরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল, সেইরূপ মুসলমানেরও ক্ষমতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতেছিল। এলাহাবাদের বহুসংখ্যক মুসলমান এক সময়ে দিল্লীর মোগল সম্রাটের প্রতিপালিত ও অনুগৃহীত ছিলেন। ইঁহাদের পূর্বতন সুখ-সৌভাগ্যের বিষয় এখনো ইঁহাদের স্মৃতিপটে জাগরূক ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে ইঁহারা যেরূপ ক্ষমতাশালী ও সৌভাগ্যশালী ছিলেন, সেইরূপ ক্ষমতা ও সেইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে এখনো ইঁহাদের বলবতী বাসনা ছিল। সুতরাং ইঁহারা ইংরেজের প্রাধান্যে তাদৃশ সন্তুষ্ট ছিলেন না। যখন এলাহাবাদে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন ইঁহারাও সেই উত্তেজনার তরঙ্গে ভাসমান হইয়া আপনাদের প্রনষ্ট গৌরবের পুনরাবির্ভাব হইল বলিয়া মনে করিতে থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যেও শৃঙ্খলা বা কার্যপ্রণালীর একতা রহিল না। ইঁহারা মোহিনী কল্পনায় বিমুগ্ধ হইয়া আপনাদের মানসপটে যে সুখময় চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সেই চিত্রের সম্মোহনভাবে ইঁহাদের ধীরতার বিপর্যয় ঘটিল। ইঁহারা ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বর্তমানের বিশৃঙ্খল কার্য-পরম্পরায় সমবেদনা দেখাইতে ত্রুটি করিলেন না। ইউরোপীয়েরা যখন দুর্গে আত্মরক্ষায় তৎপর ছিলেন, তখন সমগ্র নগরে ও নগরের উপকণ্ঠবর্তী সমগ্র ভূখণ্ডে বিষম গোলযোগের সূত্রপাত হইল। ৬ই জুনের সমস্ত রাত্রি অবিচ্ছেদে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কারাগারের দ্বার ভগ্ন হইল, কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল। শৃঙ্খলা-বদ্ধ কয়েদিগণ আপনাদের সেই অপূর্ব আভরণ উন্মোচিত না করিয়াই লুণ্ঠনাশায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত হইতে লাগিল। উত্তেজিত জনসাধারণের অধিকাংশই ইউরোপীয়-দিগের গৃহাভিমুখে ধাবমান হইল। পথে তাহারা যে ইউরোপীয় বা ইউরেশীয়কে দেখিতে পাইল, তাহার প্রতিই অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের গৃহ বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইল। গভীর নিশীথে ভয়ঙ্করী অনলশিখা দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা দূর হইতে এই অগ্নিশিখা দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের মনোরম্য আবাস-গৃহ সকল অবিলম্বে ভস্মস্তূপে পরিণত হইবে। খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদিগের দোকান সকল বিলুণ্ঠিত হইল। রেলওয়ে কারখানা বিনষ্ট ও টেলিগ্রাফের তার ছিন্ন হইয়া গেল। দুর্গের বাহিরে যে সকল ইউরোপীয় ছিল, তাহাদের প্রায় কেহই নিষ্কৃতিলাভে সমর্থ হইল না। উত্তেজিত লোকে সম্পত্তি লুণ্ঠনে ও ফিরিঙ্গী হননে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহারা এখন সর্বান্তঃকরণে সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল। সিপাহীরা একদিন পূর্বে যাহাদের প্রাধান্য রক্ষার প্রধান অবলম্বন-স্বরূপ ছিল, এখন তাহারাই সেই প্রাধান্যনাশে উদ্যত হইল। কোম্পানির সৈনিক-দলের যে সকল সিপাহী পেন্‌সনভোগী হইয়া জীবনের শেষভাগ শান্তিসুখে অতিবাহিত করিতেছিল, কথিত আছে, তাহারাও এই সময়ে তাহাদের উত্তেজিত স্বদেশীয়দিগের সহিত সম্মিলিত হইতে বিমুখ হয় নাই*।

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 257, note.*

তাহাদের যৌবনের কার্যপটুতা অন্তর্হিত হইয়াছিল, বার্ধক্যের আবির্ভাবে বল ও বিক্রম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাহারা উত্তেজনার গতিবিস্তারে বিমুখ হইল না। তাহাদের পরামর্শে অনেকে ভয়ঙ্কর কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। এইরূপে বৃদ্ধের পরামর্শে, যুবকের পরাক্রমে, সমগ্র এলাহাবাদ ভীষণভাবের রঙ্গভূমি হইয়া উঠিল। রাজকীয় শাসন কিছুকালের জন্য বিলুপ্ত হইল; অরাজকতা কিছুকালের জন্য পূর্ণভাবে বিকাশ পাইল; এবং অর্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা কিছুকালের জন্য কোতোয়ালীতে উড্ডীন হইয়া, মোগলের প্রাধান্য ঘোষণা করিতে লাগিল।

উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গিদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙালী শান্তভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, পবিত্র প্রয়াগে, পবিত্র গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে, বাস করিয়া, ইঁহারা পুণ্যসঞ্চয় ও শারীরিক স্বাস্থ্যবর্ধনের আশা করিতেছিলেন। দূরাগত অনেক বাঙালীও স্রোতস্বতী-সঙ্গমে অবগাহন করিবার জন্য, এই স্থানে আসিয়াছিলেন। উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইঁহাদের কোনোরূপ সমবেদনা ছিল না। কোম্পানির রাজ্যবিনাশার্থেও ইঁহারা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। ইঁহারা নিরীহভাবে আপনাদের কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং কোম্পানির অধিকারে আপনাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ রহিয়াছে ভাবিয়া, নিরুদ্বেগে ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করিতেন। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া, বাঙালীরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের আবাসগৃহ মুহুর্মুহুঃ ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণ রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। বাঙালিগণ অবশেষে উত্তেজিত জনসাধারণের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, এবং শপথপূর্বক আপনাদিগকে বৃদ্ধ মোগলের অধীন বলিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন। এইরূপে আসন্ন বিপদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, তাঁহারা আত্মরক্ষায় যত্নশীল হইলেন। তাঁহারা দুর্গস্থিত ইংরেজদিগের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন, সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন, এবং আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কোনোরূপ সাহায্যদানে সমর্থ হইলেন না। বাঙালীরা অতঃপর একজন সমৃদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিক-দল সংগঠিত করিলেন।

ধনাগার বিলুণ্ঠন, উত্তেজিত সিপাহিদিগের ও জনসাধারণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ৬ই জুন ইহারা ধনাগারের অর্থরাশি স্পর্শ করে নাই। কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিল যে, এই অর্থ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দিল্লীতে লইয়া গিয়া বৃদ্ধ মোগলকে দেওয়া হইবে। স্বাধীনতামূলক জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কেহই সে সময়ে ধনাগারের এক কপর্দকও গ্রহণ করে নাই। সমস্তই কোম্পানির শাসন-প্রণালীর উচ্ছেদ জন্য দিল্লীর মোগল সম্রাটের নামে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ৭ই জুন প্রাতঃকালে

৬ গণিত সিপাহীদল কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইয়া, এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিল। অনন্তর ঐ দিন বেলা দুই প্রহরের পর তাহারা ধনাগারে উপস্থিত হইল, সবলে দ্বার উদ্ঘাটিত করিল, এবং মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া সকল সংগ্রহ করিতে লাগিল। সিপাহিদিগের যে যত পারিল, সেই তত থলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। অবশিষ্ট অর্থ দুর্বৃত্ত লোকে লুঠিয়া লইল। কথিত আছে, এই সময়ে এলাহাবাদের ধনাগারে ত্রিশ লক্ষ টাকা ছিল। সিপাহীরা প্রত্যেকে ৩/৪টি থলিয়া লইয়া যায়। প্রতি থলিয়ায় এক এক হাজার টাকা ছিল। সিপাহীরা এইরূপ অর্থলাভে সন্তুষ্ট হইয়া আপনাদের আবাস পল্লীতে গমন করিল, কিন্তু নগর ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থান নিরুপদ্রব হইল না। কোম্পানির মুল্লুক বিনষ্ট হইল ভাবিয়া ধনলুব্ধ দুর্বৃত্ত লোকে অবাধে অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিল। শ্বেত পুরুষদিগকে পলায়িত দেখিয়া তাহাদের সাহস অধিকতর বর্ধিত হইল। তাহারা বর্ধিত সাহসে ও অসঙ্কুচিতভাবে অরাজকতার প্রশ্রয় বৃদ্ধি করিতে লাগিল।

নগরের বিপ্লব দেখিতে দেখিতে সুদূরবর্তী পল্লীসমূহে সংক্রান্ত হইল। যে সকল তালুকদার ইংরেজের আদালতে আপনাদের ভু-সম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এসময়ে নিরীহ কৃষাণদিগকে উত্তেজিত করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভুখণ্ডে মুসলমান ভু-স্বামিগণেরই প্রাধান্য ছিল। ইঁহারা ভারতের ব্রিটিশ শাসনকর্তার পদে বৃদ্ধ মোগলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। গঙ্গা-যমুনার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও প্রাদুর্ভাব ছিল। এই ধর্মাবলম্বী-দিগের কেহ কেহ উপস্থিত বিপ্লবে কোনো পক্ষ অবলম্বন করিলেন না। কোম্পানির ক্ষমতা নাশের জন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে ইঁহাদের ইচ্ছা হইল না। ইঁহারা কোনো পক্ষের সমর্থন না করিয়া, আত্মরক্ষার উপায় দেখিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা ইংরেজের প্রাধান্য-নাশের সহিত আপনাদের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিয়া আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে লাগিলেন। সুতরাং চির-প্রসিদ্ধ গঙ্গা-যমুনার দোয়াবের অনেক স্থলে কোম্পানির শাসন-প্রণালী, কোম্পানির বিধি-ব্যবস্থা ও কোম্পানির প্রাধান্য কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিছু দিন পরে বিলুণ্ঠন ও বিধ্বংসের কার্য শেষ হইল। দুর্বৃত্ত জনসাধারণ বলবতী লালসার আর কোনো বিষয় না পাইয়া কিছুদিন পরে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতেও অরাজকতার শান্তি হইল না। ভয়াবহ বিপ্লবের উচ্ছৃঙ্খল কার্যাবলী এখন প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। জনসাধারণের হৃদয় যখন উত্তেজিত হয়, আত্মক্ষমতা, আত্মপ্রভুত্ব বা আত্মধর্মের প্রাধান্য স্থাপনের ইচ্ছা যখন সাধারণের মধ্যে বলবতী হইয়া উঠে, বিপ্লব যখন মুহূর্তে মুহূর্তে ভীষণভাব পরিগ্রহ করিয়া সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তখন সাধারণকে অধিকতর উত্তেজিত করিবার, সাধারণের হৃদয়গত অভিলাষ অধিকতর প্রবল করিবার বা সর্বব্যাপী বিপ্লব অধিকতর ভীষণভাবে পরিগণিত করিবার জন্য লোকের অভাব হয় না। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাবে বিলম্ব হইল না। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভুখণ্ডে একটি

মুসলমান পল্লীতে একজন মৌলবী ছিলেন। ইনি এলাহাবাদের খসরুবাগে আসিয়া বাস করেন। এই উদ্যান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ও কতিপয় সমাধিস্থানের জন্য মুসলমানদিগের মধ্যে পবিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। মৌলবী এই পবিত্র উদ্যানে বাস করিয়া আপনাকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী ধর্মনিষ্ঠ সাধু-পুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অনেক কৌতূহলপর মুসলমান তাঁহার শিষ্যশ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। বিপ্লবের সময়ে মৌলবী যখন উত্তেজিত জনসাধারণের মধ্যে গম্ভীরস্বরে দিল্লী, বৃদ্ধ মোগলের প্রাধান্য পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন, তখন সকলে আগ্রহ-সহকারে তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল। মৌলবীর তদানীন্তন উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় মুসলমানেরা স্থির থাকিতে পারিল না, তাহারা ফিরিঙ্গীর শোণিতে আপনাদের বিদ্বেষানল নির্বাপিত করিবার মানসে দলবদ্ধ হইল। মৌলবীর কথায় তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ইংরেজ-শাসনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ পুনর্বার সমগ্র ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেন। দিল্লীতে তাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। এলাহাবাদে তাঁহার অর্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা উড্ডীন হইতেছে। দিল্লীতে ফিরিঙ্গীরা নিহত হইয়াছে। এলাহাবাদেরও কেহ কেহ নিহত হইয়াছে, কেহ কেহ বা দুর্গম স্থানে আত্মগোপন করিয়াছে। সুতরাং মোগলের সর্বব্যাপী আধিপত্য অবিসংবাদিকরূপে বদ্ধমূল হইয়াছে। উত্তেজিত মুসলমান-সম্প্রদায় এইরূপে আপনাদের কল্পনায় আপনারাই বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাদের মৌলবী এলাহাবাদের শাসনকর্তার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার আদেশানুসারে এলাহাবাদের শাসনকার্য সম্পন্ন হইতে লাগিল। তাঁহার নাম ও গুণাবলী মহম্মদের শিষ্যবর্গের মুখে পরিকীর্তিত হইতে লাগিল। তাঁহার কথায় মুসলমানদিগের হৃদয়ে ফিরিঙ্গী-বিদ্বেষ অধিকতর প্রবল হইল। তাঁহার মন্ত্রণায় মুসলমানেরা, সকলকেই ফিরিঙ্গীবিদ্বেষী করিয়া তুলিতে লাগিল! তাঁহার আদেশে মুসলমানদিগের কার্যপ্রণালী অবধারিত হইতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষে শ্বেত-পুরুষের আর কোনো চিহ্ন থাকিবে না। সর্বত্র মুসলমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও মুসলমানের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইবে। এই বলিয়া তিনি সকলকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশানুসারে উত্তেজিত লোকে দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। ইংরেজের কামানে আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হইল। সরিৎ-সঙ্গমের তটবর্তী বিশাল দুর্গে পূর্ববৎ ইংরেজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিল। এলাহাবাদের এই মৌলবীর নাম লিয়াকৎ আলি। ইনি জাতিতে তাঁতি ও ব্যবসায়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। নিরতিশয় আত্মশুদ্ধি ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য বাস-গ্রামে ইঁহার প্রতিপত্তি বদ্ধমূল ছিল। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় চেলনামক পরগণায় মুসলমান ভূস্বামিগণ ইঁহাকে আপনাদের অধিনেতা করিয়া এলাহাবাদে উপনীত হন। অতঃপর ইনি এলাহাবাদ বিভাগের শাসনকর্তা বলিয়া ঘোষিত হন। এবং দিল্লীর বৃদ্ধ ভূপতির নামে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করেন।

এলাহাবাদে মৌলবীর এইরূপ প্রাধান্য দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে থাকিল না।

মহম্মদের শিষ্যেরা দীর্ঘকাল এলাহাবাদে আপনাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিতে পারিল না। ইংরেজের প্রভুত্ব আবার এলাহাবাদে বদ্ধমূল হইল। যখন সিপাহীরা যুদ্ধোন্মুখ হয়, নগরের-পর-নগরে যখন তাহাদের আক্রমণে ইংরেজরা প্রাণত্যাগ বা পলায়ন করিতে থাকেন, তখন এলাহাবাদের দিকে সকলেরই তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ হ্যালট্রাম এই স্থান হস্তগত রাখিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে কহিয়াছিলেন। রাজনীতিকুশল হেনরি লরেন্স এই স্থানে আপনার আধিপত্য রক্ষা করিবার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৌভাগ্যক্রমে এলাহাবাদে ইংরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল ; এলাহাবাদের বিশাল দুর্গে ইংরেজের পতাকা পূর্ববৎ উড়িতে লাগিল। যদি দুর্গ ইংরেজের অধিকারচ্যুত হইত, তাহা হইলে কানপুর ও লক্ষ্মৌ অধিকার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিত। হয়তো, ভারতে ইংরেজের বিশাল সাম্রাজ্য বিপ্লবের ভয়াবহ অভিঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত*। গবর্নমেণ্টের কার্যকারিতা বা মানুষের ক্ষমতা এস্থলে পরিস্ফুট হউক বা নাই হউক, ঈশ্বরের অখণ্ডনীয় ইচ্ছায় এলাহাবাদের দুর্গে ইংরেজের বিজয়পতাকা অক্ষুণ্ণ রহিল। বারাণসীতে শিখ সৈন্য ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র পরিগ্রহ করিয়াছিল। এলাহাবাদের শিখ সৈন্য হিন্দুস্থানী সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে ইংরেজের আদেশানুবর্তী হইয়া যদি এলাহাবাদের সামরিক রঙ্গভূমিতে বারাণসী-ব্যাপারের অভিনয় হইত, তাহা হইলে ঘটনা-চক্র বোধহয়, অন্যদিকে আবর্তিত হইত। যাহা হউক, অনতিবিলম্বে এলাহাবাদের দুর্গস্থিত ইউরোপীয়দিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। যে সাহসী, সুদক্ষ স্বজাতিহিতৈষী অথচ কঠোরহৃদয় বীরপুরুষ বারাণসী রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সৈনিকদল সহ এলাহাবাদের দুর্গে প্রবেশ করিয়া, তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের হৃদয় আশ্বস্ত করিলেন।

সেনাপতি নীল ১১ই জুন এলাহাবাদে উপনীত হন। তিনি যখন বারাণসী হইতে যাত্রা করেন, তখন এলাহাবাদে কি হইতেছে, কিছুই জানিতে পারেন নাই। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্তে কোনো সংবাদ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, তেজস্বী সেনাপতি বিশিষ্ট সত্বরতা-সহকারে, এলাহাবাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রচণ্ড নিদাঘের নিদারুণ আতপে তাঁহার বা তদীয় সৈন্যের গতিরোধ হইল না। সেনাপতি সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তিতে উপেক্ষা করিয়া, ত্বরিতগতিতে গঙ্গার তটদেশে উপস্থিত হইলেন। দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরা তাঁহার আগমনসংবাদ জানিতে পারেন নাই, এজন্য সেনাপতির পার হওয়ার জন্য নৌকা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু এই অন্তরায় শীঘ্র বিদূরিত হইল। কার্যকুশল নীল এতদ্দেশীয় কতিপয় পোতবাহককে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিলেন। তাহারা একখানি নৌকা আনিয়া দিল, সেনাপতি কতিপয় পুরুষের সহিত ঐ নৌকায় অপর তটে উপস্থিত হইলেন। এদিকে দুর্গস্থিত ইংরেজেরা সংবাদ পাইয়া, নৌকাসংগ্রহ করিয়া দিলেন। এইরূপে সেনাপতি নীলের সমগ্র সৈনিক-দল নদী উত্তীর্ণ হইল। সেনাপতি

Russell, Diary in India, Vol. 1, p. 155.

এই সৈন্যসমভিব্যাহারে ঘর্মাক্ত কলেবরে ও নিরতিশয় পরিশ্রান্তভাবে দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। পথে তিনি অরাজকতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কোথাও ইউরোপীয়-দিগের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। সকল স্থানেই অশান্তি ও উচ্ছৃংখল-ভাবের বিকাশ হইয়াছিল। সেনাপতি এলাহাবাদে আসিয়াও সংস্থই গোলযোগপূর্ণ দেখিতে পাইলেন। এস্থলেও জনসাধারণের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয়-সূচক চিহ্নের অভাব ছিল না। ইউরোপীয়দিগের আবাসগৃহাবলী, বিপণিশ্রেণী ও কার্যালয়সমূহ বিপ্লবের বিকটভাব বিকাশ করিয়া দিতেছিল। সার্বজনীন উত্তেজনার সময়ে শৃংখলার মর্যাদা থাকে না। ইউরোপের চিরপ্রসিদ্ধ বালক্লাবা নামক স্থানে* যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে সভ্যতা-সম্পন্ন সৈনিক-পুরুষেরা ইহা অপেক্ষাও অধিকতর উচ্ছৃংখল-ভাবের পরিচয় দিতে সঙ্কুচিত হয় নাই।** এলাহাবাদের নিরক্ষর জনসাধারণ যে, উত্তেজনায় অধীর ও কুমন্ত্রণায় পরিচালিত হইয়া, বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিবে, তাহা কোনো অংশে বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সেনাপতি নীল এলাহাবাদের দুর্গ এখনও ইংরেজের হস্তে রহিয়াছে দেখিয়া, নিরতিশয় বিস্মিত হইলেন। দুর্গস্থিত শিখ সৈন্য যে, এরূপ অবস্থাতেও দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করে নাই, ইহাই তাঁহার অধিকতর বিস্ময়ের বিষয় হইল। দুর্গের প্রায় চতুর্দিক উত্তেজিত জনসাধারণে পরিব্যাপ্ত ছিল। যুদ্ধোন্মুখ সিপাহীরাও প্রতিমুহূর্তে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনের সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে-ছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া, মুহূর্তে মুহূর্তে গভীর আশঙ্কায় বিচলিত হইতেছিলেন। সেনাপতি ইহা দেখিয়া ভাবিলেন, ঈশ্বরের অসীম করুণায় দুর্গ হস্তগত রহিয়াছে। সেনাপতির উপস্থিতির পূর্বে দুর্গে কোনোরূপ শৃংখলা ছিল না। দুর্গের বাহির্ভাগে জনসাধারণ যেরূপ উত্তেজনার পরিচয় দিতেছিল, দুর্গস্থিত ইউরোপীয়েরাও উত্তেজনায় তদপেক্ষা অধিকতর অধীর হইয়া, অবাধে গর্হিতকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। এই সময়ে কেহ কাহারও অধীনতা স্বীকারে সম্মত হয় নাই। কেহ উচ্ছৃংখল ব্যক্তিদিগকে আত্মবশে রাখিয়া আপনার তেজস্বিতার পরিচয় দিতে উদ্যত হয় নাই। যে সকল ইউরোপীয় আপন ইচ্ছায় সৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নিকট সুনীতি বা সুশৃংখলার আদর ছিল না। অনিয়মিত সুরাপান ও যথেচ্ছ-ব্যবহারে বিষয়াই তাহারা সমুদায় বিশৃংখল করিয়া তুলিতেছিল। বিলুণ্ঠন, বিধ্বংস ও বিরুদ্ধাচার তখন তাহাদের নিকট দোষ বলিয়া পরিগণিত ছিল না; তাহারা যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও আপনাদিগকে যুদ্ধবীরের সম্মানিতপদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, নিরীহ লোকের শোণিতপাত পূর্বক আত্মগর্বের পরিচয় দিতেছিল। তাহাদের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হইয়া, শিখ সৈন্যের অধ্যক্ষকে গুলি করিবার জন্য পিস্তল গ্রহণ

* বালক্লাবা ক্রিমিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত। সিবাস্টোপল হইতে তিন মাইল দূরবর্তী। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (এক পক্ষে রুশিয়া অপর পক্ষে ইংরেজ ও ফরাসী তুরস্ক ও সার্দিনিয়াবাসী) এইস্থলে ইংরেজদিগের রণতরী সকল ছিল।

** *Ru sell, Diary in India. Vol. I, p. 156.*

করিতেও সঙ্কুচিত হয় নাই। তাহারা শিখদিগের সহিত দুর্গস্থ দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠনেও কাতর ছিল না! দুর্গের বহুমূল্য কাষ্ঠময় দ্রব্যসকল বিচূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। মালগুদামের দ্রব্যাদি অস্বামিক দ্রব্যের ন্যায় সকলের হস্তগত হইতেছিল। শিখ সৈন্য সুরাপূর্ণ বোতল সকল বিলুণ্ঠিত করিয়া ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগের নিকট অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এইরূপে মদিরাস্রোত অবাধে প্রবাহিত হইতেছিল। ইওরোপীয়েরা নদীতটের সন্নিহিত গুদাম বিলুণ্ঠিত করিয়াছিল। ইহাদের এইরূপ যথেচ্ছাচার দেখিয়া শিখেরাও বিলুণ্ঠনব্যাপারে নিরস্ত থাকে নাই। দুর্গের কার্যপ্রণালী এরূপ বিশৃঙ্খল ছিল যে, এক ব্যক্তি দুর্গরক্ষার জন্য সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও খাদ্য-সামগ্রী প্রাপ্ত হয় নাই। তাহার স্ত্রী-পুত্র সমস্ত দিন অনাহারে ছিল। একজন সদাশয় খ্রীস্টধর্মপ্রচারক তাহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া, সেনাপতি সিমসনকে উক্ত বিষয় বিজ্ঞাপিত করেন। সেনাপতি অনেক কষ্টে তাহাকে দুর্গে লইয়া যান এবং আহারের জন্য একখানি রুটি দেন। কিন্তু মালগুদামের এক ব্যক্তি হতভাগ্যের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিতে অসম্মত হয়; যেহেতু তাহারা দুর্গরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহে। এইরূপ অপূর্ব হেতুবাদ দেখাইয়া তখন সকলেই সর্ববিধ অপকার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিল। যুদ্ধবীর সেনাপতির শাসনেও এই যথেচ্ছাচার-স্রোত নিরুদ্ধ হয় নাই। দুর্গস্থিত ইউরোপীয় ও শিখ সৈন্য এলাহাবাদের উত্তেজিত জনসাধারণের ন্যায় উগ্রভাবের পরিচয় দিতেছিল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য জনগণ যখন কাহারও বশ্যতা স্বীকার না করিয়া, স্বাধীনভাবে কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন বলবতী উত্তেজনায় তাহারা সহজেই ভয়ঙ্করভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। তাহাদের ঈদৃশ ভাব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু দূরদর্শী সভ্যতাভিমানী ও সুদক্ষ সেনাপতির শাসনে যখন সর্ববিধ্বংসকর যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয়বৃদ্ধি হয়, তখন কেহই উহার জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন না। তেজস্বী বীরপুরুষের অধীন শিক্ষিত সৈনিক-দলের এইরূপ পশুবৎ ব্যবহার ইতিহাসে সর্বদা নিন্দনীয় হইয়া থাকে। উপস্থিত সময়ে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্য এইরূপ নিন্দনীয় হইয়াছে। সেনাপতি নীল এই বিশৃঙ্খল কার্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া, আপনাদের প্রাধান্য সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত যথেচ্ছাচারী ইউরোপীয়দিগের শাসনের মনোনিবেশ করেন।

সেনাপতি নীল সর্বপ্রথম এলাহাবাদের দুর্গ সুরক্ষিত ও নিরাপদ করিতে উদ্যত হইলেন। দারাগঞ্জ নামক স্থান, নগরের উচ্ছৃঙ্খল ও যুদ্ধোন্মত্ত লোকে পরিপূর্ণ ছিল। উহাদের দূরীকরণ জন্য সেনাপতি ১২ই জুন প্রাতঃকালে আপনার সমভিব্যাহারী একদল সৈন্য ও কতিপয় শিখকে পাঠাইয়া দিলেন। প্রেরিত সৈন্য দারাগঞ্জ হইতে উচ্ছৃঙ্খল লোকদিগকে দূরীভূত করিল, একটি পল্লী ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল, এবং নৌসেতু আপনাদের অধিকারে আনিল। নীল অতঃপর ঐ সেতু সংস্কৃত করিয়া উহার রক্ষার জন্য কতিপয় শিখ সৈন্য রাখিয়া দিলেন। শিখেরা এ পর্যন্ত দুর্গমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহারা হিন্দুস্থানী সিপাহিদিগের নিরস্ত্রীকরণে সবিশেষ

কার্যতৎপরতা দেখাইয়াছিল। ইহাদের বিশ্বাস ছিল যে, ইহারা স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-দলভুক্ত ইউরোপীয়দিগের ন্যায়, দুর্গে থাকিয়াই, স্বেচ্ছাচারিতাসহকারে সুরাপানে ও গবর্ণমেণ্টের মালগুদামের দ্রব্যগ্রহণে আমোদিত থাকিবে। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহাদের ব্যবহারে সন্দিহান হইলেন। যাহারা যুদ্ধোন্মুখ সিপাহিদিগকে দুর্গ আক্রমণে বাধা দিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিয়া, প্রভুভক্তির নিদর্শন দেখাইয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে আদিষ্ট হইল। কিন্তু শিখেরা সহসা এই আদেশ পালনে সম্মত হইল না। সেনাপতি নীল ক্লাইবের ন্যায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি আপনার সঙ্কল্প সহজে পরিত্যাগ করিলেন না। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এই সময়ে দুর্গে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না, সৈনিকদলের মধ্যে পানদোষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। শিখেরা গুদামের উৎকৃষ্ট সুরাপূর্ণ বোতল সকল সংগ্রহপূর্বক, ঐ সুরাপানে নিরন্তর পরিতৃপ্ত হইতেছিল। সেনাপতি নীল শিখদিগকে প্রার্থনানুরূপ মূল্য দিয়া, ঐ সুরা গুদামে রাখিতে গুদামের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি আদেশ দিলেন। এই আদেশে শিখ সৈন্য সন্তুষ্ট হইল। এ দিকে তাহাদের অধিনায়কও তাহাদিগকে দুর্গের বহির্ভাগে থাকিতে, অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহারা অতঃপর কোনোরূপ আপত্তি না করিয়া দুর্গের বহিঃস্থিত বাটীতে যাইয়া বাস করিতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে তাহাদের বিলুণ্ঠন প্রবৃত্তি তিরোহিত হইল না। তাহারা ইউরোপীয়দিগের দ্রব্যাদির বিলুণ্ঠনে নিবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু দুর্গের বহির্ভাগে পল্লীসমূহ বিলুণ্ঠিত ও বিদগ্ধ করিতে বিরত থাকিল না। তাহারা মূষিকদলের ন্যায় বিশৃঙ্খলভাবে চারিদিকে প্রধাবিত হইত এবং পল্লীবাসীদিগের যে সকল দ্রব্য দেখিত, তৎসমুদয়ই লুঠিয়া আনিত। তাহাদের গন্তব্য পথ অবরুদ্ধ হইল, তথাপি তাহারা বিলুণ্ঠনের আশায় জলাঞ্জলি দিল না। তাহাদের অধিনায়ক তাহাদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে একান্ত অসমর্থ হইলেন। শিখদিগের ন্যায় ইউরোপীয় সৈনিক-দলও অধিনেতাদের আদেশপালনে আগ্রহপ্রকাশ করিত না। এই সময়ে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার নিমিত্ত গরুর গাড়ি সাতিশয় আবশ্যক হইয়াছিল, অনেক স্থলে গাড়ি বা বলদ, কিছুই পাওয়া যাইত না। সুতরাং ইউরোপীয় যোদ্ধার ন্যায় বলদও অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ইউরোপীয় সৈনিক-দল এরূপ উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিল যে, তাহারা এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় জীবের প্রতি গুলি নিক্ষেপ করিতেও সঙ্কুচিত হইত না। তাহাদের ঈদৃশী উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া, সেনাপতি নীল তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, যদি তাহারা সুব্যবস্থিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের কয়েকজনকে বন্দুকের গুলিতে বা ফাঁসকাষ্ঠে বধ করা হইবে।

শিখদিগকে দুর্গ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া, সেনাপতি নীল বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি ১৫ই ও ১৭ই জুন আপনাদের বালক-বালিকা ও কুলনারীদিগকে দুইখানি জাহাজে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। জাহাজের নাবিকেরা মুসলমান ছিল। তাহাদের প্রতি সর্বাংশে বিশ্বাস না থাকাতে, ১৭ জন বিশ্বস্ত রক্ষক যাত্রীদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ

মুখোপাধ্যায় নামক একজন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী রক্ষক ছিলেন, ইনি উক্ত কুলনারী ও বালক-বালিকাদিগের প্রতি যথোচিত যত্নপ্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহা হউক, কর্নেল নীল এদিকে যমুনার বামতটবর্তী কিদগঞ্জ এবং মুলগঞ্জ নামক পল্লীস্থিত বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করেন। বিপক্ষেরা পল্লী হইতে দূরীভূত হয়। সেনানায়ক নীল অতঃপর জলপথ নিরাপদ রাখিবার জন্য একখানি জাহাজে একটি কামানসহ কতিপয় সৈনিক-পুরুষকে পাঠাইয়া দেন। ইহারা কামান লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হয়, এবং জাহাজের দক্ষিণে ও বামে, উভয় দিকেই গুলিনিক্ষেপ করিয়া, বিপক্ষদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। স্থলপথে কতিপয় পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরিত হয়। পদাতিকদিগের মধ্যে একদল শিখ ছিল; ইহারা অগ্রসর হইলে, বিপক্ষেরা প্রবলবেগে ইহাদিগকে আক্রমণ করে, কিন্তু শেষে শিখদের পরাক্রমে তাহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হয়। তাহারা রাত্রিসমাগমে কামান ও বন্দীদিগকে ফেলিয়া, স্থানান্তরে প্রস্থান করে। এই বন্দীদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত ষোড়শবর্ষীয় সৈনিক বালক ছিল।

সেনাপতি নীল এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া, এইরূপে একে একে নানাস্থানে আপনাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ই জুন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কোতোয়ালীতে উপস্থিত হন। বিপক্ষেরা পূর্বেই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বিনাবাধায় আপনার কর্মচারীদিগকে নির্দিষ্ট কার্যে নিবেশিত করেন। এই সময়ে ইংরেজের কামানের গোলায় অচিরাৎ সমগ্র নগর বিধ্বস্ত হইবে বলিয়া জনরব প্রচারিত হয়। এই জনরবের উৎপত্তি কোথা হইতে হইয়াছিল, তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তির কল্পনায় অথবা যাহারা ইংরেজের বিপক্ষদিগকে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তাহাদের মন্ত্রণায় ইহার প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু জনরব যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, উহা সুনিপুণ ঐন্দ্রজালিকের মোহিনী শক্তির ন্যায় দেখিতে দেখিতে সকলকেই বিমুগ্ধ করিয়াছিল। নগরবাসিগণ ঐ জনরবে সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল। মৌলবী ও তাঁহার সহকারিগণ সাধারণের ভয় নিবারণের অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। নগরবাসিগণ ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, চারিদিকে পলাইতে লাগিল। সেই দিন নগরের কোনো গৃহেই একটি মানুষ রহিল না। সায়ংকালে নগরের কোনোস্থানেও একটি আলোক পরিদৃষ্ট হইল না। লিয়াকৎআলি অধীর-হৃদয়ে ও দুঃসহ মনোদুঃখে কানপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন*। তাঁহার দুইজন সহকারী ইতঃপূর্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

* মৌলবী এসম্বন্ধে লিখিয়াছেন ঃ—'কতিপয় দুষ্ট লোক "অভিশাপগ্রস্তদিগের" পক্ষ অবলম্বন পূর্বক ঘোষণা করিয়াছিল যে, ইংরেজেরা নগরধ্বংসের জন্য দুর্গস্থিত কামান সকল প্রস্তুত করিতেছে। রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতেই তাহারা নগরে গোলাবৃষ্টি করিবে ঘোষণাকারিগণ আপনাদের বাক্যের দৃঢ়তা স্থাপনজন্য গৃহ ও সম্পত্তিরক্ষার ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পিত করিয়া অনুচরগণের সহিত প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। এই আশঙ্কাজনক সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও, নগরবাসিগণ পরিজন ও দ্রব্যাদি লইয়া পলায়ন করিতে থাকে।'

একটি সুদৃশ্যপরিচ্ছদধারী, সুন্দর যুবক শিখদিগের অধিনায়কের নিকট বন্দিভাবে আনিত হন। ইঁহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইনি সেনানায়কের নিকটে মৌলবীর ভ্রাতুষ্পুত্র বলিয়া পরিচিত হন। সৈন্যাধ্যক্ষ ইঁহাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই কারাগারে আবদ্ধ করিতে আদেশ দেন। যখন শিখ সৈন্য অধিনায়কের আদেশে ইঁহাকে কারাগারে লইয়া যায়, তখন ইনি সহসা বলপূর্বক হস্তদ্বয়ের বন্ধনচ্ছেদ পূর্বক প্রবল-পরাক্রমে আপনার বন্ধনকারীদিগের একজনকে আঘাত করেন। সেনানায়ক ইহা দেখিয়াই বিদ্যুদ্বেগে নিকটে উপস্থিত হন, এবং ইঁহার হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, সবেগে ইঁহাকে ভূতলে পাতিত করেন। শিখেরা এই অবসরে আপনাদের পদস্থিত অনুপদীনা দ্বারা ইঁহার মস্তক এরূপ মর্দিত করে যে, মুহূর্ত মধ্যে ইঁহার মস্তিষ্ক বিচ্ছিন্ন ও বহির্গত হয়। অতঃপর ইঁহার শব বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্ত হয়*।

১৮ই জুন সেনাপতি নীল সমগ্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হন। তিনি একদল সৈন্য দরিয়াবাদ, সৈদরবাদ ও রসুলপুর নামক পল্লী আক্রমণ জন্য প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যসহ নগরে অগ্রসর হন। নগর এখন নীরব ও নির্জন ছিল। উত্তেজিত অধিবাসিগণ আবাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিয়াছিল। বাতাবর্তের পর প্রকৃতি যেরূপ নিস্তব্ধভাব ধারণ করে, সৈনিক-নিবাস ও কাওয়াজের ক্ষেত্র সেইরূপ নিস্তব্ধভাবে ছিল। সেনাপতি পরিত্যক্ত সৈনিক-নিবাসে পুনর্বার সৈনিক-দল নিবেশিত করিলেন। শাসনবিভাগের রাজকর্মচারিগণ পুনর্বার আপনাদের কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কাওয়াজের ক্ষেত্রে পুনর্বার ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত সৈনিক-পুরুষদিগের সমাগম হইতে লাগিল। গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে পুনর্বার ইংরেজের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। এলাহাবাদে যুদ্ধ শেষ হইল। কিন্তু, ইংরেজ-রাজপুরুষদিগের বলবতী প্রতিহিংসার অবসান হইল না। উত্তেজিত জনসাধারণ যেরূপ নিষ্ঠুরতাসহকারে ফিরিঙ্গী হত্যা করিয়াছিল, রাজপুরুষগণ এখন জনসাধারণের হত্যায় তদপেক্ষা অধিকতর নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। দুই সপ্তাহ পূর্বে তাঁহারা নগর হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের আশ্রয়-দুর্গ চারিদিকে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাদের আবাসগৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের আত্মীয়গণ যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিদিগের হস্তে নিপীড়িত, নিগৃহীত বা নিহত হইয়াছিল। দুই সপ্তাহ পরে যখন তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে বিমুক্ত হইলেন, তাঁহাদের ক্ষমতা যখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও তাঁহাদের অধ্যুষিত নগর যখন পুনরধিকৃত হইল, তখন তাঁহারা অসঙ্কুচিতচিত্তে নিরক্ষর ও প্রধানতঃ নিরীহ অধিবাসীদিগের শোণিতপাতে অগ্রসর হইলেন। বিপ্লবের প্রতিঘাতে আবার ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইল। উদারতা ও ন্যায়পরতা-সহকৃত-দয়া, যে স্থলে শান্তির রাজ্য অব্যাহত ও পবিত্রতায় পরিশোভিত রাখিতে পারিত, যে স্থলে ঘোরতর প্রতিহিংসা সহকৃত পাপময়

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 299.*

কার্যপরম্পরার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল।

ইংরেজ যখন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে আপনাদের জীবনরক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন কলিকাতার মন্ত্রিসভা বিপক্ষদিগকে কঠোর শাস্তি দিবার জন্য কঠোরতর আইন প্রচার করেন। এই আইনের বলে জনসাধারণের অমূল্য জীবন বিচারপতিদের হস্তে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া উঠে। এলাহাবাদ বিভাগে এখন এই কঠোরতর আইন প্রচারিত হইল। কেবল সেনাপতি নীল এই আইনে বিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করেন নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতীত বিচারাধ্যক্ষ, তাঁহার সহকারী, এমন কি, বিচারবিভাগের বহির্ভূত লোকের হস্তেও এই আইন পরিচালনের ভার সমর্পিত হইল। বিভাগের কমিশনর, জজ, সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট,, সিবিল সার্জন সকলেই উপস্থিত আইনের মহিমায়, মানবের অমূল্য জীবনের বিধাতা-পুরুষ হইয়া উঠিলেন। এই সকল বিচারক উত্তেজিত জনসাধারণের আক্রমণে আপনার গৃহ সকল বিলুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইতে দেখিয়াছিলেন, আপনাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ব্যস্ততার সহিত দুর্গে আনিবার কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতিহিংসা ইঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ইঁহারা সমস্ত কৃষ্ণবর্ণ লোককেই ঘোরতর শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। যাঁহারা এইরূপ শাত্রববুদ্ধিতে বিচলিত হইয়া বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে উন্মুখ ছিলেন, তখন তাঁহারাই জনসাধারণের জীবনরক্ষণ বা হরণের জন্য বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইলেন।

উপস্থিত সময়ে ঐ সকল ব্যক্তির হস্তে উক্তরূপ কঠোরতম শক্তির পরিচালনের ভার সমর্পণ করা গবর্নমেন্টের উচিত হয় নাই। যাহারা সর্বত্র বিপ্লবের বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া সঙ্গত। কিন্তু, এইরূপ শাস্তি প্রদানের সময়ে সুবিচারের সম্মান রক্ষা করাও কর্তব্য। শত অপরাধীর বিমুক্তি হয়, তাহাও ভাল, তথাপি একটি নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড সন্নীতির অনুমোদিত নহে। গবর্নমেণ্ট এ সময়ে যে উদ্দেশ্যে উপস্থিত আইন প্রচার করিয়াছিলেন, যদি দূরদর্শী, উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে উহার পরিচালন ভার থাকিত, তাহা হইলে গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য সর্বাংশে সিদ্ধ হইত। কিন্তু সদ্বিবেচনা ও ধীরতার অভাবে তাহা হয় নাই। যে বিধি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ও রক্ষণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছিল, বিচারের দোষে তাহা শিষ্টের প্রাণহরণেরও প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। প্রতিদিন বহুসংখ্যক ব্যক্তির অমূল্য জীবন বিনাশ হইতে থাকে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, গবর্নর জেনেরলের বিনা অনুমতিতে প্রাণদণ্ড হইবে না। কিন্তু সেনাপতি নীল এই ঘোষণায় মনোযোগ দেন নাই। এই সময় পরলোকগত মাহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়ট সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি নির্ভীকচিত্তে গভীর ঘৃণা ও বিরাগের সহিত আপনার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে ঐ বিষয়-সম্বন্ধে এইভাবে লিখিয়াছিলেন, 'যদি গবর্নর জেনেরল গ্রাণ্ট সাহেবের (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্নর) আদেশরক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও স্থানান্তরিত করা উচিত। যদি এতদ্দেশীয়দিগকে ধ্বংস

করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি নীলের বৈরনির্যাতন প্রণালী-অনুসারে কার্য করা হয়, তাহা হইলে লর্ড কানিঙ্‌ ও তাঁহার সদস্যগণ যেন কতিপয় কসাইর হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া এদেশ হইতে শীঘ্র প্রস্থান করেন। কিন্তু যদি তাঁহারা এখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ রাজমুকুটের মণিস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাহা হইলে করুণাদেবতা যুদ্ধদেবতার স্থান অধিকার করিয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লোকদিগকে সর্বধ্বংস হইতে রক্ষা করুন*।' স্বদেশহিতৈষী, রাজনীতিজ্ঞ, লোকশ্রেষ্ঠের আবেগময়ী লেখনী হইতে একসময়ে এইরূপ মর্মস্পর্শী বাক্য নির্গত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে সেনাপতি নীল ব্যতীত আরও অনেকে সর্ববিধ্বংসের বিকটভাব বিস্তার করিয়া, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা, সকলকেই সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন**। ঘোরতর প্রতিহিংসায় তাঁহাদের বিবেক বিনষ্ট হইয়াছিল, এবং গভীর উত্তেজনার ভয়াবহ তরঙ্গে তাঁহাদের ন্যায়পরতা, সমদর্শিতা ও উদারতা ভাসিয়া গিয়াছিল।

বিচার বিভাগের বহির্ভূত যে তিনজনের হস্তে সামরিক আইন পরিচালনের ভার ছিল, তাহাদের একজন ৬০ জনের, আর একজন ৬৪ জনের এবং সিবিল সার্জন ৫৪ জনের ফাঁসীর আদেশ দেন। এই সকল লোকের অপরাধের বিবরণ এবং সাক্ষীদিগের জবানবন্দী কোনো কাগজপত্রে রক্ষিত হয় নাই। এক ব্যক্তির নিকটে এক থলিয়া নূতন পয়সা ছিল বলিয়া, তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হয়। বিচারক মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছে, অথবা সিপাহীরা পয়সা ফেলিয়া টাকা লইবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে, উক্ত ব্যক্তি ঐ পয়সার থলিয়া কুড়াইয়া লইয়াছে। গবর্নমেন্টের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার এক মাসেরও অধিককাল পরে, একদিন পনর জনকে, তৎপরদিন

* শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল সান্যাল প্রণীত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী, ১২ পৃষ্ঠা।

** ১৭ই জুন সেনাপতি নীল আপনার দৈনন্দিন লিপিতে উল্লেখ করিয়াছিলেনঃ— 'বিদ্রোহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার অপরাধে সৈয়দ ইসু আলি নামক একজন সোয়ার আমার সমক্ষে বিচারার্থ আনীত হয়। এ ব্যক্তি কুড়ি বৎসরকাল গবর্নমেন্টের কর্ম করিয়াছিল। আমি অবিলম্বে উহাকে ফাঁসী দিবার আদেশ দিই। এই ব্যক্তিকে লইয়া আমি ছয় জনের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছি। আমাকে যে, এরূপ কার্য করিতে হইবে, তাহা আমি কখনও ভাবি নাই। ঈশ্বর দেখিবেন, আমি ন্যায়পরতার সহিত কার্য করিয়াছি। আমি জানি, যে, আমাকে বিশেষ কঠোরতার পরিচয় দিতে হইয়াছে; কিন্তু সমস্ত বিষয় দেখিলে আমার অপরাধ মার্জনীয় হইবে, স্বদেশের মঙ্গল এবং স্বদেশের ক্ষমতা ও প্রাধান্যরক্ষার নিমিত্ত আমাকে এরূপ করিতে হইয়াছে। ইত্যাদি।' কে সাহেব এই লিপি উদ্‌ধৃত করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সেনাপতি নীলের ধর্মভয় ও দায়িত্ববোধ ছিল। সেনাপতি বহুসংখ্যক লোকের প্রাণদণ্ড করেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে সাধারণ বিশ্বাস অন্যরূপ। —*Kaye. Sepoy War, Vol. II, p. 269, note.*

আঠাশ জনকে বিদ্রোহ ও ধনাগার লুণ্ঠন অপরাধে ফাঁসী দেওয়া হয়। কিন্তু ইহারা যে, বিপক্ষ সিপাহী, তৎসম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ঐ অপরাধে আর একদিন তের জনের ফাঁসী হয়।।

উত্তেজিত সিপাহীদিগকে নদী পার করিয়া দিবার অপরাধে বিচারকের আদেশে ছয়জন ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। উপস্থিত সময়ে ফাঁসীই প্রত্যেক অপরাধীর একমাত্র শাস্তি ছিল। প্রত্যেক অপরাধীর বিচার সময়ে তাহার অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, এবং যথোপযুক্ত প্রমাণাদি লইয়া যথোচিত দণ্ড বিহিত হইত, তাহা হইলে কোনো কথা ছিল না। কিন্তু এ সময়ে উক্তরূপ কার্যপদ্ধতির অনুসরণ করা হয় নাই। বিচারক অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বোধহয় আপনার হৃদয়গত বেদনা ও উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। বিপ্লবের ছয় মাস পরে জজের আদেশে ১০০ জন এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে ৫০ জনের ফাঁসীর আদেশ হয়। উপস্থিত স্থানে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্যান্য নগরে একটি বৃহৎ ফাঁসিকাষ্ঠ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ ভীষণ বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দলে দলে ফাঁসিকাষ্ঠে লম্বমান হইতেছিল। পূর্বোক্ত বিচারকদিগের একজন এই সময়ে লিখিয়াছিলেন, 'যে সকল পল্লীর অধিবাসী আমাদের বিপক্ষতা করিয়াছে, আমরা সেই সকল পল্লীর অধিবাসীদিগকে বিদগ্ধ ও বিনষ্ট করিয়াছি। এইরূপে আমরাও আমাদের প্রতিহিংসার তৃপ্তি করিয়াছি। যাহারা গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ ও গবর্নমেণ্টের অনুগত ব্যক্তিদিগের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, আমি তাহাদের বিচারকার্যে নিযুক্ত হইয়াছি। আমরা প্রতিদিন ৮।১০ জনের ফাঁসী দিয়াছি। প্রাণরক্ষণ প্রাণহরণের ভার আমাদের হস্তে আসিয়াছে। আমি নিশ্চিত বলিতেছি যে, অপরাধীদিগের কাহারও জীবনরক্ষা করা হইবে না। সরাসরি বিচারে প্রত্যেক অপরাধীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইতেছে। দণ্ডিত ব্যক্তির গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে গাছের নীচে গাড়ির উপর দণ্ডায়মান রাখা হয়; শেষে গাড়ি চালাইয়া দিলে সে ফাঁসবদ্ধ হইয়া ঝুলিতে থাকে *।' সুযোগ্য বিচারক আপনার প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত করিয়া, এইরূপ গর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৈনিক কর্মচারিগণ অপেক্ষা দেওয়ানী কর্মচারিগণই সর্বধ্বংসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। জল্লাদ ও মুদ্দফরাশদিগের বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই বিষয় গবর্নমেণ্টের গোচর করিবার সময়ে, ম্যাজিস্ট্রেট্ এই হেতুবাদ দেখাইয়াছিলেন যে, এতদ্দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে ফাঁসী দিতে দশ টাকা বাঁচিয়া যাইবে। ব্যয়সংক্ষেপের সহিত এইরূপে লোকসংক্ষেপ করা হইয়াছিল।

এই সময়ে একজন বাঙালী মুনসেফ্ বিশিষ্ট সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন। ইনি আপনার তত্ত্বাবধানে সৈনিক-দল সংঘটিত করেন, তাহাদিগকে সুনিয়মে পরিচালিত করিতে উদ্যত হন, এবং বিপক্ষের ক্ষমতা বিনষ্ট করিয়া আপনার

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 301.*

বীরত্বকীর্তিতে গৌরবান্বিত হইয়া উঠেন। ইঁহার নাম প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি হুগলি জেলার অন্তর্গত উত্তরপাড়ার সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার সাহস ও বীরত্বের পরিচয়সূচক 'যুদ্ধকারী মুনসেফ' বলিয়া অভিহিত হন। বাবু প্যারীমোহন উত্তরপাড়ার ইংরেজি বিদ্যালয়ে তৎপরে কলিকাতাস্থিত হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। সিপাহী যুদ্ধের সমকালে ইনি এলাহাবাদের মুনসেফ ছিলেন। গবর্নমেণ্ট ইঁহাকে জায়গীর দিয়া, এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া ইঁহার সাহস ও পরাক্রমের সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন*।

কলিকাতা রিভিউ নামক সাময়িক পত্রের একজন সদাশয় লেখক এই 'যুদ্ধকারী মুনসেফে'র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'দেওয়ানী আদালতের এতদ্দেশীয় বিচারক, একজন বাঙালী বাবু, এসময়ে আপনার ক্ষমতা ও সাহসে সর্বজনসমক্ষে এরূপ সুপরিচিত হন যে, তিনি 'যুদ্ধকারী মুনসেফ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি কেবল সাহসসহকারে আপনাদের অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করেন নাই, অধিকন্তু আক্রমণের প্রণালী অবধারিত করিয়াছেন, পল্লীসমূহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছেন, ইংরেজিতে ঘটনার বিবরণ সহ স্বাভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া, অধীন ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছেন এবং শাসনকার্যে ক্ষমতা ও আপনাদের প্রসিদ্ধ জাতীয় গুণ—বুদ্ধি প্রাখর্য দেখাইয়াছেন**।' উপস্থিত সময়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের রাজকীয় কার্যালয়-সমূহে বাঙালীর সংখ্যাই অধিক ছিল। সিপাহী যুদ্ধের সময়ে এই প্রদেশের কোনো স্থলেই ইহাদের বিপক্ষতাচরণের নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয় নাই। ইহারা সর্বান্তঃকরণে আপনাদের চিরন্তন রাজভক্তির সম্মানরক্ষা করিয়াছিলেন***।

সুসভ্য ব্রিটিশ বাহাদুরগণ এইরূপ বিধ্বংস-ব্যাপারে আপনাদের সভ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিপক্ষগণ তাঁহাদের ন্যায় সভ্যতাগৌরবে উন্নত ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় হিতাহিত নির্ধারণে পারদর্শী ছিল না, তাঁহাদের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্রে, বলীয়ান ও সহায়সম্পন্ন ছিল না। তাহাদের স্বাধীনতা-স্পৃহা থাকিতে পারে, দেশহিতৈষিতার জন্য একাগ্রতা থাকিতে পারে, স্বধর্ম রক্ষার জন্য একপ্রাণতা থাকিতে পারে; কিন্তু তাহারা যে, অনেক সময়ে গভীর উত্তেজনায় সভ্যতার চিহ্ন সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। তাহারা বলবতী প্রতিহিংসায় ইউরোপীয়দিগকে যারপর নাই দুরবস্থাপন্ন করিয়াছিল, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিল; বিদেশিনী কুলকন্যা ও বিদেশী শিশু-সন্তানগুলিকে তরবারির আঘাতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। বাণিজ্যলক্ষ্মীর প্রসাদে যে স্থান সর্বদা শ্রীসম্পন্ন থাকিত, শান্তির মহিমায় যে স্থানে লোকে নিরাপদে বাস করিত, সভ্যতার গৌরবে যে স্থান সর্বদা

* *A Hindu, Mutinies and the People, p. 141.*

** *Calcutta Review, Vol. XXXI, p. 69.*

*** *Ibid p. 68.*

সভ্যসমাজে পরিকীর্তিত হইত, তাহাদের আক্রমণে সে স্থানের শৃঙ্খলা ও শান্তি বিলুপ্ত হয়, এবং সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু কেবল ভারতের ইতিহাসেই ভয়াবহ বিপ্লবের এইরূপ লোমহর্ষণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এগুলি বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ঘটনার বর্ণনা দেখা যায়। বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায়, নরনারী ও বালক-বালিকা হত্যার বর্ণনা রহিয়াছে। সভ্যতাসম্পন্ন রোমসাম্রাজ্যেও যে, এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য সম্পাদিত হইত, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের ভূপতি প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে আয়র্লণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের প্রতি তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী কাথলিক ধর্মসম্প্রদায় যে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া, ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠক আজ পর্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকেন*। সুসভ্য দেশের বিপ্লবের সংঘাতে যখন অবাধে এইরূপ ভয়াবহ কার্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, নিরপরাধা কুলনারী ও নিরীহ শিশু-সন্তান পর্যন্ত যখন উত্তেজিত লোকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তখন ভারতের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিদল ও উত্তেজিত জনসাধারণ যে, আপনাদের চিরন্তন ধর্ম, আপনাদের চিরমান্য আচার ও আপনাদের চিরাগত সম্পত্তি রক্ষার জন্য ফিরিঙ্গিদিগের হত্যায় উদ্যত হইবে, তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাহারা নিত্যসন্দিগ্ধ ও নিত্যকৌতূহলপর। ভূয়োদর্শিতায় তাহাদের অভিজ্ঞতার বৃদ্ধি হয় নাই, কার্যকারণের পরিজ্ঞানে তাহাদের চিত্ত সুব্যবস্থিত হইয়া উঠে নাই, বা ধীরতায় ও সদ্বিবেচনায় তাহাদের হৃদয় প্রশান্তভাব অবলম্বন করে নাই। তাহারা ইংরেজের দুরবগাহ রাজনীতির মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া, বিভীষিকাময়ী কল্পনায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের কেহ কেহ ইংরেজের কার্যপ্রণালীর দোষে আপনাদের সর্বনাশ হইবে মনে করিয়া, সংহারকার্যে উদ্যত হইয়াছিল, কেহ কেহ ক্ষমতাচ্যুত বা সম্পত্তিচ্যুত লোকের উত্তেজনায় অসিপরিগ্রহ করিয়াছিল, কেহ কেহ ইচ্ছা না থাকিলেও, আপনাদের সম্পত্তিনাশের আশঙ্কায় উন্মত্ত লোকের সহিত মিশিয়াছিল, কেহ কেহ সম্পত্তিলুণ্ঠনে আপনাদিগকে সহসা সমৃদ্ধ করিবার আশায়, কেহ কেহ বা আত্মীদিগের প্ররোচনায় বিপ্লবের বিস্তারে উদ্যত হইয়াছিল। যখন প্রধান প্রধান নগরে সিপাহিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রপরিগ্রহ করিতেছিল, ইউরোপীয় সৈন্য যখন যথাসময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিল, তখন এই জনসাধারণ অন্য কোনো উপায় না দেখিয়া, উত্তেজনার স্রোতে ভাসমান হইয়াছিল। রোমকগণ ব্রিটিশ দ্বীপ পরিত্যাগ করিলে ব্রিটনদিগের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, উপস্থিত সময়ে উক্ত জনসাধারণও সেইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিল**। ইহাদের কোনো সৎপরামর্শদাতা ছিল না, কোনো উদ্ধারকর্তা ছিল না, সম্পত্তি ও সম্মানরক্ষার

* *Calcutta Review, Vol. XXXI, p. 80.*

** *Calcutta Review, Vol. XXXI, p. 84,*

কোনোরূপ অবলম্বন ছিল না। ইহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশ্যম্ভাবী ঘটনার অনুবর্তী হইয়াছিল। শেষে ইংরেজের হস্তে ইহাদের সর্বনাশ হয়। ইহারা যে পরিজনবর্গের রক্ষার জন্য সিপাহিদিগের পক্ষ সমর্থনে উদ্যত হইয়াছিল, যে সম্পত্তি নির্বিবাদে ভোগ করিবার আশায় সিপাহিদিগের কার্যের অনুমোদন করিয়াছিল, ইহাদের সেই পরিজনবর্গ শেষে উৎসন্ন এবং সেই সম্পত্তি শেষে পরহস্তগত বা ভস্মীভূত হয়। ইহারাও শেষে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইতে থাকে। ইংরেজ ইহাদের সম্বন্ধে কোনো অংশে দয়াপ্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা যুবক, বৃদ্ধ সকলকেই সমভাবে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন। পল্লীদাহে নিরাশ্রয় বালক-বালিকা পর্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইংরেজ তখন এই বলিয়া গর্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন যে, 'নিগার নেটিবদিগের' সমূলে বিধ্বংস করা তাঁহাদের একটি আমোদ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা হৃষ্টান্তঃকরণে এই আমোদ উপভোগ করিয়াছেন*। অস্মদ্দেশের একজন গ্রন্থকার তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন যে, পথপার্শ্বে ও বাজারে যে সকল ব্যক্তিকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের শব গঙ্গায় ফেলিয়া দিবার নিমিত্ত আটখানি গাড়ি নিয়োজিত হয়। তিন মাস এই গাড়িতে প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ সকল শব লইয়া যাওয়া হয়। সরাসরি বিচারে ছয় হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল**। যুদ্ধের অবসানে ইংরেজ এইরূপে প্রতিহিংসা তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। বিলুণ্ঠন ও বিপ্লবের বিনিময়ে এইরূপে সর্বধ্বংস ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। উত্তেজনার পরিবর্তে এইরূপে সাধারণের সম্মুখে প্রচণ্ডভাব প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং লোকপালনী শক্তির পরিবর্তে এইরূপ সর্বসংহারিণী শক্তি আবির্ভূত হইয়া করুণার সম্মোহন ভাব অপসারিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

এলাহাবাদ বিভাগের সিপাহী যুদ্ধের সম্বন্ধে একজন সদাশয় সুলেখকের একটি প্রবন্ধ উপস্থিত যুদ্ধের অবসান-সময়ে কলিকাতা রিবিউ নামক প্রসিদ্ধ সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধোক্ত কোনো কোনো বিষয় পূর্বে লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক, প্রবন্ধের উপসংহারভাগে লেখক এলাহাবাদ বিভাগের লোকহত্যার সম্বন্ধে এই-ভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেনঃ—'প্রত্যেক ইংরেজ কেবল স্বাধীন মানব নহেন, প্রত্যুত স্বাধীনতার প্রচারক। তাহারা যথেচ্ছাচার গবর্নমেণ্টের কর্মচারী হইলেও এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করেন যে, গবর্নমেণ্ট পিতৃভাবে প্রজাপালন করিয়া থাকেন। 'রাজনৈতিক বিষয়ে কোনো অপরাধ এ স্থানে পরিদৃষ্ট হয় না এবং প্রকৃতিবর্গও আপনাদের অবস্থায় সন্তুষ্ট', আর এই সকল কথা যেন প্রচারিত না হয়। যে নর-শোণিত পাত হইয়াছে, তাহা ভাগীরথীর জল-প্রবাহে বিধৌত হইবে না। অনন্ত কালস্রোতেও ১৮৫৭ অব্দ স্মৃতিপট হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই সময়ে শত শত ব্যক্তিকে বলপূর্বক বিনাশ করা হইয়াছে। আমরা চারিদিকে পরিবেষ্টিত, আক্রান্ত,

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol II, p. 270.*

** *Bholanath Chander, Travels of a Hindu, Vol. II, pp. 324-25.*

অপমানিত ও নিহত হইয়াছি ; ইহার বিনিময়ে আমরাও আসুরিক বলে ঐ সকল আক্রমণকারী, অবমাননাকারী ও হত্যাকারীকে বিদলিত করিয়াছি। আমরা তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইবার ও তাহাদের নিকটে বন্ধুভাবে অভিনন্দিত হইবার আশা করিতে পারি নাই। তাহাদের মধ্যে তাহাদের সন্তানবর্গের পিতৃ-স্বরূপেও অবস্থিতি করিতে পারি নাই। তাহারা যেমন আমাদের শোণিতপাত করিয়াছে, আমরাও সেইরূপ তাহাদের শোণিতপাত করিয়াছি। আমরা তাহাদের প্রতি ঘৃণাপ্রদর্শন করিয়াছি, তাহারাও আমাদের প্রতি এরূপ ঘৃণা দেখাইয়াছে যে, আমাদের মৃত্যু হইলেই যেন তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

'খ্রীস্টধর্মাবলম্বীর সহিত এতদ্দেশীয়দিগের এইরূপ যুদ্ধে করুণা, সমবেদনা ও খ্রীস্টধর্মের অনুশাসন সমূলে উৎপাটিত করিবার কল্পনা করা বড় ভয়ানক। যাঁহারা সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা করুণাময়ী দেবাঙ্গনা-স্বরূপ সদয়-প্রকৃতি নারীদিগের মুখে যখন সর্বজাতির, সর্বশ্রেণীর ধ্বংসকাহিনী শুনিয়াছেন ; তাহাদের প্রতি কিরূপ প্রতিহিংসা প্রদর্শিত ও তাহারা কিরূপে দলে দলে ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত হইয়াছে, যখন তাহার বিবরণ জানিয়াছেন, তখন তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছেন। মনুষ্যত্ব বিশ্বজনীন ধর্ম আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমরা এই সকল ব্যক্তিকে অরণ্য-পশু বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। কিন্তু এই পশুদিগের মধ্যেই আমাদের জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা ইহাদের হস্ত হইতেই খাদ্য-সামগ্রী গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের কার্যে, ইহারা আর আমাদের হত্যাকারী না হইলেই ভাল।

* * *

'যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল, কিংবা আমাদের ক্ষমতায় পরাজিত হইয়াছিল, অথবা আমাদের তরবারিতে, কামানে ও ফাঁসিকাষ্ঠে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের কাহারও সম্বন্ধে আমরা কোনোরূপ অনুসন্ধান বা কোনোরূপ বিচার করি নাই। তাহাদের অনেকেই স্পার্টাবাসীদিগের ন্যায় স্পর্ধাসহকারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল এবং জয়োল্লাসে আপনাদের অন্তিম সময়ের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা কিরূপ শক্তিসম্পন্ন, তাহা কেবল সেই অন্তর্যামী প্রধান পুরুষই জানিতেন। তাহাদের কেহই জীবন-ভিক্ষা করে নাই, কিংবা কোনো বিষয়ের বিনিময়ে জীবনরক্ষা করিতে যত্নবান্ হয় নাই। তাহারা অপরের জীবন যেমন তৃণবৎ জ্ঞান করিয়াছিল, আপনাদের জীবনও সেইরূপ তুচ্ছ বোধ করিয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল, যেহেতু তাহাদের অবলম্বনের আর কোনো পথ ছিল না, আত্মরক্ষার আর কোনো উপায় ছিল না এবং কোনো স্থলে করুণার কোমলভাবের বিকাশ ছিল না।

'আমাদের শাসকবর্গ ভাবিয়া দেখুন, তাঁহারা অনুন্নত ও অসভ্য জনগণের শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। বহুসংখ্যক সমৃদ্ধ নগর ও অসংখ্য পল্লী তাহাদের আবাস স্থল। তাহারা কার্যে চতুর, আচার-ব্যবহারে ভদ্র, যুদ্ধে সাহস-সম্পন্ন, মৃত্যুতে নির্ভয় এবং

ধর্মানুগত বিশ্বাসে অনমনীয়। হইতে পারে যে, তাহারা ন্যায়ানুগত বিরাগের বশবর্তী হইয়া আমাদের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। যেহেতু তাহাদের ধারণা ও আমাদের ধারণা এক নহে। তাহাদের দেবতা ও আমাদের দেবতা এক নহেন, তাহারা যে-ভাবে ন্যায়ান্যায়ের বিচার করে, আমরা সেভাবে ন্যায়ান্যায়ের বিচার করি না। আমরা এই সকল লোককে সমূলে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের স্থানে ইংরেজদিগকে উপনিবিষ্ট করিতে পারি না। আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ জনশূন্য করিয়া, উহাকে শান্তিময় বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারি না। অতএব আমরা যে নিরতিশয় অপকার্য করিয়াছি, তাহা অবশ্য স্বীকার করা উচিত। বিশ্বনিয়ন্তার হস্তই আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছে এবং এখনও রক্ষা করিতেছে। সেই সর্বনিয়ন্তা ভগবানই অপরাধের শাস্তি দিতেছেন এবং আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন। আমাদের ক্ষমতা, আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি, আমাদের মন্ত্রিগণের অভিজ্ঞতা, আমাদের বহুসংখ্যক সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও, দুর্বল, নিরক্ষর, বিভ্রান্ত, বিদ্রোহী বলিয়া কথিত এই সকল ব্যক্তির প্রতি দয়া ও ক্ষমাপ্রদর্শন করা উচিত*।'

উদার প্রকৃতি সহৃদয় লেখক এলাহাবাদবিভাগে এতদ্দেশীয়দিগের হত্যাকাণ্ডসম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। যতদিন ন্যায়পরতার সম্মান থাকিবে, দয়া ও উদারতা যতদিন লোকসমাজে চিরন্তন স্নিগ্ধভাবের পরিচয় দিবে, এবং সাধুতা ও সন্নীতি যত দিন পাপের প্ররোচনায় বিমুগ্ধ না হইয়া সর্বক্ষণ অটলভাবে রহিবে, তত দিন উক্ত লেখকের লেখনীবিনিঃসৃত বাক্যাবলী উপেক্ষিত হইবে না।

সেনাপতি নীল যখন এলাহাবাদের ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন, তখন তিনি কানপুর ও লক্ষ্ণৌস্থিত স্বদেশীয়দিগের অবশ্যম্ভাবী বিপদের বিষয় ভাবিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। তিনি ঐ দুই স্থলে সাহায্যকারী সৈনিক-দল পাঠাইবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু উপস্থিত সময়ে, এ বিষয়ে বিশিষ্ট সত্বরতাসহকারে কার্য করিবার সুবিধা ছিল না। লোকের অভাব না হইলেও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদির বড় অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। সৈন্যদিগের জন্য যথোচিত খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চিত ছিল না। এতদ্ব্যতীত অভিযান সময়ে যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, তৎসমুদায়ও সংগৃহীত ছিল না। রসদ-বিভাগের খাদ্যের জন্য অনেক বলদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রারম্ভেই তৎসমুদয় উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হয়। এইরূপে গাড়ি ও গরুর সংগ্রহে অনেক বিলম্ব হইল। যুদ্ধের গোলযোগে সৈন্যের ব্যবহারোপযোগী তাম্বু সকলও হস্তান্তরিত ও স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে একদিন যেমন সূর্যের উত্তাপে পৃথিবী বিদগ্ধ হইত, অপর দিন হয়ত নিরন্তর বৃষ্টিপাতে চারিদিক ভাসিয়া যাইত; সুতরাং প্রচণ্ড উত্তাপ ও অবিরল বৃষ্টিসম্পাতের মধ্যে সৈনিক-পুরুষদিগকে অগ্রসর হইতে হইত। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হইলে,

* *Calcutta Review, Vol. XXXI,—A district during a Rebellion, pp. 82-84.*

তাহারা সত্বরতা-সহকারে নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইতে পারিত না। কিন্তু এলাহাবাদের যুদ্ধে সম্পত্তি সকল বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রমজীবিগণ আতঙ্কে অধীর হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছিল, ব্যবসায়িগণ আপনাদের ব্যবসায়ে যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর যুদ্ধের অবসানে কর্তৃপক্ষ যে সর্ববিধ্বংসকর কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে অনেকে ভীত হইয়া স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিল। সুতরাং রসদবিভাগের কর্মচারিগণ শীঘ্র শীঘ্র কার্য করিবার জন্য লোক পাইলেন না, আবশ্যক দ্রব্যসংগ্রহ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা দ্রব্যাদির সংগ্রহ জন্য যে সকল ব্যক্তির সহিত পূর্বে চুক্তি করিয়াছিলেন, লোকসংহারে ইংরেজের তৎপরতা দেখিয়া, তাহারাও ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল এই সকল কারণে সাহায্যকারী সৈন্যের অভিযানে বিলম্ব হইতে লাগিল।

এই সময়ে আবার একটি অপ্রতিবিধেয় বিপদের সূত্রপাত হইল। সেনাপতি নীল যখন আবশ্যক দ্রব্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, তখন দুরন্ত বিসূচিকা রোগ তাঁহার সৈনিক-দলে প্রবেশ করিল। প্রচণ্ড উত্তাপে অবস্থিতি, পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও উত্তেজক সুরাপান, এই কারণ-সমষ্টিতে দুরন্ত রোগের ভয়ঙ্করভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক রাত্রিতে কুড়িজন একসঙ্গে সমাহিত হইল। চিকিৎসালয় ওলাউঠা রোগীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেনাপতি এই আকস্মিক বিপৎপাতে নিরতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ সময়ে এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ভিন্ন কোনো কার্য করিবার সুবিধা ছিল না। রোগীদিগকে লইয়া যাইবার জন্য ডুলির একান্ত অভাব হইয়াছিল। ডুলি পাওয়া গেলেও বাহক পাওয়া যাইত না। এদিকে প্রয়োজনীয় কার্যসম্পাদন জন্য সৈনিক-কর্মচারিদিগের অনুচর ও ভৃত্যসংগ্রহ করা সাতিশয় দুর্ঘট হইয়াছিল। ইংরেজের বলবতী প্রতিহিংসা দেখিয়া কেহই তাঁহাদের সম্মুখে যাইতে সাহসী হইত না। বিভীষিকার রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সকলেই প্রতিমুহূর্তে ইউরোপীয়দের হস্তে আপনাদের প্রাণনাশের আশঙ্কা করিতেছিল। এই সময়ে একজন রেলওয়ে কর্মচারী লিখিয়াছিলেন, 'সেনাপতি নীল আমাদের সকল সিবিল কর্মচারীকে দুর্গের বহির্দেশে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এই আদেশ অতি কঠোর হইলেও এতদ্দ্বারা আমাদের সমূহ কষ্টের অবসান হইয়াছিল। রাত্রিকালে আমরা দুর্গের ঢালুস্থানে কামানের পার্শ্বে নিদ্রিত থাকিতাম। পুরুষেরা পর্যায়ক্রমে স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের রক্ষার জন্য সান্ত্রীর কার্য করিত। এতদ্দেশীয়দিগের যে-কেহ, আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, আমরা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকেই গুলি করিতাম। সৈনিক-দল যদিও অতিশ্রমপ্রযুক্ত হাঁটিতে অসমর্থ ছিল, তথাপি সেনাপতি নীলের আদেশে তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া, আমাদের ভস্মাবশিষ্ট বাঙলার নিকটবর্তী সমস্ত পল্লী দগ্ধ করিয়াছিল, এবং যাহাকে ধরিতে পারিয়াছিল, তাহাকেই পথের উভয় পার্শ্বস্থিত বৃক্ষের শাখায় ফাঁসী দিয়াছিল। আর একদল সৈন্য শহরের যে অংশে এতদ্দেশীয়েরা বাস করিত, সেই অংশস্থিত সকল গৃহেই আগুন দিয়াছিল। গৃহ হইতে যাহারা পলাইতে

উদ্যত হইয়াছিল, তাহাদের উপর গুলির-পর-গুলিবৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এরূপ ভয়গ্রস্ত হইয়াছিলাম যে, নিরাপদ হইবার জন্য রেলওয়ে স্টেশনে যাওয়াই উচিত মনে করিয়াছিলাম। আমরা অস্ত্রশস্ত্রশূন্য হইয়া ঐ স্থানে গিয়াছিলাম, যে সকল এতদ্দেশীয় আমাদের কার্যে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে এক একখানি পাশ দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা পাশ দেখাইতে পারে নাই, তাহারা নিকটবর্তী বৃক্ষে ফাঁসবদ্ধ হইয়াছিল*।'

এইরূপ বিধ্বংস ব্যাপারে এতদ্দেশীয়েরা নিরতিশয় ভীত হইয়াছিল, এবং কম্পিত হৃদয়ে ইউরোপীয়দিগকে সর্বক্ষণেই আপনাদের সর্বনাশে সমুদ্যত ভাবিয়াছিল; সুতরাং তাহারা ইউরোপীয়দিগের নিকটে আসিয়া তাঁহাদের কার্য সম্পাদনের ইচ্ছা করে নাই। এজন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সহিত প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদকেরও একান্ত অভাব হইয়াছিল। উপস্থিত যুদ্ধের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক কে সাহেব এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, 'এতদ্দেশীয়দিগের সাহায্য ব্যতীত আমাদের কোনো কার্য করিবার সামর্থ ছিল না, এরূপ হইলেও আমরা ইহাদিগকে আমাদের তাম্বুর বহুদূরে তাড়াইয়া দিতে যারপর নাই চেষ্টা করিয়াছিলাম**।' ইংরেজ উপস্থিত সময়ে কিরূপে অনিষ্টকর-নীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা এই ইতিহাস লেখকের বাক্যেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

এইরূপ গোলযোগে সেনাপতি নীলকে জুন মাসের শেষদিন পর্যন্ত এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। কোনো ইউরোপীয় সৈন্য এ পর্যন্ত কানপুরের উদ্ধারে প্রেরিত হয় নাই। ঐ দিন অপরাহ্নে মেজর রেনডের তত্ত্বাবধানে ৪০০ শত ইউরোপীয় সৈন্য, ৩০০ শত শিখ, ১০০ শত অশ্বারোহী ও ২টি কামান কানপুরের অভিমুখে যাইতে উদ্যত হয়। সেনানায়ক রেনডকে যাহা যাহা করিতে হইবে, কর্নেল নীল তৎসমুদয় লিখিয়া দেন। তিনি এই আদেশলিপিতে লিখিয়াছিলেন—'পথের নিকটবর্তী বিপক্ষদিগের অধ্যুষিত সমস্ত স্থানই আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে হইবে; কিন্তু অপর কাহারও দেহ যেন স্পর্শ করা না হয়। অধিবাসীদিগকে আপনাদের বাসগৃহে প্রত্যাবর্তন জন্য উৎসাহ দিতে হইবে, ব্রিটিশ ক্ষমতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। এই সূত্রে অপরাধী ব্যক্তিদিগের অধ্যুষিত কতিপয় পল্লী ধ্বংস করিবার জন্য দেখাইয়া দেওয়া হয়। সেই সকল পল্লীবাসীদিগকে মৃত্যুমুখে পতিত করিতে বলা হয়। এতদ্ব্যতীত আদেশলিপিতে নির্দেশ থাকে, যে সকল সিপাহী আপনাদের সম্বন্ধে সন্তোষজনক বিবরণ দিতে না পারিলে, তাহাদের সকলকেই ফাঁসী দিতে হইবে। ফতেহপুর নগরের অধিবাসিগণ গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, অতএব ঐ নগর আক্রমণ এবং উহার পাঠানপল্লী সমগ্র অধিবাসীর সহিত ধ্বংস করিতে হইবে। ফতেহপুরের সমস্ত বিপক্ষকে ফাঁসী দিতে হইবে। যদি তথাকার

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 220.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 274, note.*

ডেপুটি কলেক্টরকে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ফাঁসী দিয়া তদীয় মস্তক বিচ্ছিন্ন করিতে হইবে, এবং ঐ ছিন্ন মস্তক নগরের কোনো প্রধান (মুসলমানের অধিকৃত) বাড়িতে নিবদ্ধ রাখিতে হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর আদেশলিপি লইয়া, সেনানায়ক রেনড সৈনিক-দল সহ কানপুরের অভিমুখে স্থলপথে অগ্রসর হইতে উদ্যত হইলেন। এদিকে জলপথে রেনডের সহকারিতা এবং কানপুরের বিপদাপন্ন ইউরোপীয়দিগের উদ্ধারের জন্য একখানি জাহাজে কাপ্তেন স্পাজ্জেন নামক একজন সেনানায়কের তত্ত্বাবধানে আর একদল সৈন্য যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিল।

যেদিন কানপুরের উদ্ধারার্থ সৈন্য প্রেরিত হয়, সেই দিন একজন উচ্চপদস্থ সৈনিক-পুরুষ কলিকাতা হইতে এলাহাবাদে উপনীত হন। ইঁহার উপস্থিতিতে এলাহাবাদের ইউরোপীয়দিগের হৃদয় অধিকতর প্রফুল্ল ও অধিকতর আশ্বস্ত হয়। ইনি মহারানীর সৈনিক-দলের একজন সাহসিক বীরপুরুষ। অনেক স্থানের অনেক যুদ্ধে ইঁহার সাহস ও ইঁহার পরাক্রম পরিস্ফুট হইয়াছিল। ইনি ব্রহ্মদেশ ও আফগানিস্তানের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, মধ্যভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র-সেন্যের অবস্থা জানিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং গুরুত্ব-সম্পন্ন শিখদিগেরও সাহস ও ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। সমরে বিজয়শ্রী লাভ করাই ইঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। ইনি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কোনোরূপ দুর্গতিতে কাতর হইয়া পড়িতেন না। ইঁহার দৃঢ়তা, ইঁহার কার্যতৎপরতা ও ইঁহার অধ্যবসায় সর্বক্ষণ অটল ও অনমনীয় থাকিত।

কর্নেল হাবেলক সিপাহী যুদ্ধের প্রারম্ভে বোম্বাইতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বোম্বাই হইতে তিনি মাদ্রাজে উপনীত হয়েন। এই সময়ে গবর্নর জেনারেল লর্ড কানিঙ্‌ মাদ্রাজের প্রধান সেনাপতি স্যার প্যাট্রিক গ্রান্টকে মৃত প্রধান সেনাপতি আনসনের পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। স্যার প্যাট্রিক গ্রান্ট এজন্য কলিকাতা যাইতে উদ্যত হন। এদিকে কর্নেল হাবেলককেও মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপে সাহসী সৈনিক পুরুষদ্বয় একসঙ্গে মাদ্রাজ হইতে যাত্রা করিয়া, ১১ই জুন কলিকাতায় পদার্পণ করেন। গবর্নর জেনেরল ইঁহাদের আগমনে যেরূপ সন্তুষ্ট, সেইরূপ আশ্বস্ত হইলেন। এখন কোনো বিষয়ে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। বিপদ প্রতি মুহূর্তে ভীষণতর হইয়া উঠিতেছিল। অল্পমাত্র বিলম্ব বা অল্পমাত্র গোলযোগ হইলেই বিপদের গতিরোধ দুঃসাধ্য হইত। সুতরাং দূরদর্শী লর্ড কানিঙ্‌ আর কালাবলম্ব করিলেন না। স্যার প্যাট্রিক গ্রান্ট প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিলেন, কর্নেল হাবেলক অবিলম্বে সৈনিক-দলসহ এলাহাবাদে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। এই সময়ে সংবাদ আসিয়াছিল যে, বারাণসীতে গোলযোগের শান্তি হইয়াছে, কিন্তু এলাহাবাদ এখনও উপদ্রব-শূন্য হয় নাই, এবং কানপুর ও লক্ষ্ণৌ সাতিশয় বিপদাপন্ন হইয়াছে। এজন্য হাবেলকের প্রতি আদেশ দেওয়া হইল যে, তিনি এলাহাবাদের উপদ্রব নিবারণ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, কানপুর ও লক্ষ্ণৌ যাইবেন, এবং সেই স্থানের বিপক্ষদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিবেন। হাবেলক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, চারিদল পদাতিক,

একদল অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্যসহ যাত্রা করিবার আয়োজন করিলেন। অশ্ব ও কামানের অভাব প্রযুক্ত তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। অধিকন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে টোটা না থাকাতেও তাঁহার মনোমধ্যে দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইল। কিন্তু হাবেলক এই সকল অভাবের জন্য সময় অতিবাহিত করিলেন না; তিনি গবর্নর জেনেরল ও প্রধান সেনাপতির নিকট বিদায় লইয়া ২৫শে জুন আশ্বস্ত হৃদয়ে ও সাহস সহকারে আপনার সৈনিক-দল সহ এলাহাবাদে যাত্রা করিলেন।

৩০শে জুন হাবেলক ও নীল যখন এলাহাবাদে একত্র হন, তখন নীল স্বকৃত কার্যের বিবরণ হাবেলককে জানাইলেন। তিনি কানপুর ও লক্ষ্ণৌর উদ্ধারের জন্য যে-ভাবে সৈন্য প্রেরণের আদেশ দিয়াছেন, তাহা সেনাপতি হাবেলকের অনুমোদিত হইল। এই বিচক্ষণ ও কার্যতৎপর সৈনিক পুরুষদ্বয়ের মধ্যে স্থির হইল যে, সেনানায়ক রেনড্ ঐ দিনই সৈনিক-দল সহ স্থলপথে যাত্রা করিবেন। জলপথে সৈন্য প্রেরণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুসারে সেনানায়ক রেনডের যাত্রার সমকালে জাহাজ ছাড়া হইবে না। যেহেতু স্থলপথগামী সৈনিক-দল অপেক্ষা জাহাজ অধিকতর সত্বরতাসহকারে অগ্রসর হইবে। এজন্য সেনানায়ক রেনডের যাত্রার কিছুকাল পরে কাপ্তেন স্পার্জেনের অধীন সৈনিক-দল যাত্রা করে।

এইরূপে ৩০শে জুন সায়ংকালে কানপুরের ইউরোপীয়দিগের উদ্ধার জন্য সৈনিক-দল স্থলপথে যাত্রা করিল। কিন্তু উপস্থিত সময়ে সকল বিষয়েই অযথা বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। ইংরেজ সেনাপতি এক সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে অভিযানে বিলম্ব করিতেন, কিন্তু অন্য সময়ে বলবতী প্রতিহিংসার পরিতর্পণ জন্য বিপদাক্রান্ত স্থানে সত্বর অগ্রসর হইতে নিরস্ত থাকিতেন। কর্তৃপক্ষের সর্বসংহারিণী নীতির দোষে এলাহাবাদে শীঘ্র শীঘ্র প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কর্মসম্পাদন জন্য অনুচর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এখন অগ্রগামী সৈনিক-দলের অধিনায়কের জিঘাংসার দোষে পথে বিলম্ব ঘটিতে লাগিল। কানপুরের উদ্ধারকারী সৈন্য তিনদিনে যতদূর অগ্রসর হইল, ততদূর কেবল ভস্মস্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ তাহাদের বলবতী প্রতিহিংসার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনানায়ক কিছুমাত্র বিচার বিতর্ক না করিয়া, গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্ববর্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে বৃক্ষশাখায় ফাঁসী দিতে লাগিলেন। সেই বৃক্ষশাখা-বিলম্বিত শবরাশিতে কানপুরে যাইবার পথ নিরতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। দুইদিনে বিয়াল্লিশজনের প্রাণবায়ুর অবসান হইল। তাহাদের শব পথ পার্শ্ববর্তী বৃক্ষশাখায় ঝুলিতে লাগিল, এতদ্ব্যতীত বারজনকে বধ করা হইল। যেহেতু যখন ইংরেজ সেনা কানপুরের পথে অগ্রসর হয়, তখন ইহারা বিপক্ষদিগের দিকে যাইতেছিল। সৈনিক-দল যে স্থানে বিশ্রাম করিতে লাগিল, সেই স্থানের পুরোভাগের সমস্ত পল্লী ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে লাগিল। অফিসারগণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া, সেনা-নায়ককে কহিলেন, যদি তিনি এইভাবে সমস্ত পল্লী উৎসন্ন করেন, তাহা হইলে সেনোর খাদ্য-দ্রব্যাদি প্যাওয়া একান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। কানপুরের হত্যাকাণ্ডের পূর্বে ইংরেজ

সেনাপতির আদেশে এইরূপ পল্লীদাহ ও নরহত্যা হইয়াছিল।* সুতরাং ঐ হত্যার প্রতিশোধ জন্য কানপুরের পথবর্তী পল্লী জনশূন্য করা হয় নাই। এ স্থলে সেনানায়ক কেবল বিদ্বেষের পরিতৃপ্তির জন্য নরশোণিতপাত করিতেছিলেন, কিন্তু ইহাতে যে, তাঁহাদেরই অনিষ্ট ঘটিতেছিল, তদ্বিষয় তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। সর্বসংহারিণী প্রবৃত্তি তাঁহাকে ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিতে দেয় নাই। তিনি যখন অবাধে নরহত্যা ও পল্লীদাহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন (৩রা জুলাই) লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেনরি লরেন্সের প্রেরিত একজন এতদ্দেশীয় চর তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়া কহিল যে, কানপুর রক্ষার জন্য সমস্ত আশাভরসার অবসান হইয়াছে। নগর শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছে, সেনাপতি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং সেনাপতি সহ তথাকার সমগ্র ইউরোপীয় নিহত হইয়াছেন।

অবিলম্বে এই দুঃসংবাদ এলাহাবাদে পৌঁছিল। সেনাপতি নীল ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, এই সংবাদ নিঃসন্দেহ শত্রুপক্ষ হইতে প্রচারিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংগ্রহে বিলম্ব হইলেও তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কানপুরের ইউরোপীয়েরা সহসা শত্রুহস্তে নিহত ও নিপীড়িত হইবে না, এবং তথায় ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন সহসা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে না। এই বিলম্বেই যে, কানপুরের সর্বনাশ ঘটিবে নীল তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক উপস্থিত দুঃসংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন না। দুইজন চর এলাহাবাদে উপনীত হইল, দুইজনকেই উপস্থিত সংবাদের বিষয় পৃথক্ পৃথক্ জিজ্ঞাসা করা হইল, দুইজনেই এককথা কহিল। কোনো বিষয় কাহারও সহিত কাহারও অনৈক্য ঘটিল না। কানপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির প্রাধান্যের অধঃপতন ও তত্রতা ইউরোপীয়-দিগের নিধনের সংবাদ যে সেনানায়ক রেনডের শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দুই-জনেই একবাক্যে স্বীকার করিল। নীল এ বিষয়ে আর কোনো কথা কহিলেন না। বিষণ্ণতা-সহকৃত অনুশোচনার চিহ্ন তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কানপুরের উদ্ধার জন্য এলাহাবাদ হইতে সৈন্য পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। এখন নীল, যত শীঘ্র সম্ভব রেনডকে কানপুরে উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক্ তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন না। তিনি কহিলেন, যদি কানপুর অধিকারচ্যুত হইয়া থাকে, তাহা হইলে, আক্রমণকারী বিপক্ষদল অন্য স্থান আক্রমণ ও অবরোধ করিতে প্রধাবিত হইবে, এবং ইহারা নিশ্চিতই এলাহাবাদ হইতে কানপুরের উদ্ধারের জন্য যে সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পথিমধ্যে আক্রমণ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইবে। কিন্তু কানপুর যে, সর্বাংশে শত্রুর হস্তগত হইয়াছে, নীল এখনও তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইতেছিলেন, এবং এখনও উপস্থিত দুঃসংবাদ বিপক্ষের কল্পনা-সম্ভূত বলিয়া মনে

* *Russell, Diary in India. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 294, note.*

করিতেছিলেন ; সুতরাং তিনি কানপুরের উদ্ধারকারী সৈনিক-দলের যাত্রা বন্ধ রাখিতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এদিকে রেনডকে সর্মাভব্যাহারী সৈনিক-দল সহ অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। এই রণকুশল বীরপুরুষদ্বয়ের নির্দিষ্ট উভয়বিধ কার্য-প্রণালীর মধ্যে, কোন্‌টি অধিকতর সঙ্গত ও সময়োপযোগী হইয়াছিল, তাহা পরবর্তী ঘটনায় জানা যাইবে। কানপুর ইংরেজের হস্তভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইউরোপীয় সৈন্যের প্রায় সকলেই বিপক্ষের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কিরূপে কানপুর ইংরেজের হস্ত হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা পরাক্রান্ত বাজী রাওর উত্তরাধিকারী কিরূপে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হন, ইংরেজ আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ সাহস ও বীরত্ব-প্রদর্শন করেন, এবং শেষে কিরূপে শত্রুহস্তে নিপতিত ও নিহত হন, তাহা পরে বর্ণিত হইতেছে। উপস্থিত যুদ্ধের ইতিহাসে এই ঘটনা যেরূপ মর্মস্পর্শী, সেইরূপ ভয়ঙ্কর ভাবের উদ্দীপক। ইহার একদিকে যেমন করুণার কাতরতা আছে, অপর দিকে সেইরূপ বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার অটলতা রহিয়াছে, একদিকে যেমন কার্যতৎপরতা ও একপ্রাণতার নিদর্শন আছে, অপরদিকে সেইরূপ হঠকারিতা বা অদূরদর্শিতার চিহ্ন পরিস্ফুট রহিয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

কানপুর—স্যার হিউ হুইলর—ইউরোপীয়দিগের আশঙ্কা—সিপাহিদিগের উত্তেজনা—মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত স্থান—নানা সাহেব—সিপাহিদিগের সমুত্থান—তাহাদের আক্রমণ—ইংরেজদিগের আত্মরক্ষার চেষ্টা—তাঁহাদের আত্মসমর্পণ—গঙ্গার ঘাটে হত্যা—হতাবশিষ্টদিগের পলায়ন—বিবিঘর।

কানপুর গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। বারাণসী ও এলাহাবাদের ন্যায় ইহা ভারতের পুরাবৃত্তে চির-মান্য বা চির-প্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে কোনোরূপ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ নাই। ইহার সহিত কোনোরূপ প্রাচীন ঐতিহাসিক ঘটনার সংস্রব নাই বা ইহার মধ্যে কোনো পুরাতন মহাপুরুষের কোনোরূপ অলোক-সামান্য কার্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব নাই। হিন্দুর ভূ-বৃত্তান্তে এই নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। প্রথম মোগল সম্রাট বাবর শাহ ইহার নাম-নির্দেশ করেন নাই বা আইন আকবরীতেও ইহার সম্বন্ধে কোনো কথা লিখিত হয় নাই। ভারতে যখন ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্যের সূত্রপাত হয় তখন কানপুরের নাম ইতিহাসে স্থানপরিগ্রহ করে। কোম্পানি ১৭৭৫ অব্দে অযোধ্যার নবাবের জন্য এই স্থানে কতকগুলি সৈন্য রাখিতেন। ১৮০১ অব্দের সন্ধি অনুসারে নবাব এই স্থান, অন্যান্য স্থানের সহিত কোম্পানির হস্তে সমর্পিত করেন। তদবধি কানপুর ব্রিটিশ কোম্পানীর অধিকৃত হয়। পূর্বে এই স্থানে ঠগী প্রভৃতি দস্যুদিগের বসতি ছিল*। ক্রমে ইহা লোকালয়ে পরিবেষ্টিত, সৈনিক-নিবাসে সুরক্ষিত ও বাণিজ্য-লক্ষ্মীর প্রসাদে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কানপুরের নাম পরিদৃষ্ট না হইলেও বর্তমান সময়ের ইতিহাসে কানপুর প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ইহার উত্তরে ইংরেজের নবাধিকৃত অযোধ্যা রাজ্য। দক্ষিণ-পূর্বে এলাহাবাদ। কলিকাতা হইতে এই সীমায় সৈনিক-দলের আগমনের প্রশস্ত পথ রহিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে আগ্রা ও দিল্লী। এই সীমার পার্শ্বভাগ দিয়া পঞ্জাব হইতে সৈনিক-দলের আগমনের উৎকৃষ্ট পথ আছে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যে সকল পথ আছে, তৎসমুদয় দিয়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে সৈনিক-দল সহজে আসিতে পারে। এই সকল কারণেই বোধহয় কানপুর কোম্পানির সময়ে সৈনিক-দলের একটি প্রধান আবাস-স্থান হইয়া উঠে।

কানপুর চামড়ার জিনিসের কারবারের জন্য উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে বিভিন্ন প্রকার চর্ম-পাদুকা ও ঘোড়ার সাজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কানপুরে এই সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। নগরের প্রান্তবাহিনী জাহ্নবীর তটদেশে দণ্ডায়মান হইলে বাণিজ্য-প্রসঙ্গে লোকের শ্রমশীলতা,

* *Asiatic Resarches, Vol. XIII, p. 290.*

উৎসাহ ও উদ্যমের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। ছোট-বড়, বিভিন্ন প্রকারের নৌকা বিবিধ বাণিজ্য-দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া জাহ্নবী-বক্ষে ভাসমান রহিয়াছে। কেহ কেহ দ্রব্যাদি নৌকায় লইয়া যাইতেছে, কেহ কেহ বা নৌকা হইতে দ্রব্যজাত তীরে উঠাইতেছে। সকলেই আপন আপন কার্যে শশব্যস্ত রহিয়াছে এবং সকলেই আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনের একাগ্রতার পরিচয় দিতেছে। এইরূপে বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী, বিভিন্ন-জাতীয় লোকের সম্মিলনে গঙ্গার তটের দৃশ্য বৈচিত্র্যজনক হইয়া উঠে। কিন্তু নগরের মধ্যে এইরূপ বৈচিত্র্য পরিদৃষ্ট হয় না। একসঙ্গে বহুসংখ্যক লোকের এরূপ কার্যকারিতার ক্ষেত্রও প্রত্যক্ষীভূত হয় না। উপস্থিত সময়ে কানপুরে ষাট হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহার সৈনিক-নিবাসে ১, ৫৪ ও ৫৬ গণিত পদাতিক সিপাহী, ২ গণিত অশ্বারোহী সিপাহী, সর্বসমেত তিন হাজার এতদ্দেশীয় সৈনিক-পুরুষ অবস্থিত করিতেছিল। পক্ষান্তরে যাটজন ইউরোপীয় গোলন্দাজ সেনা এবং বারাণসী হইতে প্রেরিত কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত পদাতিক ও অশ্বারোহী সিপাহিদলে ৬৭ জন ইংরেজ অধিনায়ক ছিলেন*।

সেনাপতি স্যার হিউ হুইলর কানপুরের সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ ছিলেন। সৈনিক-কার্যে স্যার হুইলরের যেরূপ অভিজ্ঞতা সেইরূপ দূরদর্শিতা ছিল। সেনাপতি হুইলর চুয়ান্ন বৎসর কাল সিপাহিদলে অবস্থিতি করিয়া তাহাদের রীতি, নীতি ও চরিত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি লর্ড লেকের তত্ত্বাবধানে সিপাহিদিগকে তাহাদের স্বদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিয়াছিলেন, আফগানস্তানের পার্বত্য-প্রদেশে তাহাদের সাহায্যে দুরন্ত আফগানদিগের পরাক্রম পর্যুদস্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে তাহাদিগকে রণপণ্ডিত শিখদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে অর্ধ শতাব্দেরও অধিক কাল ভারতের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি আপনার প্রিয়তম ও বিশ্বস্ত সিপাহিদিগের অধিনেতা হইয়া সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। অধীন সৈনিক-দলের প্রতি তাঁহার অটল অনুরাগ ছিল। এতদ্দেশীয় একটি ইউরেশীয় নারীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এতদ্দেশেই জীবিতকালের উৎকৃষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সপ্ততিবর্ষ অতিক্রম করিলেও তেজস্বিতা হইতে বিচ্যুত হন নাই। যখন মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল তখনই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কানপুরে ঐরূপ বিপৎপাত অসম্ভব নহে। এই সময়ে কানপুরে ইউরোপীয় সৈন্য অধিক ছিল না। ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকার বৃদ্ধির কুফল এক্ষণে তাঁহার সম্মুখে

* মোব্রে টম্‌সন সাহেব নির্দেশ করিয়াছিলেন, সর্বসমেত তিনশত ইউরোপীয় সৈনিক কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিল। ইহার মধ্যে ৩২ গণিত দলের দুর্বল ও রুগ্নের সংখ্যা ৭৪ (কাহারও মতে ৩০) ছিল।—*Mowbray Thomson, Story of Cownpur, p. 23. Comp. Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 289 note,*

পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কোম্পানি নিরন্তর আপনাদের অধিকার-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল অধিকার সুরক্ষিত রাখিতে হইলে কিরূপ সৈনিক-বলের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই। যে ইউরোপীয় সৈন্য কানপুর রক্ষার জন্য থাকিতে পারিত, তাহা নববিজিত অযোধ্যা রক্ষার জন্য নিয়োজিত হইয়াছিল। মে মাসে যখন সিপাহিদিগের মধ্যে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষিত হইতে লাগিল, নগরে নগরে ইউরোপীয়েরা যখন আপনাদের প্রাণের ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, তাড়িৎ-বার্তাবহ যখন প্রতিদিন নানা স্থানের দুঃসংবাদ আনিয়া দিতে লাগিল, তখন হুইলর কানপুরে সৈনিক-বলের অল্পতা দেখিয়া নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। কানপুরের বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, ইউরোপীয় রাজকর্মচারিদিগের স্ত্রী-পুত্রকন্যা প্রভৃতিতে পূর্ণ ছিল। ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বণিকদিগের পরিবারবর্গ নগরের স্থানে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসালয়ে ৩২ গণিত ইউরোপীয় সৈনিক-দলের কতিপয় পীড়িত সৈনিক-পুরুষ ছিল। এখন এই সকল অসহায় ও অসমর্থ জীবের রক্ষার ভার হুইলরের উপর পড়িল। বষীয়ান সেনাপতির সম্মুখে এখন যেরূপ উৎকট কার্যক্ষেত্র প্রসারিত হইল যে সেনাপতি অর্ধশতাব্দ কাল কোম্পানির সৈনিক-বিভাগে নিযুক্ত থাকিলেও কখনো তাদৃশ উৎকট কার্যে ব্যাপৃত হন নাই।

এই সময়ে সিপাহিদের মধ্যে জাতিনাশ ও ধর্মনাশ সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের আন্দোলন হইতেছিল। মে মাসের মধ্যভাগে কয়েকখানি আটা বোঝাই নৌকা কানপুরে উপনীত হয়। বাজারে ঐ আটা অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে বিক্রীত হইতে থাকে। উপস্থিত আটা অতি পুরাতন ও ময়লা ছিল। রুটি প্রস্তুত হইলেই উহা হইতে এক প্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইত। জনরব উঠিল, ফিরিঙ্গীরা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মনাশ করিবার জন্য উক্ত আটায় গরু ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া দিয়াছে। এই জনরব বিদ্যুৎবেগে সিপাহিদিগের আবাস-ভূমিতে প্রসারিত হইল। সিপাহীরা সকলেই আপনাদের জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিল। ইহার পর আবার বসা-মিশ্রিত টোটার কথা লইয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী অভিনব টোটার প্রয়োগ-প্রণালী শিখিবার জন্য অম্বালার সৈনিক-শিক্ষালয়ে গিয়াছিল; তাহারা কানপুরে প্রত্যাগত হইলে তাহাদের স্ব-জাতীয় সিপাহীরা তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিতে উদ্যত হইল না বা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেও সঙ্কোচ প্রকাশ করিল না*। ৫৩ গণিত দলের মানখাঁ নামক একজন মুসলমান সিপাহী কতকগুলি নূতন টোটা সঙ্গে আনিয়াছিল, সে ঐ টোটা সহযোগীদিগকে দেখাইয়া কহিল যে, উহাতে প্রাণি-বিশেষের বসা নাই**। মানখাঁ সহযোগীদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই অভিনব টোটার নমুনা দলস্থিত সিপাহিদিগকে দেখাইয়াছিল; কিন্তু তাহার কথায়

* *F. W. Shepherd, Personal Narrative of the Outbreak and Massacre of Cownpur, p. 25.*

** *Mowbray Thomson, Story of Cownpur, p. 25.*

তদীয় সহযোগিগণ বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। অভিনব টোটা হইতে এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হইত যে, উহা ফিরিঙ্গী, হিন্দু ও মুসলমান—সকলেরই সমভাবে অপ্রীতিকর হইয়াছিল*। সিপাহীরা নিরতিশয় কৌতূহলপর ও সন্দিগ্ধ। অভিনব টোটার সম্বন্ধে যখন বাজারে বাজারে, সৈনিক-নিবাসে সৈনিক-নিবাসে, নানা জনরব প্রচারিত হইতে লাগিল, তখন সিপাহীরা কৌতূহলের আবেগে উহা শুনিয়া আপনাদের মধ্যে নানা বিতর্ক করিতে লাগিল। ইহার পর যখন তাহারা অভিনব টোটা সম্মুখে পাইয়া উহার বিষম দুর্গন্ধ অনুভব করিল, তখন তাহাদের হৃদয়ে সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাহারা ধর্মনাশের গভীর আশঙ্কায় ফিরিঙ্গীদিগকে বিশ্বাসঘাতক ও আপনাদের পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে কল্পনাপর লোকের অভাব ছিল না। যখন সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও আশঙ্কার সঞ্চার হয়, তখন কল্পনাপর লোকে নানা ভয়ঙ্কর বিষয়ের কল্পনা করিয়া অনেক স্থলে সেই আশঙ্কা ও সন্দেহের গতি-বিস্তারে চেষ্টা করিয়া থাকে। উপস্থিত স্থলেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। যখন সিপাহীরা আশঙ্কায় অধীর ও সন্দেহে বিচলিত হইল, তখন তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হইল যে, কাওয়াজের ক্ষেত্রে ভূগর্ভে বারুদ রাখা হইয়াছে, হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিদিগকে একদিন ঐ স্থানে সমবেত করিয়া ভূ-গর্ভস্থিত প্রজ্বালিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে**। সিপাহীরা এইরূপ বিভীষিকাময়ী বিবিধ উপকথায় বিচলিত হইতে লাগিল। তাহারা এতদিন বিশ্বস্ততা সহকারে ব্রিটিশ কোম্পানির পক্ষ-সমর্থন করিতেছিল এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি-সহকারে ভিন্নজাতীয় সেনাপতির আদেশ পালনে সর্বক্ষণ প্রস্তুত ছিল। এখন নানা জনরবে তাহারা অস্থির রইয়া পড়িল। চির-ভক্তিভাজন সেনাপতির প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিলুপ্ত হইল; চিরমান্য কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে তাহাদের একাগ্রতা ও যত্নশীলতার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল।

সেনাপতি হুইলর সৈনিক-দলের অধিনায়কদিগের মুখে সিপাহিদিগের চিত্তচাঞ্চল্যের বিবরণ শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, কিছু দিনের মধ্যে ঐরূপ চাঞ্চল্য তিরোহিত হইবে। কিন্তু কানপুরে মীরাট ও দিল্লীর সংবাদ পেঁাছিলে সিপাহীরা অধিকতর চঞ্চল ও অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। এই সময়ে কানপুরের ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী সকলেই সমভাবে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দিল্লীর কারাগার ভগ্ন হইয়াছিল। দুর্দান্ত কয়েদীরা বিমুক্ত হইয়া পরস্ব-বিলুণ্ঠনের জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

---

* *Mowbray Thomson, Story of Cownpur, p. 25.*

** ৫৬ গণিত দলের খাঁ মহম্মদ নামক একজন সিপাহী প্রচার করে যে, সিপাহিদিগকে নিরস্ত্র করা হইবে এবং তাহাদিগকে বেতন দিবার ছলে একত্র করিয়া ভূগর্ভ-নিহিত বারুদে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। অশ্বারোহী সৈনিক-দল খাঁ মহম্মদের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। কর্তৃপক্ষ এবিষয় অবগত হইয়া উক্ত সিপাহীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন।—*Trevlyan, Cownpur, p. 79.*

কানপুর হইতে দিল্লী ও আগ্রায় যাইবার প্রশস্ত পথ গুজর নামক বহুসংখ্যক দস্যুদলে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এদিকে কানপুরের সিপাহিদিগের উত্তেজনা প্রতিদিন বর্ধিত হইতেছিল। এজন্য কানপুরবাসী ইউরোপীয়গণ প্রতি মুহূর্তে গুরুতর বিপদের আবির্ভাব হইল বলিয়া ভয়ে অভিভূত হইতেছিলেন। তাঁহারা একদিন শুনিতেন, গুজরেরা দলবদ্ধ হইয়া নগর আক্রমণ করিতে আসিতেছে। আর একদিন রাজকীয় কার্যালয়ের কর্মচারীদিগকে ইতস্ততঃ প্রধাবিত দেখিয়া ভাবিতেন, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে, অন্য একদিন আপনাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যের নিকটে কোনো একটি সামান্য কথা শুনিয়াই মনে করিতেন, উত্তেজিত সিপাহীরা সশস্ত্র হইয়া তাঁহাদের হত্যার জন্য অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে প্রতিদিনই তাঁহারা ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িতেন। রাত্রিতেও তাঁহাদের শান্তি ছিল না। একদা গভীর নিশীথে কতিপয় গোলন্দাজ সৈন্য কামানসহ কানপুরে আসিতেছিল। ইউরোপীয়গণ অদূরে ইহাদের অধিষ্ঠিত অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা অমনি শশব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, শশব্যস্তে বাহিরে আসিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, অশ্বারোহী সিপাহীরা তাঁহাদের বিনাশার্থ দলে দলে আসিতেছে। শেষে যখন প্রকৃত বিষয় তাঁহাদের গোচর হইল তখন তাঁহারা বিশ্বপালক ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কোনো সময়েই তাঁহাদের আশঙ্কার বিরাম ছিল না। দিবারাত্রি তাঁহারা আপনাদের সম্মুখে সংহারমূর্তির নিকট ভাব দেখিতেছিলেন। কাহাকেও কোনোও অংশে শঙ্কিত বা কোনো স্থানে ধাবমান দেখিলেই, তাঁহারা আপনাদের সর্বনাশ হইল বলিয়া মনে করিতেন। সিপাহিগণ এই সময়ে তাঁহাদের বিপক্ষে যুদ্ধার্থ অগ্রসর না হইলেও তাঁহারা প্রতিমুহূর্তেই যেন আপনাদিগকে মহাপ্রলয়ের করাল কবলে নিপতিত-প্রায় মনে করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বিশ্বস্ত পরিচারিকার সাহায্যে হিন্দুস্তানীদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেছিলেন, বিপদ উপস্থিত হইলে স্ত্রী, কন্যা ও আত্মীয়দিগকে ঐ সকল পরিচ্ছদ পরাইয়া নিরাপদ স্থানে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন*। তাঁহারা এরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের কেহ যদি কোনো বিষয়ে ব্যস্ত হইতেন, অথবা তাঁহাদের ভৃত্যগণ যদি গোপনে কোনো বিষয়ে আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা কহিত, অমনি তাঁহারা তাড়াতাড়ি পরিবারবর্গের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইতেন। এ সময়ে কারণ-নির্ধারণে তাঁহাদের অবসর থাকিত না। কেহ কাহারও কোনো কথার প্রকৃত উত্তর দিতে পারিত না। কেহ ঘটনার সত্যতা-নিরূপণের প্রতীক্ষা করিত না। অথচ সকলেই উদ্‌ভ্রান্ত, সকলেই শশব্যস্ত ও সকলেই দিশাহারা হইয়া পড়িত। যে যাহা সম্মুখে

* সেফার্ড নামক একজন ইংরেজ এই সময়ে কানপুরে রসদ বিভাগে কার্য করিতেন। তাঁহার ঠাকুরানী নামে একটি হিন্দু পরিচারিকা ছিল। সেফার্ড সাহেব এই বিশ্বস্তা পরিচারিকা দ্বারা এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর মহিলাদিগের ব্যবহারোপযোগী অতি মোটা কাপড় কিনিয়া আনেন। বিপদের সময়ে তাঁহার কন্যাগণ ঐ পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে পলাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল।—*Shepherd, Cownpur, p. 13.*

পাইত, সে তাহাই লইয়া আত্মীয়গণের সহিত গাড়িতে উঠিত এবং কম্পিত-হৃদয়ে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসে যাইয়া উপস্থিত হইত। যাহারা তাড়াতাড়ি গাড়ি না পাইত তাহারা দ্রুতপদে যাইতে যাইতে পরিশ্রান্ত, পিপাসার্ত ও ঘর্মাক্ত হইয়া প্রতিমুহূর্তেই আপনাদিগকে কালান্তক যমের হস্তগত মনে করিত*।

কানপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ইউরোপীয়দিগকে এইরূপ সন্ত্রস্ত দেখিয়া তাঁহাদের রক্ষার উপায়-নির্ধারণ করিতে লাগিলেন। যাবৎ স্থানান্তর হইতে তাঁহাদের সাহায্যার্থ

সেফার্ড সাহেব ২১শে মে বেলা ১০ ঘটিকার সময় আপনার কার্যালয়ে যাইয়া দেখেন বাঙালী কর্মচারীরা সভয়ে গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছেন। তিনি শুনিলেন, তাঁহার উর্ধ্বতন কর্মচারীর স্ত্রী শিশুসন্তান লইয়া আয়ার সহিত তাড়াতাড়ি গৃহ-পরিত্যাগ-পূর্বক পদব্রজে ইউরোপীয় সৈনিক-নিবাসের অভিমুখে গিয়াছেন। উক্ত প্রধান কর্মচারীও ভৃত্যদিগকে যত শীঘ্র সম্ভব গাড়ি পাঠাইতে কহিয়া স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছেন; সেফার্ড সাহেব বেহারাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বেহারা কহিল, সে কিছুই জানে না, মেমসাহেবের নিকট একখানি পত্র আসিয়াছিল। মেমসাহেব উহা পড়িয়াই ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং তিলার্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া শিশুসন্তান লইয়া আয়ার সহিত গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। সেফার্ড সাহেব বিপদের আশঙ্কা করিয়া হে নামক অন্য একজন সাহেবের নিকট সবিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল, 'সাহেব ছাউনিতে গেলেন আপনাকেও তাড়াতাড়ি ছাউনিতে যাইতে কহিলেন। অনেক সাহেব বিবি, সন্তান লইয়া দ্রুতগতি বারিকে যাইতেছে।' সেফার্ড সাহেব ইহা শুনিয়াই উপরিতন কর্মচারীর নামে একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া সত্বর-পদে গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গকে বড় ব্যস্ত দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি তাড়াতাড়ি আবশ্যক দ্রব্যাদি গাড়িতে উঠাইয়া পরিবারবর্গের সহিত বারিকে উপস্থিত হইলেন। বারিক এই সময়ে সাহেব, বিবি ও তাহাদের সন্তানগণে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কি জন্য তাহারা তাড়াতাড়ি আবাস-গৃহ হইতে সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত হইয়াছিল কেহই জানিত না; অথচ সকলেই শশব্যস্ত হইয়া আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিল। ছাউনিতে আসিবার সময় পথে কতিপয় পরিচিত ব্যক্তির সহিত সেফার্ডের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইঁহারাও তাড়াতাড়ি বারিকে যাইতেছিলেন। ইঁহারা সেফার্ডকে সহসা এইরূপ পলায়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সেফার্ড নিজেই কিছু জানিতেন না; সুতরাং ইঁহাদের কথায় কোনো সদুত্তর দিতে পারিলেন না। শেষে কারণ অনুসন্ধানের সময় কেহ কেহ কহিল, ধনাগার-রক্ষক সিপাহীরা ধনাগারের টাকা স্থানান্তরিত করিতে দিতেছে না, কেহ কেহ কহিল, সিপাহীরা আক্রমণের যোগাড় করিতেছে। কেহ কেহ বা কহিল, গুজরেরা দিল্লী হইতে আসিতেছে। এইরূপে নানাজনে নানাকথা কহিতে লাগিল।—*Shepherd*, *Cownpur*, *p. 4-6*

ইউরোপীয় সৈন্য না আসে, তাবৎ তিনি আপনাদের বালক-বালিকা ও কুলনারীদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সমবেত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই কার্য অনায়াসে সম্পাদনীয় ছিল না। এদিকে সময়ও সঙ্কীর্ণ ছিল, সুতরাং সেনাপতি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া আত্মরক্ষার বন্দোবস্ত করিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। আত্মরক্ষার স্থলের মধ্যে অস্ত্রাগারই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত হইত। উহা গঙ্গার তটদেশে অবস্থিত ও চারিদিকে উচ্চ পাকা-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। উহার মধ্যে কামান বারুদ প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্ষিত ছিল এবং উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে বাসোপযোগী অনেকগুলি বড় বড় গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। অধিকন্তু উহা কারাগার ও ধনাগারের নিকটবর্তী ছিল। উক্ত অস্ত্রাগার সৈনিক-নিবাসের প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। কিন্তু সেনাপতি ঐ স্থান মনোনীত করিলেন না। উহার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সৈনিক-নিবাসের অনতিদূরে বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সৈনিকদিগের দুইটি বৃহৎ চিকিৎসালয় ছিল। উহার একটি পাকা ও আর একটি পাকা প্রাচীরের উপর খড়ের চালে আচ্ছাদিত। দুইটিই একতল এবং দুইটিই চারিদিকে বারান্দায় পরিবেষ্টিত। এতদ্ব্যতীত উহার নিকটে প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদনোপযোগী কয়েকখানি ছোট ছোট ঘর ছিল। গঙ্গা উহার কিছু দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সেনাপতি হুইলর আত্মরক্ষার জন্য ঐ স্থান মনোনীত করিলেন। অবিলম্বে নির্দিষ্ট স্থানের চারিদিকে প্রাচীর নির্মিত হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে চতুর্দিকে কিঞ্চিদধিক চারি ফুট উচ্চ মৃন্ময় প্রাচীর প্রস্তুত হইল। উপস্থিত সময়ে সূর্যের নিদারুণ উত্তাপে মৃত্তিকা এমন শুষ্ক ও কঠিন হইয়া গিয়াছিল যে, উহা খনন করিবার তাদৃশ সুবিধা হইল না। এদিকে বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি যাহা খনিত হইল, তাহা দ্বারাই উপস্থিত প্রাচীর প্রস্তুত হইল! কিন্তু এই প্রাচীর তাদৃশ সুদৃঢ় হইল না। যেহেতু গুলির আঘাত লাগিলেই উহা ভাঙিয়া যাইত। যাহা হউক, উক্ত স্থান এইরূপে প্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইলে, সেনাপতি তথায় খাদ্যদ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত করিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ ব্যবস্থাও তাদৃশ ফলোপধায়িনী হইল না। যাহারা দ্রব্য-সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা দ্রব্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে আনিয়া দিতে পারিল না। সেনাপতি পঁচিশ দিনের উপযোগী খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন যাহারা দ্রব্য-সংগ্রহের ভার লইয়াছিল তাহাদের দোষেই হউক, অথবা সেনাপতি কেবল সৈন্যের জন্য খাদ্য-সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন এই জনাই হউক, লোকসংখ্যানুসারে খাদ্যদ্রব্য অল্প পরিমাণে সংগৃহীত হইল*।

সেনাপতি আত্মরক্ষার জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, অনেকের মতে সে স্থান আত্মরক্ষার উপযোগী বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইঁহারা নির্দেশ করিয়াছেন যে, সেনাপতি অস্ত্রাগারে সকলকে সমবেত করিয়া আত্মরক্ষা করিলে তাঁহার প্রয়াস সর্বাংশে সফল হইত। যেহেতু, অস্ত্রাগার অস্ত্র-শস্ত্র পরিপূর্ণ ও সুদৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 31.*

ছিল। গঙ্গা উহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। উহার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদায়ে ইউরোপীয়েরা পরিবারবর্গের সহিত বিনা কষ্টে ও বিনা গোলযোগে বাস করিতে পারিত। ঐ স্থান মনোনীত হইলে, অসহায় বালক-বালিকা বা কুলকামিনীরা সহসা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত না, এবং অসমর্থ ইউরোপীয়েরাও সিপাহীদিগের আক্রমণে সহজে নিপীড়িত হইয়া পড়িত না। অধিকন্তু অস্ত্রাগারের নিকটে ধনাগার, কারাগার ও অন্যান্য কার্যালয় ছিল। সমস্তই একসঙ্গে রক্ষিত হইত। যাহারা কানপুরের উপস্থিত ভয়ঙ্কর ঘটনার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আত্মরক্ষার উপযোগী স্থানের সম্বন্ধে অস্ত্রাগারই প্রশস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন*। রণনিপুণ, অভিজ্ঞ সৈনিক কর্মচারীও এ অংশে অস্ত্রাগারের সম্যক্ উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন। সেনাপতি হুইলর ঐ স্থান ছাড়িয়া গঙ্গা হইতে বহুদূরে, বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের কিয়দংশ মৃৎ-প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া আত্মরক্ষায় উদ্যত হইয়াছিলেন। এজন্য বৃদ্ধ সেনাপতির দূরদর্শিতা ও সমীক্ষ্যকারিতার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে** । সমরবিদ্যা-বিশারদ পুরুষেরা যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, হুইলরের ন্যায় একজন বৃদ্ধ ও বিচক্ষণ সেনাপতি যে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, এরূপ বোধহয় না। অস্ত্রাগার সৈনিক-নিবাস হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে ছিল। সেনাপতি এরূপ দূরবর্তী স্থানে গমন করিলে সিপাহিদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না, সৈনিক-নিবাসে সিপাহিদিগের মধ্যে কি হইতেছে, তাহাও সুস্পষ্টরূপে জানিতে সমর্থ হইতেন না। সিপাহীরা উত্তেজিত হইলেও এ পর্যন্ত শান্তভাবে ছিল। তাহারা এ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ইউরোপীয়দিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সুতরাং সেনাপতি এ সময়ে সিপাহিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহাকে অস্ত্রাগারে যাইতে হইলে সিপাহিদিগকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত, কিন্তু এরূপ চেষ্টায় গুরুতর বিপৎপাতের সম্ভাবনা ছিল। সেনাপতি যদি ইউরোপীয় সৈন্য ও কামান সহ অস্ত্রাগারের অভিমুখে অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদের বালক-বালিকা ও কুলকামিনীরা যদি

* *Trevlyan, Cawnpur p. 82. Comp Kaye, Sepoy War, Vol. II. p. 294.*

** সেনাপতি নীল অস্ত্রাগারের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন : 'ইহা চারিদিকে বন্দুকের গুলির অভেদ্য প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহার ভূমিকা পরিমাণ নয় বিঘারও অধিক। ইহাতে সৈনিকদিগের বাসোপযোগী গৃহ অনেক রহিয়াছে ; ইহা গঙ্গার তটবর্তী। ইহা সিপাহিদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারা যাইত। নানা সাহেব বা সিপাহী কেহই তাঁহাদের (ইংরেজদিগের) নিকটে আসিতে পারিত না। তাঁহারা কামান লইয়া সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিতে পারিতেন এবং কেবল আপনাদিগকে নয়, নগররক্ষা করিতেও সমর্থ হইতেন। ··· সেনাপতি হুইলরের একেবারে এখানে যাওয়া উচিত ছিল। কেহই তাঁহাকে নিবারিত করিতে পারিত না। তাঁহারা সমস্ত বিষয়ই রক্ষা করিতে পারিতেন।' —*Kaye, Sepoy War. Vol. II, p. 295, note.*

দলে দলে অস্ত্রাগারে যাইত, সিপাহীদিগকে যদি সৈনিক-নিবাস পরিত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইত, তাহা হইলে বোধহয় সিপাহীরা স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা ভাবিত, ফিরিঙ্গীরা তাহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্রাগারের অস্ত্ররাশিতে তাহাদিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করিতে হইবে এইরূপ ভাবিয়া, তাহারা ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিত, কিন্তু এ সময়ে তাহাদের প্রবল আক্রমণ নিরস্ত করিবার সুবিধা ছিল না। ইউরোপীয় সৈন্য এত অল্প ছিল যে, সিপাহিদিগের আক্রমণে তাহারা নির্মূল হইয়া যাইত। বর্ষীয়ান সেনাপতি এই সকল বিপত্তির বিষয় ভাবিয়াই, বোধহয় দূরবর্তী অস্ত্রাগারে যাইবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন*। তিনি যে স্থান নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, সে স্থান যে বিপদসংকুল ও আত্মরক্ষার অযোগ্য ছিল, তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ঘটনায় বাধ্য হইয়া তাঁহাকে ঐ স্থানে থাকিতে হইয়াছিল। সিপাহিদিগের প্রবল আক্রমণে সমূলে উৎখাত হওয়া অপেক্ষা সাহায্যকারী সৈন্যের আগমন পর্যন্ত, তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া আত্মরক্ষা করাই শ্রেয়স্কর বোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সকল সংবাদ উপস্থিত হইতেছিল, তৎসমুদয়ে তিনি স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ না করিয়া একবারে দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হইবে। ইহার মধ্যে কলিকাতা হইতে সৈন্য আসিতে পারে। তিনি ইহাদের সাহায্যে সহজেই কানপুরের ইউরোপীয়দিগকে লইয়া এলাহাবাদে পৌঁছিতে পারিবেন। বৃদ্ধ সেনাপতি যাহার আশা করিয়াছিলেন, নিয়তির বিচিত্র লীলায় তাহা সম্পন্ন হয় নাই। সেনাপতি ইচ্ছা করিয়াও আপনাদের নিরীহ শিশুদিগকে মৃত্যুহস্তে সমর্পিত করেন নাই, বা ইচ্ছা করিয়াও আপনাদের অমূল্য জীবনবিনাশের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলেন নাই। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কার্যতঃ তাহা না ঘটিলেও, তাঁহার বিশ্বাস যে নিতান্ত অমূলক ছিল না, পরবর্তী ঘটনায় তাহা পরিস্ফুট হইবে।

সেনাপতি আত্মরক্ষার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া, আত্মবল বৃদ্ধি করিতে উদাসীন রহিলেন না। তিনি অবিলম্বে লক্ষ্ণৌতে স্যার হেনরি লরেন্সের নিকট সৈন্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ঐ সময়ে অযোধ্যাতেও সিপাহিদিগের উত্তেজনা দেখা যাইতেছিল। স্যার হেনরি লরেন্সের তত্ত্বাবধানে যে সৈন্য অবস্থিতি করিতেছিল, তাহা অযোধ্যা রক্ষার পক্ষেই পর্যাপ্ত ছিল না। তথাপি স্যার হেনরি লরেন্স কানপুরের বৃদ্ধ সেনাপতির সাহায্য করিতে উদাসীন থাকিলেন না। তিনি অবিলম্বে দ্বাত্রিংশ ইউরোপীয় সৈনিক দলের ৮৪ জন পদাতিক ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া কানপুরে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত অযোধ্যায় গোলন্দাজ সৈন্য সহ লেপ্টেনাণ্ট আসে নামক সৈনিক-পুরুষের তত্ত্বাবধানে দুইটি কামান প্রেরিত হইল। কানপুরের প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য স্যার হেনরি

* *The Mutiny of the Bengal Army, By one who has served under Sir Charles Napier, p. 125. Comp. Kaye, Sepoy War. Vol. II, p 294.*

লরেন্স আপনার সেক্রেটারিকেও পাঠাইয়া দিলেন। এই সৈনিক-দল সেনাপতি হুইলরের নির্দিষ্ট, মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে উপস্থিত হইল। হেনরি লরেন্সের সুদক্ষ সেক্রেটারিও যথাসময়ে আসিয়া আশঙ্কিত বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপায় বিধানে ব্যাপৃত হইলেন।

কানপুরের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ যখন স্যার হেনরি লরেন্সের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন আপনাদিগকে অধিকতর নিরাপদ করিবার জন্য কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুরের আর এক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির নিকটেও সাহায্যপ্রার্থী হন। এই ক্ষমতাশালী পুরুষ কানপুরবাসী ইংরেজদিগের সহিত দীর্ঘকাল সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, দীর্ঘকাল তাঁহাদিগকে সম্প্রীত করিয়া আসিতেছিলেন এবং দীর্ঘকাল আপনার বহুমূল্য দ্রব্যাদি তাঁহাদের পরিতোষার্থে বিনিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কানপুরের ইংরেজ রাজপুরুষ সেই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্মরণ করিয়া ঘোরতর বিপত্তিকালে ইঁহার শরণাপন্ন হইলেন।

মহারাষ্ট্রের শেষ পেশবা বাজীরাওর উত্তরাধিকারী ধুন্দুপন্থ নানা সাহেবের বিষয় উপস্থিত ইতিহাসের প্রথমভাগে বর্ণিত হইয়াছে। পরাক্রান্ত বাজীরাও কিরূপে পুনার সিংহাসন হইতে অপসারিত হন, কিরূপে তিনি কানপুরের নিকটবর্তী বিঠুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন, কিরূপে তাঁহার দত্তকপুত্র নানা সাহেব পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন এবং শেষে কিরূপে ঐ দত্তক বিলাতে একজন মুসলমান দূত পাঠাইয়াও কর্তৃপক্ষের নিকট সুবিচার লাভে হতাশ হইয়া পড়েন, তাহা এই ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। নানা সাহেব আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধিতে অকৃতকার্য হইলেও, ইংরেজের সহিত সদ্ভাব রাখিতে উদাসীন থাকেন নাই। বাজীরাওর ৮০০০ সশস্ত্র অনুচর ছিল, তাঁহার জীবদ্দশায় ইহারা কোনরূপে উচ্ছৃঙ্খল ভাবের পরিচয় দেয় নাই। যখন নানা সাহেব পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করেন, বিঠুরের রমণীয় প্রাসাদ, বহুসংখ্যক সশস্ত্র অনুচর, বাজীরাওর সঞ্চিত অর্থরাশি, যখন তাঁহার অধিকৃত হয়, তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠেন নাই। ইংরেজ প্রায়ই তাঁহার প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। নানা সাহেব অতিথির সম্মানরক্ষায় উদাসীন থাকিতেন না। ইংরেজ তাঁহার পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তদীয় আতিথেয়ভাব মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন। তাঁহারা বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবের পৈতৃক বৃত্তির সম্বন্ধে ব্রিটিশ কোম্পানির অন্যায়াচরণের কথা শুনিতেন। নানা সাহেবও মোহে ভাবিতেন যে, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রনষ্ট অধিকারের চেষ্টা করিবেন। মর্যাদাশালী ইংরেজ অতিথি স্বদেশে যাইয়া, তদীয় অভীষ্ট-সিদ্ধির বিষয়ে কোনোরূপে চেষ্টা করুন বা না করুন, নানা সাহেবের বিস্তৃত প্রাসাদ অতিথি-শূন্য থাকিত না। তদীয় প্রাসাদের পরিদর্শকদিগের খাতা খুলিলে শত শত ইংরেজের নাম পাওয়া যাইত। ইঁহারা অনেকদিন নানা সাহেবের গৃহে অবস্থিত করিয়া, নানারূপে সুখাদ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হইতেন। একজন ইংরেজ কর্মচারী একদা

Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 249.

নানা সাহেবের একখানি শকটে বিঠূরে উপনীত হন। তিনি উক্ত শকটের সবিশেষ প্রশংসা করিলে, নানা সাহেব তাঁহাকে বলেন—'অধিক দিন অতীত হয় নাই, আমার ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট গাড়ি ঘোড়া ছিল, কিন্তু আমি ঐ গাড়ি দগ্ধ করিয়াছি, ঘোড়াও মারিয়া ফেলিয়াছি।' উক্ত কর্মচারী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, নানা সাহেব কহিলেন, 'কানপুরের একজন সাহেবের একটি শিশু সন্তান সাতিশয় পীড়িত হইয়াছিল, সাহেব ও মেমসাহেব বায়ুপরিবর্তনের জন্য সন্তানটিকে লইয়া বিঠূরে আসিতেছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য আমার উক্ত গাড়ি পাঠাইয়াছিলাম। পথে গাড়িতে সন্তানটির মৃত্যু হইল। গাড়িতে মৃত শিশু থাকাতে এবং গাড়ির সহিত ঘোড়ার সংস্পর্শ হওয়াতে, আমি উক্ত গাড়ি ও ঘোড়া কখনও ব্যবহার করি নাই।' কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঘোড়া আপনার কোনো খ্রীষ্টীয় বা মুসলমান বন্ধুকে ব্যবহার করিতে দিলেন না কেন?' নানা সাহেব উত্তর করিলেন, 'না, আমি এইরূপ করিলে এ বিষয় সাহেবের গোচর হইত, সাহেব আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত দেখিয়া দুঃখিত হইতেন।' ইংরেজ কর্মচারী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া শেষে লিখিয়াছেন "বিঠূরের এইরূপ প্রকৃতির মহারাজা সাধারণতঃ নানা সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি আমাদের সমক্ষে ক্ষমতাপন্ন বলিয়াও পরিগণিত হইতেন না, কিংবা নির্বোধ বলিয়াও প্রতিপন্ন ছিলেন না*।'

উপস্থিত সময়ে নানা সাহেবের বয়স ছত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। যৌবনের কার্য-পটুতা ও আলস্য-শূন্যতা তাঁহাতে পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছিল। তিনি কার্যপটু ও অনলস হইলেও তাদৃশ দূরদর্শী ও অভিজ্ঞ ছিলেন না। অপরের নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালীর সঙ্গতি বা অসঙ্গতির পরিজ্ঞানে তাঁহার বুদ্ধি ছিল না, বা অপরের অবলম্বিত কর্তব্য-পথের শুভাশুভ ফল নির্ধারণে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি যে পথে অগ্রসর হইতেন, যে কার্যসাধনে ব্যাপৃত থাকিতেন বা যে বিষয় অবলম্বনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তৎসমুদয়ই অপরের পরামর্শে নির্ধারিত হইত। একজন সুশ্রী ও শৌখীন মুসলমান তাঁহার প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। তিনি প্রধানতঃ ইঁহারই পরামর্শে পরিচালিত হইতেন।

আজিমুল্লা খাঁর বিষয় পূর্বে একবার লিখিত হইয়াছে। আজিমুল্লা নবীন বয়সে ইংরেজ রাজপুরুষের খানা যোগাইবার ভার গ্রহণ করুন, বা কানপুরের বিদ্যালয়ে দশ বৎসর শিক্ষা করিয়া, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে একজন সৈনিক কর্মচারীর মুন্সীই হউন**, তিনি সৌন্দর্যময়ী আকৃতি ও প্রীতিপ্রদ আলাপের গুণে ইংলণ্ডের বিলাসিনীসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতা অতি সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ ছিল। তিনি অনর্গল ইংরেজি বলিতে পারিতেন, ফরাসী ও জার্মান ভাষাতেও কথাবার্তা করিতেন। নানা সাহেব এজন্য তাঁহাকেই উপযুক্ত

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, pp. 249-50.*

** *Kaye, Sepoy War. Vol. II, p. 312. Comp. Shepherd, Cawnpur, p.9.*

পাত্র মনে করিয়া, আপনার কার্যে নিযুক্ত করেন, কিন্তু তিনি বিলাতে যাইয়া প্রভুর কার্যসাধনে সমর্থ হন নাই। বিলাতের কর্তৃপক্ষ যখন তাঁহার প্রার্থনা-পূরণে অগ্রসর হইলেন না, তখন তিনি আত্মপরিতোষ সাধন জন্য অন্যপথ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার প্রভুর প্রতি প্রচুর অর্থ ছিল, তাঁহার বাক্‌পটুতা ও স্বর-মাধুর্য ছিল, সর্বোপরি তাঁহার দেহের অসামান্য সৌন্দর্যগৌরব ছিল। তিনি এই সকলের সাহায্যে বিলাসসাগরে ভাসমান হইলেন। বিলাসিনীদিগের অনুগ্রহে ও আদরে তাঁহার যৌবনকান্তি অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়া উঠিল। তিনি ইংলন্ড হইতে তুরস্কের রাজধানীতে উপনীত হইলেন, এই সময়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সমগ্র ইউরোপ আন্দোলিত হইতেছিল। কৌতূহলপর মুসলমান দূত ইউরোপের বীরপুরুষদিগের বীরত্বদর্শন জন্য সমরভূমির নিকটবর্তী হইলেন। তিনি ইংরেজের পার্শ্বে ফরাসীর বীরত্বব্যঞ্জক মুখশ্রী দেখিতেন, রুশিয়াবাসীদিগের কামানের গোলায় ইংরেজদিগকে বিশৃঙ্খল হইতে দেখিয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। আজিমুল্লা যাঁহাদের নিকট ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বিচারে আপনার প্রতিপালক প্রভুকে পৈতৃক বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইতে দেখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে ইউরোপের সমরভূমিতে ইউরোপীয় বীরেন্দ্রবৃন্দ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিলেন*। তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল যে তিনি স্বদেশে আসিয়া ইঁহাদের ক্ষমতা পর্যুদস্ত করিতে পারিবেন। আজিমুল্লা স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার পূর্বতন বিশ্বাস অপনীত হইল না। তিনি বিঠুরে আসিয়া নানা সাহেবকে আপনার ভূয়োদর্শিতার ফল জানাইলেন। পৈতৃক বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানা সাহেব গভীর মনোবেদনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তদীয় দূত যখন অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার অধীরতা বর্ধিত হইল। তিনি ইংরেজ কর্তৃপক্ষের উপর জাতক্রোধ হইলেন। লর্ড ডালহৌসীর অবৈধকার্যের ফল এখন পরিস্ফুট হইল। এদিকে আজিমুল্লা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া, যে ভূয়োদর্শিতা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা তিনি স্বীয় প্রভুকে বিচলিত করিয়া তুলিলেন। নানা সাহেব তত্ত্বজ্ঞ বা দূরদর্শী ছিলেন না, সুতরাং তিনি স্বীয় দূতের অর্জিত জ্ঞান

* ক্রিমিয়ায় ১৮৫৪-৫৫ খ্রীঃ অব্দে রুশিয়ার সহিত ফ্রান্স, ইংলন্ড, তুরস্ক ও সার্দিনিয়ায় সম্মিলিত সেনোর যুদ্ধ হয়। ১৮ই জুন শিবাস্তোপোল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্মিলিত সৈন্য তাড়িত হয়! এই সময়ে আজিমুল্লা কন্‌স্তান্তিনোপলে ছিলেন। সংবাদপত্রের বিখ্যাত লেখক রাসেল সাহেবও এই সময়ে ঐ নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আজিমুল্লার সাক্ষাৎ হয়। আজিমুল্লা তাঁহাকে কহেন, 'বিখ্যাত ক্রিমিয়া নগর ও যে সকল পরাক্রান্ত রুশিয়াবাসী (রুস্তম), ফরাসী ও ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়াছে, তাহাদিগকে দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে। আজিমুল্লা কলিকাতায় আসিতেছিলেন। মাল্টায় পেঁছিলে তিনি ইংরেজদের পরাজয়-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অমনি যুদ্ধস্থল দেখিবার জন্য কন্‌স্তান্তিনোপলে গমন করেন।—*Russel, Diary in India, Vol. I, pp. 165-66.*

যথার্থ কি না, ভাবিয়া দেখিলেন না। মর্মান্তিক মনোবেদনায় ও আজিমুল্লার হৃদয়গ্রাহী কথায়, তাঁহার মানসিক ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। কানপুরের ইতিহাস শোণিতাক্ষরে রঞ্জিত হইবার সূচনা হইল।

বিঠুরের রাজপ্রাসাদে নানা সাহেবের আরও কয়েকজন সহচর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা বালারাও বাবাভট্ট ঐ স্থানে থাকিতেন, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাও সাহেব তদীয় আশ্রয়ে কালাতিপাত করিতেন এবং তাঁহার বাল্যক্রীড়াসঙ্গী তাঁতিয়া তোপীও ঐস্থানে প্রিয়বয়স্যের সমৃদ্ধিভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতেন। আজিমুল্লার ন্যায় তাঁতীয়া তোপীও নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়া উঠেন। এইরূপে একদিকে মুসলমান, অপরদিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মন্ত্রণায় বিঠুরের মহারাজের কার্য-প্রণালী অবধারিত হইত। কানপুরের ভয়াবহ বিপ্লবের সময়ে প্রধানতঃ ইঁহারাই নানা সাহেবের মন্ত্রণাদাতা হইয়াছিলেন।

কানপুরের ইংরেজ-কর্তৃপক্ষ যখন ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কায় বিচলিত হন, অসহায় বালক-বালিকা ও অবলা কুলনারীদিগের রক্ষার জন্য যখন তাঁহারা আলস্য-শূন্য হইয়া আত্মরক্ষার স্থান সুরক্ষিত করিতে থাকেন, তখন ধনাগারের অর্থরাশির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সময়ে কানপুরের ধনাগারে দশ-বার লক্ষ টাকা ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর হিলারসেডেন সাহেব নানা সাহেবের সাহায্যে ঐ টাকা রক্ষা করিতে উদ্যত হন। নানা সাহেবের সদ্ব্যবহারে ও আতিথেয়তায় কলেক্টর সাহেব পরিতুষ্ট ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, বিপদ উপস্থিত হইলে একমাত্র নানা সাহেবের সাহায্যেই তিনি পরিবারবর্গের সহিত গবর্নমেন্টের সম্পত্তি-রক্ষায় সমর্থ হইবেন। এ সম্বন্ধে বিবি হিলারসেডেন একখানি পত্রে লিখিয়াছেন—'এস্থলে সহসা বিপৎপাতের সম্ভাবনা। যদি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমরা হয় সৈনিক-নিবাসে নচেৎ কানপুরের প্রায় ছয় মাইল দূরবর্তী বিঠুর নামক স্থানে যাইব। এই স্থানে পেশবার উত্তরাধিকারী অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি সাহেবের পরম বন্ধু এবং বহু সম্পত্তির অধিপতি ও প্রভুত ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি তিনি সাহেবকে দৃঢ়তার সহিত কহিয়াছেন যে, তাঁহারা বিঠুরে সর্বাংশে নিরাপদে থাকিবেন। আমি অপরাপর কুলনারীর সহিত সৈনিক-নিবাসে থাকাই ভাল বোধ করিতেছি, কিন্তু সাহেব আমাকে অপত্য সন্তানদের সহিত বিঠুরে রাখাই শ্রেয়স্কর মনে করিতেছেন'*।

নানা সাহেবের প্রতি কানপুরের কলেক্টর সাহেবের এইরূপ অটল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। এই বিশ্বাস ও প্রীতি প্রযুক্তই তিনি ধনাগার রক্ষার ভার নানা সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হন। কথিত আছে, নানা সাহেব যখন লক্ষ্ণৌ নগরে উপনীত হন, তখন তত্রত্য রাজকীয় প্রধান কর্মচারীরা তাঁহার প্রতি সর্বতোভাবে বিশ্বাস স্থাপনে উন্মুখ হন নাই। নানা সাহেব সহসা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রস্থান করিলে অযোধ্যার রাজস্ব-সংক্রান্ত প্রধান কর্মচারীর মনে গভীর সন্দেহ জন্মে। এজন্য উক্ত কর্মচারী

* *Martin, Empire in India, Vol. II, p. 251.*

কানপুরের ইংরেজ সেনাপতিকেও সাবধান হইতে কহেন। এবিষয় অযোধ্যার প্রধান কমিশনর স্যার হেনরি লরেন্সেরও অনুমোদিত হয়*। যাহা হউক, হিলরসডন সাহেব অবশ্য নানা সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, নানা সাহেবের সদাচারে পরিতোষ লাভ করিতেছিলেন এবং নানা সাহেবের সদনুষ্ঠানে তাঁহার একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাজীরাও লোকান্তরিত হইলে নানা সাহেব যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হন, তখন তিনি কানপুরের রাজ-পুরুষদিগের সমক্ষে কোনো অংশে অবিনয় বা অসৌজন্যের পরিচয় দেন নাই। লর্ড ডালহৌসীর সঙ্কীর্ণ রাজনীতিতে তিনি মর্মাহত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, এক সময়ে তাঁহার প্রনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধার হইবে। তিনি যাঁহাদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন, যাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে নিরন্তর প্রয়াস পাইতেছেন এবং যাঁহাদের সমক্ষে সৌজন্যের একশেষ দেখাইতেছেন, তাঁহারা অবশ্য এক সময়ে তদীয় ন্যায়ানুগত স্বত্ব-রক্ষায় যত্নবান্ হইবেন। তিনি ইহা ভাবিয়াই বর্তমানে সন্তুষ্ট ও ভবিষ্যতের আশায় উৎসাহিত ছিলেন। তাঁহার অনভিজ্ঞ ও কৌতুহলপর মুসলমান মন্ত্রী ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র দেখিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানের মোহিনী শক্তিতে যদি তিনি আকৃষ্ট না হইতেন বা তাঁহার বাল্যক্রীড়া-সহচরের মন্ত্রণায় যদি তদীয় মতিভ্রংশ না ঘটিত, তাহা হইলে বোধহয় তিনি পূর্বতন সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার হইতে বিচ্যুত হইতেন না। কানপুরের বিস্তৃত ক্ষেত্রও বোধহয় ইউরোপীয়ের শোণিতে রঞ্জিত হইত না এবং কানপুরের প্রান্তবাহিনী পবিত্রসলিলা জাহ্নবীও বোধহয় নিঃসহায় বালক-বালিকা ও নিরপরাধা কুলকামিনীদিগের দেহ-নিঃসৃত শোণিতস্রোতে কলুষিত হইয়া উঠিতেন না।

নানা সাহেব যথোচিত শিষ্টতা দেখাইয়া কানপুরের ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। রাজকীয় কর্মচারিগণ কি জন্য সহসা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন, কি জন্য তাঁহাকে এই সঙ্কটকালে আপনাদের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন, এই স্থলে তাহার উল্লেখ করা আবশ্যক। দেওয়ানী ও সৈনিক কর্মচারিগণ এ সময়ে ধনাগারের অর্থরাশি সুরক্ষিত করিতে নিরতিশয় চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা যে স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়া আত্মরক্ষার্থে সজ্জিত হইতেছিলেন, সেই স্থানে ধনাগারের মুদ্রা আনিয়া রাখিলে উহা উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পড়িত। কিন্তু এসময়ে যে সকল সিপাহী ধনাগার রক্ষা করিতেছিল তাহারা আপনাদের বিশ্বস্ততা ও রাজভক্তির উল্লেখ করিয়া বলিল, 'আমরা ধনাগার রক্ষা করিতে যথাশক্তি যত্ন করিব। টাকা স্থানান্তরে অপসারিত হইলে আমাদের রাজভক্তিতে কলঙ্ক স্পর্শ হইবে, আমাদের বিশ্বস্ততার অবমাননা ঘটিবে। আমরা উপস্থিত থাকিতে বিপক্ষদিগের কেহই ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিতে পারিবে না। আমাদের হস্তে ইহা নিরাপদে রহিয়াছে।' কর্তৃপক্ষ ধনাগার-রক্ষকদিগের এই কথার প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এ সময়ে তাহাদের প্রতি কোনো বিষয়ে অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখাইলে বা তাহাদের

* *Gubbins, Mutinies in Oudh, p. 32.*

কথার কোনো অংশে প্রতিবাদ করিলে তাহারা হয়তো প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইত এবং কর্তৃপক্ষের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া প্রকাশ্যভাবে আপনাদের রক্ষণীয় দ্রব্য আপনারাই আত্মসাৎ করিত। বৃদ্ধ সেনাপতি ইহা ভাবিয়া ধনাগার-রক্ষকদিগের মতের বিরুদ্ধে কোনো কার্য করিলেন না। বিপুল অর্থ পূর্ববৎ ধনাগারেই রহিল। কিন্তু বিপদের সময়ে ধনাগার-রক্ষক সিপাহিদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা অনুচিত মনে করিয়া কর্তৃপক্ষ কতিপয় সশস্ত্র সৈনিক-পুরুষ ধনাগারের নিকটে রাখিবার সঙ্কল্প করিলেন। কানপুরের কলেক্টর হিলরসডন সাহেবের সহিত নানা সাহেবের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। কলেক্টর সাহেব এজন্য নানা সাহেবের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নানা সাহেবও সাহায্যদানে অগ্রসর হইলেন। ধনাগার বিঠুরে যাইবার পথের কিয়দ্দূরে ছিল। অবিলম্বে নানা সাহেবের দুই শত সশস্ত্র অনুচর দুইটি কামান লইয়া ধনাগার ও অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী নবাবগঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইল। এইরূপে কানপুরের কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশ কোম্পানির অর্থরক্ষার উপায়-বিধান করিলেন। এই উপায়েই পরিশেষ সিপাহিদিগের অদৃষ্ট অধিকতর প্রসন্ন হইয়া উঠিল। নানা সাহেবের নিকটে কলেক্টর সাহেবের সাহায্য প্রার্থনা করার সম্বন্ধে নানার সহচর তাঁতিয়া তোপী এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ঃ—'১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের মে মাসে কানপুরের কলেক্টর সাহেব বিঠুরে নানা সাহেবের নিকটে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখিত থাকে যে, 'আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।' নানা সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হন। চারি দিবস পরে কলেক্টর সাহেব আবার নানা সাহেবকে সৈন্য ও কামানসহ কানপুরে আসিতে লিখেন। নানা সাহেব তিন শত সৈন্য ও দুইটি কামান লইয়া কানপুরে গমন করেন। আমিও সেই সঙ্গে কানপুরে যাই। কলেক্টর সাহেব এই সময়ে তাঁহার বাড়িতে ছিলেন না, প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার বাড়িতে থাকিতে বলিয়া পাঠান। আমরা তদনুসারে তাঁহার বাড়িতে সেই রাত্রি অতিবাহিত করি। প্রাতঃকালে কলেক্টর সাহেব আসিয়া নানা সাহেবকে তাঁহার নিজের গৃহে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। ঐ বাড়ি কানপুরে ছিল। আমরা তদনুসারে ঐ বাড়িতে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে চারিদিন অতিবাহিত করিলাম। কলেক্টর সাহেব বলিলেন, সিপাহীরা কথার যেরূপ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বিশেষ সৌভাগ্য যে নানা সাহেব তাঁহাদের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুচরগণের খরচপত্রের বিষয় সেনাপতিকে বলিলেন। কলেক্টর সাহেব আপনার কথা রক্ষা করিলেন। সেনাপতিও ঐ বিষয় আগ্রায় লিখিয়া পাঠাইলেন। সে স্থান হইতে উত্তর আসিল যে, নানা সাহেবের অনুচরদিগের ব্যয়-নির্বাহের বন্দোবস্ত করা হইবে*।' এইরূপে ২২শে মে নানা সাহেব ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সম্পত্তি রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

* *Kaye, Sepoy War, Vol, II, p. 300, note.*

যেদিন নানা সাহেবের হস্তে ধনাগার রক্ষার ভার সমর্পিত হয়, তাহার পূর্বদিন লক্ষ্ণৌ হইতে সাহায্যকারী সৈনিক-দল কানপুরে পেঁছে। এদিকে সেনাপতির আদেশে ইউরোপীয় কুলকামিনী, বালক-বালিকা ও রোগাতুরগণ প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময়ে গোলযোগের একশেষ হয়। বগী, পাল্কি, গাড়ি প্রভৃতি বিবিধ যান ক্রমান্বয়ে আশ্রয় স্থানের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশুদিগের রোদনধ্বনিতে, কুলকামিনীদিগের আর্তনাদে, ইতস্ততঃ ধাবমান লোকের উচ্চৈঃস্বরে ও যানসমূহের ঘর্ঘর শব্দে, সমগ্র সৈনিক-নিবাস সমাকুল হইয়া উঠে। এই সময়ে সকলেই শশব্যস্ত, সকলেই আসন্ন বিপদে সন্ত্রস্ত, সকলেই আপনাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য বিহ্বলচিত্ত হইয়া, ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে। ছোট-বড়, ভদ্র-ইতর, উচ্চশ্রেণীর রাজপুরুষ ও নিম্নশ্রেণীর কর্মচারী, সকলেই সমভাবে একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়া একবিধ কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। সকলের মুখই গভীর আশঙ্কায় মলিন ও সকলের হৃদয়ই অবশ্যম্ভাবী বিপদে অবসন্ন হইয়া উঠে। ২২শে তারিখ বাজারের সমস্ত দোকান চার-পাঁচ বার বন্ধ হয়। ঐ দিন সেনাপতির নিকটে নিরন্তর নানারূপ অসম্বদ্ধ ও ভয়ঙ্কর সংবাদ উপস্থিত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি যে সংবাদ লইয়া আসে, ১০ মিনিট পরে অপর ব্যক্তি সেই সংবাদ মিথ্যা বলিয়া তদপেক্ষা ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রচার করে। এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত হয়। তৎপর দিনও ঐরূপ নানা ভয়ঙ্কর জনরব প্রচারিত হয়। এই সময়ে বৃদ্ধ সেনাপতির প্রশান্তভাবের ব্যতিক্রম হয় নাই। সেনাপতির আবাসগৃহের দ্বার ও গবাক্ষ সকল সমস্ত রাত্রি উন্মুক্ত থাকিত। সেনাপতি স্বয়ং স্থানান্তরে যাইবার ইচ্ছা করেন নাই, পরিবারবর্গকে স্থানান্তরিত করিতে সম্মত হন নাই। সেনাপতি ব্যতীত কানপুরের আর কতিপয় রাজপুরুষও এই সময় আপনাদের গৃহে রাত্রিযাপন করিতেন।

ইংরেজরা যখন আত্মরক্ষার আয়োজন করিতেছিলেন, সৈনিক-চিকিৎসালয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্র যখন মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং ঐ প্রাচীরের স্থানে স্থানে যখন কামান সকল স্থাপিত হইতেছিল, তখন সিপাহীরা নানা লোকের কথায় ও নানাস্থানের সংবাদে অধিকতর উত্তেজিত ও অশান্ত হইয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় অশ্বারোহী-দলই সর্বপ্রথম বিপক্ষতাচরণে আগ্রহপ্রকাশ করে। ইহারা ক্রমে আপনাদের পরিবারবর্গ ও সম্পত্তি স্থানান্তরে প্রেরণ করে। আপনাদের চিরসহচর ও চিরপবিত্র লোটা ব্যতীত, ইহারা আর কিছুই আপনাদের গৃহে রাখে নাই। এই দলে অনেক মুসলমান সৈনিক-পুরুষ ছিল। ইহারাও সমভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদেরও আশঙ্কার অবধি ছিল না। ইহারা মসজিদে সমবেত হইয়া, উপস্থিত বিষয়ে আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিত। ২৪শে মে ইহাদের প্রসিদ্ধ পর্ব ইদের দিন ছিল। এজন্য ইউরোপীয়েরা ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ দিন ইহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবে। কিন্তু ঐদিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হইল। মুসলমান সৈনিক-পুরুষেরা উত্তেজিত হইলেও, ঐদিন শান্তিভঙ্গ করিল না। তাহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের ধর্মানুমোদিত কার্য সম্পন্ন করিল এবং প্রশান্তভাবে ও সন্তোষসহকারে

আপনাদের অধ্যক্ষদিগকে অভিবাদন ও অভিনন্দন করিয়া, যথোচিত বিনীতভাবের পরিচয় দিল। তাহাদের অধিনায়কগণও তাহাদিগকে প্রত্যাভিনন্দিত করিলেন।

কিন্তু ইহাতেও সেনানায়ক ও সিপাহিদিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপিত হইল না। সিপাহীরাও উত্তেজনা ও আশঙ্কা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিল না। কর্তৃপক্ষের প্রতিকার্যেই তাহাদের উত্তেজনা পরিবর্ধিত ও আশঙ্কা বলবতী হইতে লাগিল। তাহারা দেখিল, ইংরেজেরা তাহাদিগকে নিরন্তর সন্দিগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিয়াছেন। স্থানান্তর হইতে কামান সকল আনীত হইতেছে। ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষেরা অস্ত্রপরিগ্রহ পূর্বক আত্মরক্ষার উপায়বিধান করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারা ভাবিল, হয় তো ঐ সকল সজ্জিত কামানে এক সময়ে তাহাদিগকে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহার উপর বসাযুক্ত টোটা ও অস্থিচূর্ণমিশ্রিত ময়দার কথা তাহাদের নিদারুণ অন্তর্দাহের কারণ হইয়া উঠিল। তাহারা আবার ভাবিতে লাগিল, ফিরিঙ্গীর অধিকারে, ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে, তাহাদের জাতিনাশ ও ধর্মনাশের সহিত প্রাণান্ত পর্যন্ত ঘটিবে। যেদিন গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুরে উপস্থিত হয়, সেদিন এতদ্দেশীয় অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষেরা এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, তাহারা আপনাদের পিস্তল গুলিপূর্ণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে থাকে। ঐ কামান কি জন্য তাহাদের আবাসভূমির অভিমুখে আসিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই। সহসা কামানের আবির্ভাব ও তৎপার্শ্বে ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষদিগের সমাবেশ দেখিয়া, তাহারা আশঙ্কায় অধীর হয়। তাহারা ভাবিতে থাকে, ঐ কামানে এই মুহূর্তেই তাহাদের প্রাণবায়ুর অবসান হইবে। এইরূপ দুর্ভাবনায় তাহাদের মানসিক শান্তি তিরোহিত হয়। তাহারা তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, আপনাদের অশ্ব সকল সজ্জিত করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে গোলন্দাজ সৈন্য কামান লইয়া তাহাদের আবাসগৃহ অতিক্রম পূর্বক নির্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গেল, কিন্তু ইহাতেও তাহাদের হৃদয় আশ্বস্ত হইল না। কামান চলিয়া গেলে জনসাধারণের অনেকে আপনাদের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া কারণ জানিবার জন্য কাওয়াজের ক্ষেত্রে সমবেত হইল। কয়েকজন সিপাহীও আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিল। গোলযোগ দেখিয়া রসদ-বিভাগের একজন ইংরেজ কর্মচারী সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে সিপাহিদিগের কথোপকথনে তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, কামান সকল চলিয়া যাওয়াতে, তাহাদের আশঙ্কা দূর হইয়াছে। তাহারা এতক্ষণ আপনাদের সর্বনাশের চিন্তায় অস্থির ছিল। তাহাদের সে অস্থিরতা এখন অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহারা অতঃপর আপনাদের মধ্যে এই বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছে। এই অবসরে উক্ত ইংরেজ কর্মচারী তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া কহিলেন, 'অযোধ্যা হইতে যে সকল অশ্বারোহী সৈনিক-পুরুষ এই সকল কামানের সঙ্গে আসিতে- ছিল, তাহারা পূর্বে কোনোরূপ ঔদ্ধত্য-প্রকাশ করে নাই। রাজভক্তির অবমাননা করিতেও তাহাদের প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। কর্তৃপক্ষ তাহাদিগকে ভাল ভাবিয়াই ফতেগড়ে

পাঠাইয়া ছিলেন* । কি জন্য তাহারা রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল, এবং কি জন্যই বা আপনাদের অধিনায়কদিগকে নিহত করিল ?' তাঁহার এই বাক্যে সিপাহীরা উত্তেজনা-সহকারে নানাভাবে কথা কহিতে লাগিল। একজন বলিল, 'অধিনায়কেরাই যে বিশ্বাস-ঘাতক হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ঐ সকল অধিনায়ক, সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র ও তাহাদের অশ্বসকল তাহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে অকৃতকার্য হওয়াতে তাঁহারা, উঁহাদিগকে বেতন লইবার জন্য যুদ্ধবেশ ও যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তে সামান্যবেশে এইস্থানে আসিতে আদেশ দেন। এই পর্যন্ত বলিয়াই বক্তা ঘাড় নাড়িয়া পুনর্বার গম্ভীরভাবে কহিল, 'কিন্তু সিপাহীরা সেরূপ পাত্র নহে ; তাহারা সহজে এইস্থানে আসিবার লোক নয়।' আর এক ব্যক্তি কহিল, 'অফিসরগণ যদি বিশ্বাসঘাতক না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা কিজন্য আত্মস্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতেছেন ? তাঁহারা যদি পূর্বের ন্যায় আমাদের সহিত ভাল ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমরাও কখনও কোনো অংশে তাঁহাদের অনিষ্ট করিব না। কিন্তু এখন সেই ভাল ব্যবহারের পরিবর্তে তাঁহারা বিবিধ কৌশলে আমাদের জাতি-নাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।' বক্তা অতঃপর তাহারা সহযোগিদিগের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কহিল, 'দেখ, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ গুরুতর ষড়যন্ত্রের অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহারা জানে যে, আমরা কখনও নূতন টোটা গ্রহণ করিব না, এজন্য আমা-দিগকে জাতিচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে গাভী ও শূকরের অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত ময়দা রুড়কি হইতে প্রেরিত হইতেছে।' তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, 'আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আমাদের উপর অফিসরদিগের কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই, তাঁহারা অস্ত্রাগার ও ধনাগার-রক্ষক সিপাহীদিগকে অপসারিত করিয়া সেই স্থলে ইউরোপীয়দিগকে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সিপাহীরা এতদিন বিশ্বস্ত ছিল, এখন সহসা তাহারা অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল।' সিপাহীদিগের মধ্যে যখন এইরূপে কথোপকথন হইতেছিল, তখন সিপাহীরা রসদ-বিভাগের উক্ত কর্মচারীর চারিদিকে দাঁড়াইয়াছিল। ঐ কর্মচারী তাহাদিগকে শান্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহারা কিছুতেই শান্ত হইল না। তিনি তাহাদিগকে গবর্নমেন্টের সদুদ্দেশ্য যতই বুঝাইতে লাগিলেন, তাহারা ততই গভীর আশঙ্কা ও তন্মূলক অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা মীরাটের ঘটনার উল্লেখ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিল, 'তথাকার সিপাহীরা দশ বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ হইয়াছে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া গুরুতর পরিশ্রম-সহকারে পথ প্রস্তুত করিবার কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। যেহেতু তাহারা নূতন টোটা দাঁতে কাটিতে অসম্মত হইয়াছিল। কানপুরে ইউরোপীয় সৈনিক-দল উপস্থিত হইলেই আমাদেরও সেই দশা ঘটিবে। আমরা সে পর্যন্ত অপেক্ষা করিব না, আমাদের অধোগতির একশেষ হইয়াছে। এই সেই রাত্রিতে একজন অফিসর আমাদের দলের কতিপয় সান্ত্রীর দিকে

* ফতেগড়ের বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

গুলিনিক্ষেপ করিল। বিচারক তাহাকে পাগল বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন।* আমরা যদি কোনো ইউরোপীয়ের দিকে গুলিনিক্ষেপ করিতাম তাহা হইলে আমাদের ফাঁসী হইত।' সিপাহিদিগকে এইরূপ উত্তেজিত ও অধীর দেখিয়া পূর্বোক্ত কর্মচারী বলিলেন, 'তোমরা আপনাদের সর্বনাশের সূত্রপাত করিতেছ। ব্রিটিশ কোম্পানি ব্যতীত আর কাহার নিকট এরূপ উচ্চ ও সম্মানিত কর্ম পাইবে?' একজন সিপাহী তিলার্ধমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই কথার উত্তরে বলিল, 'আমরা মুসলমান। আমরা স্বজাতীয় ভূপতির কর্ম করিব স্বজাতীয়ের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা অবশ্যই তাঁহার বিদিত আছে।' আর একজন সিপাহী আপনার শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া সাতিশয় উত্তেজনার পরিচয় দিতে লাগিল। রসদ-বিভাগের পূর্বোক্ত কর্মচারী তাহাকে নিরতিশয় উত্তেজিত দেখিয়া বলিলেন, 'যদি তোমরা এই সকল কার্যসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক, তাহা হইলে বণিক কেরানী প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির সহিত তোমাদের কোনোরূপ সংশ্রব নাই, তাহাদের অনিষ্ট-সাধনে কেন প্রবৃত্ত হইবে?' তাঁহার এই কথায় পূর্বোক্ত সিপাহী দৃঢ়তার সহিত কহিল, 'ওঃ! তোমরা সকলেই এক। তোমাদের সকলের জাতিই এক। তোমরা খলসর্প। তোমাদের কেহই রক্ষা পাইবে না।' এই সময়ে একজন হাবিলদার বা নায়ক ইংরেজ কর্মচারীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'আপনি এই নির্বোধের কথায় কর্ণপাত করিবেন না, আপনার কার্যে গমন করুন; আমাদের মধ্যে আর আসিবেন না।' হাবিলদার যখন এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আরও কতিপয় ব্যক্তি ইংরেজ কর্মচারীকে সে স্থান হইতে শীঘ্র শীঘ্র যাইতে বলিল। কর্মচারী সিপাহিদিগকে নিরতিশয় উত্তেজিত দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন। চারিদিকে ঐ উত্তেজিত সিপাহিগণ পরিবেষ্টিত হওয়াতে তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইয়াছিল, সুতরাং তিনি তথায় অধিকক্ষণ থাকিলেন না। পূর্বোক্ত হাবিলদারের কথায় তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তিনি যখন যাইতে লাগিলেন, তখন এক ব্যক্তি উপহাস-পূর্বক উচ্চঃস্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, 'তোমার কোনো ভয় নাই। তুমি শীঘ্র যাইয়া মুসলমানের বেশ পরিগ্রহ কর, স্থূল ও দৃঢ় যষ্টি হস্তে লও এবং গোঁপে তা দিতে দিতে "আল্হাম্দু-লিল্লা রব্বেল্ আল্মিন্" (মুসলমানদিগের উপাসনা-বাক্যের একটি অংশ) এই কথা বলিয়া বেড়াও, তুমি নিরাপদ থাকিবে।' এই বাক্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। ইংরেজ কর্মচারী

* সিপাহীর এই কথা অমূলক নহে। একদা রাত্রিকালে অশ্বারোহী সৈনিক-দলের একজন সিপাহী পাহারা দিতেছিল। এমন সময়ে একটি ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ আপনার বাঙলা হইতে বাহির হইয়া মদ্যপান প্রযুক্ত মত্ততাতেই হউক অথবা ভয়েই হউক, ঐ সান্ত্রীর প্রতি গুলিনিক্ষেপ করে কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পরদিন প্রাতঃকালে সিপাহী উক্ত সৈনিক-পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে। এই বিষয়ের বিচারের জন্য সামরিক বিচারালয়ের অধিবেশন হয়। মত্ততা-প্রযুক্ত অভিযুক্ত সৈনিকের বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল এই হেতুতে বিচারক তাহাকে দণ্ডিত না করিয়া ছাড়িয়া দেন।—*Trevlyan, Cownpur, pp. 92-98.*

উহাতে কর্ণপাত করিলেন না, আপনার প্রাণ লইয়া সত্বরপদে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন*।

এইরূপে সিপাহীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ইউরোপীয়েরা অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যতই আয়োজন করিতে লাগিলেন, সিপাহীরা ততই সন্দিগ্ধ হইতে লাগিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহারা বৃদ্ধ সেনাপতিকে আত্মরক্ষার স্থান প্রাচীরে পরিবেষ্টিত করিতে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে নাই। ইহার পর যখন তাহারা দেখিল, ইউরোপীয়গণ দলে দলে এই স্থানে সমবেত হইতেছে, কামান সকল স্থানান্তর হইতে আনীত হইতেছে, বর্ষীয়ান সেনাপতি দিবারাত্র এই স্থানে সামরিক কার্যের সুব্যবস্থায় মনোযোগী হইতেছেন, খ্রীস্টধর্মাবলম্বিগণ সন্ত্রাসে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিতেছে, তখন তাহাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস ও প্রভুর সম্বন্ধে কর্তব্যবুদ্ধি সমূলে বিনষ্ট হইল। বর্ষীয়ান সেনাপতি আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যে মৃন্ময়-প্রাচীর নির্মিত করিলেন, সে প্রাচীর তাঁহাদের রক্ষার উপযোগী হইল না। অথচ, ঐ প্রাচীর সিপাহিদিগকে সন্দেহাকুল করিয়া তুলিল। অধিকন্তু সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের ভীতিব্যাকুলতা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। এই ব্যাকুলতা দর্শনে তাহাদের উদ্‌বোধ হইল যে, তাহারা এতদিন যাহাদিগকে সাহসী, দৃঢ়তাসম্পন্ন ও সর্বাংশে কার্যকুশল মনে করিতেছিল, তাহারাও আশঙ্কায় অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং আপনাদিগকে সর্ববিষয়ে অবলম্বনশূন্য ভাবিয়া প্রতি মুহূর্তে আত্মহারা ও দিশাহারা হইতে থাকে। এরূপ বিপত্তিবিচলিত ব্যক্তিদিগের পরাজয় অসাধ্য নহে। এইরূপ ভাবিয়া সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগকে অবজ্ঞারভাবে দেখিতে লাগিল। শেষে যখন কামান-রক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষেরা, আপনাদের কামান সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল, এবং সমর্থ ইউরোপীয়গণ অস্ত্রপরিগ্রহ করিতে লাগিল, তখন সিপাহী ও তাহাদের অধিনায়কদের মধ্যে বিশ্বাস, অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। উভয়ের মধ্যে আর কোনো বিষয়ে ঘনিষ্ঠতা রহিল না। সৌহার্দ্য বিশ্বস্ততার স্থলে বিষম শত্রুতা ও ঘোরতর অবিশ্বাসের আবির্ভাব হইল। ইংরেজ, সিপাহীকে আততায়ী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, সিপাহীও ইংরেজের প্রতিকার্যে আশঙ্কা ও শত্রুতার চিহ্ন দেখিতে লাগিল।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে চারিদিকে আশঙ্কা ও উদ্বেগের নিদর্শন প্রত্যক্ষীভূত হইলেও কোনোরূপ শান্তিভঙ্গ হইল না। মহারানীর জন্মদিনে ইংরেজ সেনাপতি সিপাহিদিগের উত্তেজনাবৃদ্ধির আশঙ্কায় তোপধ্বনি করিতে বিরত থাকিলেন। ঐ দিনে কানপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে সৈনিক-পুরুষের সমাগম হইল না, কেহ সৈনিক পদ্ধতি অনুসারে কোনোরূপ উৎসব সম্পন্ন করিল না। সমগ্র সৈনিক-নিবাস প্রশান্তভাবে রহিল, সমগ্র সৈনিক-পুরুষ নীরবে আপনাদের অধীশ্বরীর জন্মদিন অতিবাহিত করিল। ত্রিপঞ্চাশ দলের একটি ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষের স্ত্রী বাজারে যাইয়া আবশ্যক

* *Shepherd, Cawnpur Massacre, pp. 17-19.*

দ্রব্য ক্রয় করিতেছিল, এমন সময়ে একজন সামরিক-পরিচ্ছদ-শূন্য সিপাহী সেইস্থলে তাহাকে কহিল—'তোমরা আর ঘন ঘন এখানে আসিও না, তোমরা আর এক সপ্তাহও জীবিত থাকিবে না।' সৈনিক-পুরুষের স্ত্রী সৈনিক-নিবাসে যাইয়া এই কথা সকলকে জানাইল। কিন্তু সে সময়ে উহা তাদৃশ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইহার পূর্বে, একদা রাত্রিকালে এতদ্দেশীয় প্রথম পদাতিকদিগের গৃহে আগুন লাগিয়াছিল; ইউরোপীয়দিগের অনেকে উহা বিপক্ষতাচরণের পূর্বসূচনা মনে করিয়া ছয়টি কামান সেই স্থলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। সিপাহীরা অগ্নিনির্বাণে আদিষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এই আদেশপালনে উদাসীন থাকে নাই। অবিলম্বে অগ্নি নির্বাপিত হইয়া যায়। শেষে উহা আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এইরূপে ইংরেজ প্রায় প্রতি বিষয়েই বিপদের আবির্ভাব দেখিতেছিলেন। এদিকে ইংরেজের বিদ্বেষ্টা মিষ্টভাষী আজিমুল্লাও ইংরেজের অনুষ্ঠিত কার্য দেখিয়া উপহাসের সহিত আত্মবিদ্বেষবুদ্ধির পরিচয় দিতে ত্রুটি করেন নাই। ইংরেজের আত্মরক্ষার স্থলের চতুর্দিকে যখন মৃৎপ্রাচীর নির্মিত হইতেছিল, তখন আজিমুল্লার সহিত তাঁহার একজন সুপরিচিত, তরুণবয়স্ক ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের (লেপ্টেনাণ্ট দানিয়াল) সাক্ষাৎ হয়। এই সময়ের কিছু পূর্বে মীরাটের সিপাহিদিগের অভ্যুত্থান-সংবাদ কানপুরে পৌঁছিয়াছিল। আজিমুল্লা মৃৎপ্রাচীর দেখাইয়া লেপ্টেনাণ্ট দানিয়ালকে জিজ্ঞাসিলেন, 'আপনারা সমতল প্রান্তরে যে স্থান প্রস্তুত করিতেছেন, উহা কি নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।' দানিয়াল কহিলেন, 'আমি জানি না।' এই কথা শুনিয়া আজিমুল্লা বলিয়া উঠিলেন, 'উহা নিরাশাদুর্গ বলিয়া অভিহিত করা উচিত।' অমনি ইংরেজ সেনানায়ক উত্তর করিলেন, 'না না। আমরা উহা বিজয়দুর্গ বলিব।' আজিমুল্লা এই কথার উত্তরে আর কিছু বলিলেন না। কেবল, 'আহা! আহা!' বলিয়া ইংরেজ সেনানায়কের প্রতি তীব্র বিদ্রূপাত্মক ভাবপ্রকাশ করিলেন*। লেপ্টেনাণ্ট দানিয়াল নানা সাহেবের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। নানা একদা মহামূল্য হীরকাঙ্গুরীয়ক আপনার অঙ্গুলি হইতে উন্মোচিত করিয়া তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন।

এই সময়ে কানপুরে নানকচাঁদ নামক একজন উকিল ছিলেন। পেশবা বাজীরাওয়ের একজন ভ্রাতুষ্পুত্র, খুল্লতাতের সম্পত্তির অংশ পাইবার জন্য নানা সাহেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা উত্থাপিত করেন। পেশবার ভ্রাতুষ্পুত্রের পক্ষে মকদ্দমা চালাইবার ভার নানকচাঁদের উপর সমর্পিত হয়। নানকচাঁদ নানা সাহেবের বিরোধী ও ব্রিটিশ গবর্ন-মেণ্টের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনার রোজনামচায় ১৫ই মে হইতে কানপুরের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। যে সকল সিপাহী ধনাগাররক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও যে, এ সময়ে কোম্পানির রাজনীতির উপর দোষারোপ করিয়াছিল, তাহা নানকচাঁদ স্বীকার করিয়াছেন**। যাহা হউক, মে মাসে নানারূপ

* *Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 57. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 83.*

** *Trevelyan, Cawnpur, pp. 78-79.* ধনাগার-রক্ষক ত্রিপঞ্চাশ দলের সিপাহীরা রাজভক্ত ও বিশ্বস্ত ছিল।

ঘটনার আবির্ভাব ও নানারূপ সংবাদ প্রচারিত হইলেও উক্ত মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই। সেনাপতি হুইলর ইহাতে ভাবিলেন, বিপদ অন্তর্হিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি স্যার হেনরি লরেন্সের সাহায্যার্থ লক্ষ্ণৌতে সৈন্য পাঠাইতে সমর্থ হইবেন, ইহা ভাবিয়া কানপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি ১লা জুন গবর্নর জেনেরলকে লিখিলেন, 'এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আনিবার জন্য আমি অদ্য আশিখানি গরুর গাড়ি পাঠাইলাম। আমার বিশ্বাস, অতি অল্পদিনের মধ্যেই কানপুর নিরাপদ হইবে। কেবল ইহাই নয়, আবশ্যক হইলে আমি লক্ষ্ণৌতেও সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইতে পারিব। আমি এখন গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক আমাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সন্নিবেশিত তাম্বুতে অবস্থিতি করিতেছি। যাবৎ সাধারণে শান্তভাব অবলম্বন না করে, তাবৎ এই তাম্বুতেই থাকিবার ইচ্ছা আছে। গ্রীষ্ম, ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে, জ্বরের প্রাদুর্ভাব কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু উত্তেজনা ও অবিশ্বাস এরূপ প্রবল হইয়াছে যে, সরলতা ও সাবধানতা সহকারে যে কোনো বিষয়েরই অনুষ্ঠান হউক না কেন, সমস্ত বিষয়েই সাধারণের মধ্যে অর্থান্তর ও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া থাকে।···বর্তমান সময়ে অবিবেচনাপূর্বক সামান্য একটি কার্য করিলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে পারে। আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, এরূপ সঙ্কটকালে আমার সহিত সমগ্র সৈনিক-দলের বিশিষ্ট পরিচয় আছে···। আমি ৫২ বৎসর কাল, তাহাদের মধ্যে কার্য করিয়া, তাহাদের স্বত্বরক্ষা করিয়া আসিতেছি। আমার এই আত্মপ্রশংসা মার্জনা করিবেন, কানপুরের ন্যায় স্থানে শান্তিরক্ষায় আমার কৃতকার্য হইবার সম্ভাবনা আছে, আমি কেবল তজ্জন্যই এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। লোকে কহিতেছে যে, আমি তাহাদের মধ্যে থাকাতে তাহারা অপরের দৃষ্টান্তের অনুসরণে নিরস্ত রহিয়াছে*।' এইরূপ বিশ্বাসে ও এইরূপে আত্মপ্রসাদে বৃদ্ধ সেনাপতি লক্ষ্ণৌতে সাহায্যকারী সৈন্য পাঠাইতে উদ্যত হইলেন। ৮৪ গণিত ইউরোপীয় সৈনিক-দলের কতিপয় সৈনিক-পুরুষ বারাণসী হইতে মে মাসের শেষ সপ্তাহে কানপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারা ৩রা জুন লক্ষ্ণৌতে প্রেরিত হইল। এ সম্বন্ধে সেনাপতি গবর্নর জেনেরলের নিকট তারে এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন, 'স্যার হেনরি লরেন্স উদ্বেগ প্রকাশ করাতে আমি এই-মাত্র আমার ক্ষুদ্র দল হইতে মহারানীর ৮৪ গণিত পদাতিক-দলের পঞ্চাশ জন সৈনিক ও দুই জন অধিনায়ককে ডাক গাড়িতে লক্ষ্ণৌ পাঠাইলাম। অধিক গাড়ি পাওয়া গেল না। এই সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়াতে আমার কিয়দংশ বলহ্রাস হইল বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস, অপর ইউরোপীয় সৈনিক-দলের আগমন পর্যন্ত আমি এই স্থানে আত্মরক্ষা করিতে পারিব।' উক্ত ক্ষুদ্র সৈনিক-দল কানপুরের সৈনিক-নিবাস হইতে যাত্রা করিল। তাহারা যখন নৌসেতু উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন উত্তেজিত সিপাহীরা কানপুরস্থিত ইংরেজের বলহ্রাস হইল দেখিয়া, মনে মনে আনন্দিত হইল, এবং আত্মপক্ষের বল-বহুলতায় স্বাভীষ্টসাধনে অধিকতর সাহস-সম্পন্ন হইয়া উঠিল। তাহারা প্রতিমুহূর্তে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং প্রতি

---

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 304.*

মুহূর্তেই আপনাদিগকে ফিরিঙ্গীর হস্ত হইতে বিমুক্ত ও দিল্লীর বৃদ্ধ মোগলের অধিকারে সর্বসম্পত্তির অধিকারী করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইতে লাগিল।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহীরা আর নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিল না। তাহারা আপনাদের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে উদ্যত হইল। এই সময়ে অশ্বারোহিদলই সমধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহারা পদাতিক-দলকেও আপনাদের ন্যায় উত্তেজিত করিতে ক্ষান্ত থাকিল না। বাজারে, সৈনিক-নিবাসে, নানারূপ ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। বিঠুররাজের অনুচরবর্গ নবাবগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছিল, রাজা স্বয়ংও ঐ স্থলে ছিলেন। কথিত আছে, ষড়যন্ত্রকারিগণ তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইতেও কুণ্ঠিত হইল না। এইস্থানে অস্ত্রাগার ধনাগার ও কারাগার ছিল। ষড়যন্ত্রকারিগণ তৎসমুদয় আপনাদের পুরোভাগে দেখিয়া অভিনব আশায় উদ্যমসম্পন্ন হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের নিকটে অস্ত্রাগার ও অস্ত্রাগারের পার্শ্বে কারাগার দেখিয়া, উহা অধিকার করা অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে করিতে লাগিল। এই সময়ে তাহাদের উৎসাহদাতার অভাব ছিল না, তাহাদের বল-বুদ্ধির উপকরণও দূরবর্তী ছিল না। জোবালা প্রসাদ নামে নানা সাহেবের একজন অনুজীবী ছিল। মদুদ আলি নামক একজন মুসলমান নানা সাহেবের চাকরি ছাড়িয়া ঘোড়ার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা এখন সিপাহিদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের সুবাদার টীকা সিংহ আপনার ক্ষমতায়, কার্যনৈপুণ্যে ইংরেজের প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষবুদ্ধিতে সহযোগিদিগের মধ্যে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন। এখন সুবাদার টীকা সিংহের সহিত জোবালা প্রসাদের পরামর্শ হইতে লাগিল। এই সময়ে আজিমুল্লাও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ইনি নানা সাহেবকে আপনার মতানুসারে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রকারিগণ কোথায় কিভাবে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কোন্ সময়ে কোন্ কার্যসাধনের সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। এ সম্বন্ধে অনেকে নানা কথা বলিয়াছেন, অনেকেই নানা মত প্রকাশ করিয়াছেন। এইসকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই*। শিবচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছে, 'অশ্বারোহিদলের সমুত্থানের তিন কি চারি দিবস পরে, সুবাদার টীকা সিংহ নানা সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে কহেন, 'আপনি ইংরেজের অস্ত্রাগার ও ধনাগাররক্ষার জন্য এখানে আসিয়াছেন। আমরা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই আমাদের ধর্মরক্ষার জন্য একতাবদ্ধ হইয়াছি। বাংলায় সমগ্র সিপাহিদলই এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছে, আপনি এ সম্বন্ধে কি বলেন ?' নানা সাহেব উত্তর করেন, 'আমিও সৈনিক-দলের হাতে রহিয়াছি**।' আর

* উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশ কমিশনর কর্নেল উইলিয়ম্‌স্ এ বিষয়ে অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। তিনিও অনেকের শোনা কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই।—*Kaye, Sepoy War. Vol. II, p. 106, note.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 306, note. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p. 89.*

একজন নির্দেশ করিয়াছে, 'জুন মাসে একদিন সন্ধ্যা অতীত হইলে মহারাজ নানা সাহেব তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও মন্ত্রী আজিমুল্লার সহিত গঙ্গার ঘাটে গমন করেন। এই স্থানে তাঁহার গুপ্তচরগণ টীকা সিংহ ও তদীয় সহযোগিদিগকে আনয়ন করে। সকলে নৌকায় বসিয়া, দুই ঘণ্টাকাল পরামর্শ করেন*। এইরূপ বিসংবাদী বিবরণ হইতে সত্যনির্ণয় অনায়াসসাধ্য নহে। ষড়যন্ত্রকারিগণ, আপনাদের বক্তৃতার মোহিনীশক্তিতে নানা সাহেবকে বিমুগ্ধ করুক, বা না করুক, নৌকায় আত্মগোপন করিয়া কার্যপ্রণালীর অবধারণে উদ্যত হউক, বা না হউক, তাহাদের কেহ কল্পনার সম্মোহনভাবে ও আশার তৃপ্তিদায়ক মন্ত্রে প্রফুল্ল হইয়া বিলাসিনী প্রণয়িনীর নিকটে আত্মগৌরব প্রকাশ করুক, বা নাই করুক, জুন মাসের প্রথম চারিদিন যে, অশ্বারোহি-দলের উত্তেজিত সিপাহিগণ আপনাদের মধ্যে পরামর্শ করিয়াছিল, তদ্বিষয় ইতিহাসে নির্দিষ্ট আছে**। নানা সাহেবের অনুচরগণ ইহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। হয়ত, ইহারা এই অনুচর-দিগের মুখেই শুনিয়াছিল যে, বিঠুররাজ তাহাদের পক্ষসমর্থন করিতেছেন, তাঁহার অর্থরাশি ও তাঁহার সৈনিক-দল, সমস্তই তাহাদের সাহায্যার্থ রাখিয়াছেন। অনুচরদিগের এইরূপ কথায় ইহারা উৎসাহান্বিত হইয়াছিল, এবং কালবিলম্ব না করিয়া আপনাদের অধিনায়কদিগের সমক্ষেই আপনাদিগকে স্বাধীনতার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল।

সেনাপতি হুইলর দীর্ঘকাল বাংলার সিপাহিদিগের মধ্যে অবস্থিতি করাতে, তাহাদের ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন হিন্দুস্থানীতে কথা বলিতেন, তখন তাঁহার স্বর, উচ্চারণ-প্রণালী ও বাক্য-বিন্যাসে বোধ হইত যেন হিন্দুস্থানী লোকের মুখ হইতে হিন্দুস্থানী ভাষা বহির্গত হইতেছে। বৃদ্ধ সেনাপতি সিপাহিদিগের আবাসভূমিতে যাইয়া স্নেহসহকারে তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে উপদেশ দিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা উদাসীনভাবে তাঁহার কথা শুনিত। শেষে এই উপদেশে কোনো ফল হইল না, গভীর উত্তেজনায় নিরন্তর শাত্রব বুদ্ধিতে ও বিদ্বেষপর লোকের কুপরামর্শে সিপাহীরা সেনাপতির বাক্য লঙ্ঘন করিয়া ফিরিঙ্গীর অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ এ বিষয়ে কালবিলম্ব করিতে ইচ্ছা করিল না। কেহ কেহ বিলম্বে কার্যসিদ্ধি হইবে বলিয়া সহযোগীদিগকে আপাততঃ নিরস্ত থাকিতে বলিল। এইরূপে তাহারা তাহাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধাচরণে অগ্রসর হইবে স্থির করিতে না পারিয়া কয়েকদিন আপনাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিল, অশ্বারোহী সৈনিক-দলের একজন এতদ্দেশীয় অফিসর একদিন উক্ত সৈনিক-দলকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও

* *Trevelyan*, *Cawnpur*, *p. 89*

** কথিত আছে, আজিজন নামে একজন বারবিলাসিনী দ্বিতীয়-দলের অশ্বারোহিদিগের প্রিয়পাত্রী ছিল। সমস উদ্দীন নামক একজন সোয়ার তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলে, দুই-এক দিনের মধ্যেই নানা সাহেব সর্বময় কর্তা হইবেন। আমরাও তোমার গৃহ মোহরে পরিপূর্ণ করিয়া দিব।—*Trevelyan*, *Cownpur*, *p. 89*.

বিরুদ্ধাচরণে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিল। এই উদ্দেশে ঐ অধিনায়ক সঙ্কেত করিবার জন্য ভেরী গ্রহণ করিল, কিন্তু আর একজন অধিনায়ক উক্ত ভেরী তাহার হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইল*। এইরূপে সিপাহীরা সঙ্কল্পিত কার্যসাধনে প্রথমে দোলায়মানচিত্ত হইতে লাগিল। অশ্বারোহী-দল ৩রা জুন রাত্রিতে কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহাদের সুবাদার ভবানী সিংহের চেষ্টায় সেই ইচ্ছা ফলবতী হইল না। সুবাদার ভবানী সিংহ ইংরেজ সেনাপতির যেরূপ অনুরক্ত, সেইরূপ বিশ্বস্ত ছিলেন। বয়সের পরিপক্কতায় তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি ৩রা জুন স্বীয় দলের সিপাহিদিগকে শান্তভাবে রাখিলেন। সিপাহীরা সেই রাত্রিতে কোনোরূপ গোলযোগ করিল না, তাহার পরদিনও তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের চিহ্ন অভিব্যক্ত হইল না। তাহারা পূর্ববৎ দোলায়মানচিত্তে ঐ দিন অতিবাহিত করিল**। শেষে রাত্রিকালে তাহাদের পূর্বতন সঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তাহারা মদিরামত্ত ইউরোপীয় অফিসরকে সৈনিক-বিচারালয়ে দোষভার হইতে বিমুক্ত দেখিয়া বলিয়াছিল যে, একদিন তাহাদের পিস্তল হইতেও সহসা গুলি নিক্ষিপ্ত হইতে পারে***। এখন তাহাদের সেই কথা কার্যে পরিণত হইয়া উঠিল। তাহারা আপনাদের বৃদ্ধ সুবাদারের আদেশানুবর্তী হইল না; ইংরেজ অফিসর বা বৃদ্ধ সেনাপতির দিকে দৃক্‌পাত করিল না। ৪ঠা জুন রাত্রিতে দ্বিতীয় অশ্বারোহী-দল কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইল****। বৃদ্ধ সুবাদার বৃথা তাহাদিগকে শান্তভাবে থাকিতে বলিলেন, বৃথা রাজভক্তির সম্মান রক্ষার উপদেশ দিলেন, বৃথা পরিণামে ঘোরতর বিপদের ভয় দেখাইলেন। তাহাদের চিত্তবৃত্তির আর পরিবর্তন হইল না। তাহারা বৃদ্ধ সুবাদারকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে,—নচেৎ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। বর্ষীয়ান বীরপুরুষ প্রশান্ত ও গম্ভীরস্বরে তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিলেন এবং নির্ভয়ে আপন দলের পতাকা ও সৈনিক-নিবাসস্থ গবর্নমেণ্টের টাকা রক্ষার নিমিত্ত দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস সফল হইল না। উত্তেজিত অশ্বারোহি-দলের কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে তরবারির দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আঘাত করিল। নিদারুণ আঘাতে তিনি মৃতপ্রায় ও ভূপতিত হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে তদবস্থ রাখিয়া, টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র লইয়া অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল। এদিকে তাহাদের দলের দুইজন

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 305, note.*

** *Shepherd, Cawnpur Massacre, p. 22.*

*** এই বিষয়ে পূর্বে লিখিত হইয়াছে। যে অফিসর সুরাপানে প্রমত্ত হইয়া গুলি করিয়াছিল, বিচারালয়ে সে মুক্তিলাভ করাতে সিপাহীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, এই কথা বলিয়াছিল।

**** টম্‌সন সাহেব লিখিয়াছেন, 'অশ্বারোহিগণ ৬ই জুন রাত্রিতে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল।'—*Story of Cawnpur, p. 38.* কিন্তু কে সাহেবের মতে ৫ঠা জুন রাত্রিতে ইহার সমুত্থিত হয়। —*Kepe Sepoy War, Vol. II, p. 306.*

অশ্বারোহী প্রথম পদাতিকদলে উপস্থিত হইয়া উচ্চস্বরে বলিল, 'আমাদের সুবাদার প্রথম দলের সুবাদারকে সাদর-সম্ভাষণ করিয়া ঐ দলের বিলম্বের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অশ্বারোহি-দল আবাস-গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক গন্তব্যপথে সজ্জিত হইয়াছে।' কিন্তু তাহারা আপনাদের যে সুবাদারের নামে প্রথম পদাতিক দলের সুবাদারকে সাদর-সম্ভাষণ করিল, সেই সুবাদার যে, রক্তাক্তদেহে ভূপাতিত রহিয়াছিলেন, তাহা প্রথম পদাতিক-দল জানিতে পারিল না। অশ্বারোহী সৈনিক-দলের কথার প্রথম পদাতিক-দলও তাড়াতাড়ি অস্ত্র-পরিগ্রহ-পূর্বক আপনাদের দ্রব্যাদি লইয়া উক্ত অশ্বারোহী-দলের প্রস্থানের দুই-এক ঘণ্টা পরে তাহাদের অনুগমন করিল। ইহাদের অধিনায়ক অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীতে বলিলেন, 'বাবালোক! বাবালোক! তোমাদের এরূপ ব্যবহার সঙ্গত নয়, তোমরা কখনো এরূপ ঘোরতর অপকর্ম করিও না।' কিন্তু তাঁহার এই কথায় কোনো ফল হইল না। পদাতিক-দলের সকলেই অশ্বারোহি-দলের অনুসরণ-পূর্বক নগরের উত্তর-পশ্চিম দিকবর্তী নবাবগঞ্জ নামক স্থানের অভিমুখে প্রস্থান করিল। ঐ স্থানে ধনাগার, কারাগার ও অস্ত্রাগার ছিল। দিল্লীতে যাইবার পথ ঐ স্থান দিয়াই ছিল। সুতরাং উত্তেজিত সিপাহিগণ আর কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া ঐ স্থানে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহারা পথবর্তী গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। দ্রব্যাদি লুঠিয়া লইল। তাহাদের পথের সমুদয় স্থলে সর্ব-বিধ্বংসের চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের অফিসরগণ অক্ষত-শরীরে থাকিলেন। অন্যান্য খ্রীস্টধর্মাবলম্বীও নিরাপদে রহিল। ইংরেজের বিরুদ্ধাচারী সিপাহীরা সে সময়ে ইংরেজের শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া ত্বরিতগতিতে অভীষ্ট স্থানে যাইতে লাগিল।

দুইদল সিপাহী নবাবগঞ্জের সমীপবর্তী হইলে নানা সাহেবের অনুচরেরা সর্বান্তঃ-করণে তাহাদের কার্যের অনুমোদন করিল এবং সর্বান্তঃকরণে তাহাদের সাহায্য করিতে যত্নবান হইয়া উঠিল। ত্রিপঞ্চাশ-দলের কতিপয় সিপাহী এ সময়ে ধনাগার রক্ষা করিতেছিল। এই সৈনিক-দল চিরন্তন রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। ইউরোপীয়েরা দূরে হইতে ইহাদের বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। কিন্তু সেনাপতি ইহাদের সাহায্য জন্য কাহাকেও পাঠাইয়া দিলেন না*। ধনাগার-রক্ষক বিশ্বস্ত সিপাহীরা অল্পসংখ্যক ছিল। তাহারা আক্রমণকারীদিগের ক্ষমতানাশে সমর্থ হইল না। ধনাগারের ধনরাশি বিলুণ্ঠিত হইল; কারাগারের কয়েদীরা মুক্তিলাভ করিল; রাজকীয় কার্যালয়ের কাগজপত্র ভস্মীভূত হইয়া গেল। অস্ত্রাগারের বারুদ-কামান প্রভৃতি উত্তেজিত সিপাহিদিগের হস্তগত হইল। সিপাহীরা অবিলম্বে সমস্ত টাকা হাতিতে ও গরুর গাড়িতে বোঝাই করিল এবং সত্বরতা সহকারে মোগলের রাজধানী দিল্লী গমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল।

সেনাপতি নীল নির্দেশ করিয়াছেন যে, কানপুরের অস্ত্রাগারে কি কি দ্রব্য ছিল তাহা সেনাপতি হুইলর জানিতেন না। এইরূপ অজ্ঞতা-প্রযুক্ত পরিশেষে বিষম

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 40.*

অনর্থের উৎপত্তি হয়। নীল এ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার ভাবার্থ এই—'সেনাপতি হুইলরের এইরূপ অমূলক বিশ্বাস ছিল যে, নানা সাহেব তাঁহার সাহায্য করিবেন। বিপক্ষ সিপাহিদিগের সকলেই দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল। নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। সেনাপতি হুইলর আপনাকে সমগ্র বিপক্ষ-দলে পরিবেষ্টিত দেখেন। তাঁহাদের তোপখানার তোপসকল হইতে চারিদিকে গুলিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। আপনাদের তোপখানায় ঐ সকল তোপের অস্তিত্ব সেনাপতি হুইলর বা তদীয় সহযোগিদিগের বিদিত ছিল না। কিছুকাল পূর্বে অস্ত্রাগার পরিদর্শন ও তথায় কি কি দ্রব্য রহিয়াছে, তাহার বিজ্ঞাপন জন্য কতিপয় অফিসর প্রেরিত হন। ইঁহারা তাম্বু প্রভৃতি সামান্য দ্রব্য লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। কামান-রক্ষার স্থান পরিদর্শন বা অস্ত্রাগারে প্রবেশ করেন নাই। ফল কথা, এই সকল বিষয় ইঁহাদের মনেই উদিত হয় নাই। ইঁহারা সেনাপতিকে বিজ্ঞাপিত করেন যে, অস্ত্রাগারের কিছুই নাই।' কিন্তু কে সাহেব স্বীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, 'অস্ত্রাগারের দ্রব্যাদি কানপুরের গোলন্দাজ সৈনিক-পুরুষদিগের অবিদিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। যুদ্ধের প্রারম্ভে সেনাপতি ও তাঁহার সহযোগিগণ অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের পুলিশ কমিশনার কর্নেল উইলিয়মস্ নির্দেশ করিয়াছিলেন যে, রিলে নামক এক ব্যক্তি অস্ত্রাগার উড়াইয়া দিবার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অস্ত্রাগার-রক্ষক সিপাহীরা তাঁহাকে উক্ত কার্য করিতে দেয় নাই*।'

দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দল এবং প্রথম পদাতিক-দল ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, অন্য দুইদল সহসা তাহাদের অনুসরণ করিল না। প্রথম দুই দল নবাবগঞ্জে উপস্থিত হইয়া, যখন অপর দুইদলকে তাহাদের অনুবর্তী হইতে দেখিল না, তখন তাহাদের মনে সন্দেহের আবির্ভাব হইল। এদিকে প্রাতঃকাল পর্যন্ত ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্‌পঞ্চাশ সিপাহি-দল, অপর দুইদলের সহিত সম্মিলিত হইবার কোনো উদ্‌যোগ করিল না। ইহাদের অফিসরেরা সমস্ত রাত্রি ইহাদের সহিত অতিবাহিত করিলেন। রাত্রি দুটা হইতে তৎপর দিন পর্যন্ত ইহারা কাওয়াজের ক্ষেত্রে সজ্জিত থাকিল। প্রত্যেক অফিসরই আপনাদের নির্দিষ্ট দলের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ষট্‌পঞ্চাশ-দলের অধিনায়ক আপনার সৈনিক-দল, দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের আবাসগৃহাভিমুখে পরিচালিত করিলেন। অশ্বারোহীরা এই স্থানে যে-সকল অশ্ব ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তৎসমুদয় সংগৃহীত হইল। অনন্তর, অধিনায়কগণ উক্ত দুইদলের সিপাহিদিগকে তাহাদের আবাসগৃহে যাইতে আদেশ দিয়া, আপনারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে গমন করিলেন। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ উন্মোচিত করিয়া আপনাদের খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল। এই অবসরে দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের লোক আসিয়া, তাহাদিগকে নবাবগঞ্জে যাইতে অনুরোধ করিল। উক্ত চর সৈনিক-বাসে আসিয়া ত্রিপঞ্চাশ পদাতিকদলের সিপাহিদিগকে কহিল যে, তাহাদের দলের

---

* *Keye, Sepoy War, Vol. II, p. 308, note.*

যে সকল লোক ধনাগারে রহিয়াছে, তাহারা, যাবৎ স্বীয় দলের লোক আসিয়া আপনাদের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ না করে, তাবৎ কাহাকেও টাকা ভাগ করিতে দিতেছে না*। এই দলের সুবাদার ও জমাদারগণ, ব্রিটিশ কোম্পানির একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতে, ইংরেজের শোণিতপাত করিতে বা সম্পত্তি লুঠিয়া লইতে ইহাদের ইচ্ছা ছিল না। এই সময়ে ইংরেজ অধিনায়কেরা যদি সৈনিক-নিবাসে উপস্থিত থাকিতেন, তাহা হইলে ইঁহারা সমগ্র সৈনিক-দল সুব্যবস্থিত রাখিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু সেনানায়কগণ ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, সৈনিক-দল পরিত্যাগপূর্বক আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত আবাসস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিতে ষট্‌পঞ্চ পদাতিক-দল, দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের লোকের কথায় সাতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। অনেকে, সরকারী তহবিল যে স্থলে থাকে, সেই স্থলে গমন করে। অনেকে পতাকা ও অস্ত্রশস্ত্র অধিকার করিতে উদ্যত হয়। ঐ দলের সুবাদার সহকারী টাকা রক্ষার জন্য নির্ভয়ে ও অটল সাহসে স্বীয় দলের উত্তেজিত সিপাহিগণের সম্মুখে দন্ডায়মান হন। কিন্তু বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক হওয়াতে ধনরক্ষক রাজভক্ত সুবাদারের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হয়। উত্তেজিত সিপাহীরা টাকা ও অস্ত্রাদি অধিকার করে এবং কালবিলম্ব না করিয়া, নবাবগঞ্জের অভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু এই দলের অনেকে গবর্নমেন্টের পক্ষসমর্থনে উদ্যত ছিল। ইহারা কোনো সময়ে আপনাদের প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইহাদের হৃদয় কোনো সময়ে ফিরিঙ্গিবিদ্বেষে বিচলিত হয় নাই। ইহারা আপনাদের ইচ্ছায় অধিনায়কের আদেশানুসারে কার্য করিবার জন্য কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছিল। ত্রিপঞ্চাশ পদাতিক-দলও কোম্পানির অনুরক্ত ছিল। ইহারা অপরাপর দলের ন্যায় সহসা ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয় নাই, এবং সহসা আবাসগৃহ পরিত্যাগপূর্বক নবাবগঞ্জে যাইয়া কোম্পানির অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাদের রাজভক্তি এ সময়েও অকলঙ্কিতভাবে ছিল। কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতির বুদ্ধির দোষে শেষে ইহাদের অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নবাবগঞ্জস্থিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহারা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে আপনাদের আহারীয় প্রস্তুত করিতেছিল, এবং কোনো অংশে উত্তেজনার চিহ্ন না দেখিয়া আপনাদের প্রশান্তভাবেরই পরিচয় দিতেছিল, তখন সেনাপতি হুইলর অমূলক আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া, ইহাদের প্রতি কামানের গোলাবৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। তিনি সিপাহিদিগের সকলকেই সমভাবে অবিশ্বস্ত, সমুত্তেজিত ও ইংরেজের সর্বনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবিয়াছিলেন। ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিক-দলের অনেকে যে, তাঁহাদের পক্ষসমর্থনে কৃতসঙ্কল্প ছিল, তাহা তিনি মনে করেন নাই। ত্রিপঞ্চাশ-দলও যে, রাজভক্তির পরিচয় দিতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সবিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য করিলে যেস্থলে আত্মবলের বৃদ্ধি হইত, সে স্থলে হঠকারিতার দোষে

* কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, ইহারা সর্বপ্রথম ধনাগার রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধহয় কোনোরূপ সাহায্য না পাওয়াতে শেষে উত্তেজিত সিপাহিদিগের কথায় সম্মত হয়।

অনুরক্ত ব্যক্তিগণও বিরক্ত ও বিপক্ষ হইয়া উঠে। এই সময়ে প্রধান প্রধান নগরে ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না। সংখ্যায় অল্পতাপ্রযুক্ত ইংরেজেরা প্রায় সকলেই সিপাহিগণ অপেক্ষা হীনবল ছিলেন। কানপুরের সেনাপতি যদি, অমূলক আতঙ্কে অধীর হইয়া, উক্ত সিপাহিদিগকে সৈনিক-নিবাস হইতে নিষ্কাশিত না করিতেন, তাহা হইলে উহারা, অসময়ে তাঁহার প্রধান সহায় হইয়া উঠিত। কিন্তু সেনাপতি সবিশেষ পর্যালোচনা না করিয়া, আপনার বলহ্রাস করিলেন। তাঁহার আদেশে অনুরক্ত সিপাহিদিগের প্রতি কামানের গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। সিপাহীরা সামরিক পরিচ্ছদ ও অস্ত্রপরিত্যাগপূর্বক নিরুদ্বেগে আপনাদের খাদ্য সংগ্রহ করিতেছিল, অকস্মাৎ কামানের গোলায় তাহারা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। তাহাদের সেনাপতি যে, সহসা এইরূপ কঠোরতা প্রকাশ করিবেন, এবং দয়ায় ও সদাশয়তায় জলাঞ্জলি দিয়া, তাহাদিগকে বন্য পশুর ন্যায় বধ করিতে উদ্যত হইবেন, তদ্বিষয়ে সর্বপ্রথম তাহাদের বিশ্বাসস্থাপনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা আপনাদিগকে নির্দোষ বলিয়া জানিত। এখন সেনাপতি কি জন্য তাহাদিগকে কোম্পানির কার্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। এদিকে গোলাবৃষ্টির বিরাম হইল না। একবার, দুইবার, তিনবার—যখন প্রজ্বলিত পিণ্ড সকল তাহাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তাহাদের পূর্বতন বিশ্বাস দূরীভূত হইল। তাহারা খাদ্যসামগ্রী পরিত্যাগপূর্বক গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পলাইতে লাগিল। কেহ কেহ নবাবগঞ্জে যাইয়া তত্রত্য সিপাহিদিগের সহিত মিশিল। কিন্তু সকলে এই পথের অনুসরণ করিল না। তাহাদের দল বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল বটে, কিন্তু অনেকেই এরূপ অবস্থাতেও রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হইল না। তাহারা কামানের গোলার বিরাম না হওয়া পর্যন্ত, নিকটবর্তী কোনোস্থানে আত্মগোপন করিয়া রহিল, শেষে আপনাদের প্রভুর কার্যসাধন জন্য তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত আত্মরক্ষার স্থানে গমন করিল এবং অপূর্ব বিশ্বস্ততা দেখাইয়া বৃদ্ধ সেনাপতিকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তাহারা প্রাণান্ত পর্যন্ত এই বিশ্বস্ততার সম্মান রক্ষা করিয়াছিল। কানপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি এসময়ে দূরদর্শিতার সহিত কার্য করিতেন, তাহা হইলে, ঐ দলের সকল সিপাহীই প্রাণান্ত পর্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিত।

কানপুরের সিপাহীরা এইরূপে নবাবগঞ্জে যাইয়া দিল্লীস্থিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার ইচ্ছা করিল। তাহারা শুনিয়াছিল, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকে দিল্লী হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে। দিল্লীতে বৃদ্ধ মোগলের ক্ষমতা ও প্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক সময়ে তাহাদের স্বদেশীয়গণ মোগলের সৈনিক-দলে প্রবেশ করিয়া, যেরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইত, এখন দিল্লীস্থিত সিপাহীরা মোগলের সরকারে সেইরূপ সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কানপুরের সিপাহীরা স্বদেশের ও স্বজাতীয়দের গৌরবের স্থল, বৃদ্ধ মোগলের রাজধানীতে যাইতে উদ্যত হইল। তাহারা ধনাগার বিলুণ্ঠিত করিয়া, অনেক অর্থ পাইয়াছিল। অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রচুরপরিমাণে হস্তগত

করিয়াছিল, এখন তাহারা বিলম্ব না করিয়া মোগল সম্রাটের অধিকার সুরক্ষিত করিতে সচেষ্ট হইল। কথিত আছে, নানা সাহেব নবাবগঞ্জের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত করিতেছেন শুনিয়া, তাহাদের কেহ কেহ তথায় উপস্থিত হইয়া, নানা সাহেবকে কহিয়াছিল, 'মহারাজ! যদি আপনি আমাদের সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে এই রাজ্য আপনার হইবে। আপনি আমাদের শত্রুদলে মিশিলে আপনাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।' ইহা শুনিয়া নানা সাহেব উত্তর করিয়াছিলেন, 'ইংরেজদের পক্ষে থাকিয়া কি করিব? আমি সর্বাংশে তোমাদের পক্ষে রহিয়াছি।' সিপাহীরা অতঃপর তাঁহাকে তাহাদের সহিত দিল্লী যাইতে অনুরোধ করিল। নানা সাহেব সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সিপাহিদিগের যে কয়েক জন দূত স্বরূপ হইয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে হস্ত দিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অনন্তর তাহারা ধনাগারের দশ লক্ষ টাকা হস্তগত করিল। কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ একটি হাতির উপর বিজয়পতাকা তুলিয়া, চারিদিক প্রদক্ষিণ পূর্বক নৌসেতু ভগ্ন করিল। নিকটে ইউরোপীয়দিগের যে সকল গৃহ ছিল, তৎসমুদয় ভস্মীভূত করিল। এইরূপে তাহারা টাকা বোঝাই গরুর গাড়ি সঙ্গে লইয়া, আপনাদের মহিলাদিগকে অন্যান্য গরুর গাড়িতে তুলিয়া, জয়োল্লাসে দিল্লী যাইবার পথে কল্যাণপুর নামক স্থানে উপনীত হইল*। এই সময়ে নানা সাহেবের প্রধান মন্ত্রণাদাতা ঘটনাস্থলে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় নানা সাহেবের মত পরিবর্তিত হইল। তৎসঙ্গে উত্তেজিত সিপাহিদিগের নির্ধারিত কার্য-প্রণালীও পরিবর্তিত হইয়া গেল।

আজিমুল্লা খাঁ নানা সাহেবকে বুঝাইতে লাগিলেন, 'যদি তিনি সিপাহিদিগের সহিত দিল্লীতে গমন করেন, তাহা হইলে মোগলের দরবারে তাঁহার কিছুমাত্র প্রাধান্য থাকিবে না। দিল্লীতে তাঁহাকে সম্রাটের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। দরবারের অনুচিত আধিপত্যপ্রিয় ও ঈর্ষ্যাপর মুসলমানদিগের কৌশলে হয়ত তিনি আপনার ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবেন। এরূপ অবস্থায় সিপাহীরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে, সম্রাট্‌ও তাঁহাকে তিরস্কৃত ও অপদস্থ করিতে পারেন। কিন্তু কানপুরে থাকিলে তাঁহার কোনোরূপ লাঞ্ছনা হইবার সম্ভাবনা নাই। এ সময়ে কানপুরের ইংরেজেরা সর্বাংশে নিঃসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কানপুরে থাকিলে সমগ্র কানপুর ও উহার চতুঃপার্শ্ববর্তী ভূভাগে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হইবে। ইংরেজের ক্ষমতা ও ইংরেজের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইবে। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়ক ও বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া, সুখে রাজত্ব করিতে পারিবেন। এক শতাব্দী পূর্বে ইংরেজেরা ঠিক এই সময়ে, পলাসীর যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল করিয়াছিল। কানপুরে তিনিও ঐরূপ আপনার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হইবেন। অন্ধকূপে তাহাদের দুর্গতির একশেষ হইয়াছিল। এখন তিনিও প্রকৃষ্টপদ্ধতিক্রমে কানপুরে

* *Trevelyan. Cawnpur, pp. 104-5.*

অন্ধকূপের ব্যাপার সম্পাদনে সমর্থ হইবেন। যে সকল খ্রীষ্টধর্মাক্রান্ত কুকুর পরাক্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়কে অপদস্থ ও রাজবংশসম্ভূত ব্রাহ্মণকে প্রতারিত করিয়াছে এইরূপ তিনি তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে পারিবেন। মুসলমান মন্ত্রীর এইরূপ অপূর্ব যুক্তিতে ও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় নানা সাহেবের হৃদয় আকৃষ্ট হইল। নানা সাহেব কানপুরে ইংরেজদিগের অবস্থার বিষয় জানিতেন। ইংরেজেরা লক্ষ্ণৌতে যে, বিপদাপন্ন হইয়াছেন, ইহাও তাঁহার বিদিত ছিল। সুতরাং তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, লক্ষ্ণৌ হইতে কানপুরস্থিত ইংরেজদিগের সহসা সাহায্য প্রাপ্তির আশা নাই। গঙ্গা ও যমুনার তটবর্তী বারাণসী, এলাহাবাদ, বা আগ্রা হইতে সাহায্যকারী সৈন্য আসিতে পারিবে না। স্যার হিউ হুইলর নগরান্তরের সৈন্যে আত্মবল বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবেন না। এদিকে চারিদল সুশিক্ষিত সিপাহী ও বিঠুরের অনুচরবর্গ তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতেছে। কামান, বারুদ ও লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার অধিকারে রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় তিনি সকল বিষয়েই কৃতকার্য হইতে পারিবেন, গৌরবান্বিত পেশবা-পদ অধিকার করিতেও অসমর্থ হইবেন না। মন্ত্রিবর আজিমুল্লা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে ইউরোপে ইংরেজদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইতেছে, এখন তিনি দেখিলেন যে, ভারতবর্ষেও ইংরেজেরা ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। যে-যে স্থলে সিপাহীরা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইতেছে সেই সেই স্থলেই তাঁহাদের সৈনিক-দলের অল্পতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তাঁহারা সিপাহিদিগের ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতেছেন। ইহাতে নানা সাহেবের আশা বলবতী হইল। তিনি আজিমুল্লার মন্ত্রণায় বিমুগ্ধ হইয়া, সম্মুখে আত্মসৌভাগ্যের হৃদয়রঞ্জক দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতির দোষে তিনি যে, ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের মনে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তিনি ইংরেজের প্রতি সমুচিত সৌজন্য দেখাইলেও ইংরেজ গবর্নমেণ্টের রাজ-নীতির প্রতি আস্থাবান্ ছিলেন না। যাঁহাদের বিচারে তাঁহার স্বত্ব নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে তিনি ন্যায়পর ও সমদর্শী বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় উত্তেজিত হওয়া বিচিত্র নহে। বিঠুরের লোক ও উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের মধ্যে যেরূপ কার্যপ্রণালী অবধারিত করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে সাধারণতঃ উক্তরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইংরেজ লিখিত ইতিহাসে ঐরূপ বিবরণ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু নানা সাহেবের বাল্যকালের সহচর তাঁতিয়া তোপী এ সম্বন্ধে অন্যরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সিপাহীরা নানা সাহেবকে আবদ্ধ করিয়া, তাহাদের অভিমত কার্যে প্রবর্তিত করিয়াছিল। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, 'দুইদিন পরে তিনদল পদাতিক ও দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দল ধনাগারে আসিয়া, নানা সাহেব ও আমাকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ করে এবং ধনাগার ও অস্ত্রাগারের যাবতীয় দ্রব্য লুঠিয়া লয়। সিপাহীরা দুই লক্ষ এগার হাজার টাকা নানা সাহেবের হস্তে সমর্পিত করিয়া, আপনাদের লোককে উক্ত ধনাগার রক্ষায় নিযুক্ত করে। নানা সাহেব এই সকল সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক হন। আমাদিগের নিকট যে সকল সিপাহী ছিল, তাহারা আগন্তুক সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। ইহার পর সিপাহীরা

আমাকে, নানা সাহেবকে ও আমাদের সমস্ত অনুচরকে, সঙ্গে লইয়া, দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে। কানপুরে হইতে তিন ক্রোশ গেলে নানা সাহেব সিপাহিদিগকে কহেন, "অদ্য দিবস প্রায় শেষ হইয়াছে, অতএব এই স্থানেই অবস্থিতি করা যাউক। আগামী কল্য পুনর্বার যাত্রা করা যাইবে।" সিপাহীরা ইহাতে সম্মত হয়, পর দিন প্রাতঃকালে সিপাহীরা নানা সাহেবকে তাহাদের সহিত দিল্লীতে যাইতে কহে। নানা সাহেব অসম্মত হন। ইহাতে সিপাহীরা কহে, "আমাদের সহিত কানপুরে আসিয়া যুদ্ধ করুন।" 'নানা সাহেব এ প্রস্তাবেও আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু সিপাহীরা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে বন্দী করে, এবং কানপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে উদ্যত হয়*।' 'তাঁতিয়া তোপীর এই কথায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নানা সাহেব সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে সম্মতিপ্রকাশ করেন নাই। সিপাহীরা এই জন্যই তাঁহাকে বন্দী করিয়া, কানপুরে উপস্থিত হয়। নানা সাহেব উপায়ান্তর না দেখিয়া, ইংরেজের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি যে, অনিবার্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া, উত্তেজিত সিপাহীদিগের পরিপোষক হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বোক্ত উভয় বিবরণেই প্রতিপন্ন হইতেছে। আজিমুল্লা তাঁহাকে পরামর্শ না দিলে উত্তেজিত সিপাহীরা হয়ত দিল্লীর অভিমুখে গমন করিত, কানপুরের ইউরোপীয়েরাও নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। আর তাঁতিয়া তোপী যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে সিপাহীরা নানা সাহেবকে বন্দী না করিলে, নানা সাহেব কখনও তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেন না। সুতরাং উভয় দিকেই নানা সাহেবকে বলপূর্বক ব্রিটিশ গবর্নমেণ্টের বিপক্ষে টানিয়া আনা হইয়াছিল; ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া, নানা সাহেব নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

আজিমুল্লার মন্ত্রণায় ও সিপাহিদিগের উত্তেজনায় নানা সাহেব, তাঁহার ভ্রাতা বালরাও ও বাবাভট্টকে সঙ্গে লইয়া, সিপাহিদিগের পক্ষাবলম্বনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। সিপাহীরা তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া সম্মানিত করিল। কথিত আছে, রাজা সিপাহিদিগকে এক-একটি সোনার তাগা দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এখন এই রাজার নামেই সকল কার্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা আপনাদের এই রাজার নামে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। রাজার নামে ভিন্ন দলের অধিনায়কগণ নির্বাচিত হইলেন, এবং তাঁহারা এই রাজার নামেই স্ব স্ব দলের পরিচালনে ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন। সুবাদার টীকা সিংহ পূর্বাবধি উত্তেজিত সিপাহিদিগের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি সেনাপতি হইয়া, অশ্বারোহিদলের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। জমাদার দোলরঞ্জন সিংহ ও সুবাদার গঙ্গাদীন—যথাক্রম ত্রিপঞ্চাশ ও ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিকদলের অধিনায়ক হইলেন। যে তিন-জন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু, এজন্য কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধোদ্যত, উত্তেজিত সিপাহিদিগের মধ্যে হিন্দুরাই অধিকতর

* *Kaye*, Sepoy *War. Vol* II, *310* note.

বিদ্বেষবুদ্ধি ও শত্রুতার পরিচয় দিয়েছিল, মুসলমানগণ নহে*। কিন্তু এই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েরই ধীরতা অন্তর্হিত হইয়াছিল। দুর্বৃত্ত লোকে হিন্দুর আরাধ্যা গাভী ও মুসলমানের অস্পৃশ্য শূকরের উল্লেখ করিয়া, উভয়কেই সমভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। কানপুরের অশ্বারোহি-দল সর্বপ্রথম ইংরেজের বিপক্ষে সমুত্থিত হয়। ইহারা প্রধানতঃ মুসলমান। যাহা হউক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে সেনানায়কগণ নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ-হয়, নানা সাহেবের প্রীতির জন্য হিন্দুদিগের হস্তে অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইয়াছিল।

৬ই জুন শনিবার প্রাতঃকালে নানা সাহেবের নামে সেনাপতি হুইলারের নিকট পত্র আসিল**। উহাতে লিখিত ছিল, নানা সাহেব শীঘ্রই তাঁহাদের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করিবেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন দিল্লীর অভিমুখে প্রস্থান করে, তখন সেনাপতি ও তদীয় সহযোগিগণ ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবেন। কিন্তু এখন তাঁহাদের সে আশা অন্তর্হিত হইল। উন্মত্ত সিপাহিগণ কানপুরে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। তাহাদের অভিনব অধিনায়কেরা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে অধিকতর উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহী এক উদ্দেশ্যসাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া, প্রবলবেগে ইংরেজ-দিগের আত্মরক্ষার স্থানের দিকে আসিতে লাগিল। সহসা এইরূপ বিপত্তিজালে পরিবেষ্টিত হওয়াতে বৃদ্ধ সেনাপতি দুশ্চিন্তায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সিবিল কর্মচারী ও সৈনিক-দলের অধিনায়কেরাও এই আকস্মিক ঘটনায় স্তম্ভিত হইলেন। এখন আর বিলম্ব করিবার সময় ছিল না। অধিনায়কদিগের অনেকে সিপাহিদিগের আবাসস্থল পর্যবেক্ষণ করিতেন, রাত্রিতেও সেই স্থলে শয়ন করিয়া থাকিতেন। শেষে তাঁহারা আপনাদের বাঙলায় গিয়াছিলেন। সেনাপতির আদেশে এই সকল অধিনায়ক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে সমাগত হইলেন। তাহাদের আত্মরক্ষার স্থান সামান্য মৃৎপ্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, উহার নিকটে অস্ত্রাগার ছিল না। কারাগার ও ধনাগার দূরবর্তী ছিল। গঙ্গাও দূরে প্রবাহিত হইতেছিল। সমতলক্ষেত্রে যে মৃৎপ্রাচীর নির্মিত হইয়াছিল, তাহা দুর্ভেদ্য ছিল না। এসম্বন্ধে নানকচাঁদ উল্লেখ করিয়াছেন, সাহেবেরা অনভিজ্ঞের ন্যায় কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নগরের বহির্ভাগে সমতলক্ষেত্রে প্রাচীর নির্মিত করিয়াছিলেন। যদি সিপাহীরা তাঁহাদের

* *Trevelyan, Cownpur, p. 107. Comp. Keye, Sapoy War, Vol. II, p. 315, note.*

** মোব্রে টমসন সাহেব লিখিয়াছেন—'৭ই জুন রবিবার সিপাহীরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে'—*Story of Cawnpur, p. 61.* কিন্তু কর্নেল উইলিয়মসের সংগৃহীত বিবরণে প্রমাণ হইয়াছে সিপাহীরা ৬ই জুন কানপুরে প্রত্যাবৃত হয়। ঐ দিনই তাহারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান আক্রমণ করে।—*Keye, Sepoy War, Vol. II, p, 313, note. Comp. Trevelyan, Cawnpur, p, 114.*

বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহারা যে সহজে প্রাচীরের চারিদিক বেষ্টিত করিতে পারিবে, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই। অস্ত্রাগার ও ধনাগার অরক্ষিত অবস্থায় থাকাতে, সিপাহিগণ কামান ও টাকার সাহায্যে বলীয়ান্ হইয়া উঠে। যেরূপ প্রবাদ আছে, সাহেবেরাও সেইরূপ শত্রুর হস্তে তরবারি দিয়া আপনাদের মাথা বাড়াইতে দিয়াছিলেন*। যাহা হউক, ইংরেজেরা এখন এইরূপ অযোগ্য স্থান রক্ষার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তে নির্দিষ্ট কার্যভার সমর্পিত হইল। প্রত্যেক ব্যক্তিই নির্দিষ্ট কার্য-সম্পাদনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল।

ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে নির্দিষ্ট কার্যে নিযুক্ত হইলেন, তখন সিপাহীরা দলে দলে তাঁহাদের সম্মুখবর্তী হইতে লাগিল। তাহারা ধনাগারের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। অস্ত্রাগারের কামান সকলও তাহাদিগকে বলীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা পথে যে সকল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীকে দেখিতে পাইল, তাহা-দিগকে নিহত করিয়া, ইংরেজের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণে উদ্যত হইল। নানা সাহেবের পত্র বৃদ্ধ ইংরেজ সেনাপতির হস্তগত হইলে, ইউরোপীয়েরা প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশঙ্কায় ও উদ্বেগে প্রাতঃকাল অতিবাহিত হইল। দিনমণি ক্রমে পূর্বদিক পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখনও আক্রমণের লক্ষণ গোচর হইল না। অবশেষে মধ্যাহ্নে কামানের শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ইউরোপীয়েরা তখন বুঝিতে পারিলেন যে বিপক্ষগণ আপনাদের সঙ্কল্পিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। অবিলম্বে বংশীধ্বনি হইল। ধ্বনি শুনিবামাত্র সকলে সজ্জিত হইয়া, আপনাদের নির্দিষ্ট স্থলে দাঁড়াইল। এদিকে বিপক্ষগণ হইতে মুহুর্মুহুঃ কামানের গোলা আসিয়া ইংরেজের আত্মরক্ষার স্থানে পড়িতে লাগিল। বিপন্ন ইউরোপীয় মহিলা ও নিরীহ বালক-বালিকারা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিয়া কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। ইংরেজ এখন এই অসহায় জীব-গণের রক্ষার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অতি অল্প হইলেও আপনাদের স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। তাঁহাদের সাহস ও একাগ্রতা বর্ধিত হইল, তাঁহারা প্রশান্তভাবে আপনাদের নির্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই সময়ে কিরূপ বিব্রত হইয়াছিলেন, আপনাদের বালক-বালিকা ও মহিলাকুলের কাতরতায় প্রতিক্ষণে কিরূপে গভীর বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়া-ছিলেন এবং আপনাদের ক্ষুদ্র দলের অনেককে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া, বিষম অন্তর্দাহে কিরূপ নিপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা পরবর্তী বিবরণে হৃদয়ঙ্গম হইবে। এই প্রতিস্থলেই করুণার কাতরতা, বিষাদের মলিনতা ও বীরত্বের একাগ্রতার সমাবেশ রহিয়াছে।

উত্তেজিত সিপাহিগণ মহারাজ নানা সাহেবের নামে ৬ই হইতে ২৬শে জুন পর্যন্ত

* *Trevelyan, Cownpur, pp. 106-07.*

উদ্যম ও উৎসাহসহকারে অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টি করে। ইহাদের আক্রমণে ইংরেজদিগের দুর্দশার একশেষ হয়। ইংরেজেরা যেরূপ অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কোনো সমরভুমিতে কোনো আক্রান্ত সৈনিক-দল, বোধহয় সেরূপ কষ্টভোগ করে নাই। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন যেন তাঁহাদের মস্তকের উপর অনলময় চন্দ্রাতপ বিস্তার করিয়াছিল। নিদারুণ বায়ুপ্রবাহ যেন প্রতিমুহূর্তে তাঁহাদিগকে প্রজ্বলিত চুল্লীর উত্তাপে বিদগ্ধ করিতেছিল। বন্দুক ও কামান যেন স্পর্শে স্পর্শে অগ্নিতপ্ত লৌহের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। এদেশে যে সময়ে ইংরেজদিগের অবসাদ উপস্থিত হয়, উদ্যম ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে, সামরিক কার্যে ঔদাসীন্য জন্মে ; যে সময়ে তাঁহাদের মহিলা ও বালক-বালিকারা সুচ্ছায়তরুরাজিপরিবৃত শীতল স্থানে বা সুস্নিগ্ধ পার্বত্য প্রদেশে অবস্থিত করিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করে, এবং তাঁহারা নিজেও উক্ত সময়ে ঐরূপ স্থানে বিবিধ আমোদে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন সেই সময়ে তাঁহাদিগকে ভয়ঙ্কর শত্রুর সম্মুখে থাকিয়া, দুঃসাধ্য কার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের মহিলাগণ ও বালক-বালিকাদিগের কষ্টের অবধি ছিল না। মহিলারা এ সময়ে প্রাতঃকালে ও বৈকালে গাত্রমার্জন ও সর্বদা পরিচ্ছদ-পরিবর্তন করিতেন। ভৃত্যেরা সর্বদা তাঁহাদের কষ্টশান্তির জন্য বাতাস দিতে বা শীতল দ্রব্যাদি-সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকিত। এখন তাঁহাদের তৃপ্তিকর উক্তরূপ কার্য বন্ধ হইল। তাঁহারা অস্নাত অবস্থায় এক পরিচ্ছদে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শিশুসন্তান-গুলি পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে প্রতিদিন বিবর্ণ ও বিশুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল। এদিকে শত্রুপক্ষ হইতে গোলার-পর-গোলা আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে পড়িতে লাগিল। আহতদিগের নিদারুণ আর্তনাদে, নিহতগণের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে, প্রতিদিনই তাঁহার অবসন্ন ও হতাশ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের রক্ষার আর কোনোরূপ উপায় রহিল না। প্রাণের দায়ে ও প্রাণাধিক সন্তানগুলির শোচনীয়ভাবে, তাঁহারা কামিনীজনোচিত কমনীয়তা ও শালীনতা হইতে বিচ্যুত হইলেন। তাঁহাদের বেশপারিপাট্য অন্তর্হিত হইল। তাঁহারা ভয়ে অভিভুত হইয়া, অনেক সময়ে অনাবৃতদেহে সেই ভীষণ স্থলে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

আক্রান্ত ইংরেজগণ প্রতিদিনই আপনাদের মহিলাদের ও বালক-বালিকাগণের উক্ত-রূপ শোচনীয় দশা দেখিতে লাগিলেন, এবং প্রতিদিনই ঐরূপ শোচনীয় দৃশ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক আক্রমণকারীর সম্মুখে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। মৃৎপ্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কামান সকল স্থাপিত হইয়াছিল। প্রতি কামানের পনের পদ অন্তরে পদাতিকগণ দণ্ডায়মান ছিল। যাহারা সৈনিক-দল ভুক্ত নয়, তাহারাও পদাতিকশ্রেণীতে সন্নিবেশিত হইয়াছিল। সেনাপতি হুইলরের আদেশে সমর্থ ব্যক্তি মাত্রেই আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক পদাতিকের পার্শ্বে গুলিভরা ও সঙ্গীনযুক্ত তিনটি করিয়া বন্দুক ছিল। শিক্ষিত সৈনিক-পুরুষেরা প্রত্যেকে সাত আটটি বন্দুক লইয়াছিল। কামান সকল অনাবৃত স্থানে থাকাতে গোলন্দাজ সৈনিক-পুরুষদিগকে সর্ব-ক্ষণ শত্রুপক্ষের বন্দুকের সম্মুখে থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে

বালক-বালিকা ব্যতীত অনেকেই পীড়িত অবস্থায় ছিল। ইহাদেরও নিয়মিতরূপে শুশ্রূষার উপায় ছিল না। কানপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি এইরূপ নানা অসুবিধার মধ্যে সিপাহিদিগের আক্রমণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি আত্মরক্ষাকারীদিগকে যে-যে স্থলে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিনানুমতিতে কেহই সেই-সেই স্থল পরিত্যাগ করিতে পারিত না। কানপুরের উপস্থিত ঘটনার বিবরণ-লেখক মৌব্রে টমসন্ সাহেব নিদারুণ গ্রীষ্মে নিপীড়িত হইয়া ব্রিগেডিয়ার জাকের নিকট কাফিপানের জন্য মুহূর্তকাল স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সেনাপতির আদেশানুসারে ব্রিগেডিয়ার তাঁহার প্রার্থনাপূরণে সম্মত হন নাই। এইরূপে নিরন্তর নির্দিষ্ট স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অল্পসংখ্যক ইউরোপীয়গণ বিপক্ষের প্রচণ্ড গোলা-বৃষ্টির মধ্যে আপনাদের অধিষ্ঠিত স্থান রক্ষা করিতে লাগিল। কামানের ভয়ঙ্কর শব্দে, সিদ্ধিপান প্রমত্ত সিপাহিদিগের ভৈরব নিনাদে, প্রথমদিন প্রাচীরের মধ্যস্থিত কুল-কামিনী ও বালক-বালিকারা করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। শেষে প্রতিদিন ঐরূপ ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে শুনিতে ও বিকট দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, তাহারা উহাতে অভ্যস্ত হইয়া রোদনসম্বরণ করিল বটে; কিন্তু যাতনার নিবৃত্তি হইল না। দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল. প্রতিদিনই নূতন নূতন কষ্ট আসিয়া তাহাদিগকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিতে লাগিল।

এ দিকে সিপাহিদিগের অধিনায়কগণ, আপনাদের কার্যে উদাসীন ছিলেন না। টীকা সিংহ শনিবার সমস্তদিন অস্ত্রাগার হইতে কামান সকল যথাস্থানে পাঠাইয়া দেন। এক একটি কামান যেমন উপস্থিত হয়, অমনি উহা ইংরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের পুরোভাগে স্থাপিত হইতে থাকে। রবিবার প্রাতঃকালে হিন্দী ও উর্দুভাষায় ঘোষণা-পত্র প্রচারিত হয়। উহা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। ঐ ঘোষণাপত্রে হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে, আপনাদের পবিত্র ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। দূরদর্শী হিন্দু ও মুসলমান, ঐ ঘোষণাপত্রে বিচলিত না হইলেও, নগরের অনভিজ্ঞ ও উত্তেজিত জনসাধারণ ইংরেজের অর্থে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার আশায়, সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে সংকুচিত হয় নাই। এই বিপ্লবে প্রধানতঃ জনসাধারণই সিপাহিদিগের দল পরিপুষ্ট করিয়াছিল। অধিকন্তু, যে সকল ভূস্বামী আপনাদের চিরন্তন অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও বিপ্লবের গতিবিস্তার করিতে সংকুচিত হন নাই। যদি কেবল সিপাহিগণ হইতে এই বিপ্লবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে ইংরেজ সহজে উহার গতিরোধে সমর্থ হইতেন। যেহেতু অনেক সিপাহী আপনাদের রাজভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইংরেজ সেনাপতি অনেক সময়ে তাহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন না করিলেও তাহারা প্রাণপণে আপনাদের বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু ভারতের অধিকারভ্রষ্ট ভূস্বামী ও জনসাধারণের উপর প্রভুত্বস্থাপন, ইংরেজের সুসাধ্য ছিল না। ইহারা যখন দলে দলে উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত মিশিতে লাগিল, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, যখন ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলভাবের পূর্ণবিকাশ হইতে লাগিল, খৃস্টধর্মাবলম্বিগণ যখন ইহাদের আক্রমণে

দেহত্যাগ করিতে লাগিল, তখন সকল স্থানে এক সময়ে শান্তিস্থাপন একান্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। অধিকারচ্যুত ভূস্বামী ও জনসাধারণ উত্তেজিত না হইলে এই বিপ্লব তাড়িতবেগে সর্বস্থানে প্রসারিত হইত না, এবং সিপাহিদিগের সহিত ঐ সকল ব্যক্তির সম্মিলন না হইলে, উহা অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত না। ফলতঃ, এইরূপ গভীর উত্তেজনা-প্রযুক্তই সিপাহিযুদ্ধে ইংরেজের সর্বস্বান্ত ও প্রাণান্ত ঘটিয়াছে*।

ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইলে উত্তেজিত মুসলমানেরা ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিল। পরদিন অর্থাৎ ৮ই জুন সোমবার গঙ্গার খালের দক্ষিণে মুসলমানের অর্ধচন্দ্রশোভিত সবুজ পতাকা উড্ডীন হইল। মুসলমানের সম্মানিত পুরোহিত ঐ পতাকার নিম্নভাগে উপবিষ্ট হইয়া, বিধর্মীর পরাক্রমনাশের জন্য, বিজয়িনী শক্তির উদ্বোধন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের প্রণয়িনী আজিজন যুদ্ধবেশে বিভূষিত ও অশ্বপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া নিষ্কাষিত তরবারি হস্তে লইয়া, উক্ত আরাধনাস্থলে যাইতে কুণ্ঠিত হয় নাই**।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ইংরেজদিগের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অল্পমাত্র সৈনিক-পুরুষ ছিল। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-পুরুষের সংখ্যাও অধিক ছিল না। এতদ্ব্যতীত অনেক কুলকামিনী ও বালক-বালিকা ঐ স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল। পক্ষান্তরে বিপক্ষেরা সংখ্যায় অধিক ছিল***। উত্তেজিত জনসাধারণেও এসময়ে তাহাদের দলে মিশিয়া আক্রান্ত ইউরোপীয়দিগকে বিপদ্গ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সিপাহীরা পর্যায়ক্রমে বিশ্রাম ও গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল, কিন্তু আত্মরক্ষাকারীদিগের বিশ্রাম করিবার সময় রহিল না। আক্রান্ত ইউরোপীয় সৈন্য কামানের পার্শ্বে থাকিয়া বা বন্দুক হস্তে করিয়া, সিপাহিদিগের গোলার আঘাতে যখন একে একে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল,

* কেহ কেহ যেমন মনে করিয়া থাকেন, উপস্থিত বিপ্লব যদি সেইরূপ কেবল সৈনিক-দিগের সমুত্থান বলিয়া পরিগণিত হইত, অধিকারচ্যুত রাজারা এবং দেশের কৃষি-জীবী, পল্লীবাসী রাইয়তগণ যদি সিপাহিদিগের সহিত এক উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হইয়া না উঠিত, তাহা হইলে সিপাহিদিগের অতি অল্প সংখ্যকই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করিত।—***Red Pamphlet. Comp. Keye, Sepoy War, Vol. II, p, 290, note. Indian Empire, II, p. 240.***

** ***Travelyan, Cawnpur, p 137.*** আজিজন মুসলমান বারবিলাসিনী, দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের মুসলমান সিপাহিদিগের পরমপ্রিয়পাত্রী বলিয়া কথিত ছিল। পূর্বে এ বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে।

*** প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ২১০টি ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রায় এক-শত অফিসর ছিলেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক লইয়া সর্বসমেত ৪৫০ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বালক-বালিকা ও কুলকামিনীর সংখ্যা ৩৩০ ছিল।—***Mutiny of the Bengal Army, By one who has served under Sir Charle Napier, p. 130.*** রসদ-বিভাগের কর্মচারী শেফার্ড

তখন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। ইহারা আপনাদের সম্মান, আপনাদের জীবন ও জীবনাধিক শিশুসন্তানদিগের রক্ষার জন্য বিপক্ষের সম্মুখীন হইতে কাতর হইল না। এ সময়ে ইংরেজ বীরপুরুষগণ যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, আত্মজীবনে উপেক্ষা করিয়া, যেরূপ দুঃসাধ্য-কার্যসাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন, এবং অবিশ্রাম গোলাবৃষ্টির মধ্যে থাকিয়াও শিশুসন্তান ও পীড়িত ব্যক্তিদিগের শুশ্রূষায় যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ বিস্ময় ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। আক্রমণকারী সিপাহীরা প্রতিদিন উদ্যম ও উৎসাহসহকারে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্তগণ অধিকতর নিপীড়িত হইতে লাগিল। সিপাহীরা দিবসে অবিশ্রান্তভাবে কামানের গোলাবৃষ্টি করিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সকল সময়েই প্রজ্বলিত পিণ্ডসকল প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে নিপতিত হইত। উহার প্রচণ্ড আঘাতে প্রতিদিনই কেহ নিহত কেহ বা সাংঘাতিকরূপে আহত হইত, এবং উহার জ্বালাময়ী শিখায় আক্রান্তদিগের অধ্যুষিত স্থানের কোন কোন অংশ দগ্ধীভূত হইয়া যাইত। রাত্রিকালে আক্রমণকারিগণ অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে আসিত, এবং মুহূর্তে মুহূর্তে বন্দুকের গুলিবৃষ্টি করিয়া ইউরোপীয়দিগকে নিপীড়িত করিত। সুতরাং ইউরোপীয়েরা দিবসে

সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিম্নলিখিতরূপে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয়দিগের সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন—

ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ … … …	২১০
এতদ্দেশীয় সৈনিক-দলের এতদ্দেশীয় বাদ্যকারক …	৪৪
অধিনায়ক প্রায় …	১০০
সৈনিক-দলের বহির্ভূত লোক প্রায় … .	১০০
স্ত্রীলোক ও শিশুসন্তান প্রায় …	৫৪৬
	১০০০

এতদ্ব্যতীত ২৫।৩০ জন এতদ্দেশীয় ভৃত্য ও কতিপয় প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সিপাহী ও অফিসার ছিল।—*Shepherd, Cawnpur massacre, pp. 26-27.* হলমেস্ সাহেব ভৃত্যের সংখ্যা ৫০ এবং বিশ্বস্ত সিপাহী ও অফিসরের সংখ্যা ২০ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।—*Holmes, Indian Mutiny, p. 236, note.* ট্রিবিলিয়ান সাহেব নির্দেশ করিয়াছেন সর্বসমেত ১০০০ লোক প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ছিল।—*Travelyan, Cawnpur, p. 118,*

বিপক্ষ সিপাহিদিগের সংখ্যা সঠিকরূপে নির্ণীত হয় নাই। একদল অশ্বারোহী ও দুইদল পদাতিক বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল পরে অন্য পদাতিকদলের (৫৩ গণিত দলের) কেহ কেহ ইহাদের সহিত মিলিত হয়। ইহাদের অধিকাংশ অফিসর (সুবাদার বা জমাদার) ইংরেজের পক্ষে ছিলেন। অশ্বারোহিদল

ও রাত্রিতে, সকল সময়েই আত্মরক্ষায়-প্রস্তুত থাকিত। একদা কামানের প্রজ্বলিত গোলায় বারুদ রাখিবার একখানি গাড়ির ছাদ উড়িয়া গেল এবং বারুদ ইত্যাদি রাখিবার স্থানের নিকটে গাড়ির কাঠে আগুন ধরিল। ডিলাফোসী-নামক একজন তরুণবয়স্ক সৈনিক-পুরুষ ইহা দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। অচিরাৎ অগ্নিনির্বাণ না হইলে, ভয়ঙ্কর কাণ্ড সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং বীরযুবক মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রজ্বলিত গাড়ির নিকটে গেল, যে কাঠে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা নিজ হাতে টানিয়া ফেলিয়া দিল, এবং জলের অভাবে কঠিন মৃত্তিকা বহ্নিশিখার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চেষ্টায় অগ্নি নির্বাপিত হইয়া গেল।

শিক্ষিত সৈনিকদলের মধ্যেই কেবল এইরূপ সাহস ও বীরত্বের নিদর্শন লক্ষিত হয় নাই। যাঁহারা ইতঃপূর্বে সৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হন নাই, যথানিয়মে সামরিক কার্য শিক্ষা করেন নাই, রণস্থলের করাল দৃশ্য ও কঠোর নিয়মের সহিত পরিচিত হইয়া উঠেন নাই, তাঁহারাও এ সময়ে অবিচলিতভাবে সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। সৈনিক-পুরুষ ব্যতীত অন্যব্যবসায়ী ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষার স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে রেলওয়ের কতিপয় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন, ইঁহারা

(রেজিমেণ্ট) ছয় ভাগে (ট্রুপে—এখন ৮ ভাগে) বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে নিম্ন-লিখিতরূপে এতদ্দেশীয় লোক আছে—

অফিসর	...	...	১৩
অধস্তন অফিসর	...	...	৫৪
ভিস্তি	...	...	৬
ভেরীবাদক	...	...	৬
সৈনিকপুরুষ	...	...	৫০৪

পদাতিকদল (রেজিমেণ্ট) ৮ ভাগে (কোম্পানিতে) বিভক্ত। সমগ্র দলে এই সকল লোক আছে ঃ—

সুবাদার	...	...	১×৮= ৮
জমাদার	...	...	১×৮= ৮
হাবিলদার	...	·	৬×৮= ৪৮
নায়ক	...	...	৬×৮= ৪৮
ভেরীবাদক	...	...	১×৮= ৮
সৈনিক-পুরুষ	...	...	৮০×৮=৬৪০

(১ম ভাগ জন্মভূমিতে প্রকাশিত 'আমার জীবনচরিত' হইতে উদ্ধৃত। জন্মভূমি, ৫৬৭ ও ৫৭২ পৃষ্ঠা।)

উল্লিখিত হিসাবে বিপক্ষ সিপাহিদিগের সংখ্যা কিয়দংশ অনুমিত হইবে। এতদ্ব্যতীত নানা সাহেবের অনুচর কানপুর ও অযোধ্যার অনেক লোক সিপাহি-দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিল।

বন্দুক হস্তে করিয়া, অটলসাহসে বিপক্ষদিগকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন বিপক্ষের গুলির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। গুলি মুখে লাগাতে তিনি মুখ তুলিতে পারিতেন না। ইঁহাকে দুঃসহ যাতনায় নিরন্তর অধোমুখে থাকিতে হইত। শেষে এই আঘাতেই ইঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হয়। ধর্মপ্রচারকও এসময়ে উদাসীন রহিলেন না। তিনি আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র পরিগ্রহ করিলেন না, বা শত্রুর পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া, সাহসের পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন না। অন্য কার্যে তাঁহার একাগ্রতা ও শ্রমশীলতা প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি আহতদিগের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, পীড়িতদিগকে ধর্মোপদেশে বলীয়ান্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন এবং অবসন্ন আত্মরক্ষাকারিগণ ও ভয়ব্যাকুলা কুলকামিনীদিগের সমক্ষে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করিয়া, তাহাদের হৃদয় শান্ত, কর্তব্যজ্ঞান উদ্দীপ্ত ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

যখন ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হয়, জীবন ও সম্পত্তি যখন প্রতিমুহূর্তেই ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, স্বাধীনতা ও সর্বজনীন আধিপত্য যখন সংশয়দোলায় অধিষ্ঠিত হয়, তখন বীরত্ব-প্রসিদ্ধ জাতির সকল শ্রেণীর মধ্যেই একাগ্রতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠে। কার্থেজের বীরজননী রমণীগণ এক সময়ে স্বদেশের জন্য আপনাদের সৌন্দর্যের প্রধান অঙ্গ কেশসমূহের ছেদন করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র সমাজের বরণীয় ভারতের মহিলাকুলও পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণ হইতে স্বদেশরক্ষা করিতে অবলীলায় বহুমূল্য আভরণরাশি যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন*। কানপুরের অবরুদ্ধ ইউরোপীয় কামিনীরাও এসময়ে পরাক্রান্ত ও সহায়সম্পন্ন শত্রুর সম্মুখে আত্মবলবৃদ্ধির উপায়বিধানে উদাসীন থাকেন নাই। প্রতিদিন ভয়ঙ্কর কাণ্ড দৃষ্টিগোচর হওয়াতে, তাঁহাদের সাহসবৃদ্ধি হইয়াছিল। আত্মপক্ষের ব্যক্তিদিগকে প্রতিদিন বীরত্বের পরিচয়সূচক দুঃসাধ্য কার্যসাধনে উদ্যত দেখাতে, তাঁহাদেরও তেজস্বিতার বিকাশ হইয়াছিল। তাঁহারা আর পূর্বের ন্যায়, ভয়ে সর্বদা অভিভূত থাকেন নাই, এবং পূর্বের ন্যায় কর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, চারিদিক অন্ধকারময় বোধ করেন নাই। কিরূপ শত্রু পরাজিত হইবে, কিরূপে প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলি আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে, কিরূপে আপনারা নিরাপদে ও অক্ষতশরীরে আত্মীয়স্বজনের সহিত সম্মিলিত হইতে পারিবেন, এখন তাঁহারা ইহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। সিপাহিদিগের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে কামানে ছিদ্র হওয়াতে বড় অসুবিধা ঘটিয়াছিল। বীরাঙ্গনারা এজন্য আপনাদের

* রোমীয়েরা কার্থেজ আক্রমণে উদ্যত হইলে ধনুর ছিলা প্রস্তুত করিবার জন্য কার্থেজ বীররমণীরা আপনাদের কেশচ্ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সুলতান মহমুদ চতুর্থবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন লাহোরের ভূপতি অনঙ্গপাল আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। এই সময়ে হিন্দু মহিলারা যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য আপনাদের অলঙ্কার উন্মোচিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পায়ের মোজা সকল অকাতরে দিতে লাগিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের অঙ্গচ্ছদ অধিক ছিল না, তথাপি তাঁহারা আপনাদের চিরব্যবহার্য ও লজ্জাসম্ভ্রম রক্ষার চিরাবলম্বন দ্রব্যগুলি দিতে বিমুখ হইলেন না। তাঁহাদের প্রদত্ত মোজায় ছিদ্র সকল বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। আবার ঐ সকল কামান হইতে আক্রমণকারী সিপাহীদিগের উপর গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। কয়েকজন সিপাহী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে অবরুদ্ধ ছিল*। একটি সৈনিক-পুরুষের স্ত্রী সাহসসহকারে নিষ্কাশিত তরবারি হস্তে করিয়া তাহাদের পাহারা দিতে লাগিলেন। যাবৎ এই মহিলা সম্মুখে ছিলেন, তাবৎ অবরুদ্ধগণ পলাইতে সমর্থ হয় নাই। শেষে একব্যক্তি আসিয়া তাহাদের পাহারার ভার গ্রহণ করিলে তাহারা কোনো সুযোগে পলায়ন করে। কিন্তু এইরূপ স্বার্থত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিলেও মহিলাদিগের যাতনার পরিসীমা রহিল না। তাঁহাদের কেহ কেহ আসন্ন-প্রসবা ছিলেন। তাঁহারা অবরোধের সেই ভয়ঙ্কর সময়ে সেই কোলাহলময় বিপত্তিপূর্ণ স্থানে সন্তান প্রসব করিলেন। এ সময়ে তাঁহাদের শুশ্রূষার লোক ছিল না। তাঁহারা প্রসব যাতনায় যেরূপ কাতর হইলেন, নবজাত শিশুর জীবনরক্ষার জন্য তদপেক্ষা অধিকতর কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিশ্বপালক ভগবান ব্যতীত এসময়ে তাঁহাদের আর কোনো রক্ষক ছিলেন না। তাঁহারা নীরবে ও কাতরনয়নে সেই সর্বনিয়ন্তার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া রহিলেন। অনেকে আপনাদের শিশুসন্তানগুলির দুর্দশা দেখিয়া দিনে দিনে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরম আদরে যাহাদের লালন-পালন করিতেছিলেন, স্তন্য দিয়া যাহাদিগকে পরিবর্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন, এবং যাহাদের সহাস্য বদনে আধ আধ কথা শুনিয়া, আপনাদিকে চরিতার্থ মনে করিতেছিলেন, সেই বাৎসল্যের ধন, প্রীতির পুত্তলী, স্নেহের অবলম্বন সন্তানরত্ন সকল তাঁহাদের বক্ষঃস্থল হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। কোনো সৈনিক-পুরুষের স্ত্রী দুইটি সন্তান দুই বাহুতে লইয়া স্বামীর সহিত বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি গুলি আসিয়া, তাহার স্বামীর দেহ ভেদ পূর্বক তদীয় বাহুযুগল ভগ্ন করিয়া ফেলিল। স্বামী তৎক্ষণাৎ ভূপতিত ও গতাসু হইলেন। তাঁহার প্রিয়তমা বনিতাও মৃতস্বামীর পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। সন্তানদ্বয়ের একটি সাংঘাতিকরূপে আহত হইল। অভাগিনী বিধবা অতঃপর গৃহে নীত হইলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং শিশু দুইটিকে কোলে লইবার সামর্থ্য ছিল না। তিনি যাতনায় কাতর হইয়া শয্যায় শুইয়া রহিলেন। শিশু দুইটি তাঁহার বুকের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া, স্তন্যপান করিতে লাগিল; কিন্তু মাতার হাত তুলিবার শক্তি রহিল না। কল্পনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় দৃশ্য অঙ্কিত হইতে পারে না, উদ্ভাবনায় ইহা অপেক্ষা অধিকতর করুণরসোদ্দীপক চিত্র উদ্ভূত হইতে পারে না। এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের দৃষ্টিপথবর্তী

* খাঁ মহম্মদ নামক যে সিপাহী সহযোগিদিগকে উত্তেজিত করিবার অপরাধে অবরুদ্ধ হয়, সে ইহাদের মধ্যে ছিল।

হইতে লাগিল। একদা অপর একজন সৈনিকের স্ত্রীর হাতের কনুইতে বন্দুকের গুলি প্রবিষ্ট হইল। সৈনিক-পুরুষ ইতিপূর্বেই নিহত হইয়াছিলেন। অবিলম্বে সাংঘাতিক আঘাতজনিত প্রচণ্ড জ্বরে তাঁহার স্ত্রীও লোকান্তরিত হইলেন। এইরূপে প্রায় প্রতিদিনই অবলাগণের প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। যে সকল শিশু হাঁটিতে পারিত, বালসুলভ চাপল্য প্রযুক্ত তাহারা একস্থানে স্থির থাকিতে পারিত না। তাহারা কিরূপে বিপদাপন্ন হইয়াছে, তাহা তাহারা বুঝিত না। গৃহ হইতে বহির্গত হইলেই যে, তাহাদের প্রাণ যাইবে, তাহাও তাহারা জানিত না। অবোধ শিশুগণ এ দুঃসময়েও পূর্বের ন্যায় আনন্দসহকারে খেলার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। তাহারা খেলা করিতে সহসা প্রাঙ্গণে আসিলেই নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইত। এইরূপে নিরীহস্বভাব, সদানন্দময় শিশুগুলিও অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল।

এদিকে সেনাপতি হুইলর প্রতি মুহূর্তেই স্থানান্তর হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা ছিল, পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্স সৈন্য পাঠাইবেন। এলাহাবাদ হইতে সেনাপতি নীল তাঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইবেন। লক্ষ্ণৌ হইতে স্যার হেনরি লরেন্সও তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এসময়ে কোনো স্থান হইতেই সাহায্যকারী সৈনিক-পুরুষের সমাগম হইল না। পঞ্জাব হইতে স্যার জন লরেন্সের পত্র আসিল। তিনি লিখিলেন, 'পঞ্জাব রক্ষার জন্য সৈন্যসংখ্যাই পর্যাপ্ত নহে, সুতরাং তিনি কাহাকেও এসময়ে পাঠাইতে পারেন না।' বৃদ্ধ সেনাপতির আশা ছিল, সেনাপতি নীল ১৪ই জুন কানপুরে উপস্থিত হইবেন, কিন্তু ১৫ই জুন ধীরে ধীরে অতীত হইতে লাগিল, সেনাপতি হতাশ্বাস হইয়া, সন্ধ্যাকালে লক্ষ্ণৌতে বিচারপতি গবিন্স্ সাহেবের নিকট পত্র পাঠাইলেন। পত্রের শেষাংশে লিখিত হইল—'নগরের সমগ্র খৃস্টধর্মাবলম্বী প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে আমাদের নিকটে রহিয়াছে। মহত্ত্বসহকারে ও আশ্চর্যরূপে আমাদের আত্মরক্ষা হইতেছে। আমরা সাহায্য, সাহায্য, সাহায্যের ভিখারী। এখন যদি সাহায্যকারী দুইশত লোক প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে বিপক্ষদিগকে পরাজিত করিয়া আপনাদেরও সাহায্য করিতে পারি।' কিন্তু এই দুইশত লোকও লক্ষ্ণৌ হইতে আসিল না। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি ধীরভাবে অদৃষ্টের নিকট অবনতমস্তক হইলেন। তাঁহার সহযোগিরাও ধীরভাবে আপনাদের দশাবিপর্যয়কে আলিঙ্গন করিলেন। একে একে তাঁহাদের সমস্ত আশা নির্মূল হইল। সুতরাং তাঁহারা শেষে আপনাদের সাহস, পরাক্রম, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা—সর্বোপরি আত্মত্যাগের উপর নির্ভর করিলেন। তাঁহাদের উদ্যম, উৎসাহ এখন পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পাইল। তাঁহারা আত্মরক্ষার জন্য ধীরভাবে আত্মজীবন উৎসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমে একসপ্তাহ অতীত হইল, একসপ্তাহ কাল ইউরোপীয়েরা প্রবল শত্রুর সম্মুখে, অবিশ্রান্ত গোলাবৃষ্টির মধ্যে, আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষা করিল। সপ্তাহান্তে আক্রান্তগণ আর এক ঘোরতর বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে,

প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের দুইটি বড় গৃহে একটিতে খড়ের চাল ছিল। দুইটি গৃহই রুগ্ন, অসমর্থ, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণে পরিপূর্ণ ছিল। খড়ের চাল টালি বা ইট দ্বারা আচ্ছাদিত করিবার সবিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু উহাতে চাল সর্বাংশে আচ্ছাদিত হয় নাই। একদিন অপরাহ্ণে সহসা খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিল। অসমর্থ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ ঐ গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং এ সময়ে তাহারা সাতিশয় বিপদাপন্ন হইল। এদিকে আক্রমণকারিগণ ইউরোপীয়দিগের অধ্যুষিত গৃহ প্রচণ্ড অনলের জ্বালাময়ী শিখায় পরিব্যাপ্ত দেখিয়া, অধিকতর উৎসাহ সহকারে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্করী রাত্রিতে অনলস্তূপ দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া, আক্রান্ত ক্ষুদ্র সৈনিক-দলকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। আহত ও রুগ্নগণের আত্মরক্ষার কোনো সামর্থ্য ছিল না। ইউরোপীয়েরা এখন এই সকল অসমর্থ জীবের রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহারা বিপদে দিশেহারা না হইয়া প্রাণপণে উহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। এদিকে খড়ের চাল দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল। দুইটি গোলন্দাজ সৈনিক-পুরুষ প্রজ্বলিত অনলের মধ্যে দেহত্যাগ করিল। কিন্তু আক্রান্তগণ গৃহদাহে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইল। স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদিগের আর আশ্রয়-স্থান রহিল না। তাহারা এখন গৃহশূন্য হইয়া অনাবৃত স্থানে অরক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। কানবিশ ও মদের বাক্সের আচ্ছাদন চট মাত্র, এখন তাহাদের দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিম হইতে রক্ষার প্রধান সম্বল হইল। কিন্তু বিপক্ষের নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতে ঐ আচ্ছাদনও অচিরাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল। গৃহদাহে কেবল বালক-বালিকা ও রোগার্তেরা আশ্রয়শূন্য হইল না, আহত ও পীড়িতদিগের যাতনা-শান্তির উপকরণগুলিও ভস্মীভূত হইয়া গেল। ঔষধাদি, অস্ত্র-চিকিৎসার যন্ত্রাদি কিছুই রক্ষা পাইল না। যাহারা আহত হইতে লাগিল, অস্ত্রাভাবে তাহাদের ক্ষতস্থান হইতে গুলি বহিষ্কৃত করিবার উপায় রহিল না। যাহারা রোগে শয্যাশায়ী হইল, ঔষধাদির অভাবে তাহাদের রোগ-শান্তির সুবিধা ঘটিল না। অসহনীয় যাতনা, অকালমৃত্যু প্রতিদিনই এই সকল অসহায় জীবের উপর পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহারা যাতনার কঠোরতা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকেই পরম সুহৃদ্ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

গৃহদাহে যাহারা আশ্রয়শূন্য হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিক-দলের কতিপয় সিপাহী ছিল। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের সুবাদার ভবানী সিংহ আপনার অধীন সৈনিক-দলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। উক্ত সৈনিক-দল ইংরেজের বিরুদ্ধে সমুত্থিত না হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সবিশেষ চেষ্টা করেন। এজন্য বৃদ্ধ সুবাদার উত্তেজিত অশ্বারোহীদিগের অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়েন। এই অবস্থায় তাঁহাকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ভবানী সিংহ আহত হইয়াও আপনার প্রতিপালক প্রভুর পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই। তিনি সেই ভয়ঙ্কর সময়ে, বিপদাপন্ন স্থানে প্রভুর পার্শ্বে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অবরোধের প্রথমাবস্থায় বিপক্ষের কামানের গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। এইরূপে প্রভুভক্ত

বর্ষীয়ান বীরপুরুষ প্রভুর কার্যসাধন জন্য প্রভুর নিকটেই প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে ত্রিপঞ্চাশ পদাতিক-দলের প্রভুভক্ত সিপাহীরা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে। ইহারাও এতদিন স্ব-শ্রেণীর ও স্ব-ধর্মের লোকের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। শেষে গৃহদাহ হইলে সেনাপতি ইহাদিগকে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ দেন। যেহেতু ইহাদের আশ্রয়স্থান ছিল না। খাদ্য-সামগ্রীরও অভাব উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলের ভোলা খাঁ নামক সিপাহী এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছে, 'আমরা ৫ই হইতে ৯ই কি ১০ই জুন পর্যন্ত আমাদের গৃহরক্ষা করি। বিপক্ষের গোলার আগুনে উহা দগ্ধ হইলে আমাদিগকে উক্ত স্থান পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার বোধহয় গোলায় কোনো দাহ্যপদার্থ জড়ান ছিল, ঐ পদার্থের সহিত খড়ের চালের সংযোগ হওয়াতে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়।' রামবক্স নামক উক্ত দলের আর এক ব্যক্তিও এ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশ করে। ইহার মতে ৯ই কি ১০ই জুন অপরাহ্ণ ৪টার সময়ে ঘরে আগুন লাগে*। যাহা হউক অনুমান ৮০ কি ১০০জন সিপাহী ছিল। এতদ্ব্যতীত ইহাদের সহিত দশজন এতদ্দেশীয় অধিনায়ক অবস্থিতি করিতেছিলেন**। ইঁহারা সকলেই অবরোধের স্থান পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলেন। অফিসারেরা বিষণ্নবদনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। সিপাহীরা কাতরভাবে স্থানান্তরে যাইতে প্রস্তুত হইল। মেজর হিলর্সডন্ সাহেব (কলেক্টর হিলর্সডন্ সাহেবের ভ্রাতা) সকলকেই কয়েকটা টাকা ও বিশ্বস্ততার নিদর্শন-জ্ঞাপক একখানি প্রশংসাপত্র দিলেন। সিপাহীরা উহা লইয়া আপনাদের গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কেহ কেহ পথে বিনষ্ট হইল। কেহ কেহ অক্ষত-শরীরে আবাস-পল্লীতে গমন করিল। ইহাদের কেহই কখনো প্রভুভক্তি হইতে স্খলিত হয় নাই। কেহই উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে অস্ত্র-পরিগ্রহ করে নাই। ইহারা বিদেশীয় ও বিজাতি প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য স্ব-দেশীয় ও স্ব-জাতীয়দিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, প্রভুর আদেশে ঘোরতর বিপত্তিকালেও স্বদেশীয়গণের পক্ষাবলম্বন না করিয়া স্থানান্তরে গিয়াছিল, এবং আত্মীয়-স্বজন শূন্য হইয়া পথে অকাতরে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল, তথাপি আপনাদিগকে 'নিমকহারাম' বলিয়া পরিচিত করিতে উদ্যত হয় নাই। কানপুরের বৃদ্ধ সেনাপতি যদি ইহাদিগকে কোনোরূপে আপনার নিকটে রাখিতেন, তাহা হইলে ইহাদের দ্বারা সমূহ উপকার হইত। ইহারা স্বার্থত্যাগে কাতর ছিল না, অসহনীয় কষ্ট-স্বীকারেও পরাঙ্মুখ ছিল না, অসময়ে প্রভুর পক্ষ-সমর্থনেও অনিচ্ছুক ছিল না। ইহাদের সাহস, পরাক্রম ও আত্মত্যাগ, ইহাদিগকে সর্বক্ষণ বিপদে অনমনীয় যাতনায় অটল ও দুর্দশায় অবিচলিত রাখিয়াছিল। ইহারা উপস্থিত সময়ে ইংরেজের পার্শ্বে থাকিলে নিঃসন্দেহে তাঁহাদের বলবৃদ্ধি হইত।

দিনের-পর-দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল। প্রতিদিনই আক্রান্ত সৈনিক-দলের বল

* *Kaye, Sepov War, Vol. II, p.325 note,*

** *Ibid.*

হ্রাস ও আক্রমণকারী সিপাহিদিগের গোলাবৃষ্টি অধিকতর ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইউরোপীয়েরা কিরূপ অম্লানভাবে দুঃসহ কষ্টভোগ করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় কুলকামিনীরা বিপদে কিরূপ অবসন্ন হইয়াছিলেন, ইউরোপীয় বালক-বালিকারা কিরূপে যাতনায় ঈষদুদ্ভিন্ন, বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় পরিম্লান হইয়াছিল, তাহার করুণ-রসাত্মক মর্মস্পর্শী বিবরণ হতাবশিষ্টদিগের মধ্যে একজন প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন*। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে জেলার যে রাজপুরুষের আদেশে সকলে মস্তক অবনত করিত, যে সেনাপতির ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র সৈনিক-পুরুষ পরিচালিত হইত, যে ইংরেজ কর্মচারীর প্রভুত্বে ভৃত্যগণ সর্বদা সশঙ্ক থাকিত, এখন সিপাহিদিগের গোলার আঘাতে তাহাদের কাহারও হস্তদ্বয় ভগ্ন হইল, কাহারও পদদ্বয় বিকল হইয়া পড়িল, কাহারও বা মুখ বিকৃতভাব ধারণ করিল। একে একে অনেকেই ক্রমে ক্ষমতাশূন্য হইতে লাগিলেন। একে একে অনেকেরই প্রাণবায়ুর অবসান হইতে লাগিল। পার্শ্ববর্তী বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা বড় সাহেবকে এইরূপে নিগৃহীত ও নিপীড়িত দেখিয়া বিস্ময়সহকারে আপনাদের মধ্যে ঐ বিষয় লইয়া আলাপ করিতে লাগিল। অমনি তাহাদের সম্মানিত আর একজন সাহেব আহত হওয়াতে তাহাদের আলাপ বন্ধ হইল, পরমুহূর্তে আবার তাহারা সবিস্ময়ে আর একজন সাহেবকে গুলির আঘাতে ভূপতিত দেখিল। প্রতিক্ষণেই এইরূপ ঘটনার আবির্ভাব হইতে লাগিল। মৃত্যু যেন সুপরিচিত বান্ধবের ন্যায় প্রতিক্ষণেই যাতনার শান্তির জন্য সকলকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। কলেক্টর হিলসর্ডন্ সাহেব গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া নানা সাহেবের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার যুবতী ভার্যা তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। অমনি কলেক্টর সাহেব গোলার আঘাতে প্রিয়তমার পদতলে পতিত ও গতাসু হইলেন। কয়েকক্ষণ পরে গোলার আঘাতে দেয়ালের কিয়দংশ ভগ্ন হইয়া হিলসর্ডন্ সাহেবের পত্নীর মাথায় পড়িল। ঐ আঘাতে হতভাগিনী বিধবারও সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হইল। সেনাপতি স্যার হিউ হুইলরের পুত্র লেপ্টেনাণ্ট হুইলর আহত হইয়া একটি গৃহে শয়ান ছিলেন। তাঁহার পিতা, মাতা, ভগিনীগণ পার্শ্বে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। একটি ভগিনী পদপ্রান্তে বসিয়া পাখার বাতাস দিতেছিলেন। সহসা কামানের গোলা সেই স্থলে পতিত হওয়াতে সেনাপতির আহত পুত্রের মাথা উড়িয়া গেল। পুত্রবৎসল বর্ষীয়ান পিতা, স্নেহময়ী বর্ষীয়সী জননী ও প্রীতিময়ী ভগিনী বাষ্পাকুলনেত্রে এই শোচনীয় ঘটনা চাহিয়া দেখিলেন। লিণ্ডসে নামক একটি সৈনিক-পুরুষের মুখ গোলার আঘাতে বিকৃত হইল। নেত্রদ্বয় নষ্ট হইয়া গেল। হতভাগ্য সৈনিক-পুরুষ অন্ধ হইয়া কিয়ৎকাল জীবিত রহিল, পরিশেষে মৃত্যু আসিয়া তাহার কষ্টের পরিসমাপ্তি করিল। আর একজন সৈনিকের গুলির আঘাত-জনিত ক্ষতস্থান মারাত্মক হইয়া উঠিল। শেষে সন্ন্যাসরোগে তাহার মৃত্যু হইল। তাহার স্ত্রী ও কন্যাগুলি অসহায় অবস্থায় সেই ভয়ঙ্কর স্থানে পড়িয়া রহিল। কিয়দ্দিনের মধ্যে

* *Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur.*

গুলির আঘাতে অভাগিনী বিধবার মৃত্যু হইল। তাহার একটি কন্যাও আহত হইল। কাপ্তেন হালিডে নামক আর এক সৈনিক-পুরুষ তাঁহার নির্জীব ও ক্ষুধার্ত পত্নীর জন্য একবাটি ঘোড়ার মাংসের ঝোল লইয়া যাইতেছিলেন। সহসা গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইল। এক ঘণ্টার মধ্যে অবরুদ্ধ সৈনিকেরা বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলির আঘাতে কিরূপে নিপীড়িত হইয়াছিল, কাপ্তেন টমসন সাহেব তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন, —একজন সৈনিক আর একজন আহত সৈনিককে দেখিতে গিয়াছিল, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছিল, তখন উরুদেশে আহত হইয়া ভূপাতিত হইল। আমি তাহার কাঁধে হাত দিয়া কোমর ধরিয়া তুলিলাম। যখন এইরূপ অবস্থায় অনাবৃত স্থল দিয়া তাহাকে গৃহে লইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার দক্ষিণ স্কন্ধে একটি গুলি লাগাতে আমরা উভয়েই ভূতলশায়ী হইলাম। আর দুই ব্যক্তি আসিয়া আমাদিগকে টানিয়া ঘরে লইয়া গেল। আমি যখন গুলির আঘাতে নিপীড়িত হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তখন একজন সৈনিক আমার শুশ্রূষার জন্য সেইস্থানে আসিল। সহসা একটি গুলি তাহার স্কন্ধ ভেদ করিল। সেই আঘাতেই হতভাগ্যের মৃত্যু হইল*;' একদলের তিনজন অফিসর একস্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। উপর্যুপরি গোলার আঘাতে তিনজনেরই মাথা উড়িয়া গেল। আর একব্যক্তি গুলির বৃষ্টির মধ্যে অনাবৃত স্থল দিয়া যাইতেছিল, অমনি গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ সেনাপতির সহযোগিগণ এইরূপে প্রতিদিনই অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইতে লাগিল। সেনাপতি আপনার বলক্ষয়ে অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কেহ কেহ অধ্যুষিত স্থান রক্ষার সময়ে নিহত হইল। কেহ কেহ পীড়িতের শুশ্রূষা করিতে যাইয়া চিরনিদ্রিত হইল। কেহ কেহ বা তৃষ্ণার্তকে পানীয় ও ক্ষুধার্তকে আহার্য দিবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। প্রাচীরের বহির্ভাগে একটি কূপ ছিল। শবরাশি ঐ কূপে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। প্রতি রাত্রেতেই বিপক্ষের আক্রমণ-ভয়ে এইরূপে তাড়াতাড়ি সমাধি হইতে লাগিল। অবরুদ্ধদিগের অন্তর্দাহের বিরাম ছিল না। দিবসে তাহাদের মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা বিকীর্ণ করিত। রাত্রিতেও শত্রুর নিক্ষিপ্ত অগ্নিময় পিণ্ড সকল আসিয়া তাহাদিগকে বিদগ্ধ করিয়া তুলিত। তাহাদের জীবনাধিক সন্তান, প্রিয়তমা প্রণয়িনী ও প্রীতিভাজন আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহ প্রতিদিন একটি বিশুষ্ক কূপে নিক্ষিপ্ত হইত। তাহারা এইরূপে শোচনীয় অবস্থায়, এইরূপ শোচনীয় দৃশ্যে দিন দিন বিশীর্ণ ও বিষণ্ণ হইতে লাগিল।

এদিকে ইওরোপীয়দিগের কামানের গোলায় আক্রমণকারীদিগের অনেকে নিহত হইলেও তাহাদের একেবারে বল-হ্রাস হয় নাই। স্থানান্তর হইতে অনেকে আসিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে থাকে। আজিমগড়ের সপ্তদশ পদাতিক-দলের সিপাহীরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কানপুরের অনতিদূরে চৌবেপুর নামক পল্লীতে লক্ষ্ণৌর সিপাহিদলস্থিত কতকগুলি অশ্বারোহী ও পদাতিক অবস্থিতি করিতেছিল।

* *Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, pp. 106-107.*

কথিত আছে, ইহারাও কানপুরের সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত বারাণসী ও এলাহাবাদের সিপাহিদিগের অনেকে কানপুরে আসে। মীর নবাব নামক একজন মুসলমান ভু-স্বামী দুইদল সৈন্যের সহিত নানা সাহেবের সাহায্যার্থ সমাগত হন। লর্ড ডালহৌসীর পররাজ্যাধিকারের সময়ে তিনি এই সৈন্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু সে সময়ে তাঁহার হৃদয়গত বিদ্বেষানলের বিকাশ হয় নাই। এখন সুযোগ বুঝিয়া তিনি ডালহৌসীর কার্যের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হন। এইরূপে অনেক স্থান হইতে অনেকে আসিয়া আক্রমণকারিদিগের দল বৃদ্ধি করে।

আক্রমণকারিগণ যত্নপূর্বক আপনাদের ব্যূহ নির্মাণ করিতেছিল। মৃৎপ্রাচীরের উত্তরদিকে ইংরেজদিগের ক্রীড়াগৃহের নিকটে কামান স্থাপিত হইয়াছিল। ননী নবাব নামক একজন ধনী মুসলমান এই স্থানের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্বে হিন্দু সিপাহীরা ইঁহার ও বাকর আলি নামক আর একজন মুসলমানের গৃহ বিলুণ্ঠিত করে। ননী নবাব ও বাকর আলি উভয়েই কারারুদ্ধ হন। মুসলমান সিপাহীরা এজন্য বিরক্ত হওয়াতে উভয়েই মুক্তিলাভপূর্বক নানা সাহেবের সমান সম্মান লাভ করেন। এই অবধি ইঁহারা উত্তেজিত সিপাহিদিগের পরিপোষক হন। কথিত আছে, আজিজন অস্ত্র পরিগ্রহপূর্বক এই স্থানে কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্বারোহিদিগকে উৎসাহিত করিতেছিল। প্রাচীরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মীর নবাব আপনার কামান স্থাপিত করিয়া, নিরন্তর গোলাবৃষ্টি করিতেছিলেন। পূর্বদিকে বাকর আলি সন্নিবেশিত কামানের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি বৃহৎ অট্টালিকা ছিল। ইংরেজরা উহা 'সাবেডার হাউস' নামে অভিহিত করিতেন। ক্রমে সাধারণের মধ্যে উহা 'সবেদা কুঠী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইংরেজদের ক্রীড়াগৃহের দিকে যেমন মুসললানেরা প্রবল ছিল। সবেদা কুঠীর দিকে সেইরূপ হিন্দুর প্রাধান্য ছিল। এই কুঠীতে নানা সাহেব পারিষদবর্গসহ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেনাপতি টীকা সিংহের শিবির এই স্থানে ছিল। সেনাপতি এই স্থানের কামান-সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁতীয়া তোপী প্রভৃতি এই স্থানে ফিরিঙ্গীদিগকে সমূলে বিনষ্ট করিবার জন্য আপনাদের কূটমন্ত্রণাজাল বিস্তার করিতেন। এইরূপে হিন্দু ও মুসলমান একসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া ইংরেজের আত্মরক্ষার স্থান অবরুদ্ধ করিয়াছিল। নানা সাহেব ইহাদের ভয়েই ইহাদের পক্ষাবলম্বন-পূর্বক নামেমাত্র সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন।

শান্তিরক্ষণ ও বিচারকার্য নির্বাহের জন্য নানা সাহেবের নামে বিভিন্ন ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছিলেন। হুলাস সিংহ নামক একব্যক্তি প্রধান শান্তিরক্ষক হইয়াছিলেন। বাবাভট্ট প্রধান বিচারকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদ প্রভৃতিও প্রাড়-বিবাকের কার্য করিতেছিলেন। কিন্তু ইঁহারা উত্তেজিত জনসাধারণ বা উদ্ধত সিপাহিদিগের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে সমর্থ হন নাই। ইহাদের মতের বিরুদ্ধে নানা সাহেবের কিছুই করিবার সামর্থ্য ছিল না। ইঁহারা নানা সাহেবের নামে যথেচ্ছভাবে সমুদয় কার্য করিতেছিলেন।

২১শে জুন অযোধ্যার উত্তেজিত অধিবাসিগণ আক্রমণকারীদের নিকটে উপস্থিত

হওয়াতে তাহারা ঐ দিন বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করে। ২৩শে জুন আক্রমণকারিগণ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহসহকারে যুদ্ধের আয়োজন করে। একশতাব্দ পূর্বে লর্ড ক্লাইভ এই সময়ে পলাশীর আম্রকাননে আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শত বৎসর পরে সিপাহীরা সেই আধিপত্যভিত্তি বিপর্যস্ত করিবার মানসে বদ্ধপরিকর হইল। লর্ড ক্লাইভ যেরূপে বাংলার নবাবকে পদানত করিয়াছিলেন, সিপাহীরা ফিরিঙ্গীদিগকেও সেইরূপে আপনাদের পদানত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। অশ্বারোহী ও পদাতিকরা দলবদ্ধ হইয়া, ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা সম্মুখভাগে কার্পাসের বড় বড় বস্তা সকল গড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। ইংরেজদিগের গির্জা তাহাদের এক পার্শ্বে ছিল। অপর পার্শ্বে অসম্পূর্ণ নূতন সৈনিকালয় রহিয়াছিল। উভয় দিকে এইরূপ গৃহ থাকাতে তাহাদের আক্রমণের বিস্তর সুবিধা ঘটিয়াছিল। তথাপি তাহারা কৃতকার্য হইতে পারিল না। তাহারা প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সহযোগিগণ সাধারণত রণপারদর্শী ছিল না। তাহারা সামরিক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয় নাই। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান্ হইয়া উঠে নাই, বা রণকৌশলেও অভিজ্ঞতালাভ করে নাই। সুতরাং তাহারা সহজেই চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। দলভঙ্গ হওয়াতেও সিপাহীরা হটিয়া গেল। ইংরেজ আপনাদের অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করিলেন, কিন্তু আর এক বিপদে তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিপীড়িত ও অধিকতর বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে অবরুদ্ধগণ দুই-তিন বার সাহায্যলাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৪শে জুন একজন ফিরিঙ্গী সৈনিক ছদ্মবেশে, এলাহাবাদ হইতে সাহায্যকারী সৈন্যের প্রত্যাশায়, প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করে। শেষে অকৃতকার্য হইয়া, ফিরিয়া আসে। ঐ দিন রসদ-বিভাগের সেফার্ড সাহেব বদলু নাম-ধারণ-পূর্বক বাবুর্চির বেশে যাত্রা করেন। সিপাহীরা তাঁহাকে অবরুদ্ধ করে। হতভাগ্য বদলুর প্রতি তিন বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের আদেশ হয়*। এইরূপে হতভাগ্য অবরুদ্ধগণ আপনাদের প্রতি চেষ্টাতেই হতাশ হইয়া পড়ে। মানুষ বিপত্তিকালে বারংবার হতাশ হইলেও তাহার আশার বিরাম হয় না। মরুভু-বিহারী, তৃষ্ণার্ত পথিক প্রতিমুহূর্তে মায়াবিনী মরীচিকায় উদ্‌ভ্রান্ত হইলেও আবার দূরে শ্যামল-তৃণ-সমাচ্ছাদিত ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী জলাশয় তাহার দৃষ্টিপথবর্তী হয়। পথিক আবার আশ্বস্ত-হৃদয়ে সেই জলাশয়ের অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে। সে যতই অগ্রসর হয়, জলাশয় তাহাকে প্রতারিত করিবার জন্যই যেন দূরে—অতিদূরে সরিয়া যাইতে থাকে। তথাপি হতভাগ্যের আশার নিবৃত্তি হয় না। হতভাগ্য অবরুদ্ধগণও বারংবার

* জুলাই মাসে সেনাপতি হাবেলক কানপুরে আসিলে সেফার্ড সাহেব মুক্তিলাভ করেন। ষট্‌পঞ্চাশ পদাতিক-দলের খোদাবক্স নামক একজন জমাদার ইংরেজের পক্ষে ছিলেন। তিনিও বিপক্ষ-কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। হাবেলকের আগমনে তাঁহার মুক্তি-লাভ হয়। খোদাবক্স শেষে ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

এলাহাবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহায্যকারী সৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল ; কিন্তু এলাহাবাদ হইতে কেহই আসিল না ; হতভাগ্যেরা একবার হতাশ হইয়াও আবার আশান্বিতহৃদয়ে সেইদিকে চাহিয়া রহিল। এদিকে তাহাদের খাদ্যসমগ্রী অল্প হইয়া আসিল। এতদ্দেশীয়গণ তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী দিবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিল। অবরোধকারী সিপাহীদিগের জন্য তাহাদের চেষ্টা সর্বাংশে সফল হয় নাই। একজন রুটিওয়ালা একঝুড়ি রুটি লইয়া, প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে যাইতেছিল। পথে সিপাহিগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া অবরুদ্ধ করিল। জহুরী নামক আবকারী বিভাগের একজন কর্মচারী সুযোগক্রমে রুটি, ডিম, দুগ্ধ ও ঘৃত পাঠাইয়া দিতেছিল। ১৪ই জুন রাত্রিতে দ্রব্যবাহক পনের ব্যক্তি ধৃত হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্ত্রীলোক ছিল। হতভাগ্যেরা সিপাহিদিগের কামানের মুখে আত্মবিসর্জন করিল, তথাপি জহুরীর নাম প্রকাশ করিল না*। বিশ্বস্ত এতদ্দেশীয়গণ পরের জন্য এইরূপ অম্লান-ভাবে আত্মত্যাগ করিয়াছিল। এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা এই দুঃসময়ে আত্মজীবন উপেক্ষা করিয়া ইউরোপীয়দিগের পার্শ্বে থাকিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে ইহাদের অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। একদা একটি গোলায় তিনজন জীবনবিসর্জন করে। আর একজন প্রভুর জন্য গৃহান্তরে খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাইতেছিল, সহসা গুলির আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়**। একটি আয়া শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া রহিয়াছিল, সহসা কামানের গোলায় তাহার পদদ্বয় ভগ্ন হইয়া যায়। এইরূপ বিপদের সময়েও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। অবরুদ্ধগণ এতদ্দেশীয়-দিগের সাহায্যেও যখন খাদ্য-দ্রব্য পাইল না, তখন নিদারুণ দুর্ভিক্ষে তাহাদের যাতনার একশেষ হইতে লাগিল। এ সময়ে যে-কোনো জীব তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহারা তাহারই মাংসে জঠরানল শান্ত করিতে সচেষ্ট হইত। একদা গ্রামের একটি কুক্কুর সম্মুখে আসিল, তাহারা অমনি উহা বধ করিয়া ঝোল প্রস্তুত করিল ! এই অপূর্ব ঝোল তাহারা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল। অশ্বারোহিদলের একটি বৃদ্ধ অশ্ব অন্য সময়ে তাহাদের খাদ্যের জন্য সমানীত হইল। একদা একটি ধর্মের ষাঁড় চরিতে চরিতে তাহাদের প্রাচীরের নিকটে আসিল। তাহারা নিদারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া উহার পবিত্রতার মর্যাদা রক্ষা করিল না। অবধ্য ষাঁড় তাহাদের গুলিতে গতাসু হইল। তাহারা আপনাদের ঐ আদরণীয় খাদ্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে আনিতে যত্নশীল হইল। আট দশজন দড়ি লইয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিল এবং ষাঁড়ের শৃঙ্গে ও পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ে রজ্জুবদ্ধ করিয়া প্রাচীরের অভ্যন্তরে টানিয়া আনিল। সিপাহিদিগের গুলিতে কেহ কেহ আহত হইল, তথাপি কেহই পরম প্রীতিকর খাদ্য হস্তচ্যুত করিল না। অবরুদ্ধগণ এইরূপে যাহা নিকটে পাইতে লাগিল, তাহাই উদরসাৎ করিতে লাগিল। শেষে এইরূপ পশুও আর তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী হইল

* *Travelyan, Cownpur, p. 173.*

** *Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 111.*

না। তাহারা প্রতিদিন যে পরিমাণে খাদ্য সামগ্রী খাইত, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে প্রতিদিন তাহার অর্ধাংশ করিয়া খাইতে লাগিল*। খাদ্যের অভাব অপেক্ষা জলের অভাবই তাহাদের নিরতিশয় কষ্টদায়ক হইয়া উঠিল। প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে একটি মাত্র কূপ ছিল। কূপের ৬০।৭০ ফীট নীচে জল পাওয়া যাইত। এই কূপও আক্রমণকারী সিপাহিদিগের লক্ষ্যভ্রষ্ট ছিল না। নিরন্তর গুলিবৃষ্টিতে কূপের দেওয়াল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহারা জল তুলিতে যাইত, সিপাহীরা তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া গোলা-বৃষ্টি করিত। এইরূপে ভিস্তিগণ জীবন বিসর্জন করিতে লাগিল। গ্রীষ্মের নিদারুণ উত্তাপে জলের অভাবে সকলের অসহনীয় কষ্ট উপস্থিত হইল। অপেক্ষাকৃত সবল ব্যক্তিগণ নীরবে যাতনাভোগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু স্ত্রীলোক, শিশু-সন্তান ও পীড়িতগণ স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের হৃদয়বিদারক কাতরস্বরে সমগ্র সৈনিক-নিবাস পরিপূর্ণ হইল। অনেকে মর্মান্তিক যাতনায় উন্মত্ত হইল। একটি মহিলা অনশনে ও পিপাসায় নিপীড়িত হইয়া আপনার দুইটি শিশু সন্তান দুই বাহুতে লইয়া, যে স্থানে নিরন্তর গুলিবৃষ্টি হইতেছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইল। অভাগিনী অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য গুলির আঘাতে শিশু সন্তানের সহিত আত্মবিসর্জনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়াছিল, কিন্তু একজন সৈনিক অভাগিনীকে আত্মহত্যা করিতে দিল না। অভাগিনী তীব্র যাতনানলে নিরন্তর বিদগ্ধ হইয়া জীবনপরিত্যাগের জন্য সেই স্থান হইতে অপসারিত হইল**। রাত্রিতেও কূপ হইতে জল তুলিবার সুবিধা ছিল না। জল তোলার শব্দ শুনিলেই আক্রমণকারিগণ সেই দিকে গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করিত। ভিস্তিগণ যখন নিহত হইল, তখন জন্ ম্যাক্‌ফিলপ্ নামক একজন সিবিল কর্মচারী জল তুলিবার ভার গ্রহণ করিলেন, কিন্তু এক সপ্তাহ অতীত হইতে-না-হইতে গুলির আঘাতে হতভাগ্য কর্মচারীর মৃত্যু হইল। তিনি বহুমূল্য পানীয় একজন মহিলাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, আসন্নকালেও প্রতিশ্রুতপালনে তাঁহার ঔদাসীন্য রহিল না। তিনি কাতরস্বরে সেই অমূল্য পানীয় দিতে বলিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এইরূপে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে প্রতিদিনই অবরুদ্ধদিগের জীবনীশক্তির হ্রাস হইতে লাগিল। শিশুসন্তানগুলি বিশুষ্কমুখে জলের পুরাতন থলিয়া, আর্দ্র কানবিশ্ বা চর্ম চুষিতে লাগিল। একবিন্দু জলে বিশুষ্ক ওষ্ঠ আর্দ্র করিবার জন্য উহারা ঐ সকল দ্রব্য মুখ হইতে সহজে বহিষ্কৃত করিল না। আত্মরক্ষাকারিগণ ঈদৃশ শোচনীয় দৃশ্যে অবসন্ন হইতে লাগিলেন। অনশনে, অনিদ্রায়, পানীয়ের অভাবে, শত্রুর নিরন্তর গোলাবৃষ্টিতেও তাঁহারা ধীরভাবরক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু প্রাণসমা প্রণয়িনী ও প্রাণাধিক শিশুসন্তানগুলির দুর্দশা

* যখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাব চলিতেছিল, তখন প্রতিদিন এইরূপে আধপেটা করিয়া খাইলেও খাদ্যদ্রব্য চারি দিনের অধিক যাইবার সম্ভাবনা ছিল না।—*Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur p. 134.*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p 257.*

দেখিয়া, তাঁহারা স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা জামা ও মোজার অধিকাংশই আহতদিগের ক্ষতস্থান বাঁধিবার জন্য দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের গাত্রচ্ছদ বা পদাবরণ অধিক ছিল না। এদিকে জলের অভাবে শিশুদিগের গাত্র মার্জিত হইত না। মহিলাদিগের পরিচ্ছদও পরিষ্কৃত করিবার সুবিধা ছিল না। খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে যেরূপ সকলে বিশুষ্ক ও কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইতে লাগিল, পরিষ্কৃত পরিচ্ছদের অভাবে সেইরূপ সকলে পাঙ্কলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহাদের সৌন্দর্য, মাধুর্য সমস্তই অন্তর্হিত হইল। বিপক্ষেরা যখন সর্ববিষয়ে তাঁহাদের এইরূপ অভাবের বিষয় জানিতে পারিল, তখন তাহাদের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আশায় সঞ্চার হইল। তাহারা উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিষয়ে অসন্দিগ্ধ হইয়া, সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

তিন সপ্তাহ এইরূপে অতিবাহিত হইল। তিন সপ্তাহের মধ্যে অবরুদ্ধগণ আত্ম-পক্ষের আড়াইশত ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত কূপে সমাহিত করিলেন*। তিন সপ্তাহকাল তাঁহারা অসহনীয় কষ্ট অশ্রুতপূর্ব যাতনা ভোগ করিলেন। কোনো স্থান হইতে তাঁহাদের সাহায্য জন্য সৈন্য আসিল না। এদিকে শত্রুর গোলাবৃষ্টিতে ও অতিসার প্রভৃতি রোগে তাঁহাদের সংখ্যা অল্প হইল। তাঁহাদের কামান সকল অকর্মণ্য হইয়া পড়িল। তাঁহাদের বারুদ, গোলা প্রভৃতি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের একান্ত অভাব উপস্থিত হইল। অনশনে অধ্যুষিত স্থান রক্ষা করা অসম্ভব হইয়াছিল। স্ত্রীলোক, বালক-বালিকা ও রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়া, শত্রুর ব্যূহভেদ পূর্বক স্থানান্তরে গমনেরও সুবিধা ছিল না। সুতরাং তাঁহারা সর্ববিষয়ে সর্বাংশে হতাশ হইয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা বিষণ্ণভাবে ও কাতরনয়নে আপনাদের অবস্থায় পরিতপ্ত হইতেছিলেন, তখন সহসা একটি খৃস্টধর্মাবলম্বিনী মহিলা মৃৎপ্রাচীরের সমীপবর্তিনী হইল। একজন ইউরোপীয় শাস্ত্রী গুপ্তচর ভাবিয়া তাহাকে গুলি করিতে উদ্যত হইল। অমনি কাপ্তেন টমসন্ তাহাকে নিবারিত করিলেন। মহিলা নানা সাহেবের শিবির হইতে একখানি পত্র লইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইল**। পত্রে এই কয়েকটি কথা লিখিত

* সিপাহিদিগের কত ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হয় নাই। কাপ্তেন টমসন লিখিয়াছেন, যখন তিনি গঙ্গার ঘাটে গমন করেন, তখন একজন বিপক্ষ-সিপাহীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সিপাহী পূর্বে তাঁহাদের দলে ছিল। কাপ্তেনের জিজ্ঞাসায় সিপাহী কহিয়াছিল, তাহাদের ৮০০ হইতে ১০০০ হাজার লোক নিহত হইয়াছিল।—*Capt. Mowbray Thomson, Story of Cawnpur, p. 104.*

** কেহ কেহ এই মহিলাকে গ্রিনওয়ে নামক কানপুরের একজন ধনী সাহেবের পত্নী বিবি গ্রিনওয়ে বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা ঘড়িওয়ালা জেকবি সাহেবের পত্নী বলিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিলেন। বিবি জেকবি পাল্কীতে আসিয়াছিলেন।—*Travelion, Cawnpur, p. 217.*

ছিল, 'মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রজাগণ সমীপে,—লর্ড ডালহৌসীর কার্যের সহিত যাহাদের কোনো অংশে কোনোরূপ সংস্রব নাই এবং যাহাদের অস্ত্রাদি পরিত্যাগের ইচ্ছা আছে, তাহারা নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে পারিবে।' পত্রখানি আজিমুল্লার হস্তলিখিত। উহাতে কাহারও স্বাক্ষর ছিল না, বৃদ্ধ সেনাপতি পত্র পাইয়া, আত্মসমর্পনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। নানা সাহেব বা তদীয় মন্ত্রী আজিমুল্লার উপর তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। সুতরাং তিনি অস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক মহিলাগণ ও বালক-বালিকা-দিগকে লইয়া বিপক্ষের নিকটে উপনীত হইতে সম্মত হইলেন না। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক অফিসরেরাও অন্তিমকাল পর্যন্ত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেনাপতি, কাপ্তেন মুর ও হুইটিং নামক দুইজন সহযোগীর সহিত উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। ইঁহারা উভয়েই কহিলেন, যদি স্ত্রীলোক,শিশু-সন্তান ও বহুসংখ্যক পীড়িত ব্যক্তি নিকটে না থাকিত, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করাই শ্রেয়স্কর ছিল। কিন্তু যখন এই সকল অসহায় জীবের রক্ষার কোনো উপায়ই নাই, তখন আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে সম্মত হওয়াই উচিত। সুতরাং নানা সাহেবের নামে আজিমুল্লার হস্তে লিখিত যে প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অগ্রাহ্য হইল না। আগন্তুক মহিলা নানা সাহেবের শিবিরে উপনীত হইয়া, প্রকাশ করিল যে, সেনাপতি হুইলর ও তাঁহার প্রধান অফিসরেরা উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ করিয়া উত্তর দিবেন। এই সংবাদে সিপাহীরা ইউরোপীয়দিগের প্রতি গোলানিক্ষেপে নিরস্ত থাকিল। পরদিন (২৬শে) প্রাতঃকালে আজিমুল্লা ও নানা সাহেবের অশ্বারোহি-দলের অধ্যক্ষ জোয়ালাপ্রসাদ ইউরোপীয়দিগের মৃৎপ্রাচীরের নিকটবর্তী হইলেন। কাপ্তেন মুর, হুইটিং ও ডাকঘরের কর্মচারী রোডে সাহেব সমাগত দূতদ্বয়ের সহিত সমস্ত বিষয় ঠিক করিবার জন্য গমন করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে অবধারিত হইল যে, ইংরেজেরা তাঁহাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থান, তাঁহাদের কামান ও তাঁহাদের টাকাকড়ি, পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা আপনাদের বন্দুক ও অস্ত্র প্রত্যেকে ষাটিবার গুলিনিক্ষেপের উপযোগী বারুদ ও টোটা লইয়া যাইতে পারিবেন। নানা সাহেব তাঁহাদিগকে নিরাপদে নদীতটে লইয়া যাইবেন, ঘাটে তাঁহাদের জন্য নৌকা প্রস্তুত থাকিবে এবং তাঁহাদের আহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে আটা দেওয়া হইবে। এই সময়ে, আজিমুল্লা ও জোয়ালাপ্রসাদের সঙ্গীদের কেহ কেহ বলিল, 'আমরা পাঁঠা ও ভেড়াও দিব।' এই সকল প্রস্তাব কাগজে লিখিত ও আজিমুল্লার হস্তে সমর্পিত হইল। আজিমুল্লা উহা নানা সাহেবের নিকটে লইয়া গেলেন। অপরাহ্নে একজন সওয়ার ইংরেজদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, 'মহারাজ নানা সাহেব সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার আদেশে অদ্য রাত্রিতেই সকলকে প্রাচীরবেষ্টিত স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে।'

বৃদ্ধ সেনাপতি আবার আপত্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই রাত্রিতে যাত্রা করা অসম্ভব বলিয়া তিনি সন্ধিপত্র ফিরাইয়া দিলেন এবং কহিলেন যে, পরদিন প্রাতঃকাল ভিন্ন তাঁহারা কোনোক্রমে আপনাদের স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সওয়ার চলিয়া

গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'ইংরেজদিগের বর্তমান অবস্থা মহারাজ ধুন্ধুপন্থ নানা সাহেবের অবিদিত নাই। মহারাজ যদি আবার গোলাবৃষ্টি আরম্ভ করেন. তাহা হইলে সকলকেই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।' কিন্তু ইংরেজেরা এই ভয়-প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত অশ্বারোহীকে বলিলেন, 'আমরা অটলভাবে বীরশয্যায় শয়ন করিব, তথাপি এই রাত্রিতে স্থান পরিত্যাগ করিব না।' অশ্বারোহী প্রতিগমন করিল। কিয়ৎকাল পরে আবার প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল, 'নানা সাহেব তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়াছেন। পরদিন প্রাতঃকালে সকলকে এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।' বিপক্ষের শিবির হইতে তিনব্যক্তি আসিয়া প্রতিভু-স্বরূপ সেই রাত্রিতে ইংরেজদের নিকটে রহিল। ইহাদের মধ্যে জোয়ালা-প্রসাদ ছিলেন। তিনি মুখে বৃদ্ধ সেনাপতির নিকটে বিশিষ্ট সৌজন্যের পরিচয় দিলেন। দীর্ঘকাল সিপাহীদিগের মধ্যে থাকিয়াও যে সেনাপতিকে শেষ দশায় সেই অধীন সিপাহিদিগেরই হস্তে নিগৃহীত ও নিপীড়িত হইতে হইল, এজন্য তিনি দুঃখ-প্রকাশ করিতেও বিমুখ হইলেন না। সূর্য অস্তগত হইবার প্রাক্কালে ইংরেজেরা আপনাদের কামানসমূহ বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিপক্ষের কতিপয় গোলন্দাজ সৈনিক সমস্ত রাত্রি সেই কামানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিল। নৌকা সকল প্রস্তুত রহিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য ইংরেজ-পক্ষের তিনটি সৈনিক-পুরুষ হাতিতে চড়িয়া গঙ্গার ঘাটে গমন করিলেন। কতিপয় সওয়ার তাঁহাদিগকে ঘাটে লইয়া গেল। তাঁহারা ঘাটে গিয়া প্রায় চল্লিশখানি নৌকা দেখিতে পাইলেন। কোনো কোনো নৌকার ছই প্রস্তুত ছিল। কোনোখানির ছই প্রস্তুত হইতেছিল। খাদ্য-দ্রব্য-সংগ্রহেরও আয়োজন হইতেছিল। ইহা দেখিয়া সৈনিক-পুরুষত্রয়ের মনে কোনোরূপ সন্দেহের আবির্ভাব হইল না।* সমভিব্যাহারী অশ্বারোহীরাও তাঁহাদের কোনোরূপ অনিষ্ট করিল না। তাঁহারা অক্ষতশরীরে ও অসন্দিগ্ধভাবে আপনাদের প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত

* ইঁহারা যখন ঘাটে উপনীত হন, তখন ইঁহাদের এতদ্দেশীয় ভৃত্যেরা বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে বিমুখ হয় নাই। ষট্-পঞ্চাশ পদাতিক-দলের অধিনায়ক কর্নেল উইলিয়মসের ভৃত্য কয়েকটি আঙুর লইয়া ইঁহাদের নিকট উপনীত হয় এবং আগ্রহ-সহকারে প্রভুর কুশল জিজ্ঞাসা করে। অধিনায়কের মৃত্যু হইয়াছিল। তদীয় পত্নী জীবিত ছিলেন। ২৭শে জুন যখন ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাইবার জন্য গঙ্গার ঘাটে উপনীত হন, তখন এই বিশ্বস্ত ভৃত্য আপনাকে প্রভু-পত্নীর নিকটে লইয়া যাইবার জন্য ষট্-পঞ্চাশ-দলের হাবিলদার আনন্দদীনকে অনুরোধ করে। আনন্দদীন ইংরেজের বিপক্ষ-দলে মিশিয়াছিল, এজন্য ভৃত্যকে বলিল, সে আর অধিনায়কের পত্নীকে মুখ দেখাইতে পারে না, ইহা বলিয়া চারিজন সিপাহী দ্বারা ভৃত্যকে তাহার প্রভু-পত্নীর নিকটে পাঠাইয়া দিল। ভৃত্যেরা অনিবার্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিলেও প্রভুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয় নাই।—*Travelyan, Cawnpur, pp. 237-38,*

হইলেন। টড্ নামক একজন ইংরেজ নানা সাহেবকে ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। তিনি সন্ধিপত্র লইয়া নানার স্বাক্ষরের জন্য সবেদা কুটীতে গেলেন। নানা আপনার শিক্ষা-গরুর যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার সৌজন্যের কোনোও ত্রুটি লক্ষিত হইল না। তিনি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া শিক্ষাগরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন টড্ সাহেব নানার শিষ্টতায় পরিতুষ্ট হইয়া প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

২৭শে জনে প্রত্যুষে প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়েরা এলাহাবাদে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। আপনারা অচিরাৎ মুক্তিলাভ করিবেন ভাবিয়া সকলেই আশ্বস্ত হৃদয়ে দ্রব্যাদির সংগ্রহে তৎপর হইলেন। কেহ কেহ মূল্যবান্ অলঙ্কারের বাক্স গোপনীয় স্থান হইতে বাহির করিলেন। কেহ কেহ শান্তিদায়ক ধর্মগ্রন্থ সঙ্গে লইলেন। কেহ কেহ আপনাদের চিরসহচর পিস্তল ও বন্দুক লইয়া বাহিরে আসিলেন। ইঁহাদের বিষাদ-মলিন মুখমণ্ডল আবার অভিনব আশায় প্রফুল্ল হইল। ইঁহারা ধীরে ধীরে একে একে আপনাদের দুঃসহ দুঃখের সাক্ষীভূত ও আপনাদের শোচনীয় অবস্থার নিদর্শন-জ্ঞাপক স্থানের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহারা যাতনায় অবসন্ন, অনাহারে শীর্ণ ও দুশ্চিন্তায় মলিন হইয়াছিলেন। সৌন্দর্যশালিনী মহিলাদিগের সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছিল। যুবতীর যৌবনদশা অন্তর্ধান করিয়াছিল। বালক-বালিকার কুসুম-কোমল কলেবর কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত হইয়া গিয়াছিল। সকলের ললাটে গভীর বিষাদের রেখাপাত হইয়াছিল। সকলের মুখমণ্ডলই বিষম অন্তর্দাহে বিশুষ্ক হইয়া গিয়াছিল এবং সকলের অপরিষ্কৃত ও ছিন্ন পরিচ্ছদই নিরতিশয় শোচনীয় দশার পরিচয় দিতেছিল। ইঁহাদিগকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাইবার জন্য হাতি ও পাল্কী প্রস্তুত ছিল। মহিলাগণ ও বালক-বালিকাদিগের অনেককে গরুর গাড়ি বা হাতিতে এবং রুগ্ন ও আহতদিগকে পাল্কীতে তুলিয়া দেওয়া হইল। সমর্থ ইউরোপীয়গণ কটিদেশে পিস্তল ও স্কন্ধদেশে বন্দুক লইয়া ধীর-পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে একে একে এইরূপে সর্বসমেত প্রায় ৪৫০ জন ইউরোপীয় তীরাভিমুখে গমন করিলেন*। নগরের অধিবাসীরা ইঁহাদিগকে দেখিবার জন্য দলে দলে আসিতে লাগিল। ইঁহাদের বিশীর্ণ দেহ, ইঁহাদের মলিন পরিচ্ছদ ও ইঁহাদের বিষণ্ণভাব দেখিয়া, তাহাদের অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। অনেকে বিস্ময়ে অভিভূত হইল এবং অনেকে আপনাদের পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ভাবের পরিচয় দিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বর্ষীয়ান্ সেনাপতি স্ত্রী ও কন্যাগণের সহিত পদব্রজে নদীতটে উপনীত হইলেন**।

---

* *Trotter, British Empire in India, Vol. II, p. 142.*

** কাপ্তেন টমসন্ লিখিয়াছেন, সেনাপতি আত্মীয়-পরিবারবর্গের সহিত পদব্রজে গিয়াছিলেন —*Capt. Thomson, Story of Cawnpur, p. 104.* অন্য মতানুসারে সেনাপতির স্ত্রী ও দুহিতারা নানা সাহেবের হাতিতে (নানা বন্ধ

গঙ্গার সতীচৌর ঘাটে নৌকা প্রস্তুত ছিল। এই ঘাট ইংরেজদিগের প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের এক মাইল দূরবর্তী ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ঘাটের নিকটে হরদেবের একটি মন্দির ছিল। নিকটবর্তী সতীচৌর পল্লীর নামানুসারে ঘাট উক্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ঘাটে যাইবার পথে একটি শ্বেতবর্ণ কাষ্ঠময় সেতু ছিল। ইউরোপীয়েরা এই সেতু দিয়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিপাহীরা নিকটে আসিয়া তাঁহাদিগকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তাহারা এক সময়ে যে সকল অধিনায়কের আদেশানুসারে পরিচালিত হইত, তাঁহাদের মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া দুঃখ-প্রকাশ করিতেও ত্রুটি করিল না। কথিত আছে, একজন আহত সেনানায়ক সকলের শেষে পাল্কীতে যাইতেছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমা বনিতা পদব্রজে তাঁহার পার্শ্বে পার্শ্বে গমন করিতেছিলেন। কতিপয় উত্তেজিত সিপাহী তাঁহাদিগকে এইরূপ অসহায় দেখিয়া পাল্কী-বাহকদিগের গতিরোধ করিল। বাহকেরা তাহাদের কথায় পাল্কী নামাইল। অমনি তাহারা আপনাদের অধিনায়ককে নিহত করিল। কর্নেলের বনিতাও তাহাদের অস্ত্রাঘাতে মৃত স্বামীর পার্শ্বে দেহত্যাগ করিলেন।

উপস্থিত সময়ে ভাগীরথী অতি সঙ্কীর্ণা ছিল। বর্ষায় জল না হওয়াতে স্থানে স্থানে চড়া জাগিয়াছিল। এদিকে নৌকায় উঠিবার সিঁড়ি ছিল না। চড়ার জন্য নৌকাও তটদেশের সহিত সংলগ্ন ছিল না। জলবৃদ্ধি না হওয়াতে তটভূমিও অতি উচ্চ ছিল। ইউরোপীয়-পুরুষেরা হাঁটু-জলে দাঁড়াইয়া মহিলা, বালক-বালিকা, রোগাতুর ও আহতদিগকে নৌকায় তুলিতে লাগিলেন। বেলা নয়টার মধ্যে প্রায় সকলেই নৌকায় উঠিল। তটদেশে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল। তাঁতিয়া তোপী তটদেশবর্তী দেবমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছিলেন। আজিমুল্লা, টীকা সিংহ প্রভৃতিও ঐ স্থানে ছিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকেরা তটদেশে আপনাদের অশ্বে অধিষ্ঠিত ছিল। পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈনিকেরাও ঐ স্থানে রহিয়াছিল। ইহারা দীর্ঘকাল নিশ্চেষ্টভাবে রহিল না। ভেরী বাজিয়া উঠিল। পবিত্রসলিলা জাহ্নবীতে অবিলম্বে ভীষণ সংহার-কার্যের অনুষ্ঠান হইল।

নৌকারূঢ় ইউরোপীয়েরা ভেরী-ধ্বনিতে চমকিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের উপর গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। এদিকে ভেরী বাজিয়া উঠিলেই, নৌকার মাঝি-মাল্লারা নৌকা হইতে লম্ফ দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে তীরাভিমুখে ধাবিত হইল। পূর্ব-

---

সেনাপতিকে লইয়া যাইবার জন্য এই হাতি পাঠাইয়াছিলেন) গিয়াছিলেন। সেনাপতি স্বয়ং পাল্কীতে নদীতটে উপনীত হইয়াছিলেন। জলের ধারে আসিয়া সেনাপতি বেহারাদিগকে বলিলেন, 'আমাকে নৌকার দিকে আর একটু দূরে লইয়া যাও।' একজন সোয়ার তাহাকে বলিল 'না। এইস্থানে পাল্কী হইতে বাহির হও।' সেনাপতি যেমন বাহির হইলেন, অমনি সোয়ার তাঁহার গলদেশে অসির আঘাত করিল। সেনাপতি জলে পতিত হইলেন —*Travelyan, Cawnpur, p. 247*. এইরূপ পরস্পর-বিরোধী কথা হইতে সত্যের নির্ধারণ বড় সহজ নহে।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 837, note.*

সঙ্কেত অনুসারে তাহাদের কেহ কেহ প্রজ্বলিত অঙ্গার নৌকার তৃণাচ্ছাদিত ছইয়ের মধ্যে গুঁজিয়া দিতে ত্রুটি করিল না। অবিলম্বে নৌকার ছই জ্বলিয়া উঠিল। কথিত আছে, তাঁতিয়া তোপীর আদেশে কয়েকটি কামান নদীতটে আনীত হইয়াছিল। এখন ঐ সকল কামান হইতে গোলার-পর-গোলা বৃষ্টি হইতে লাগিল। রুগ্ন ও আহত ব্যক্তি এবং বালক-বালিকাগণের অনেকে প্রজ্বলিত অনলে বিদগ্ধ হইল। মহিলারা প্রাণাধিক সন্তানগুলিকে বুকে লইয়া নদীর জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু অভাগিনীরা পরিত্রাণ পাইল না। অশ্বারোহিগণ জল-মধ্যে অশ্ব পরিচালিত করিয়া তাহাদের অনেককে নিহত করিল। জাহ্নবীর পবিত্র জল নিঃসহায় নির্দোষ ও নিরীহ জীবের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। যাহারা দৌড়িয়া তটদেশে উপনীত হইল, তাহাদের কেহ-কেহ পদাতিকের সঙ্গীনে প্রাণত্যাগ করিল। কেহ কেহ অবরুদ্ধ হইল। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডে উত্তেজিত সিপাহিদিগের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল না। অশীতিপর সেনাপতিকে দেখিয়া তাহারা বিচলিত হইল না। অসহায় মহিলাদিগের দুর্দশায় তাহারা কাতর হইয়া পড়িল না বা মাতার বক্ষঃস্থলস্থিত নিরীহ শিশুর বিষণ্ণ ভাবেও তাহারা করুণা প্রকাশ করিল না। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তিদায়িনী সুরধুনীর পবিত্র সলিলে অবাধে কোমলাঙ্গী কামিনীর ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগের শোণিতপাত হইল। হিতৈষিণী অবলা অপরের প্রাণরক্ষার জন্য আত্মবিসর্জনেও কাতর হইল না। একটি নীচ-জাতীয়া দরিদ্রা হিন্দুরমণীর প্রতি দুই বৎসরের একটি ফিরিঙ্গী-সন্তানের রক্ষার ভার ছিল। সন্তানের মাতা-পিতা উভয়েই অবরোধের সময়ে নিহত হইয়াছিল, কেবল এই দরিদ্রা স্ত্রীই শিশুর একমাত্র অভিভাবক ছিল। দুঃখিনী ধাত্রী শিশুটির জন্মাবধি প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল। সুতরাং তাহাকে সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিত। পিতৃহীন ও মাতৃহীন দুঃখী সন্তান, কেবল এই দুঃখিনী নারীর অনুপম স্নেহে রক্ষিত হইতেছিল।

ফিরিঙ্গী-সন্তানের প্রতিপালিকা ধাত্রী শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপনার পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় আরোহণ করিয়াছিল। সে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু-সন্তানটিকে বক্ষঃস্থলে চাপিয়া রাখিয়া পুত্রের সহিত নৌকা হইতে নামিল এবং সবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীষণ কামান-ধ্বনি ও কৃতান্তসহচর সিপাহিদিগের কলরব-মধ্যে অসহায় রমণী দুইটি সন্তান লইয়া প্রাণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল, কিন্তু দুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না। তীরে সিপাহিগণ নিষ্কাষিত অসিহস্তে দন্ডায়মান ছিল। নারী যেই তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের একজন দক্ষিণ হস্তে অসি উত্তোলন করিয়া ফিরিঙ্গী-সন্তানকে ধরিবার জন্য বাম হস্ত প্রসারণ করিল। স্নেহময়ী নারী নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে সমর্পণ করিল না, নিজের অঙ্গাচ্ছাদন দ্বারা তাহাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া বাহুদেশ মধ্যে চাপিয়া রাখিল।

সিপাহী অসির আস্ফালন করিয়া তীব্রভাবে কহিল, 'বালকটিকে হাতে দাও। তোমার শরীর অক্ষত থাকিবে।'

তেজস্বিনী ধাত্রী গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল, 'আমি কখনই আমার সন্তানকে তোমার হাতে দিব না। ঈশ্বরের করুণা স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়ের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর।'

'বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার প্রত্যাশা নাই।' সিপাহী সরোষে ইহা কহিয়া, পুনরায় হস্তপ্রসারণ করিল। কিন্তু ধাত্রী দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল, ছাড়িয়া দিল না।

ধাত্রীর পঞ্চদশবর্ষীয় পুত্র নিকটে ছিল। সে কাতরস্বরে কহিল, 'মা! শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।'

পুত্রের কাতর প্রার্থনায় দয়াবতী রমণী আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইল না ; নির্ভয়ে অটলসাহসে উত্তর করিল, 'না, তাহা কখনই হইবে না।'

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অসি সবেগে তাহার মস্তকে নিপতিত হইল, দারুণ আঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধাত্রী অচৈতন্য হইয়া ধরাশায়িনী হইল। আর তাহার চৈতন্য হইল না। অভাগিনী অবলা অনাথ শিশুর জন্য নীরবে ধীরভাবে প্রাণ বিসর্জন করিল।

সিপাহী ফিরিঙ্গী-শিশুটিকে বধ করিল। একমাত্র ধাত্রীপুত্রের প্রাণ রক্ষা পাইল। সিপাহী তাহার প্রতি কোনো অত্যাচার করিল না।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে পূর্বোক্ত ধাত্রীর পুত্র অযোধ্যায় উপনীত হয়। জননীর মৃত্যুর কথা উত্থাপিত হইলে, সে কহিত, 'মা আমার কথা শুনিলে প্রাণরক্ষা করিতে পারিতেন, ফিরিঙ্গী-শিশুকে বাঁচাইতে যাইয়া, উভয়েই হত হইলেন।'

কথিত আছে, ইংরেজেরা আত্মরক্ষার স্থান পরিত্যাগ করিলে কতকগুলি লোক মূল্যবান দ্রব্যাদি পাইবার আশায় ঐ স্থানে গমন করে। কিন্তু তাহাদের আশা ফলবতী হয় নাই। একজন উষ্ট্রপরিচালক সর্বপ্রথম যাইয়া তিনটি অকর্মণ্য পিত্তলের কামান, দুইটি ঘৃতের বোতল ও কিছু ময়দা দেখিতে পায়। এতদ্ব্যতীত এগার জন লোক তাহার দৃষ্টিপথবর্তী হয়। হতভাগ্যেরা লেপের উপর শয়ান ছিল। অনেকের তখনও নিশ্বাস বহিতেছিল। কিন্তু কাহারও বাঁচিবার আশা ছিল না। ইউরোপীয়েরা ইহাদের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া যায় নাই।

নদীতটে যখন ভীষণ কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইতেছিল, তখন সৈনিক-নিবাসের প্রশস্ত ক্ষেত্রস্থিত পটবাসে, নানা সাহেব অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি দূরে কামান ও বন্দুকের শব্দ শুনিয়া বোধহয় বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার পারিষদবর্গ আবার ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এখন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ললাটরেখা আকুঞ্চিত হইল। তিনি চিন্তাকুলহৃদয়ে পদচারণা করিতে লাগিলেন। এমন সময় একজন সওয়ার তীরবেগে আসিয়া সতীচৌর ঘাটের সংবাদ দিল। নানা সাহেব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। নরনারীর হত্যার সংবাদে তাঁহার হৃদয় অবসন্ন হইল। মনোযাতনাব্যঞ্জক বিষণ্ন ভাব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইল। তিনি ভাবিলেন, হতভাগ্যেরা জীবিত থাকিলে, তাঁহার পক্ষে বিস্তর সুবিধা হইত। যাহা হউক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিতে তাঁহার ইচ্ছা

হইল। তিনি সমাগত সংবাদবাহক দ্বারা ঘটনাস্থলে এই আদেশ পাঠাইলেন যে; অবিলম্বে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিয়া, হতাবশিষ্টদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। আদেশ প্রতিপালিত হইল। অনুমান ১২৫ জন অবরুদ্ধ হইয়া, যে পথে নদীতটে আসিয়াছিল, আবার সেই পথেই নগরে চলিয়া গেল। ইহাদের অনেকে আহত হইয়াছিল। জলমগ্ন হওয়াতে অনেকের বস্ত্র আর্দ্র হইয়া গিয়াছিল। অনেকের দেহ নদীকর্দমে অবলিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা যখন কানপুরের কারাগারে যাইতেছিল, তখন বোধহয় শীঘ্র শীঘ্র নিহত সহযাত্রীদিগের অনুগামী হইল না বলিয়া, আপনাদিগকে ধিক্কার দিতেছিল।

তাঁতিয়া তোপী ইংরেজদিগের আত্মসমর্পণ ও হত্যার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—'ইতঃপূর্বে একটি [ইউরোপীয়] স্ত্রীলোক নানা সাহেবের বন্দী হইয়াছিল। নানা সাহেব ইহার দ্বারা সেনাপতি হুইলারের নিকটে এই বলিয়া একখানি পত্র লিখিয়া পাঠান যে, সিপাহীরা তাঁহার আদেশ পালন করে না। সেনাপতি যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, তিনি তাঁহাকে ও প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের ইউরোপীয়দিগকে নৌকায় এলাহাবাদে পাঠাইতে পারেন। সেনাপতি ইহাতে সম্মত হন, এবং সেই দিন অপরাহ্নে নানা সাহেবের নিকটে রাখিবার জন্য একলক্ষ টাকা পাঠাইয়া দেন। পর দিন আমি চল্লিশখানি নৌকা সংগ্রহ করি, এবং সাহেব, বিবি ও শিশু-সন্তানগুলিকে নৌকায় তুলিয়া সকলকে এলাহাবাদে রওনা করিয়া দিই। এই সময়ে সমগ্র অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজ-সৈন্য নদীতটে উপনীত হয়। সিপাহীরা লম্ফ দিয়া জলে নামিয়া, সাহেব, বিবি, বালক-বালিকা, সকলকেই বধ করিতে থাকে। তাহারা আগুন লাগাইয়া ঊনচল্লিশখানি নৌকা নষ্ট করে। একখানি মাত্র রক্ষা পাইয়া কালোকাঁকুড় পর্যন্ত যায়। শেষে ঐ নৌকাও কানপুরে ফিরাইয়া আনা হয়। ঐ নৌকার আরোহীরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চারিদিন পরে নানা সাহেব মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বিঠুরে গমন করেন।' উপস্থিত বিষয়ে সত্যতানিরূপণ জন্য অনেকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়। একজন কহে, 'তাঁতিয়া তোপী আমার সাক্ষাতে সকলের হত্যার জন্য সেনাপতি টীকা সিংহকে আদেশ করেন।' আর একজন বলে, 'আমি তাঁতিয়া তোপীর নিকটে লুক্কায়িত ছিলাম। তাঁতিয়া তোপী ইউরোপীয়দিগের হত্যার জন্য সওয়ার পাঠাইতে দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের সুবেদার সেনাপতি টীকা সিংহের প্রতি আদেশ দিয়াছিলেন।' তৃতীয় ব্যক্তি নির্দেশ করে, 'নানা সাহেবের আদেশে তাঁতিয়া তোপী হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছিলেন।' এই সকল কথায় সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লেখক কে সাহেব তাঁতিয়া তোপীকেই দোষী স্থির করিয়াছেন*। তাঁতিয়া তোপী দোষী হইতে পারেন, আজিমুল্লা বা টীকা সিংহ এই ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে পারেন। ইঁহারা নানা সাহেবের নামেই সমস্ত কার্য করিতেছিলেন। যেহেতু, তখন সকল বিষয়ই নানা সাহেবের আদেশে সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া প্রচারিত হইত। নানা সাহেব যে, তখন সিপাহিদিগের আয়ত্তে ছিলেন, তাহা তাঁতিয়া তোপীর কথাতেই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

Khye, Sepoy War, Vol. II, pp. 340-41 note.

এদিকে ঘটনাক্রমে একখানি নৌকায় আগুন লাগে নাই। ঐ নৌকাও তত ভারী ছিল না। সুতরাং উহা চড়ায় লাগিলে আরোহীরা প্রাণপণে কাঁধ দিয়া ঠেলিয়া ভাসাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ঐ নৌকায় কাপ্তেন টম্‌সন্, মুর, ডিলাফোসি প্রভৃতি বীর-পুরুষেরা ছিলেন। ইঁহারা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান রক্ষার জন্য যথোচিত সাহস ও পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন, এখন আপনাদের অধিষ্ঠিত তরী রক্ষা করিতেও সেইরূপ সাহস ও পরাক্রম দেখাইতে উদ্যত হইলেন। সিপাহীরা তটদেশ হইতে অবিশ্রান্তভাবে গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কাপ্তেন মুর ও তৎসহযাত্রিদিগের কেহ কেহ গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। অনেকে আহত হইল। নিহত ও আহতগণ নৌকার তলদেশে পড়িয়া রহিল। আরোহীরা শবরাশি টানিয়া বাহির করিতে লাগিল, এদিকে নৌকায় কোনো খাদ্যদ্রব্য ছিল না। এ সময়ে গঙ্গার জলমাত্র তাঁহাদের উদরপূর্তি ও তৃষ্ণানিবারণের অদ্বিতীয় অবলম্বন হইল। ক্রমে দিবাবসান হইতে লাগিল। পশ্চাদ্ধাবিত আক্রমণকারীরাও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু ইহাতেও আরোহিদিগের কষ্ট ও বিপদের অবসান হইল না। নৌকার হাল বা দাঁড় ছিল না। মাঝি বা মাল্লারা উপস্থিত ছিল না। কর্ণধার ও ক্ষেপণী-ক্ষেপকের অভাবে, নৌকা কখনো কখনো স্রোতোবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো কখনো চড়ায় লাগিয়া রহিল। যে স্থানে চড়ায় আবদ্ধ হইতে লাগিল, সেই স্থানেই আরোহীরা আবার উহা ভাসাইয়া দিতে প্রাণপণে পরিশ্রম করিতে লাগিল। মানুষ চিরদিনই অবস্থার দাস; সে যখন যে অবস্থায় পতিত হয়, তখন আপনাদের মঙ্গলের জন্য সেই অবস্থানুরূপ বিষয়েরই কামনা করিয়া থাকে। আরোহীরা যখন কানপুরের মৃৎপ্রাচীরের সম্মুখে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতেছিল, তখন তাহারা তপনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধীভূত হইলেও বৃষ্টির কামনা করে নাই। যেহেতু, বৃষ্টি হইলেই তাহাদের আত্মরক্ষার অবলম্বন মৃৎপ্রাচীর প্রক্ষালিত হইয়া যাইত। অবরোধকারীরা ঐ সুযোগে তাহাদের সর্বনাশ সাধন করিত। কিন্তু এখন তাহারা নৌকায় থাকিয়া প্রতিদিনই বৃষ্টির কামনা করিতে লাগিল। যে সকল চড়া তাহাদিগকে নিরন্তর কষ্ট দিতেছিল, নিরন্তর তাহাদের নৌকা আবদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল, বৃষ্টি হইলে সেই সকল চড়া ডুবিয়া যাইত। গঙ্গার স্রোতও অপেক্ষাকৃত প্রবল হইত এবং তাহাদের অধিষ্ঠিত তরী পূর্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবলবেগে অগ্রসর হইতে থাকিত। কিন্তু প্রথম দিন হতভাগ্য আরোহিদিগের কামনা পূর্ণ হইল না। তাহাদিগকে চড়া ঠেলিয়াই যাইতে হইল। এদিকে নদীর উভয় তটে উত্তেজিত জনসাধারণ তাহাদের শোচনীয় অবস্থা অধিকতর শোচনীয় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২৮শে জুন কানপুরের নিকটবর্তী নজফগড় নামক স্থানে আরোহিদিগের নৌকা আবার চড়ায় লাগিয়া গেল। আবার আরোহিদিগের প্রতি গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। একটি কামান নদীতটে স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সময়ে এরূপ প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল যে, বিপক্ষেরা গোলাবৃষ্টি করিতে সমর্থ হইল না। সূর্যাস্ত সময়ে কানপুর হইতে ৫০।৬০ জন সশস্ত্র সিপাহী একখানি নৌকায়

চড়িয়া নৌকারোহী ইউরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। ঘটনাক্রমে তাহাদের নৌকাও চড়ায় লাগিয়া গেল। এই সুযোগে ইউরোপীয়দিগের ১৮।১৯ জন উৎসাহিত হইয়া গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিল। ইহাতে আক্রান্তগণের ক্ষমতা পর্যুদস্ত হইয়া গেল। তাহাদের অতি অল্প লোকই প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইল। আরোহীরা বিপক্ষদিগের নৌকা অধিকার করিল। উহাতে বারুদ টোটা প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, কিন্তু খাদ্য-সামগ্রী অধিক ছিল না। জয়শ্রীর অধিকারী হইলেও ইউরোপীয়-দিগের বিষণ্নতা অন্তর্হিত হইল না। নিদারুণ জঠরানল তাঁহাদিগকে প্রতি মুহূর্তেই বিদগ্ধ করিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি সমাগত হইল। আরোহীরা ক্ষুধায় অবসন্ন হইয়া নিদ্রাভিভূত হইল। এই সময়ে সহসা ঝটিকার আবির্ভাব হইল, নৌকা ঝটিকাবেগে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। সুতরাং নৌকা কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে আরোহীরা বুঝিতে পারিল না। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা দেখিল, তাহাদের আশ্রয়-তরী আবার নদীতটে সংলগ্ন হইয়াছে। এই সময়ে অনেক স্থানই উচ্ছৃংখল লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উত্তেজিত সিপাহিদিগের দেখাদেখি ইহারাও উত্তেজিত হইয়া ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। ইহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইয়াছে। সুতরাং ইহারা কোম্পানির বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া আপনাদের সৌভাগ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিল। পলায়িতদিগের নৌকা যখন তীরে লাগিল, তখন পশ্চাদ্ধাবনকারী বিপক্ষগণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপ উদ্ধত ও উত্তেজিত লোকে আক্রান্ত হইয়া পলায়িতেরা আবার আত্মরক্ষায় উদ্যত হইল। তাহাদের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। আহারের অভাবে তাহাদের দেহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সময়োচিত বিশ্রামের অভাবে তাহাদের দেহ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাতে তাহাদের তেজস্বিতার হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি তাহারা নিরস্ত হইল না। কাপ্তেন টমসন্ কতিপয় সৈনিক-পুরুষকে সঙ্গে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া আক্রমণকারীদিগকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। তীরে সশস্ত্র সিপাহীর সহিত নিরস্ত্র লোকও উপস্থিত ছিল। চৌদ্দজন ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষ সেই ঘোরতর বিপত্তিকালে বন্দুক ও সঙ্গীন লইয়া তাহাদের সম্মুখবর্তী হইল। এদিকে তাহাদের বিপন্ন সহযাত্রিগণ নৌকায় রহিল।

কাপ্তেন টমসন্ সহযোগিদিগের সহিত যখন নদী হইতে অগ্রসর হইয়া সিপাহিদিগকে আক্রমণ করিলেন, তখন তাঁহাদের নৌকা আবার ভাসিতে ভাসিতে দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত হইল। অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টিতে আক্রমণকারী সিপাহীরা হটিয়া গেল। টমসন্ সহযোগিবর্গের সহিত তীরে আসিয়া দেখিলেন নৌকা অন্তর্হিত হইয়াছে, হতভাগ্য আরোহিদিগের কি দশা ঘটিয়াছে তাহা তাঁহারা আর জানিতে পারিলেন না। এদিকে তাঁহারা যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে স্থানের ভূ-স্বামী বাবুরাম বক্স তাঁহাদের বিপক্ষ ছিলেন। বাবুরাম বক্সের আদেশে সশস্ত্র লোকে তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ

আক্রমণ করিতে লাগিল। তাঁহারা আহত হইয়া দৌড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। এইরূপে তিন মাইল যাইয়া তাঁহারা সম্মুখে একটি দেবমন্দির দেখিতে পাইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া হতভাগ্য পলাতকেরা ঐ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মন্দিরে শীতল পানীয় জল ছিল। উহাতে হতভাগ্যদিগের তৃষ্ণাশান্তি ও কথঞ্চিৎ বলবৃদ্ধি হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্ধাবমানকারিরা মন্দিরের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করিয়া পলায়িতদিগকে আক্রমণ করিল। পলাতকদিগের চারিজন দ্বারদেশে থাকিয়া সঙ্গীন দ্বারা আক্রমণকারিদিগকে বাধা দিতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের গুলিতে আক্রমণকারিদের কেহ কেহ গতাসু হইল। এইরূপে বাতায়নহীন সঙ্কীর্ণ মন্দিরে থাকিয়া হতভাগ্য ইউরোপীয়েরা আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। উত্তেজিত লোকে শুষ্ক কাষ্ঠরাশি মন্দিরের প্রবেশপথে সজ্জিত করিল এবং উহাতে আগুন দিয়া আপনারা সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা ভাবিয়াছিল, ধূমস্তূপে আত্মরক্ষাকারিদিগের নিঃশ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু এসময়ে পবনদেব হতভাগ্যদিগের সহায় হইলেন। প্রচণ্ড বায়ুবেগে ধূমরাশি মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া অন্যত্র ধাবিত হইল। প্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া আক্রমণকারিগণ অতঃপর বারুদের থলিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সুতরাং পলায়িতেরা আর মন্দিরে থাকিতে পারিল না। তাহারা উন্মত্তভাবে ও অসম সাহসে আক্রমণকারিদের ব্যূহভেদ করিয়া নদীতটাভিমুখে দৌড়িতে লাগিল। চৌদ্দজনের মধ্যে সাতজন প্রাণ লইয়া নদীতটে উপনীত হইল এবং মুহূর্তমধ্যে আপনাদের অস্ত্রাদি ফেলিয়া জাহ্নবীজলে ঝাঁপ দিল। এই সাতজনের মধ্যে তিনজন তটবর্তী লোকের নিক্ষিপ্ত গুলিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সন্তরণপটু ছিল বলিয়া অবশিষ্ট চারিজন আত্মজীবন রক্ষা করিল। ইহারা যখন জাহ্নবী-জলপ্রবাহে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন তীরবর্তী কতিপয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে বলিল, 'সাহেব! সাহেব! কেন তোমরা সাঁতার দিতেছ। আমরা বন্ধুভাবে আসিয়াছি।' সন্তরণকারিগণ সহসা তাহাদের কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিল না। কিন্তু যখন তাহাদের প্রস্তাবক্রমে তীরবর্তী লোকে আপনাদের অস্ত্রাদি জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল, তখন সন্তরণকারিরা ধীরে ধীরে তীরে আসিতে লাগিল। তীরবর্তী ব্যক্তিগণ অযোধ্যার অন্তঃপাতী মোরারমৌ নামক স্থানের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভু-স্বামী রাজা দিগ্বিজয় সিংহের প্রজা। ইহারা অবসন্ন সন্তরণকারিদিগকে ধরিয়া তীরে উঠাইল। এই চারিজনের মধ্যে কাপ্তেন টমসন্ ছিলেন।

রাজা দিগ্বিজয় সিংহ ব্রিটিশ কোম্পানির অনুরক্ত ও নিরতিশয় দয়াশীল ছিলেন। তিনি পলায়িতদিগকে আনিবার জন্য হাতি পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পলায়িতেরা তাঁহার সম্মুখে সমাগত হইলে তিনি তাহাদের যথোচিত আদর ও অভ্যর্থনা করিলেন এবং আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাহাদের সাহস ও বীরত্বের নিরতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে বিপন্ন অতিথিদিগের বাসজন্য যথাযোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হইল, দরজী অতিথিদিগের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া দিল, চিকিৎসক আহতদিগের ক্ষতস্থানের চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত হইলেন। কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতি পলায়িতগণ তিন

সপ্তাহকাল রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তাঁহারা কখনো কোনো বিষয়ে অসুবিধা ভোগ করেন নাই। তাঁহাদের আহারের জন্য প্রতিদিন তিনবার করিয়া খাদ্যসামগ্রী আসিত। রাজা ও রানী, উভয়েই প্রতিদিন তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন। দিগ্বিজয় সিংহ পরম হিন্দু ছিলেন। স্বধর্মোচিত ক্রিয়া-কলাপে তাঁহার যেরূপ বলবতী নিষ্ঠা, সেইরূপ মহীয়সী শ্রদ্ধা ছিল। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এই বিভিন্নরূপ উপাসনায় যদি উপাসকের চিত্তসংযম ও শ্রদ্ধা পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার অকপট ঈশ্বর-ভক্তি-দর্শনে উদারপ্রকৃতি ভিন্নজাতীয় দর্শকের হৃদয়ও ভক্তি ও শ্রদ্ধায় আর্দ্র হইয়া থাকে। কিন্তু যে রাজার অবিচ্ছিন্ন দয়ায় ও যে রাজার অপরিসীম অনুগ্রহে কাপ্তেন টম্‌সন্ প্রভৃতি নিরাপদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই দয়াশীল সৌম্যমূর্তি ও বর্ষীয়ান্ ভূস্বামী যখন প্রতিদিন আপনাদের চিরপ্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে অদূরবর্তী দেবমন্দিরে যাইয়া তদগতচিত্তে বরণীয় দেবতার আরাধনায় নিবিষ্ট হইতেন, তখন উক্ত আরাধনা-পদ্ধতি আশ্রিত ইউরোপীয়দিগের কেবল আমোদের বিষয়ীভূত হইত*। এ সময়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইত না, একজনের অপূর্ব ঈশ্বরভক্তি দেখিয়াও তাঁহারা ঐশ্বরিক তত্ত্বে আকৃষ্ট বা উদারতায় আনত হইতেন না। বালক ক্রীড়নক দেখিয়া যেরূপ আমোদিত হয়, বৃদ্ধ রাজার উপাসনাপদ্ধতি দর্শনে তাঁহাদের সেইরূপ আমোদলাভ হইত। তাঁহারা সাহসে ও বীরত্বে লোকসমাজে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু উদারতা, শিষ্টতা, গাম্ভীর্য এবং জীবনরক্ষাকারী মহাপুরুষদের প্রতি হৃদয়গত শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাবে সহৃদয়সমাজে প্রতিষ্ঠালাভে সমর্থ হইবেন না।

পলায়িতেরা যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন রাজার আদেশে দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে যাইতে পারিতেন না। যেহেতু চারিদিকে উত্তেজিত জনসাধারণ ফিরিঙ্গীদিগের শোণিতপাতের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। উত্তেজিত সিপাহীরাও নিকটবর্তী পল্লীসমূহে অবস্থিতি করিতেছিল। ইউরোপীয়েরা দুর্গের বহির্ভাগে গেলেই ঐ সকল উত্তেজিত লোকের আক্রমণে নিঃসন্দেহে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন। সুতরাং তাঁহারা দুর্গমধ্যেই অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজার সশস্ত্র অনুচরগণ তাঁহাদের রক্ষার জন্য সর্বদা উপস্থিত থাকিত। কানপুরের বিপক্ষগণ পলায়িতদিগকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য রাজা দিগ্বিজয় সিংহকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু শরণাগতপালক বর্ষীয়ান্ রাজপুত বীর সেই অনুরোধ-রক্ষায় সম্মত হন নাই। তিনি তেজস্বিতাসহকারে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার উপর কানপুরের কাহারও কোনোরূপ কর্তৃত্ব নাই। তিনি অযোধ্যার অধিপতির করদ, সুতরাং নানা সাহেব বা কানপুরের কাহারও কোনো কথা শুনিতে প্রস্তুত নহেন। বৃদ্ধ বীরপুরুষের এইরূপ আশ্রিতবৎসলতা, এইরূপ হিতৈষিতা ও

Capt. Thomson, Story of Cawnpur, p. 196. Comp. Travelyan; Cawnpur, p. 268.

এইরূপ পরার্থপরতার মহিমায় নিঃসহায় নিরবলম্বন ও নিপীড়িত ইউরোপীয়েরা বিপত্তিকালেও জীবিত ছিলেন।

পলায়িতদিগকে হস্তগত করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে বিপক্ষ সিপাহীরা তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। এই সকল সিপাহীদের মধ্যে কাপ্তেন টমসনের দলভুক্ত কতিপয় সিপাহীও ছিল। ইহারা কাপ্তেনকে বলিত 'কোম্পানির রাজত্বের অবসান হইয়াছে।' কাপ্তেন বলিতেন, 'কখনও হইবে না। ৭০।৮০ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য শীঘ্রই উপস্থিত হইবে; ইহাদের আক্রমণে শীঘ্রই তোমাদের বিজয়গৌরব অন্তর্হিত হইবে।' সিপাহী কহিত, 'না না। নানা সাহেব সাহায্যের জন্য রুশিয়ায় সোওয়ার পাঠাইয়াছেন। ঐ সোওয়ার উষ্ট্রারোহণে গমন করিয়াছে। নানা সাহেব তোমাদের সকলকেই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবেন। সে স্থান হইতে তোমরা স্বদেশে যাইতে পারিবে। ইহার পর নানা সাহেব সমগ্র ভারতবর্ষে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংলণ্ডজয়ের জন্য জাহাজে গমন করিবেন।' কৌতুহলপর সিপাহীরা প্রায়ই এইরূপ কথায় তাহাদের কাপ্তেনের আমোদ জন্মাইত। তাহাদের বিশ্বাস ছিল, রুশিয়ার সম্রাট ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ফিরিঙ্গীদিগের হস্ত হইতে বিমুক্ত করিবেন। ফিরিঙ্গীরা সকলের ধর্মনাশের জন্য ময়দার সহিত শূকরের অস্থিচুর্ণ মিশাইয়া দিতেছে। অধিকন্তু সিপাহীরা সর্বদাই বলিত, অযোধ্যা অধিকার করাতেই কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইবে। কেবল এই একটি কার্যেই যে, কোম্পানিকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইয়াছে, সিপাহীরা কথোপকথন সময়ে সর্বদা তাহার উল্লেখ করিত। সুচতুর আজিমুল্লার কথায় অদূরদর্শী সিপাহীরা কিরূপ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল, ক্রিমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রুশদিগের পরাক্রম দেখিয়া নানা সাহেবের এই মুসলমান সচিব উত্তেজিত সিপাহিদিগকে রুশিয়ার কিরূপ পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর লর্ড ডালহোসী, অযোধ্যা ব্রিটিশ কোম্পানির অধিকারভুক্ত করিয়া আপনাকে ওয়াটার্লুজয়ী বলিয়া যে গৌরবপ্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই আত্মগৌরব প্রকাশক কার্য হইতে পরিণামে কিরূপ ঘোরতর বিপদের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা এই সকল অনভিজ্ঞ ও নিত্যসন্দিগ্ধ সিপাহিদিগের কথাতে প্রতিপন্ন হইতেছে।

বিপক্ষ সিপাহিরা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাপ্তেন টমসন্ প্রভৃতির সহিত সর্বদা সাক্ষাৎ করিলেও তাঁহাদের কোনোরূপ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হয় নাই। টমসন্ প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ যতদিন রাজা দিগ্বিজয় সিংহের আশ্রয়ে ছিলেন, ততদিন নিরাপদে ও নিশ্চিন্তমনে কালাতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার পর আশ্রয়দাতা তাঁহাদিগকে স্বপক্ষের অন্য এক ভূস্বামীর নিকটে পাঠাইয়া দেন। এই ভূস্বামীও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য-প্রকাশে বিমুখ হন নাই। এই স্থান হইতে তাঁহারা নিরাপদে সেনাপতি হাবেলকের সৈন্যদলের সহিত সম্মিলিত হন। এইরূপে এতদ্দেশীয়দিগের অসামান্য করুণায় চারি-জন ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষের জীবন রক্ষা হয়। এই দুঃসময়ে অনেকে আপনাদের দয়াশীলতার পরিচয় দিয়াছিল। ময়ূর তেওয়ারী নামক একজন সিপাহী ডনকান নামক একজন সাহেবের প্রাণ রক্ষা করে। কতিপয়

ব্যক্তি আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও দুইটি কুমারীকে আসন্ন বিপদ হইতে বিমুক্ত করে। সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে এইরূপ একস্থলে যেমন রৌদ্রভাবের বিবরণ আছে, সেইরূপ স্থানান্তরে করুণার প্রশান্তভাবের বিকাশ রহিয়াছে। নরশোণিত-লোলুপ ঘাতকের হস্তে যেমন অনেকে দেহত্যাগ করিয়াছে, পরহিতৈষী ও পরদুঃখকাতর এতদ্দেশীয়গণও সেইরূপ অনেকের জীবনরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছে, এবং কোনো কোনো স্থলে এই উদ্দেশ্যে অকাতরে ও ধীরভাবে আত্মজীবনও উৎসর্গ করিয়াছে। ফলতঃ, এতদ্দেশীয়েরা সহায় না হইলে ইংরেজ এই ভয়ঙ্কর বিপদ্ হইতে সর্বাংশে মুক্তিলাভে সমর্থ হইতেন না।

নৌকা হইতে তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, চারিজন সাহসী পুরুষ যেরূপে আপনাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত হইল। নৌকার তাঁহাদের যে সকল সহযোগী ছিলেন, তাঁহারা এইরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারিলেন না। তাঁহাদের নৌকা শীঘ্রই ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। নৌকার সর্বসমেত ৮০ জন আরোহী ছিলেন, সকলেই বন্দিভাবে তীরে উঠিলেন এবং পূর্ববৎ বন্দিভাবে গরুর গাড়িতে উঠিয়া কানপুরে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষেরা এইরূপ ৩০শে জুন ৮০ জন ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া কানপুরে আনিল*। তাহারা এইস্থানে পুরুষদিগকে মহিলাগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। পুরুষেরা সর্বপ্রথম প্রাণদণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচিত হইলেন। কিন্তু সিপাহিদিগের অনেক ইঁহাদিগের হত্যার অসম্মতি প্রকাশ করিল। কথিত আছে, অযোধ্যার সিপাহিরা ইঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতেও সম্মত হইল না**। ইঁহাদের হস্ত পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ ছিল। ইঁহারা এই অবস্থায় বিপক্ষের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করিলেন। একটি পতিপরায়ণা অবলা কিছুতেই প্রাণাধিক পতিকে ছাড়িয়া দিল না। মৃত্যুসময়েও অবলা

* *Keye, Sepoy War. Vol. II, p 348, note,*

** কথিত আছে, সেনাপতি হুইলার ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন। প্রথম পদাতিক-দলের সিপাহিরা ইঁহাকে গুলি করিতে আদিষ্ট হইলে, তাহারা ঐ আদেশপালনে সম্মত হয় নাই। যেহেতু বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁহাদের দলের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে অন্যদলের সিপাহিরা ইহাদিগকে গুলি করে।—*Travelyan, Cawnpur, Vol. II, p. 278. Comp, Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 262.* কিন্তু বৃদ্ধ সেনাপতি যে, নদীতটে নিহত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

কথিত আছে, বৃদ্ধ সেনাপতির কনিষ্ঠা কন্যা একজন সওয়ারের হস্তগত হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত কন্যা স্বহস্তে সওয়ার ও তৎপরিবারবর্গের শিরশ্ছেদ করিয়া কূপে পতিত হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনার পরিপোষক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ফলকথা, সেনাপতি কন্যা সওয়ারের সহিত অনেক দিন ছিল। পরিশেষে তাহার কি দশা ঘটিয়াছিল, জানা যায় না। কেহ কেহ লিখিয়াছেন নেপালের প্রান্তে তাহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল।—*Martin, Indian Empire, Vol. II, pp. 262-63, Travelyan, Cawnpur, pp. 254-55.*

আপনার প্রাণের অধিক ধনকে আলিঙ্গন করিয়া রহিল। সেই অবস্থায় গুলির আঘাতে উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল। অবশিষ্ট মহিলা ও বালক-বালিকারা অবরুদ্ধ অবস্থায় রহিল। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হতাবশিষ্ঠ স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানকে সবেদা কুটীতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, ইহারাও সেই স্থানে যাইয়া তাহাদের দলপুষ্ট করিল।

এ দিকে ধুন্দুপন্থ নানা সাহেব বিঠুরে যাইয়া ১লা জুলাই পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই উপলক্ষে মহাসমারোহে বিবিধ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান হইল। কামানের ধ্বনিতে চারিদিক প্রকম্পিত হইতে লাগিল। নানা সাহেব এইরূপ মহোৎসব সহকারে পুরোহিতের মন্ত্রপূত সলিলে অভিষিক্ত হইয়া ললাটদেশে যথানিয়মে রাজতিলক ধারণ করিলেন। রাত্রিকালে কানপুর আলোকমালায় সজ্জিত হইল। সুদূর গগনতলে বিবিধ বাজি বিভিন্ন রশ্মিতরঙ্গ বিকাশ-পূর্বক দর্শকবৃন্দকে প্রতি মুহূর্তে চমকিত করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বিজয়োৎসবেও অভিনব পেশবার মনে শান্তির আবির্ভাব হইল না। বিঠুরে কামান-ধ্বনিতে যাঁহার প্রাধান্য ঘোষিত হইল, পুরোহিত যাঁহার অভিষেকের জন্য সংযতচিত্তে মন্ত্রপাঠ করিলেন, অনুচরেরা যাঁহাকে পেশবার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া কোম্পানির মুল্লুক নষ্ট হইল বলিয়া মনে করিতে লাগিল, তিনি সর্বাংশে অপরের ক্রীড়াপুত্তল-স্বরূপ ছিলেন। আজিমুল্লা খাঁ তাঁহাকে যে পথ-প্রদর্শন করিতেন, তিনি সেই পথেই চলিতেন। তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল অদ্ভুত ঘটনা উল্লিখিত হইত, তিনি তৎসমুদয়েই বিশ্বাস-স্থাপনে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার নামে সকল কার্যের অনুষ্ঠান হইলেও কোনো বিষয়ে তাঁহার প্রভুত্ব ছিল না। দুরাচার মন্ত্রিগণ তাঁহার নামে অসঙ্কুচিতচিত্তে ভীষণ কার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। কথিত আছে, ২৮শে জুন নানা সাহেব কানপুরের কাওয়াজের ক্ষেত্রে উপনীত হন, সিপাহীরা জয়োল্লাসে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাঁহার ও তদীয় সেনাপতিবর্গের সম্মানের জন্য মুহুর্মুহু কামানধ্বনি হইতে থাকে। তিনি সিপাহি-দিগকে পারিতোষিক-স্বরূপ একলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। সিপাহীরা ইহাতে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর আনন্দিত হইয়া বারংবার কামানধ্বনি করিতে থাকে। কিন্তু এরূপ স্থলেও নানা সাহেবর কর্তৃত্ব ছিল না। তাঁহাকে অনিবার্য ঘটনায় বাধ্য হইয়াই উত্তেজিত সিপাহিদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইয়াছিল। সিপাহিরা পরিতুষ্ট না থাকিলে—পারিষদবর্গের ইচ্ছানুরূপ কার্য না হইলে তাঁহার জীবন ও সম্পত্তি কিছুই নিরাপদে থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না। তিনি যখন বিঠুরে পেশবা-পদ গ্রহণের আমোদ করিতে-ছিলেন, তখন কানপুরে তাঁহার ক্ষমতা ও প্রভুত্ব সঙ্কুচিত হয় এবং মুসলমানেরা স্ব-প্রধান হইয়া উঠে। ননী নবাব কানপুরের শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করেন। ইনি ক্ষমতায় ও প্রাধান্যে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। মুসলমানেরা ইঁহার সম্মান করিত। ইঁহার বহুসংখ্যক অনুচর ছিল, সকল অনুচরই ইঁহার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকিত।

এইরূপে মুসলমানদিগের বাসনা পূর্ণ হইল। তাহাদের প্রধান ব্যক্তি একটি প্রধান কার্যের ভার গ্রহণ করিলেন। এ সময়ে মুসলমানেরা কোনো অংশে বিরক্ত বা

কোনো বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইলে বিপদ অনিবার্য হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। হিন্দু ও মুসলমানেরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের একতাবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। সুতরাং তাহাদের বলহ্রাস ও ইংরেজের বলবৃদ্ধি হইত। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, নানা সাহেব পেশবা বলিয়া সম্মানিত হইলেও কোনো বিষয়ে কর্তৃত্ব প্রকাশে সমর্থ ছিলেন না। ইংরেজদিগের অনেকে নিহত হইয়াছিলেন, অনেকে স্থানান্তরে আত্মগোপন করিয়াছিলেন, কানপুরে তাঁহাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইয়াছিল। নানা সাহেব পেশবার সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথাপি এখন তাঁহার অবস্থা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইল। তিনি মুসলমানদিগের প্রাধান্য সঙ্কোচে সমর্থ হইলেন না। আজিমুল্লার মতের বিরুদ্ধে কোনো কার্য করিতে সাহস পাইলেন না বা তাঁহার ভ্রাতা ও পারিষদগণের সম্মুখে কোনো বিষয়ে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারিলেন না। তিনি কানপুরের সর্বময় কর্তা ও মহিমান্বিত পেশবা হইলেও শীত-সঙ্কুচিত বৃদ্ধের ন্যায় আপনাতেই আপনি সংকুচিত হইলেন। এখন পূর্বের ন্যায় তাঁহার নামেই সকল কার্যের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। এসময়ে ইংরেজ সৈন্যের আগমন-সংবাদে অনেকেই ভীত হইয়াছিল, অনেকেই আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক স্থানান্তরে পলায়ন করিয়াছিল। জুন মাসে ভারতবাসীদিগকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত দিল্লী হইতে যেরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, জুলাই মাসে জনসাধারণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য কানপুর হইতে পেশবার নামে সেইরূপ ঘোষণাপত্র সমূহ প্রচারিত হইল*। উপযুক্ত পারিতোষিক না দেওয়াতে সিপাহীরা উচ্ছৃংখল ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সন্তুষ্ট করিবার জন্য অভিনব পেশবা পারিতোষিক দিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

কানপুরের একজন ধনী মুসলমানের নির্মিত একটি হোটেল ছিল। নানা সাহেব এই বিস্তৃত প্রাসাদে আসিয়া বাস করেন। প্রাসাদের প্রবেশ পথে দুইটি কামান স্থাপিত হয় এবং উহার দ্বারদেশে সশস্ত্র সান্ত্রিগণ দিবারাত্র পাহারা দিতে থাকে। অনিবার্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া ও উপায়ান্তর না দেখিয়া, নানা সাহেব ইংরেজের বিরুদ্ধ-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এখন ইংরেজের আক্রমণে আত্মরক্ষার জন্য সেনাপতিদিগের সহিত যুদ্ধের যথাযোগ্য আয়োজনে তৎপর হইলেন। তিনি যখন আজিমুল্লার পরামর্শে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন আত্মরক্ষার জন্য ইংরেজের আক্রমণ নিবারণ করা ভিন্ন তাঁহার আর কোনো উপায় ছিল না। অভিনব পেশবা ইংরেজ সৈন্যের আগমন-সংবাদ শুনিয়া এখন এই উপায়ের অবলম্বনেই কৃতনিশ্চয় হইলেন।

নানা সাহেব যে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাহার অদূরে গঙ্গার খালের উত্তরদিকে একটি সঙ্কীর্ণ গৃহ ছিল। একজন ইংরেজ কর্মচারী আপনার রক্ষিতা প্রণয়িনীর জন্য উক্ত গৃহ নির্মিত করিয়াছিলেন। এজন্য উহা বিবিঘর নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিয়ৎকাল পূর্বে বিবিঘরে একজন সামান্য অবস্থাপন্ন ফিরিঙ্গী কেরানী বাস করিত। বিবিঘরে বাস করিবার জন্য ২০ ফিট লম্বা, ১০ ফিট প্রশস্ত দুইটি মাত্র প্রধান

* পরিশিষ্টে কতিপয় ঘোষণাপত্রের অনুবাদ দেওয়া হইল

গৃহ ছিল। প্রাঙ্গন ভূমির পরিমাণ এক-এক দিকে ১৫ হস্তের অধিক ছিল না। যে সকল ইউরোপীয় মহিলা ও বালক-বালিকা সবেদা কুঠীতে অবরুদ্ধ ছিল, তাহারা জুলাই মাসের প্রারম্ভে এই সঙ্কীর্ণ বিবিঘরে আনীত হইল। ইহাদের সংখ্যা দুই শতেরও অধিক ছিল। ইহারা এই সঙ্কীর্ণ গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিতে লাগিল, এদিকে আবার ইহাদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হইল। কানপুরের ইউরোপীয়েরা যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে থাকিয়া প্রতিদিনই দুঃসহ যাতনায় অবসন্ন হইতেছিলেন, তখন তাঁহাদের অনতিদূরবর্তী একটি স্থানের ইউরোপীয়েরাও তাহাদের ন্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হন। এই স্থানের নাম ফতেগড়। ইহা ফরক্কাবাদ বিভাগের অন্তর্গত এবং কানপুরের ৮০ মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণতটে অবস্থিত। ফতেগড়ের কথা উপস্থিত ইতিহাসের স্থানান্তরে লিখিত হইবে। এস্থলে ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে নিরতিশয় বিপন্ন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা অধিক দিন ঐ স্থানে অবস্থিতি না করিয়া অনেকে নৌকারোহণে কানপুরের অভিমুখে আসিতে থাকেন। এ সময়ে কানপুরের অবস্থা তাঁহাদের বিদিত ছিল না। তাঁহাদের কানপুরবাসী সমধর্মীরা কিরূপ শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত করিতেছিলেন, তাঁহাদের জীবন প্রতি মুহূর্তেই কিরূপ সংশয়দোলায় অধিরূঢ় হইতেছিল, উত্তেজিত সিপাহিদিগের আক্রমণে প্রতিদিনই তাঁহারা কিরূপে আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্যুত হইতেছিলেন, ফতেগড়ের ইউরোপীয়েরা ইহার কিছুই জানিতেন না। তাঁহাদের কেহ কেহ আশ্বস্ত-হৃদয়ে আশ্রয় পাইবার জন্য একখানি নৌকায় কানপুরে আসিতে লাগিলেন। নবাবগঞ্জের নিকটে তাঁহাদের নৌকা অবরুদ্ধ হইল। তাঁহারা বন্দীভাবে কানপুরে নানা সাহেবের শিবিরে আনীত হইলেন। তাঁহাদের দুইটি আয়া প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া এ সময়ে তাঁহাদের সঙ্গে রহিল। আর অবরুদ্ধদিগের নিষ্কৃতিলাভ হইল না। পুরুষেরা তিনজন ব্যতীত সকলেই নিহত হইলেন। মহিলা ও বালক-বালিকারা বিবিঘরে যাইয়া তথাকার শোচনীয় দশাগ্রস্ত অবরুদ্ধদিগের সংখ্যা-বৃদ্ধি করিল* ।

---

* ফতেগড় হইতে ১৯ জন সাহেব, ২৩টি বিবি ও ২৬টি শিশুসন্তান কানপুরের অভিমুখে গিয়াছিল।—*Travelyan, Cawnpur, p. 283.*

ট্রটার সাহেব লিখিয়াছেন, নৌকায় সর্বসমেত প্রায় ১৩০ জন আরোহী ছিল। —*Trotter, British Empire in India, Vol. II, p. 143*

যাহা হউক, অবরুদ্ধ ইউরোপীয়েরা গরুর গাড়িতে নানা সাহেবের শিবিরে উপস্থিত হইলে নানা ইঁহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা এ বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করেন। নানা সাহেব, ভ্রাতৃবিরোধের আশঙ্কায় কোনো কথা বলিতে সাহসী হন নাই।—*Travelyan, Cawnpur, p 284.*

কে সাহেব লিখিয়াছেন, নানা সাহেবের সাক্ষাতে পুরুষেরা নিহত হন। —*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 299.* কিন্তু একটি আয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। সে স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছে, নানা সাহেব উপস্থিত ছিলেন না। —*Travelyan, Cawnpur, p. 285.*

হতভাগ্য কয়েদীরা বিবিঘরে আবদ্ধ হইয়া, যারপর নাই কষ্টভোগ করিতে লাগিল। ডাইল চাপাটি প্রভৃতি খাদ্য ও দুগ্ধ দেওয়া হইত বটে, কিন্তু উহাতে অবরুদ্ধদিগের পরিতোষ হইত না। একজন ইংরেজ সৈনিক-পুরুষের একটি কন্যা এই গৃহে অবরুদ্ধ ছিল। উক্ত সৈনিক-পুরুষের বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রভুর কন্যাকে দেখিবার জন্য সেই স্থানে উপনীত হইল। এই সময়ে কয়েদীদিগের মধ্যে খাদ্য-সামগ্রী বিতরিত হইতেছিল, উক্ত খাদ্যদ্রব্য ভাল নয় দেখিয়া, সমাগত ভৃত্য, সমীপবর্তী একজন সিপাহীকে তিরস্কার করিয়া, ভাল খাদ্যদ্রব্য দিতে বলিল। এই সিপাহীও এক সময়ে তাহার প্রভুর অধীন ছিল। সিপাহী তিরস্কৃত হইয়া, ভৃত্যকে মিঠাই কিনিবার জন্য আট আনা দিল। ভৃত্য ঐ পয়সায় বাজার হইতে মিঠাই কিনিয়া আনিয়া গৃহস্থিত কয়েক জনের হস্তে দিল, কিন্তু ঐ বিশ্বস্ত ভৃত্য তথায় অধিক্ষণ থাকিতে পারিল না। কারাগার-রক্ষকেরা তাহাকে সে স্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল*। এই ঘটনায় ভৃত্যের যেরূপ বিশ্বস্ততা ও প্রভুপরায়ণতা পরিস্ফুট হইতেছে, ইংরেজের বিপক্ষ সিপাহীরও সেইরূপ অনুশোচনা ও সদয়ভাবের নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। সদুপদেশে পরিচালিত ও ধীরতাসহকারে সংবর্ধিত হইলে এই উত্তেজিত, ভ্রান্ত জীবেরা তাদৃশ নিষ্ঠুরাচরণে নিঃসন্দেহে নিরস্ত থাকিত। কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, হোসেনি খানুম নামে একটি মুসলমান পরিচারিকা কয়েদীদের তত্ত্বাবধানকার্যে নিয়োজিতা ছিল। এই পরিচারিকা সচরাচর বেগম নামে অভিহিত হইত। হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের প্রতি পরিচারিকার তাদৃশ যত্ন বা সৌজন্য ছিল না। কথিত আছে, বেগম ঝাড়ুদার দ্বারা তাহাদিগকে খাদ্য সামগ্রী দিত। তাহার আদেশে অবরুদ্ধ মহিলারা সময়ে সময়ে নানার পরিবারবর্গের জন্য যব ভানিত। তাহাদিগকে পারিশ্রমিক স্বরূপ নিস্তুষ যবের কিয়দংশ দেওয়া হইত। এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় এইরূপ শোচনীয় নিকৃষ্ট কার্যে নিযুক্ত হওয়াতে, তাহাদের কষ্টের অবধি ছিল না। এদিকে অপকৃষ্ট খাদ্য ভোজন ও অপকৃষ্ট সঙ্কীর্ণ স্থানে অবস্থান-প্রযুক্ত তাহাদের মধ্যে অতিসার রোগের আবির্ভাব হইল। অনেকে ঐ রোগে প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা জীবিত রহিল, তাহারাও ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা অপেক্ষা মৃত্যুকে শ্রেয়স্কর মনে করিতে লাগিল।

নানা সাহেব পারিষদবর্গের সহিত যখন বিস্তৃত প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে অসহায় কুলকামিনী ও শিশু-সন্তানেরা অসহনীয় কষ্টে প্রতিদিনই নিপীড়িত হইতেছিল। মন্ত্রিগণের ভয়েই হউক, বা অন্য কারণেই হউক, নানা সাহেব ইহাদিগের কষ্টমোচনে উদ্যত হন নাই। অভিনব পেশবার অমাত্যেরা যখন এই সকল নিঃসহায়, নির্দোষ ও নিরীহ জীবের উপর প্রভুত্ব স্থাপিত করিয়া, ফিরিঙ্গীর ক্ষমতানাশ হইল বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেছিলেন, তখন স্থানান্তর হইতে তাঁহাদের ক্ষমতা ও গৌরবনাশের জন্য ব্রিটিশ সৈন্য আসিতেছিল। অনতিবিলম্বে একজন ব্রিটিশ বীরপুরুষ বিপুলোৎসাহে ও অদম্য তেজস্বিতা-সহকারে বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন জন্য অভিনব পেশবার সৈনিক-দলের সম্মুখে উপনীত হইলেন।

* *Travelyan; Cawnpur. p. 299.*

পঞ্চম অধ্যায়

সেনাপতি হাবেলকের কানপুর যাত্রা—সেনানায়ক রেনডের সহিত হাবেলকের সম্মিলন—ফতেহপুরের যুদ্ধ—ফতেহপুরের অধিবাসীদিগের উত্তেজনা—ইংরেজ সৈন্যের প্রতিহিংসা—আওঙ্গগ্রামের যুদ্ধ—বিবিঘরে হত্যা—কানপুরের যুদ্ধ—কানপুরে হাবেলকের আগমন—নানা সাহেবের পলায়ন—ইংরেজ সৈন্যের অত্যাচার—বিঠুরে নানা সাহেবের প্রাসাদ ধ্বংস—সেনাপতি নীলের কানপুরে উপস্থিতি—নীলের প্রতিহিংসা—কানপুর রক্ষার উপায়বিধান—হাবেলকের লক্ষ্ণৌ যাত্রা

কানপুরের পতন ও তত্রত্য ইউরোপীদিগের নিধনের সংবাদ পাইয়া সেনাপতি হাবেলক, অগ্রগামী সৈনিক-দলের অধ্যক্ষ রেনড্‌কে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদনুসারে রেনড্‌ লোহঙ্গ নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। এদিকে হাবেলক রেনডের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য সত্বরতাসহকারে এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিলেন। তিনি কলিকাতায় প্রধান সেনাপতির নিকটে তারে এই সংবাদ পাঠাইলেন, 'কানপুর আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, কেবল ঐ স্থান হইতেই লক্ষ্ণৌ রক্ষা করা যাইতে পারে।···এজন্য আমি ঐ স্থান হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছি,··· ১৪,০০ ব্রিটিশ পদাতিক ও ৬টি কামান সংগৃহীত হইলেই, আমি বড় রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইব। আর একদল সৈন্য সংগৃহীত হইলেই, কর্নেল নীল আমার অনুগমন করিবেন। এলাহাবাদের দুর্গ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পিত হইয়াছে।' সেনাপতি হাবেলক এইরূপ সংবাদ পাঠাইয়া কানপুরে যাত্রা করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। তিনি ৪ঠা জুলাই যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু দ্রব্যাদি সংগৃহীত না হওয়াতে ঐ দিন যাত্রা করিতে পারিলেন না। যে সকল অন্তরায় প্রযুক্ত সেনানায়ক রেনড্‌ শীঘ্র শীঘ্র এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, সেনাপতি হাবেলকের সম্মুখেও সেই সকল অন্তরায় উপস্থিত হইল। এতদ্ব্যতীত অভিযানের উপযোগী দ্রব্যাদির সংগ্রহে আরও কয়েকদিন বিলম্ব ঘটিল।

অনন্তর ৭ই জুলাই অপরাহ্ণে অভিযানের সঙ্কেত হইল। সেনাপতি হাবেলক ১০০০ ইউরোপীয় পদাতিক, ১৩০ জন শিখ, কতিপয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক ও ৬টি কামান লইয়া, এলাহাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। যে সকল অফিসরের সৈনিক-দল তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, সেই সকল অফিসর এই কানপুরগামী সৈন্য-দলে ছিলেন। যে সকল শিবির কর্মচারীর কাছারি বন্ধ হইয়াছিল, তাঁহারাও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত অশ্বারোহী সৈনিক-দলে প্রবিষ্ট হইয়া, হাবেলকের বল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। হাবেলক কানপুরের উদ্ধার ও লক্ষ্ণৌ রক্ষার জন্য, এই সৈনিক-দলের উপর নির্ভর করিয়া, এলাহাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

সেনাপতি যখন কানপুরে যাত্রা করেন, তখন আকাশমণ্ডল মেঘে আচ্ছন্ন ছিল।

অবিলম্বে প্রবলবেগে বৃষ্টি হইতে লাগিল। এইজন্য সেদিন বা তৎপর দিন হাবেলকের সৈনিক-দল অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।. অনেকে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। অবিরাম গতিতে অনেকের পদদেশ স্ফীত ও যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিল। হাবেলক এজন্য চিন্তিত হইলেন, কিন্তু এখন দুশ্চিন্তায় অভিযান বন্ধ রাখিবার সময় ছিল না। হাবেলক কোনোরূপ বাধা না মানিয়া, কানপুরের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি ১০ই জুলাই সংবাদ পাইলেন, বহুসংখ্যক বিপক্ষ-সৈন্য তাঁহার অভিমুখে আসিতেছে। কানপুরের পতন-সংবাদে তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন বিপক্ষদিগের আগমন-সংবাদে সেই বিশ্বাস পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল।

এদিকে ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য, নানা সাহেব মন্ত্রিগণের পরামর্শে সমস্ত বিষয়ের আয়োজনে তৎপর হইয়াছিলেন। সেনাপতি টীকা সিংহ সিপাহী-সৈন্য সজ্জিত করিতেছিলেন। বাবাভট্ট খাদ্যদ্রব্য ও বারুদ প্রভৃতি লইয়া যাইবার জন্য গাড়ি সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। বণিকদিগের প্রতি তাম্বু ও জলনিবারক পরিচ্ছদ সংগ্রহের আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল। এইরূপে সমুদয় সংগৃহীত হইলে, জোয়ালা প্রসাদ ৯ই জুলাই ১,৫০০ পদাতিক ও গোলন্দাজ, ৫০০ অশ্বারোহী, ১,৫০০ সশস্ত্র সাধারণ লোক সহ এলাহাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাদের সহিত ১২টি কামান ছিল। টীকা সিংহও সৈনিক-দলের পরিচালনভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য কানপুরের অভিমুখে আসিতেছে শুনিয়া, জোয়ালা প্রসাদ সত্বর ফতেহপুর নগরে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

সেনাপতি নীল কানপুরের পতন সংবাদে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া, রেনড়কে সৈনিক দলসহ অগ্রসর হইতে আদেশ দিবার জন্য প্রধান সেনাপতিকে তারে জানাইয়াছিলেন। সেনানায়ক রেনড় এজন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এদিকে হাবেলক রেনডের সহিত সম্মিলিত হইতে যার-পর-নাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, রেনড় একাকী অগ্রসর হইলে, তদীয় সৈন্য বিপক্ষের আক্রমণে নির্মূল হইবে। এজন্য তাঁহার আশঙ্কা বলবতী হইল। তিনি কোনো বিষয়ে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না। রেনডের সহিত মিলিত হইবার জন্য অবিশ্রান্তভাবে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর ১১ই জুলাই নিশীথকালে হাবেলকের সৈনিক-দলের সহিত রেনডের দলের সাক্ষাৎ হইল। এই সময়ে আকাশ মেঘশূন্য ছিল। চন্দ্রালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল। সেই নির্মল আকাশতলে চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কিরণজালের মধ্যে উভয়-দল আনন্দধ্বনি করিতে করিতে উভয়ের সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। প্রভাতের পূর্বেই সকলে একত্র হইল, এবং সকলেই বাদ্যকরের আনন্দজনক বাদ্যধ্বনিতে প্রফুল্ল হইয়া, অগ্রসর হইতে লাগিল। হাবেলক এই সম্মিলিত ও উৎসাহিত সৈনিক-দলসহ, ১২ই জুলাই বেলা ৭ ঘটিকার সময়ে, ফতেহপুরের ৪ মাইল দূরে বেলিন্দা-নামক স্থানে উপনীত হইলেন। যদি সেনাপতি হাবেলক ত্বরিতগতিতে অগ্রগামী সৈনিক-দলের সহিত মিলিত না হইতেন, তাহা হইলে নানা সাহেবের প্রেরিত সৈন্যের সম্মুখে ঐ সৈনিক-দল আত্মরক্ষা করিতে পারিত না। সেনানায়ক রেনড় হাবেলকের

উপস্থিতির পূর্বেই, ফতেহপুর অধিকার করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট সংবাদ আসিয়াছিল যে, ফতেহপুরে অতি অল্পমাত্র বন্দুকধারী লোক রহিয়াছে। কিন্তু ইহার পরেই অভিনব পেশবার বহুসংখ্যক সৈন্য ঐ স্থানে আসিতে থাকে। যদি রেনড্ অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে, তদীয় সৈন্য নিঃসন্দেহ নির্মূল হইত। সাংঘাতিক সংবাদ জানাইবার জন্য কোনো ব্যক্তি জীবিত থাকিত না*। কেবল সেনাপতি হাবেলকের সূক্ষ্মদর্শিতায় ও অপরিসীম চেষ্টায়, এই বিপদের গতিরোধ হয়। রেনডের সহিত হাবেলকের সৈন্য সম্মিলিত হইলে ইংরেজ পক্ষে ১,৪০০ ব্রিটিশ সৈন্য ৬০০ এতদ্দেশীয় সহকারী সৈনিক-পুরুষ ও ৮টি কামান হয়। এই সৈনিক-দলকে একান্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া, হাবেলক তাহাদিগকে বিশ্রাম ও ভোজন করিবার আদেশ দিলেন। সেনাপতির আদেশে সৈনিকেরা অস্ত্রসমূহ একস্থানে স্তূপীকৃত করিয়া, আহারীয়ের আয়োজন করিতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা কামানের একটি গোলা সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এদিকে গুপ্তচরেরা আসিয়া সংবাদ দিল যে, উত্তেজিত সিপাহী সৈন্য ফতেহপুরে অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং হাবেলকের সৈন্যের আর ভোজনের সুবিধা ঘটিল না। তাহারা ভোজ্যসামগ্রী পরিত্যাগ-পূর্বক যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। এইরূপে ১২ই জুলাই ফতেহপুরে হাবেলক, জোয়ালা প্রসাদের সৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। কানপুরের সিপাহীরা ভাবিয়াছিল যে, কেবল সেনানায়ক রেনডের পরিচালিত সৈনিক-দলই তাহাদের সম্মুখে রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই যুদ্ধে তাহাদের নিশ্চিতই জয় হইবে। তাহাদের বলাধিক্যে রেনডের সৈন্য নিঃসন্দেহে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এই আশায় তাহারা উৎসাহসহকারে যুদ্ধে অগ্রসর হইল, কিন্তু রেনডের সহিত হাবেলকের সৈন্য সম্মিলিত হইয়াছে, এই বিষয় যখন তাহাদের গোচর হইল, তখন তাহারা চিন্তিত ও কিয়দংশে হতাশ্বাস হইয়া পড়িল। কিন্তু ইহাতে তাহারা সামরিক ধর্মে জলাঞ্জলি দিল না। অবিলম্বে তাহাদের কামান হইতে গোলার-পর-গোলা নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এ যুদ্ধ পিস্তলে পিস্তলে বা সঙ্গীনে সঙ্গীনে হইল না। রাইফল. বন্দুকে ও কামানে ইহার প্রারম্ভ এবং রাইফল, বন্দুকে ও কামানেই ইহার পরিসমাপ্তি হইল। ইংরেজের রাইফল বন্দুকের গুলি ৩০০ গজ দূর হইতে বিপক্ষদলে আসিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু কানপুরের সিপাহিদিগের এরূপ উৎকৃষ্ট বন্দুক ছিল না। সুতরাং জোয়ালা প্রসাদের সৈনিক-দল ব্রিটিশ বন্দুক ও কামানের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। তাহাদের কামান হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলাবৃষ্টি হইলেও এ সময়ে ইংরেজপক্ষের কামানই অধিকতর কার্যকর হইয়া উঠিল। জোয়ালা প্রসাদের অশ্বারোহীরা সবেগে অগ্রসর হইল। উপস্থিত যুদ্ধে এই অশ্বারোহী সৈনিকেরাই সর্বাপেক্ষা সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের একদল, সেনাপতি হাবেলকের সন্নিকটবর্তী হইয়াছিল। এই সময়ে সেনাপতি আপনার অশ্বারোহিদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। সেনানায়ক পলিসর অশ্বারোহিদিগকে

* *Havelock's Indian Campaign, Calcutta Review; Vol. XXXII, p. 27.*

তাঁহার পশ্চাদ্‌বর্তী হইতে কহিয়া, সবেগে স্বীয় অধিষ্ঠিত অশ্ব বিপক্ষের দিকে পরিচালিত করিলেন। তিনজন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈনিক-দলের অশ্বারোহী ও প্রায় ১২ জন সওয়ার (প্রধানতঃ এতদ্দেশীয় অফিসর) তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন। কিন্তু অবশিষ্ট সওয়ারেরা ধীরে ধীরে যাইতে লাগিল। ইহাতে ইংরেজদিগের বোধ হইল, এই সকল সওয়ার বিপক্ষদিগের সহিত মিলিত হইবে। সেনানায়ক পলিসর সহসা অশ্ব হইতে পতনোন্মুখ হইলেন। অমনি একদল বিপক্ষ অশ্বারোহী তাঁহার দিকে আসিতে লাগিল। এতদ্দেশীয় অফিসরেরা, অধিনায়কের জীবন সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া, তাঁহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, পরাক্রম ও বিশ্বস্ততা সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কানপুরের অশ্বারোহিদিগের প্রধান দল আপনাদের অগ্রবর্তী দলের সাহায্যার্থ ধাবিত হইল। এজন্য ইংরেজের অশ্বারোহী সৈন্য তীরবেগে হটিয়া গেল। যুদ্ধে নজীব খাঁ নামক একজন রেসেলদার অপর ছয়জন সওয়ারের সহিত দেহত্যাগ করিলেন, তথাপি ইংরেজের বিপক্ষ স্বদেশবাসী অশ্বারোহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন না। কিন্তু অশ্বারোহিদিগের এরূপ পরাক্রমেও জোয়ালা প্রসাদ বিজয়ী হইতে পারিলেন না। কথিত আছে, এলাহাবাদের মৌলবী লিকায়েৎ আলি যুদ্ধস্থলে উপস্থিত ছিলেন; তাঁহার উপস্থিতিতে বা তদীয় উৎসাহবাক্যে, মুসলমান সৈনিক-পুরুষেরা, রণস্থলে অধিকক্ষণ আপনাদের রণকৌশল প্রদর্শনে সমর্থ হইল না। ইংরেজের কামানের গোলার সম্মুখে থাকিতে না পারিয়া, কানপুরের সৈন্য আপনাদের কামান ফেলিয়া, যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিল। তাহাদের প্রায় ১৫০ জন হত ও আহত হইল। সেনাপতি হাবেলক ফতেহপুরের যুদ্ধে জয়শ্রীর অধিকারী হইলেন। তাঁহার দলের এতদ্দেশীয় অশ্বারোহীরা কানপুরের অশ্বারোহিদিগের সহিত সম্মিলনের চেষ্টা করিয়াছিল, এই সন্দেহে ১৫ জুলাই তাহারা নিরস্ত্রীকৃত ও তাহাদের অশ্ব অধিকৃত হইল*।

কয়েক সপ্তাহ পূর্বে, ফতেহপুরে ইংরেজের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছিল। ফতেহপুর কানপুরের ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং কানপুর ও এলাহাবাদের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইংরেজেরা ১৮০১ খ্রীঃ অব্দে এই বিভাগ অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। উপস্থিত সময়ে ফতেহপুর নগরে ১৫।১৬ হাজার লোকের বসতি ছিল। ইহাদের অধিকাংশ মুসলমান। এই বিভাগের অনেকে অশ্বারোহী সৈনিক-দলভুক্ত ছিল। শাসনসংক্রান্ত কর্মচারীর মধ্যে ফতেহপুর নগরে একজন জজ, একজন ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর ও একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত একজন মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এইস্থানের রাজকীয় কার্য নির্বাহ করিতেন। ইঁহার নাম হিকমৎ উল্লা খাঁ। স্বধর্মে হিকমৎ উল্লার যার-পর-নাই আস্থা ছিল। ফতেহপুরে খ্রীস্টধর্ম-প্রচারকদিগের কার্যালয় ছিল। প্রচারকেরা পল্লীবাসিদিগের অনেককে খ্রীস্টীয়-ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। হিকমৎ উল্লা খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারের বিরোধী ছিলেন। স্বধর্মে

Havelock's Indian Campaign; Calcutta Review, Vol. XXXII, p. 29

ফতেহপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের যেরূপ আস্থা ছিল, ফতেহপুরের জজও সেইরূপ আপনার ধর্মে আস্থাবান ছিলেন। বারাণসীর কমিসনর হেনরি টুকর সাহেবের ভ্রাতা রটিউডর টুকর সাহেব এই সময়ে ফতেহপুরের প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ফতেহপুরের প্রবেশপথে চারটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। দুইটিতে পারসী ও হিন্দীভাষায় খ্রীস্টীয় ধর্মের দশবিধ অনুশাসন অঙ্কিত ছিল। অবশিষ্ট দুইটিতে উক্ত দুই ভাষায় খ্রীস্টীয় ধর্ম হইতে, ধর্মতত্ত্ব সকল বিবৃত করা হইয়াছিল। কিন্তু স্বধর্মে আস্থাবান হইলেও টুকর সাহেব কাহাকেও বলপূর্বক আপনার ধর্মে দীক্ষিত করেন নাই। তিনি উদার হৃদয়, দয়াশীল, পরোপকার পরায়ণ ছিলেন। যে স্থানে দুঃখী ও নিরন্নলোক তাঁহার দৃষ্টিপথবর্তী হইত, সেই স্থানেই তিনি তাহাদের অভাবমোচনে অগ্রসর হইতেন। প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞানের সহিত দয়া ও দানশীলতার সংযোগ হওয়াতে, তিনি সর্বজাতির ও সর্বশ্রেণীরই অধিগম্য ছিলেন। রোগার্ত ও দুঃখার্ত লোকে তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিল, এজন্য ফতেহপুরের অনেকেই টুকরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। খ্রীস্টীয় ধর্মের বিস্তারে যত্নশীল হইলেও টুকর অনেকেরই যথোচিত সম্মানের পাত্র ছিলেন।

এলাহাবাদে ষষ্ঠ পদাতিক-দলের প্রায় ৭০ জন সিপাহী ফতেহপুরের ধনাগার রক্ষা করিতেছিল। মে মাসের শেষভাগে ষট্-পঞ্চাশ পদাতিক-দলের কতকগুলি সিপাহী ও দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দলের কতিপয় সওয়ার কোম্পানির টাকা লইয়া ফতেহপুরে উপস্থিত হয়। এই দুই দলের লোক শেষে কানপুরে ব্রিটিশ কোম্পানির বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছিল। ইহাদের সহিত ফতেহপুর-বাসী ষষ্ঠ দলের সিপাহিদিগের কোনোরূপ ষড়যন্ত্র হইয়াছিল কিনা, জানা যায় নাই। যাহা হউক, ইহারা কোম্পানির টাকা লইয় বিনা উত্তেজনায় এলাহাবাদে চলিয়া যায়। এই সময়ে ফতেহপুরের অধিবাসীরা নানাবিধ জনশ্রুতিতে ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে প্রচারিত হয় যে, খ্রীস্টধর্মাবলম্বীরা নগরের সমগ্র অধিবাসীর ধর্মনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, গাড়ি বোঝাই শূকর ও গাভীর অস্থি আনিয়া, সমুদয় কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। কতিপয় রাজ-কর্মচারী এই জনরবের বিষয় ম্যাজিস্ট্রেটের গোচর করেন। ম্যাজিস্ট্রেট্ উহাতে উপহাস করিয়া কহেন, খ্রীস্টধর্মে কাহাকেও বলপূর্বক দীক্ষিত করিবার উপদেশ নাই। সুতরাং উক্ত ধর্মাবলম্বীরা এ বিষয়ে অপরাধী হইতে পারে না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেটের এইরূপ কথায় উত্তেজনার গতি নিরুদ্ধ হইল না। মিরাটের সংবাদ পাইয়া, ফতেহপুর-বাসীরা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিল, এজন্য ফতেহপুরের ইংরেজরা শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা আপনাদের পরিবারবর্গকে এলাহাবাদে পাঠাইয়া দিলেন। এতদ্দেশীয় খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের পরিবারবর্গকেও কোনো নিরাপদ স্থানে পাঠাইয়া দিতে বলা হইল। ফতেহপুরের ইউরোপীয়েরা ৫ই জুন কানপুরের দিকে কামানের শব্দ শুনিয়া, ভীত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, সকলে ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। যেহেতু তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় অশ্বারোহি-দল ও ষট্-পঞ্চাশ-দলের কতকগুলি সিপাহী এলাহাবাদ হইতে কানপুরের অভিমুখে

আসিতেছে। ইহারা ফতেহপুরে আসিয়া, তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে। ঐ সকল সিপাহী ফতেহপুরে আসিয়া, ধনাগার লুণ্ঠনের চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনাগার-রক্ষক ৬ষ্ঠ দলের সিপাহীরা এ পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ছিল, তাহারা আক্রমণকারিদিগকে তাড়াইয়া দিল। ৭ই জুন এলাহাবাদের সংবাদ ফতেহপুরে উপস্থিত হইল। এই সংবাদে ধনাগার-রক্ষক সিপাহীরা আর ফতেহপুরে থাকিল না। তাহারা যখন শুনিল, তাহাদের এলাহাবাদস্থিত দলের লোক কোম্পানির বিপক্ষ হইয়াছে, তখন তাহারা বিশিষ্ট শৃঙ্খলার সহিত কানপুরের দিকে চলিয়া গেল। এ সময়ে ফিরিঙ্গীর শোণিতপাতে তাহাদের আগ্রহ হইল না। ফিরিঙ্গীর সম্মুখে কালান্তকের ন্যায় বিকটভাবে দন্ডায়মান হইতেও তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মিল না। তাহারা ফতেহপুরবাসী ইউরোপীয়দিগের কাহারও কোনোরূপ অনিষ্ট না করিয়া, ধনাগার পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর ৯ই জুন সহসা প্রবল ঝটিকার আরম্ভ হইল। একদিকে এলাহাবাদ, অপরদিকে কানপুর, দুই দিকের ভীষণ বিপ্লব-সাগরের দুইটি প্রচন্ড তরঙ্গ আসিয়া ফতেহপুর ভাসাইয়া দিল। ফতেহপুরের হিন্দু ও মুসলমানদিগের অনেকে উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত মিশিল। মুসলমানেরা খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রচারে সাতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, তাহারা এখন সুযোগ বুঝিয়া, দলে দলে খ্রীস্টধর্মাবলম্বিদিগের বিরুদ্ধে আসিতে লাগিল। উত্তেজিত সিপাহীরা কারাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিল। কয়েদীরা চারিদিকে যাইয়া, অরাজকতা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ধনাগার বিলুণ্ঠিত হইল। কাছারিগৃহ সমুদয় কাগজপত্রের সহিত ভস্মীভূত হইয়া গেল। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের কার্যালয় আক্রান্ত হইল। ইউরোপীয়েরা যখন দেখিলেন, যে তাঁহাদের প্রাধান্য অন্তর্হিত হইয়াছে, নগরের উন্মত্ত লোকে প্রতিমুহূর্তে ভয়ঙ্কর কার্যসাধনের নিমিত্ত দলবদ্ধ হইতেছে, তখন তাঁহারা হতাশ হইয়া, আত্মরক্ষার জন্য স্থানান্তরে যাইতে উদ্যত হইলেন। এই সময়ে ফতেহপুরে দশ জন ইউরোপীয় অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইঁহাদের নয় জন ৯ই জুন অপরাহ্ণে অশ্বারোহণে ফতেহপুর হইতে যাত্রা করিলেন। চারি জন বিশ্বস্ত সওয়ার ইঁহাদের সঙ্গী হইল। ইঁহারা বাঁদা, কালিগঞ্জর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিয়া, বাইশ দিনে এলাহাবাদে উপনীত হইলেন।

কেবল একজন মাত্র ইংরেজ রাজপুরুষ আপনার স্থানে অটল রহিলেন। একজন ইংরেজ রাজপুরুষ আপনার রক্ষণীয় স্থান পরিত্যাগ করিলেন না। বিচারপতি রবার্ট টুকর প্রাণপণে ফতেহপুর রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং কতিপয় পুলিস সৈন্য সঙ্গে লইয়া উত্তেজিত লোকদিগকে নিরাকৃত করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার সাহস, উদ্যম, সর্বোপরি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা, কিছুতেই দূরীভূত হইল না। তিনি সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত না থাকিলেও, অস্ত্র পরিগ্রহ-পূর্বক, যুদ্ধবীর সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার পরাক্রমে কতিপয় বিপক্ষ নিহত হইল, তিনি নিজেও আহত হইলেন। তাঁহার সহযোগীরা যখন ফতেহপুর হইতে যাত্রা করেন, তখন তিনি কাছারিগৃহে ছিলেন। তিনি এইস্থানে থাকিয়াই উত্তেজনার গতিরোধ অথবা গবর্নমেন্টের কার্যসাধন জন্য দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু তেজস্বী বিচারপতির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। রবার্ট টুকর যে গবর্নমেণ্টের কার্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, সেই গবর্নমেণ্টের জন্যই অম্লানভাবে আত্মবিসর্জন করিলেন। তিনি কিরূপে দেহত্যাগ করেন, তৎসম্বন্ধে অনেকেই অনেক মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেহপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শেরার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিকমৎ উল্লার আদেশে বিচারপতি টুকরকে গুলি করা হয়। ঐ সময়ে হিকমৎ উল্লা সেই স্থলে কোরাণপাঠ করিতেছিলেন। কিন্তু এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। কেহ কেহ নির্দেশ করিয়াছেন, বিচারপতি টুকর মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে আপনার নিকট আসিতে আদেশ করেন। হিকমৎ উল্লা মুসলমানদিগের সবুজ বর্ণের পতাকা উড়াইয়া, পুলিসসৈন্য সমভিব্যাহারে কাছারিগৃহে উপনীত হয়েন। মুসলমানেরা বিচারপতিকে আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে। বিচারপতি অসম্মত হন। এজন্য উত্তেজিত মুসলমানগণ অগ্রসর হইয়া, তাঁহাকে মৃত্যুমুখে পাতিত করে। অন্য মতানুসারে ১০ই জুলাই বেলা ৯ ঘটিকার সময়ে ধনাগার বিলুণ্ঠিত হয়, অপরাহ্ণে সৈয়দ মহম্মদ হোসেন নামক এক ব্যক্তি একদল উত্তেজিত মুসলমানের অধিনায়ক, হইয়া টুকর সাহেবকে আক্রমণ করে। টুকর কাছারির ছাদে আশ্রয়গ্রহণপূর্বক কিয়ৎক্ষণ আত্মরক্ষা করেন। শেষে আক্রমণকারীরা তাঁহার আশ্রয়-গৃহে আগুন দেয়। দেখিতে দেখিতে ধূমরাশিতে চারিদিক পরিব্যাপ্ত হয়! তাহারা ধূমের সাহায্যে আত্মগোপন পূর্বক ছাদে উঠিয়া বিচারপতিকে নিহত করে। উপস্থিত বিষয়ে বিভিন্ন জনে এইরূপ বিভিন্ন কথার উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক, বিচারপতি টুকুর যে কাছারি-গৃহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে বোধহয় মতদ্বৈধ নাই। তিনি সাহস ও পরাক্রম সহকারে ঐ স্থলে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন। বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত গুলিতে পতিত ও গতাসু না হওয়া পর্যন্ত তিনি একাকী বিপক্ষের সম্মুখে অবিচলিতভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বন্দুক ভরিতেছিলেন ও ছুড়িতেছিলেন। শেষে তাঁহার ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়। বহুসংখ্যক মুসলমানের আক্রমণে তিনি সেই কাছারিগৃহেই প্রাণত্যাগ করেন। উত্তেজিত মুসলমানগণ যখন আপনাদের এই কার্যে আপনারাই আমোদ প্রকাশ করিতেছিল, তখন দুইজন হিন্দুর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হয়। হিন্দুদ্বয় টুকরের ন্যায় ন্যায়পর ও দয়াশীল ব্যক্তির হত্যার জন্য অকুতোভয়ে মুসলমানদিগকে তিরস্কার করে। এইরূপ তিরস্কারে উত্তেজিত দলের ক্রোধ বর্ধিত হয়। তাহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তিরস্কারকারী হিন্দুদ্বয়কে নিহত করে*।

ফতেহপুর পাঁচ সপ্তাহকাল অরাজক অবস্থায় থাকে। লোকে নানা সাহেবের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও, যথেচ্ছাচারে নিরস্ত হয় নাই। সকলেই স্বপ্রধান হইয়া, আপনাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিতে থাকে। হাবেলক ফতেহপুরে উপস্থিত হইলে অধিবাসীরা প্রাণভয়ে পলায়ন করে। এ সময়ে ইংরেজ প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনে বিমুখ

* *Keye; Sepoy War; Vol. II, p. 367.*

হন নাই। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ফতেহপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সেরার সাহেব এলাহাবাদে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ হইতে আবার সেনাপতি হাবেলকের দলে প্রবিষ্ট হন। সেরার সাহেব এ সময়ে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের বিশদ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ফতেহপুরে প্রত্যাগমন সময়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই—'আমাদের পরবর্তী অনেক পল্লীই বিদগ্ধ হইয়াছিল। কোথাও একটি মানুষও পরিদৃষ্ট হয় নাই।...কুটীরের পরিবর্তে কেবল কৃষ্ণবর্ণ ভস্মস্তূপ রহিয়াছিল। মানুষের অস্তিত্বজ্ঞাপক কোনোরূপ শব্দ কোথাও শ্রুতিগোচর হয় নাই। মানবের কণ্ঠস্বর বা তাহাদের অবলম্বিত বিবিধ কার্যের পরিচয়সূচক শব্দের পরিবর্তে সকল স্থল ভেকের ধ্বনিতে, ঝিল্লীরবে ও সহস্র সহস্র উড্ডীয়মান পতঙ্গের শব্দে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সময়ে সময়ে বায়ুপ্রবাহে বৃক্ষশাখা-বিলম্বিত শবসমূহের দুর্গন্ধ অনুভূত হইতেছিল। এই সকল ভীষণ দৃশ্য এবং এইরূপ জনশূন্যতা ও সর্ববিধ্বংস, যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আমার বোধহয় তাঁহারা কখনো উহা ভুলিতে পারিবেন না।' ইংরেজ প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া কিরূপ সর্ববিধ্বংসের রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা এই বর্ণনায় পরিস্ফুট হইতেছে*। এখন ফতেহপুর নগর প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে যে স্থল উত্তেজিত লোকের কোলাহলে পরিপূর্ণ ছিল তাহা এখন নীরবে আপনার অপূর্ব প্রশান্তভাবের পরিচয় দিতেছিল। রাজপথে কাহাকেও দেখা যাইত না। দোকানে কেহ ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যাপৃত থাকিত না। অনেক দোকান ও অনেক গৃহ বিবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ ছিল। অধিস্বামীরা উহা লইয়া যাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সমাগত ইউরোপীয় ও শিখ সৈনিকেরা তৎসমুদয় বিলুণ্ঠিত করিল। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা তোপে বিধ্বস্ত ও তৃণাচ্ছাদিত গৃহসমূহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল**।

ইংরেজ যেমন প্রতিহিংসায় পরিচালিত হইয়া সংহারকার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকেও সেইরূপ ইংরেজের প্রতি গভীর বিদ্বেষ-প্রযুক্ত, ইংরেজের অধ্যুসিত বা ইংরেজের নির্মিত গৃহ ও ইংরেজের প্রবর্তিত সভ্যতার চিহ্ন বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে। হাবেলকের দলভুক্ত আর এক ব্যক্তি এ বিষয়ের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—'তাহারা (এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকে) আমাদের বাংলা দগ্ধ করিয়াছে, আমাদের ধর্মমন্দির অপবিত্র করিয়া ফেলিয়াছে।...যাহা ইংলণ্ডজাত বা যাহার সহিত ইংরেজি সভ্যতার সংশ্রব আছে, বিপ্লবকারীরা তৎসমুদয়ই বিনষ্ট করিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার বিচ্ছিন্ন ও তারের স্তম্ভসমূহ উৎখাত হইয়াছে। বাংলাসমূহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। পথের দূরত্বজ্ঞাপক প্রোথিত প্রস্তরকীলক (মাইল স্টোন) যদিও বিপ্লবকারীদিগের নিরতিশয় প্রয়োজনীয়, তথাপি উহা ইংরেজের প্রবর্তিত বলিয়া বিনষ্ট

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 368.*

** *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 376.*

হইয়াছে*।' সেরার সাহেব বিদগ্ধ ও পরিত্যক্ত পল্লীসমূহের শোচনীয়ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। আর হাবেলকের দলস্থিত এই লেখক এতদ্দেশীয় উত্তেজিত লোকের ফিরিঙ্গী-বিদ্বেষের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। জনসাধারণ যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছিল, তখন স্বদেশ হইতে ইংরেজের সহিত ইংরেজের ধর্ম, ইংরেজের রীতিনীতি ও ইংরেজের সভ্যতার সমুদয় চিহ্নের বিলোপে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। আর ইংরেজ যখন প্রতিহিংসার অধীর হইয়া কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জনসাধারণের সংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ই সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ভয়াবহ বিপ্লবে দুই দিকেই লোকাকীর্ণ সমৃদ্ধ জনপদ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল।

ফতেহপুরের যুদ্ধের সংবাদ কানপুরে পেঁহছিল। বালরাও ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধের জন্য প্রেরিত হইলেন। তিনি কানপুরের বাইশ মাইল দক্ষিণে আওঙ্গ-নামক পল্লীতে শিবির-সন্নিবেশ করিলেন। ফতেহপুরের যুদ্ধে সেনাপতি হাবেলক বিপক্ষদিগের বারটি কামান হস্তগত করিয়াছিলেন। এখন এই সকল কামান বিপক্ষদিগের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইল। ১৪ই জুলাই অপরাহ্নে ইংরেজের শিবিরে সংবাদ আসিল যে, বালরাও সৈন্যসহ ছয় মাইল দূরবর্তী আওঙ্গ পল্লীতে রহিয়াছেন। হাবেলক সংবাদ পাইয়া তাঁহার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৫ই জুলাই বেলা নয় ঘটিকার সময়ে উভয় দলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজের কামান পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কার্যকর হইয়া উঠিল। ইংরেজের রাইফল, বন্দুকও বিপক্ষের বন্দুকের ক্ষমতা নষ্ট করিয়া ফেলিল। বালরাওর অশ্বারোহি-দল প্রবলবেগে অগ্রসর হইল। কিন্তু রাইফল বন্দুকের অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টিতে তাহাদের গতিরোধ হইয়া গেল। তাহারা ঘুরিয়া ইংরেজ সৈন্য-দলের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। এস্থানেও তাহাদের প্রাধান্য বদ্ধমূল হইল না। এই যুদ্ধে বালরাওর সৈনিক-দল সাতিশয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। দুই ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরেজের কামানে ও বন্দুকে তাহাদের পরাজয় হইল**।

আওঙ্গ গ্রামের কয়েক মাইল অন্তরে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে। এই নদী পাণ্ডু নামে কথিত হইয়া থাকে। পার হইবার জন্য নদীর উপর একটি সেতু ছিল। পাণ্ডু নদী যদিও সঙ্কীর্ণা, তথাপি বর্ষার জলে পরিপূর্ণা হওয়াতে ঐ সেতু ভিন্ন পার হইবার অন্য উপায় ছিল না। বালরাও পশ্চাৎভাগে গমনপূর্বক নদীর অপর তটে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত সেতু তোপে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি হাবেলক এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সেতুর দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রচণ্ড সূর্যের প্রখর উত্তাপের মধ্যে দুই ঘণ্টাকাল গমন করিয়া ইংরেজ সৈন্য সেতুর সম্মুখবর্তী হইবা মাত্র ঐ কামানদ্বয় হইতে গোলাবৃষ্টি হইতে লাগিল। ইংরেজদিগের কামান বড় ছিল না; সুতরাং উহার দ্বারা দূর হইতে গোলা নিক্ষেপের সুবিধা হইল না। এজন্য ইংরেজ সৈন্য

* *Calcutta Review, Vol. XXXII, pp. 27-28.*

** *The Mutiny of the Bengal Army, p. 150.*

প্রবলবেগে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া কামান ছুঁড়িতে লাগিল। সহসা বালরাওর তোপ হইতে গোলানিক্ষেপ বন্ধ হইল। ইংরেজের তোপে সিপাহিদিগের কামান ভরিবার উপযুক্ত যষ্টিসমূহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। উহার অভাবে সিপাহীরা আর কামান ভরিতে পারিল না। বিপক্ষদিগের তোপ বন্ধ দেখিয়া সেনাপতি হাবেলক সেনানায়ক রেনডকে ইউরোপীয় পদাতি-দলসহ অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। রেনড্ তীব্রবেগে অগ্রসর হইলেন। এদিকে তাঁহাদের কামান বালরাওর অশ্বারোহি-দলের গতিরোধ করিল। সেতু ইংরেজের অধিকৃত হইল। বালরাও স্কন্ধদেশে আহত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পাঁচটি কামান ইংরেজ সৈন্যের অধিকৃত হইল। এই যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের বিশিষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সেনানায়ক রেনড্ যখন আপনার সৈনিক-দল সেতুর সম্মুখে পরিচালিত করিতেছিলেন, তখন ঊরুদেশে সাংঘাতিক রূপে আহত হন। এই আঘাতে দুই দিনের মধ্যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়*। সিপাহীরা পাণ্ডু নদীর তটে ইংরেজ সৈনিক-দলের সন্নিকটবর্তী হইয়া অসামান্য তেজস্বিতা ও পরাক্রমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। উপযুক্ত সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা বিপক্ষদিগের গতিরোধ অসমর্থ হইত না**। সিপাহী যুদ্ধের সকল স্থলেই এইরূপ উপযুক্ত সেনাপতির একান্ত অভাব লক্ষিত হইয়াছিল।

বালরাও আহত লইয়া, কানপুরে গমন করিলেন। ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে অভিনব পেশবার সভামণ্ডপে আবার পরাজয়ের সংবাদ প্রচারিত হইল। এই সংবাদে আমোদ ও উৎসবের স্রোত মন্দীভূত হইল। ক্রূরপ্রকৃতি মন্ত্রিগণ এই সংবাদে আরও চিন্তিত হইলেন। বিষাদের কালিমা আবার তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিকাশ পাইল। কার্যপটুতা ও সূক্ষ্মদর্শিতা থাকিলে, বালরাও, ইংরেজ সেনাপতির উপস্থিতির পূর্বেই পাণ্ডু নদীর সেতু বিনষ্ট করিতে পারিতেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঈদৃশী পটুতা বা সমীক্ষ্যকারিতা পরিদৃষ্ট না হইলেও, তদীয় পৃষ্ঠদেশের ক্ষতস্থান পেশবার পারিষদবর্গের নিকটে তাঁহার রণকুশলতার পরিচয় দিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক পাণ্ডু নদী উত্তীর্ণ হইয়া, কানপুরের অভিমুখে আসিতেছেন, এখন কি কর্তব্য, তাহার নির্ধারণ জন্য মন্ত্রিগণ অবিলম্বে সমবেত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না। কেহ বিঠুরে যাইয়া আত্মরক্ষার উপায় করিতে বলিলেন, কেহ ফতেগড়ের উত্তেজিত সিপাহিদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে পরামর্শ দিলেন, কেহ বা কানপুরের পথে দণ্ডায়মান হইয়া, বিপক্ষদিগের গতিরোধ করিতে কহিলেন। অনেক বিচারবিতর্কের পর, এই শেষোক্ত মতই পরিগৃহীত হইল। তদনুসারে যুদ্ধের

* কে সাহেব লিখিয়াছেন, মেজর রেনড আওঙ্গ গ্রামের যুদ্ধে আহত হয়েন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 369.* কিন্তু অন্য মতে সেনানায়ক রেনড্ পাণ্ডু নদীর সেতু অধিকার করিবার সময়ে আহত হইয়াছিলেন।—*Mutiny of the Bengal Army, p. 150. Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 376.*

** *Martin Indian Empire, Vol. II, p. 376.*

আয়োজন হইতে লাগিল। এই সময়ে কুমন্ত্রী আবার কুমন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা দেখাইতে উদ্যত হইলেন। ফিরিঙ্গী বিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় কলুষিত হইয়াছিল। দয়াশীলতা, স্নেহপরতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি প্রকৃত মানুষ্যোচিত গুণ সমূলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রলয়কালীন কালান্তকের ন্যায় কানপুরে কেবল সংহার কার্যের অনুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিলেন ; এখন এই শেষবার সেই ভীষণ কার্যের শেষাংশ সম্পাদনে অগ্রসর হইলেন।

ক্রূর প্রকৃতি মুসলমান সচিব আজিমুল্লা বিবিঘরের হতভাগ্য কয়েদীদিগের সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। তিনি নানা সাহেবকে কহিলেন, ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাদের কুলকামিনী ও বালক-বালিকাদিগের বিমুক্তির জন্য আসিতেছেন, যদি এই সময়ে উঁহাদের হত্যা করা হয়, তাহা হইলে সেনাপতি বিফল মনোরথ হইয়া, সৈন্যসহ আপনা হইতেই ফিরিয়া যাইবেন। ব্রিটিশসৈন্য ক্রমে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবে*। নানা সাহেব নামে মহাপরাক্রান্ত ও মহামহিমান্বিত পেশবা ছিলেন, কিন্তু কার্যে আজিমুল্লাই সর্বাধিপতি ও সর্বময় প্রভু হইয়া উঠিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়সিদ্ধির কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। কথিত আছে, পুনঃ পুনঃ নরনারী ও শিশুসন্তানের হত্যার সংবাদে নানা সাহেবের মাতৃদেবীরা নিরতিশয় ব্যথিত-হৃদয় হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, যদি আবার হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা, সন্তানগণের সহিত প্রাসাদের গবাক্ষদেশ হইতে ভূপতিত হইয়া, প্রাণত্যাগ করিবেন। এই বলিয়া তাঁহারা কিয়ৎকাল আহার-পান পরিত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহাদের এইরূপ কাতরতাতেও আজিমুল্লা নিরস্ত হইলেন না। বিবিঘরের হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের অদৃষ্টচক্র পূর্বাপেক্ষা অধিকতর নিম্নগামী হইল।

এই শোচনীয় ঘটনার কথা সংক্ষেপে বর্ণনীয়। অবরুদ্ধদিগের মধ্যে চার-পাঁচ জন পুরুষ ছিলেন। ইঁহারা ১৫ই জুলাই অপরাহ্নে কারাগার হইতে বহির্দেশে আনীত ও নিহত হইলেন। আজিমুল্লা প্রথমতঃ অনেক চেষ্টা করিয়াও মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের হত্যার জন্য লোকসংগ্রহ করিতে পারিলেন না**। অশ্বারোহী সিপাহীরা আর আপনাদের হস্ত কলুষিত করিতে সম্মত হইল না। পদাতিকরাও অসম্মতিপ্রকাশ করিল। অবশেষে কারাগার রক্ষক ৬ষ্ঠ পদাতিক-দলের সিপাহীরা ভয়ঙ্কর কার্যসাধনে আদিষ্ট হইল। তাহারা গবাক্ষদেশ দিয়া গুলি করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদেরও এই নৃশংস কার্যসাধনে প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা নিরস্ত থাকিল। তাহাদিগকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার ভয় প্রদর্শিত হইল তথাপি তাহারা নিরীহ জীবের শোণিতপাতে আর অগ্রসর হইল না***।

* *Thomson, Story of Cawnpur, p. 212-13. Comp. Russell, Diary in India, Vol. II, p. 167.*

** *Martin, Indian Empire. Vol. II, p. 381*

*** *Ibid, pp. 381-82.*

অনন্তর কারাগারের তত্ত্বাবধায়িকা বেগম, কয়েক জন কসাই ও অন্য নরঘাতক লোক, সর্বসমেত পাঁচজনকে লইয়া আসিল। ইহারা সন্ধ্যাকালে তরবারির আঘাতে হতভাগ্য জীবদিগের প্রাণসংহার করিতে লাগিল। অনেকে নির্দয় নরঘাতক-দিগের অস্ত্রাঘাতে অবিলম্বে দেহত্যাগ করিল। কেহ কেহ অর্ধমৃতাবস্থায় পড়িয়া রহিল। রাত্রিকালে ভীতিব্যঞ্জক চীৎকারের বিরাম হইল বটে, কিন্তু মর্মান্তিক কাতরতা-প্রকাশক ধ্বনির বিরাম হইল না। ১৬ই জুলাই প্রাতঃকালে নিহত ও আসন্নমৃত্যু-দিগের দেহ, নিকটবর্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। কথিত আছে, আহত মহিলাদিগের কাহারও কাহারও কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল। তাহারা কাতরস্বরে আপনাদের যন্ত্রণার অবসান করিবার প্রার্থনা করিতে লাগিল। কয়েকটি বালক অক্ষতশরীরে ছিল। শরীরের খর্বতা ও ঘনসন্নিবিষ্ট মহিলাদিগের মধ্যে অবস্থিতি-প্রযুক্ত ইহাদের দেহে অস্ত্রস্পর্শ হয় নাই। ইহারা এখন সবিস্ময়ে ও সভয়ে কূপের পার্শ্বে দৌড়িতে লাগিল। ঘটনাস্থলে কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিল, কিন্তু হতভাগ্য শিশুদিগের প্রাণরক্ষা করিতে কেহই সাহসী হইল না। হত, আহত ও অস্ত্রাঘাতশূন্য, সকলেই সেই কূপে সেই সাধারণ সমাধিতে সমাহিত হইল*। আজিমুল্লার মন্ত্রণার ও আজিমুল্লার চেষ্টায় এইরূপে কানপুরের শেষ হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হইল। নিহত ইউরোপীয় কুলকামিনী-দিগের কাহারও সম্মান বিনষ্ট হয় নাই। কেহই পরপুরুষের সংস্পর্শে কলঙ্কিত হন নাই। কাহারও হৃদয়নিহিত জীবাধিক অমূল্য রত্ন অপহৃত হয় নাই, বা কেহই বিকৃত-দেহ ও গৌরবভ্রষ্ট হইয়া অবস্থিতি করেন নাই**। বিপক্ষেরা, কেবল তাহাদের

---

* ষষ্ঠ পদাতিক-দলে ফিচেট্ নামে একজন ফিরিঙ্গী বাদ্যকর ছিল। উত্তেজিত মুসলমান সিপাহীরা তাহাকে মুসলমানধর্ম পরিগ্রহ করিতে বলে। ফিচেটও তাহাতে সম্মত হয়। এজন্য তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয় নাই। সে কানপুরের এই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড দর্শন করে। ফিচেট্ কহিয়াছে—'পরদিন (১৬ই জুলাই) বেলা ৮ ঘটিকার সময় ঝাড়ুদারেরা মৃতদেহ নিকটবর্তী কূপে নিক্ষেপ করিতে আদিষ্ট হয়। তাহারা শবগুলি চুলে ধরিয়া টানিয়া বাহির করে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ জীবিত ছিল।...তিনটি শিশুও জীবিত ছিল। আমি একটি শিশুকে জীবিতাবস্থায় কূপে নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি।...আমার বিশ্বাস, অন্যান্য জীবিত শিশু ও স্ত্রীলোক এইরূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।'—*Martin, Indian Empire, Vol. II; pp. 362, 382.*

বিবিঘরে ২১০ জন অবরুদ্ধ ছিল। ইহাদের হত্যার পূর্বে ১২ জনের মৃত্যু হয়। হত্যার সময়ে ১৯৮ জন অবরুদ্ধ ছিল।—*Kaye, Sepoy War; Vol. II; p. 356, note.*

** *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 373.* কে সাহেব যখন স্বীয় সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসে উপস্থিত বিষয় লিখেন, তখন আয়র্লণ্ডের অঙ্গচ্ছেদন সংক্রান্ত বিষয় তাঁহার গোচর হয়। কতিপয় উদ্ধতস্বভাব আয়র্লণ্ডবাসী ওকনার নামক একব্যক্তির

শোণিতপাতের জন্য আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিল, সুতরাং কেবল শোণিতপাত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিল। কিন্তু গভীর উত্তেজনায় অধীর ও ঘোরতর বিদ্বেষে পরিচালিত হইলেও, তাহারা এই সকল নিঃসহায় ও নির্দোষ জীবের শোণিতপাত-পূর্বক নিঃসন্দেহে অপকর্মের একশেষ করিয়াছে। ভারতবর্ষীয়েরা চিরদিনই অনুদ্ধত, চিরদিনই স্নিগ্ধ-প্রকৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। এই শান্ত ও স্নিগ্ধস্বভাব ভারতবর্ষীয়েরাই এক সময়ে উত্তেজনার আবেগে কোমলাঙ্গী মহিলা ও কোমলপ্রাণ শিশুদিগকেও তরবারির আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পৃথিবীর যে যে স্থলে ভীষণ বিপ্লবের পূর্ণবিকাশ হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই এইরূপ লোমহর্ষণ ঘটনার আবির্ভাব দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় নিরীহ-জীব-প্রধান ভূখণ্ডে মহাবিপ্লবে কোমলতার স্থলে কিরূপ জিঘাংসার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা উপস্থিত ঘটনাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

নানা সাহেব ১৬ই জুলাই অশ্বারোহী, পদাতিক ও গোলন্দাজে প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া, ইংরেজ সেনাপতির গতিরোধে অগ্রসর হইলেন। তিনি কানপুরের প্রায় চার মাইল দক্ষিণে, অহর্বা নামক পল্লীতে উপনীত হইয়া, সেনা সন্নিবেশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানের দুইটি প্রধান পথ দুইদিকে গিয়াছিল। দক্ষিণ দিকে একটি পথ, কানপুরের সৈনিক-নিবাসের দিকে প্রসারিত ছিল। বামদিকে, দিল্লীর দিকে বড় রাস্তা গিয়াছিল। বামে জাহ্নবী প্রবাহিত হইতেছিল, দক্ষিণে একটি প্রাচীর-বেষ্টিত পল্লী ও বিস্তৃত আম্রকানন ছিল। বামে গঙ্গার দিকে ঢালু স্থানে বৃহৎ বৃহৎ কামান স্থাপিত হইল। পথের সন্ধিস্থলে ও উহার উভয়পার্শ্বে পদাতিকগণ—পদাতিকদিগের পশ্চাতে, অশ্বারোহি-দল অর্ধচন্দ্রাকারে স্থান-পরিগ্রহ করিল। উভয় পথের সন্ধিস্থলের দক্ষিণে বহুসংখ্যক অশ্বারোহী অবস্থিত করিতে লাগিল, যেহেতু তাহারা ভাবিয়াছিল যে, ইংরেজ সেনাপতি দিল্লীগামী প্রশস্ত পথ দিয়াই অগ্রসর হইবেন। নানা সাহেব যে, স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সে সংবাদ ইংরেজের শিবিরে ১৫ই জুলাই রাত্রিতে উপস্থিত হইয়াছিল। কানপুর, ইংরেজ সৈনিক-দলের আরও বাইশ মাইল দূরে ছিল। সেই রাত্রি ও পরদিন প্রাতঃকালে চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রান্ত হইল। ইংরেজ সৈন্য পথবর্তী আম্রকাননে, আহারীয়-দ্রব্য প্রস্তুত করিল। তাহারা আহারপানে

গৃহে গমন করে। যাহার উপর উহাদের বিদ্বেষ ছিল, তাহাকে না পাওয়াতে উহারা ওকনরের নাসিকাচ্ছেদ করে। (*Ibid*, *p. 374*, *note*) উদ্ধত ও উত্তেজিত সিপাহীরা এরূপ কার্য করে নাই।

টমসন সাহেব লিখিয়াছেন, 'যখন প্রাচীরবেষ্টিত স্থানের কার্য শেষ হয়, তখন আমাদের সুন্দরী ও যুবতী কামিনীরা দীর্ঘকাল অনাবৃত স্থানে ও নিরতিশয় দুরবস্থায় থাকাতে এরূপ অপরিষ্কৃত হইয়াছিলেন, যে, কোনও সিপাহী তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হইতে ইচ্ছা করে নাই' (*Story of Cawnpur*, *p. 212.*)। কিন্তু বিপক্ষেরা যখন জিঘাংসায় পরিচালিত হইয়াছিল, তখন তাহাদের মনে অন্য কোনো ভাবের উদ্বোধন হওয়া সম্ভবপর নহে।

শ্রান্তিবিনোদন করিলে বেলা দুই ঘটিকার সময় আবার অভিযানের সঙ্কেত হইল। দুই মাইল পথ অতিক্রান্ত হইলে, বিপক্ষ সৈন্য তাহাদের দৃষ্টিপথবর্তী হইল। সেনাপতি হাবেলক, নানা সাহেবের বলবহুলতা ও সৈন্যসন্নিবেশ পারিপাট্য দেখিয়া, বিস্মিত হইলেন। তিনি সমরনীতি-বিশারদ বীরপুরুষ ছিলেন, ভূমিষ্ঠ হইয়া, যুদ্ধবিদ্যার আলোচনাতেই কালাতিপাত করিতেছিলেন, এখন বিপক্ষের ব্যূহভেদ জন্য তাঁহাকে, অনেক প্রয়াস স্বীকার করিতে হইল। তাঁহার মনোমধ্যে নানা চিন্তা উদিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি বিপক্ষদিগকে সৈন্য-দলসহ একবারে আক্রমণ না করিয়া, অন্যবিধ সমরচাতুরীর পরিচয় দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার ১,০০০ ইউরোপীয় সৈন্য ও ৩০০ শিখ সৈনিক-পুরুষ ছিল। ইহারা একবারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলে সম্ভবতঃ সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং সেনাপতি এ প্রণালী পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার আদেশে সর্বপ্রথম স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সৈন্য-দলভুক্ত অশ্বারোহীরা যাইতে লাগিল। তাহাদের পশ্চাতে কামান পরিচালিত হইল, কামানের পার্শ্বে পার্শ্বে পদাতিকরা গমন করিতে লাগিল। তাহাদের মস্তকের উপর প্রচণ্ড মার্তণ্ড নিরন্তর অনলকণা নিক্ষেপ করিতে লাগিল। অনেকে আতপতাপে অবসন্ন ও ভূপতিত হইল, তথাপি হাবেলকের সৈন্য-দল নিরস্ত থাকিল না। তাহারা মদিরাপানে প্রমত্ত হইয়া, উৎসাহিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। নানা সাহেবের সৈন্য যখন বিপক্ষের অগ্রগামী অশ্বারোহিদিগকে বৃক্ষতল হইতে নিষ্ক্রান্ত দেখিল, তখনই তাহারা, তাহাদের দিকে গোলার-পর-গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল! কিন্তু এই গোলা সর্বপ্রথম তাদৃশ কার্যকর হইল না। পশ্চাদবর্তী সৈনিকেরা অক্ষত রহিল। হাবেলক, দূর হইতে সমভিব্যাহারী সেনানায়কদিগকে উৎক্ষিপ্ত ধূলোরাশির মধ্যে, আপনার হস্তস্থিত তরবারির অগ্রভাগ দ্বারা, বিপক্ষের ব্যূহসন্নিবেশ-প্রণালী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। এখন সেনানায়কেরাও সেনাপতির নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজ সৈন্য অর্ধ মাইল অগ্রসর হইলে, কানপুরের সৈন্য সর্বপ্রথমে যে দিকে গোলাবৃষ্টি করিতেছিল, সে দিকের পরিবর্তে বিপক্ষেরা অন্যদিকে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। হাবেলক এ পর্যন্ত আপনাদের কামান সজ্জিত করিয়া গোলানিক্ষেপে উদ্যত হইলেন না। তিনি এ বিষয়ে সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্য-দল কর্ষিত ক্ষেত্র দিয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার কামান সমূহও ঐ স্থান দিয়া, অতিকষ্টে পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, কানপুরের সিপাহীরা উপর্যুপরি গোলাবৃষ্টি করিতেছিল। তাহাদের গোলা এরূপ তীরবেগে আসিয়া পড়িতে লাগিল যে, ইংরেজ সৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। আপনাদের কামানদ্বারা, বিপক্ষের কামানের ক্ষমতা যাবৎ তিরোহিত না হয়, তাবৎ তাহারা গমনে নিরস্ত থাকিল।

কিন্তু সিপাহিদিগের তোপ বন্ধ করা ইংরেজ সৈন্যের অসাধ্য হইল। ইংরেজ, বিপক্ষদিগের তোপের সম্মুখে আপনাদের তোপ-স্থাপনে সাহসী হইলেন না। এ দিকে সিপাহিদিগের তোপ হইতে পুনঃ পুনঃ গোলাবৃষ্টি হইতেছিল। তাহাদের বাদ্যকরেরা উৎসাহসূচক বাদ্যধ্বনি করিয়া, তাহাদিগকে অধিকতর উৎসাহিত

করিতেছিল। বাদ্যকারগণ ইংরেজের নিকটে যে সমরবাদ্য শিক্ষা করিয়াছিল, এখন তাহারা সেই সমরবাদ্যেই সিপাহিদিগকে ইংরেজের পরাজয়-সাধনে উৎসাহিত করিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক অতঃপর সঙ্গীনের সাহায্যে বিপক্ষের তোপ অধিকার করিতে ইচ্ছা করিয়া, ইউরোপীয় পদাতিকদিগকে অগ্রসর হইতে কহিলেন। তাঁহার স্কটল্যাণ্ডবাসী পদাতিক-সৈন্য অবিচ্ছিন্ন গুলিবৃষ্টি করিতে করিতে অগ্রসর হইল। কিছুতেই তাহাদের গতিরোধ হইল না। তাহারা বিপক্ষের প্রায় একশত গজ অন্তরে আসিলে, সেনাপতি আক্রমণের আদেশ দিলেন। অমনি উন্মত্ত পদাতিকগণ সঙ্গীন দ্বারা সিপাহিদিগের ব্যূহভেদে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা আর একবারও বন্দুকধ্বনি করিল না। কেবল সঙ্গীনে সঙ্গীনে বিপক্ষদিগকে বিতাড়িত করিতে লাগিল। সেনাপতি হাবেলক সঙ্গে থাকিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কামান অধিকৃত হইল। সিপাহিরা পার্শ্ববর্তী পল্লী হইতে হটিয়া গেল। তাহারা বামদিকে বিতাড়িত হইলে তাহাদের অশ্বারোহী সহযোগীরা অগ্রসর হইল। তাহারা অর্ধচন্দ্রাকারে বিপক্ষদিগের পার্শ্বদেশ পরিবেষ্টিত করিল। যদি এই সময়ে কোনো অভিজ্ঞ বীরপুরুষ তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে ইংরেজ-সৈন্যের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিত*। কিন্তু সুদক্ষ পরিচালকের অভাবে তাহারা ক্রমে স্বীয় দল হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। যদিও তাহাদের এক দলের পর আর একদল হটিতে লাগিল, তথাপি তাহারা গুলিবর্ষণে নিরস্ত হইল না। ইংরেজ সেনানায়কদিগের একজন কোনোরূপ অসমীক্ষ্যকারিতা দেখাইলে, অমনি আর একজন বিদ্যুৎবেগে আসিয়া তাঁহার সহায় ও সৎপথে পরিচালিক হইতে লাগিলেন**। কিন্তু সিপাহিদিগের মধ্যে এরূপ দূরবর্শী পরামর্শদাতা ছিল না; সুতরাং তাহারা অনেক সময়ে গোলযোগে উদ্‌ভ্রান্ত হইতে লাগিল। এদিকে তেজস্বী শিখেরা যুদ্ধস্থলে ইউরোপীয় সৈনিক-পুরুষের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল। সিপাহিরা পরিচালক-বিহীন হইয়া ইহাদের সম্মুখে স্থির থাকিতে পারিল না। ক্রমে তাহারা দক্ষিণ দিকের দল হইতেও বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কামানের-পর-কামান তাহাদের অধিকারচ্যুত হইল। নানা সাহেব কানপুরের সৈনিক-নিবাসের পথে একটি বৃহৎ কামান স্থাপিত করিয়াছিলেন। শেষে সিপাহিরা এই কামান হইতে গোলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু সেনাপতি হাবেলক পদাতিক-দিগের সঙ্গীনে ঐ কামান ও উহার পার্শ্ববর্তী পল্লী অধিকার করিলেন। সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হইল দেখিয়া, নানা সাহেব যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিলেন। প্রায় আড়াই

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 377.*

** মেজর স্টিফেনসন্ আপনার সৈন্যদল লইয়া বিপক্ষের মধ্যে এরূপ স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, একটি গোলাতেই তাঁহার দল নির্মূল হইত। অমনি মেজর নর্থ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া তাঁহাকে সাবধান করেন। মেজর নর্থের পরামর্শে স্টিফেনসন্ সৈনিক-দলসহ অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে উপনীত হন। —*Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 377.*

ঘণ্টাকাল যুদ্ধ করিয়া, সিপাহীরা নানাদিকে ধাবিত হইল। সেনাপতি হাবেলক কানপুরের যুদ্ধে বিজয়ী হইলেন। এই যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে ১০৮ জন এবং সিপাহিদিগের ২৫০ জন হত ও আহত হইয়াছিল। সিপাহীরা যুদ্ধে বিলক্ষণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। সঙ্গীনে সঙ্গীনে যুদ্ধের সময় তাহারা যথোচিত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা কামানের পার্শ্বে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, গোলানিক্ষেপ করিয়াছিল*। এই যুদ্ধে সেনাপতি হাবেলক অশ্বারোহী সৈনিকে বলীয়ান্ ছিলেন না। তাঁহার কামানও এ যুদ্ধে কার্যকর হয় নাই। তিনি কেবল পদাতিকদিগের সঙ্গীনের বলে এই যুদ্ধে বিজয়শ্রীর অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পদাতিক-দল বহুবিস্তৃত স্থানে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি সিপাহীরা শৃঙ্খলাভ্রষ্ট না হইত, তাহা হইলে, তাহারা বিপক্ষদিগকে নির্মূল করিতে পারিত**। কিন্তু পরাজিত হইলেও সিপাহীরা, সাহস ও পরাক্রমের জন্য অতীতদর্শী ঐতিহাসিকের নিকটে প্রশংসা লাভ করিবে। কানপুরের যুদ্ধ পঞ্চনদের চিরপ্রসিদ্ধ ফিরোজ শহরের যুদ্ধের শ্রেণীতে সমাবেশিত হইয়াছে***। সিপাহীরা যাহাদের নিকটে সমরকৌশল অভ্যাস করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে উত্তেজিত হইয়া, আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহাদেরই বিধ্বংসে অগ্রসর হয়। তাহাদের প্রভুভক্তির অসম্মান হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের পরাক্রম, তাহাদের সাহস ও তাহাদের রণকৌশলের কখন অনাদর হইবে না।

হাবেলকের সৈন্য ক্ষুৎপিপাসায় নিরতিশয় কাতর হইয়াছিল। রজনী-সমাগমে তাহারা কানপুরের সৈনিক-নিবাসের ২ মাইল অন্তরে বিশ্রাম করিতে লাগিল। ১৭ই জুলাই প্রাতঃকালে সেনাপতি সৈনিক-দল-সহ কানপুর অধিকার করিতে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি কানপুরের শোচনীয় ঘটনার বিবরণ জানিতে পারিলেন। চরেরা তাঁহার সৈনিক-দলে আসিয়া সংবাদ দিল যে, তিনি যাহাদের উদ্ধারের আশায় অগ্রসর হইতেছেন, তাহারা মানবের সমস্ত ক্ষমতার বহির্ভূত হইয়াছে। বিবিঘরের মহিলা ও শিশু-সন্তানেরা ঘাতকের হস্তে আত্মবিসর্জন করিয়াছে। এই শোচনীয় সংবাদ অবিলম্বে সমগ্র সৈনিক-দলে প্রচারিত হইল। তাহাদের জয়োল্লাস এই সংবাদে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সেনাপতি হাবেলক দুঃখিত-হৃদয়ে সৈনিক-দলসহ কানপুরের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অগ্রগামী-দল যখন সৈনিক-নিবাসের নিকটবর্তী হইল, তখন দূরে ধূমস্তূপ দর্শনে তাহাদের বোধ হইল যেন মেঘরাশি ব্যোমযানের আকারে ভূগর্ভ হইতে উত্থিত হইতেছে। মুহূর্তমধ্যে প্রচণ্ড শব্দ তাহাদের শ্রুতিগোচর হইল, তৎসঙ্গে তাহাদের পদতলস্থিত ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, বিপক্ষেরা অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। ইংরেজের যে অস্ত্রাগার সিপাহিদিগের বলবুদ্ধি

* *Mutiny of the Bengal Army, p. 153.*

** *Calcutta Review, Vol. XXXII, p. 30.*

*** *Ibid, p. 30.*

করিয়াছিল, যাহার বৃহৎ বৃহৎ কামানের গোলায় ইংরেজ-সৈন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভুত হইয়াছিল, তাহা এইরূপে বিধ্বস্ত হইল।

১৭ই জুলাই কানপুরে আবার ব্রিটিশ-পতাকা উড্ডীন হইল। হাবেলক কানপুর অধিকার করিয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় আপনার সৈন্যের রণদক্ষতা ও কষ্টসহিষ্ণুতার প্রশংসা করিলেন। তাঁহার সৈনিক-দলে অতিসার রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে কেহ কেহ প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধে অনেকেই আহত হইয়াছিল, এখন আবার রোগে অনেকে অবসন্ন হইয়া পড়িল। এই সময়ে হাবেলক সংবাদ পাইলেন যে, নানা সাহেব বিঠুরে সৈন্য-সংগ্রহ করিতেছেন। এই সংবাদে তিনি চিন্তিত হইলেন। দুশ্চিন্তায় তাঁহার প্রশস্ত ললাট-ফলক আকুঞ্চিত ও মুখমণ্ডল পরিম্লান হইল। কিন্তু শেষে ইহা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। সেনাপতি আশ্বস্ত হইলেন। তদীয় পরাক্রান্ত বিপক্ষ জয়াশায় বিসর্জন দিয়া আত্মগোপন করিলেন।

নানা সাহেব যুদ্ধস্থল হইতে কতিপয় সওয়ারের সহিত বিঠুরে গমন করিয়াছিলেন। এই স্থলে অনুচরেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তাঁহার সর্ববিষয়ে প্রধান মন্ত্রণাদাতা মুসলমান সচিব পলায়নে উদ্যত হইলেন। নানা আর বিঠুরের প্রাসাদে থাকিতে সাহসী হইলেন না। তিনি অন্তঃপুরচারিণী মহিলাদিগের সহিত গঙ্গাপার হইয়া পলায়নের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে সাধারণ্যে প্রচারিত হইয়াছিল যে, নানা সাহেব জাহ্নবীগর্ভে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন। বোধহয়, নানা সাহেব তীরবর্তী উদাসীন গঙ্গাপুত্রদিগকে কহিয়াছিলেন, আমার নৌকা গঙ্গার মধ্যভাগে আসিলে যখন নৌকাস্থিত দীপ নির্বাপিত হইবে, তখনই আমি গঙ্গার গর্ভে আত্মবিসর্জন করিব। এই বলিয়া তিনি নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন! নির্দিষ্ট স্থলে উপস্থিত হইলে, নৌকাস্থিত দীপনির্বাণ হইল। তীরবর্তী লোকে ভাবিল, গঙ্গার গর্ভে তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান হইয়াছে। কিন্তু নানা সাহেব অন্ধকারের মধ্যে অপরের অলক্ষিতভাবে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পলায়ন করিলেন। কানপুর ইংরেজের অধিকৃত হইল। নানা সাহেব বিঠুরের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন*। এখন ইংরেজদের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধনের সুযোগ উপস্থিত হইল!

ব্রিটিশ সৈনিক-পুরুষেরা সহিষ্ণুতা ও ধীরতার জন্য প্রসিদ্ধ নহে। যখন তীব্র মদিরা তাহাদের উদরস্থ হয়, ধমনীমধ্যে শোণিত প্রবাহ উষ্ণ হইয়া উঠে, তখন তাহারা ভীষণ দানবের ন্যায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে। নিরীহ পথিক তাহাদিগকে দেখিয়া ভীত হয়, নির্দোষ গৃহবাসী তাহাদের আগমনে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে। নিঃসহায় পণ্যজীবী তাহাদের জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে। তাহারা স্বধর্মাবলম্বী বিপক্ষের সহিত ন্যায়ানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও, দানব-প্রকৃতির পরিচয় দিতে বিমুখ হয় না। কেহ আপনার সম্পত্তি, আপনার গৃহ বা আপনার স্বাধীনতারক্ষার জন্য, তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেই, তাহারা অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকে। তাহারা

* কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সেরার সাহেব এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 390, note.*

এ সময়ে দয়াধর্ম বিসর্জন দেয়। কোনো পাপকার্য তাহাদের সমক্ষে অসম্পন্ন থাকে না। স্ত্রী, পুরুষ কেহই তাহাদের নিকটে নিষ্কৃতিলাভ করে না। সেনাপতি হাবেলকের ইউরোপীয় সৈনিকেরাও এইরূপ কঠোর পাশব-প্রকৃতির বশীভূত হইয়াছিল। এ সময়ে কানপুরে তাহাদের গভীর উত্তেজনা-জনক বিষয়সমূহ নবীনভাবে রহিয়াছিল। তাঁহাদের স্বপক্ষীয়দিগের অবরোধস্থানের অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বর্তমান ছিল। তাহাদের বিদগ্ধ সৈনিক-নিবাসের ভস্মস্তূপ রহিয়াছিল। তাহারদের ইষ্টক-নির্মিত গৃহপ্রাচীরে প্রচণ্ড গোলার আঘাতচিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। তাহারদের মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের শোণিতপ্রবাহে বিবিঘরের গৃহতল কর্দমিত হইয়াছিল। উহার স্থানে স্থানে কুল-কামিনীদিগের কেশগুচ্ছসমূহ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছিল, শিশুদিগের খেলনা, জুতা, টুপি প্রভৃতি শোণিতস্রোতে রঞ্জিত ছিল। এক পার্শ্বে প্রাত্যহিক উপাসনার একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ হতভাগ্য অবরুদ্ধদিগের অন্তিমে অন্তর্যামী ভগবানের নিকটে কাতরতা-প্রকাশের পরিচয় দিতেছিল। সমাগত সৈনিকেরা অবরোধস্থানে গমন করিল, তথায় তাহারা বিস্ময়ে অভিভূত ও অনুশোচনায় অধীর হইয়া উঠিল; তাহারা বিবিঘরে উপনীত হইল, তথায় তীব্র যাতনানলে তাহাদের হৃদয়ের প্রতি স্তর দগ্ধীভূত হইল, প্রতি শিরায় শোণিতপ্রবাহ খরবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রতিহিংসাবহ্নির জ্বালাময়ী শিখায় সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত হইল। তাহারা একেই মদিরাপানে উন্মত্ত ও বিবেচনাশূন্য ছিল, এখন এইরূপ উত্তেজনাজনক বিষয়ে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া, কানপুরে কৃষ্ণবর্ণের অস্তিত্ব-বিলোপে উদ্যত হইল।

উন্মত্ত ইউরোপীয় সৈনিকগণ এই সময়ে কানপুরে যেরূপ বিধ্বংস ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছে, তাহাদের দল আর কোনো স্থলে, কোনো সময়ে তাদৃশ ভীষণ কার্যসাধন করে নাই। ইতিহাসে তাহাদের যে সমস্ত অমানুষিক কার্যের বর্ণনা রহিয়াছে, কানপুরের ঘটনা তৎসমুদয়কেই অতিক্রম করিয়াছে। এ সময়ে সৈনিক-নিবাসে বা শহরে তাহাদের কোনোও শত্রু ছিল না। নানা সাহেবের সৈন্য পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছিল। তাহারা কোন্ দিকে কোন্ স্থানে গিয়াছিল, তাহা কেহই জানিত না। কিন্তু নির্দয় প্রকৃতির ইউরোপীয় সৈনিকেরা উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষের সকলেই আপনাদের শত্রুর শ্রেণীতে নিবিষ্ট ও ভারতের সমগ্র নগরকেই কানপুরের ন্যায় আপনাদের স্বদেশীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত মনে করিয়াছিল। তাহারা কানপুরে বা উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে যাহাকে দেখিতে পাইল, তাহাকেই নানা সাহেবের অনুচর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কোনোও বিষয়ের সত্যতা নিরূপণে তাহাদের প্রবৃত্তি রহিল না; কাহারও নির্দোষিত্ব বা অপরাধের নির্ণয়ে তাহাদের মনোযোগ থাকিল না। তাহারা যাহাকে দেখিতে পাইল অবলীলাক্রমে তাহারই শোণিতপাত করিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা কেহই তাহাদের কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিল না। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, উত্তেজিত ইউরোপীয় সৈনিকেরা কানপুরে দশ হাজার অধিবাসী হত্যা করিয়াছিল।* একজন ইংরেজ

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 384.*

ঐতিহাসিক ইহা অতিশয়োক্তি-দূষিত বলিয়াছেন*। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা সমেত দশ হাজার অধিবাসী হত্যা অতিশয়োক্তি-দূষিত হইতে পারে, কিন্তু হাবেলকের প্রমত্ত-সৈন্য যে, অবাধে সংহারকার্য সম্পাদন করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে ইংরেজের শিবিরে কানপুরের অতি অল্প লোকেই খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিত। অধিকাংশ অধিবাসীই ইংরেজ সৈনিকদিগের ভয়ে নিকটবর্তী পল্লীসমূহে আত্মগোপন করিয়াছিল, অনেকে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া, অযোধ্যার দিকে গিয়াছিল। একজনের অপরাধে তদ্দেশীয় সমুদয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান অবশ্য ন্যায়সঙ্গত নহে। পশু-প্রকৃতির বিনিময়ে, পশু-প্রকৃতির পরিচয় দিলে, মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয় না। ইংরেজ-সৈন্য নিঃসন্দেহে গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, যেহেতু তাহারা তাহাদের স্বদেশের কুলকামিনী ও শিশু-সন্তানগণের শোণিতপ্রবাহ দেখিয়াছিল। তাহারা যাহাদের রক্ষার জন্য, অসহনীয় কষ্টভোগ করিয়া আসিয়াছিল, তাহারা নিষ্ঠুর-প্রকৃতি লোকের হস্তে নিহত হইয়াছিল। যে দেশের লোকের হস্তে তাহাদের নিরীহ কুলকন্যা ও বালক-বালিকাদিগের এইরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সেই দেশের সকলেরই শোণিতপাত করা তাহারা পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিয়াছিল। দয়াধর্মে তাহাদের প্রকৃতি উন্নত হয় নাই। ন্যায়পরায়ণতা তাহাদিগকে সৎপথে দেখাইয়া দেয় নাই। সুতরাং এইরূপ সর্ব-সংহারকার্যে তাহারা লজ্জিত হয় নাই। কিন্তু যে সেনাপতি তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, অধীন সৈনিকদলের ঈদৃশ পাশব ব্যবহার, ইতিহাসে অবশ্য তাঁহার লজ্জার কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি সর্বপ্রথম সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলার মর্যাদারক্ষার জন্য কঠোর আদেশ প্রচার করিলে, তদীয় সৈন্য উন্মত্তভাবে সকলের প্রাণনাশ করিতে পারিত না। হাবেলক শেষে সৈনিক-পুরুষদিগকে সুশৃঙ্খলভাবে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সৈনিকেরা সর্ববিধ্বংসের ন্যায় সর্বস্ব লুণ্ঠন করিতে-ছিল। কানপুরে কাহারও জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ ছিল না। যেখানে যাহা পরিদৃষ্ট হইত, উন্মত্ত সৈনিকেরা তাহাই লুঠিয়া লইত। এদিকে তাহারা নিরন্তর মদ্য-পানে আসক্ত হইয়াছিল! উগ্র মদিরায় তাহাদের সমস্ত কুপ্রবৃত্তি অধিকতর তেজস্বিনী হইয়া উঠিয়াছিল। সেনাপতি হাবেলক সৈনিকদিগের পানদোষ নিবারণ জন্য কান-পুরের সমস্ত মদ্য রসদ-বিভাগের জন্য ক্রয় করিতে আদেশ দিলেন। আর তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ জন্য একজন সামরিক বিচারক নিযুক্ত করিলেন। বিচারকের প্রতি এই আদেশ থাকিল যে, ব্রিটিশ সৈন্যের যে-কেহ লুঠতরাজ করিবে, তাহাকেই সামরিক পরিচ্ছদসহ ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দলের সেনানায়কেরাও স্ব স্ব দলের সৈনিকদিগের ঔদ্ধত্য ও নিষ্ঠুরতার নিবারণ জন্য মনোযোগী হইলেন।

সেনাপতি হাবেলক অতঃপর সৈনিক-নিবাসের উত্তর-পশ্চিমদিকে, নবাবগঞ্জের নিকটে, দিল্লীগামী প্রশস্ত রাজপথ রক্ষার জন্য একদল সৈন্য-সন্নিবেশ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, বিপক্ষেরা দলবদ্ধ হইয়া ঐ পথে তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইবে,

* *Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 311, note.*

কিন্তু সে সময়ে বিপক্ষ সৈন্য উপস্থিত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহার সৈন্য স্থানান্তরে অপসারিত হওয়াতে অন্য বিষয়ে সুফল হইয়াছিল? এ স্থান হইতে তাহাদের মদের দোকানে মদ্যপানের সুবিধা ছিল না। এজন্য তাহারা পূর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। সেনাপতি হাবেলক যখন সৈনিক-দলের শৃঙ্খলাবিধান করিতেছিলেন, তখন সেরার সাহেব কানপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যভার গ্রহণ-পূর্বক সাধারণের মধ্যে শান্তিরক্ষায় মনোযোগী হইলেন। ১৮ই জুলাই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব কানপুরে ইংরেজের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত ও ইংরেজের আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কোতোয়ালীতে আবার অনেকে ম্যাজিস্ট্রেট সেরার সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার আদেশানুসারে কার্য করিতে লাগিলেন।

পরদিন বিঠুরে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। হাবেলক ইতঃপূর্বে চরমুখে যে সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি অধিক সৈন্য প্রেরণ আবশ্যক বোধ করিলেন না। নানা সাহেব পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুচরেরা আত্মগোপন করিয়াছিল। কেবল সুবাদার রামচন্দ্র পন্থের পুত্র নানা নারায়ণ রাও বিঠুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নানা ধুন্দুপন্থের এই অনুচর স্বীয় প্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন না। ধুন্দুপন্থ ইঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষে নানা সাহেব পলায়ন করিলে নানা নারায়ণরাও ব্রিটিশ সেনাপতির অনেক সাহায্য করেন*। হাবেলক, নানা সাহেব ও তদীয় অনুচরবর্গের পলায়ন সংবাদ ইঁহার নিকট হইতেই প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, বিঠুরের প্রাসাদ ও নানা সাহেবের ঐশ্বর্য এখন ব্রিটিশ সৈন্যের পদানত হইল। সৈনিকেরা বিঠুরের বহুমূল্য সম্পত্তি বিলুণ্ঠন করিল। প্রাসাদের নিকটবর্তী কূপসমূহে নানা সাহেবের স্বর্ণ বাসন, রৌপ্য ঘড়া প্রভৃতি পাওয়া গেল। শিখেরা পেশবা বাজীরাওর তিন লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তাখচিত তরবারি প্রাপ্ত হইল**। নানা সাহেবের

নানকচাঁদ নানা নারায়ণ রাওকে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের বিপক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'নানা নারায়ণ রাও নানা ধুন্দু পন্থকে গঙ্গার অপর তটে লইয়া গিয়াছিলেন। শেষে তিনি বিঠুরে প্রত্যাগত হন।···লোকে বলিয়াছে, নারায়ণ রাও যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুরক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে নানা ধুন্দু পন্থকে ধরিতে পারিতেন।' এইরূপ নারায়ণ রাওর বিপক্ষে আরও অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। কিন্তু নানকচাঁদের কথা সকল স্থলে বিশ্বাসযোগ্য নহে। নানকচাঁদ লিখিয়াছেন, তিনি ১৭ই জুলাই কানপুরের কোতোয়ালীর নিকটে সেনাপতি হাবেলক ও সেনাপতি নীলকে দেখিয়াছেন। কিন্তু সেনাপতি নীল ইহার তিনদিন পরে কানপুরে উপনীত হন।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 393, note.*

Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 384 কথিত আছে, নানা সাহেব আত্মহত্যার জন্য একটি বৃহৎ 'রুবি' লইয়া পলায়ন করেন। পরে তিনি উহা দশ হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়াছিলেন।—*Story of Cawnpur, pp. 49-50.*

বিস্তৃত প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এইরূপে কানপুরের পেশবার প্রাধান্যের পরিসমাপ্তির সহিত তাঁহার সমস্ত আশার অবসান হইল। ইংরেজ আবার কানপুরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহাদের উচ্ছৃংখল সৈন্যের হস্তে কানপুরবাসিগণ দলে দলে নিহত হইল। এই সময়ে আর একজন কঠোরহৃদয় ব্রিটিশ বীরপুরুষ পূর্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোরতা দেখাইবার জন্য আবির্ভূত হইলেন।

সেনাপতি নীল, হাবেলকের গমনের পর, এলাহাবাদ রক্ষার বন্দোবস্ত ও কানপুরে যাইবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বারাণসী হইতে কোনো সৈন্য প্রাপ্ত হন নাই। যেহেতু তত্রত্য সৈনিক কর্মচারী স্বীয় বলের অল্পতা-প্রযুক্ত কাহাকেও পাঠাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, নীল এলাহাবাদ রক্ষার জন্য যাহা যাহা করিতে হইবে, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করেন এবং ঐ উপদেশলিপি, তাঁহার পরবর্তী পদাধিকারীকে দিবার জন্য কাপ্তেন হে সাহেবের নিকটে রাখেন। ১৫ই জুলাই প্রধান সেনাপতি তাঁহার নিকট তারে এইরূপ আদেশ প্রেরণ করেন 'হাবেলকের শরীর তাদৃশ সুস্থ নহে।...যদি হাবেলক কার্যে অসমর্থ হন, তাহা হইলে আপনি ঐ কার্যভার গ্রহণ করিবেন। আপনাকে ঐ স্থলে নিযুক্ত করা হইল। অতএব আপনি আপনার পরবর্তী সৈনিক কর্মচারীর হস্তে এলাহাবাদ রক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া অবিলম্বে হাবেলকের সহিত মিলিত হইবেন।' প্রধান সেনাপতির এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া নীল ঐ দিন অপরাহ্নে কানপুরে যাত্রা করেন। তিনি ২০শে জুলাই প্রাতঃকালে কানপুরে হাবেলকের সহিত সম্মিলিত হন।

সেনাপতি হাবেলক নীলের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ উত্তেজিত সিপাহি-দলে পরিবৃত হইয়াছিল, আগ্রা অবরুদ্ধ হইয়াছিল; দিল্লী সিপাহিদিগের প্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। হাবেলক কালবিলম্ব না করিয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি যখন গঙ্গা পার হইবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, তখন নীল কানপুরের কার্যভার গ্রহণ করিলেন।

কানপুরের হত্যাকাণ্ডে অপরাধিদিগের অনুসন্ধান ও তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান এখন নীলের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কার্য হইল। তিনি এলাহাবাদের অধিবাসিদিগকে কেবল ফাঁসিকাষ্ঠে বিলম্বিত করিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন। কানপুরে ফাঁসির সহিত আর এক অভিনব কঠোর দণ্ড সংযোজিত হইল। বিবিঘরের নিকটবর্তী যে কূপে শবরাশি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নীলের আদেশে সৈনিকেরা তাহা মাটিতে পূর্ণ করিয়া সমাধিস্থানের ন্যায় করিল। কিন্তু নীল বিবিঘর পরিষ্কৃত করিবার আদেশ দিলেন না। বিবিঘরের শোণিত পরিষ্কারের ভার অপরাধীদিগের প্রতি সমর্পিত হইল। নীল শোণিতময় গৃহতল ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া দিলেন। ফাঁসির পূর্বে হতভাগ্য অপরাধীরা নির্দিষ্ট অংশ পরিষ্কৃত করিতে আদিষ্ট হইল। নীল এবিষয়ে জাতিবর্ণ বিচার করিলেন না। সর্বপ্রথম ষষ্ঠ পদাতিক-দলের একজন স্থূলাবয়ব সুবাদারের হস্তে সম্মার্জনী দেওয়া হইল। সুবাদার উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল; সুতরাং ফিরিঙ্গীর শোণিত পরিষ্কারে সহজে সম্মত হইল না, অমনি তাহার পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাত হইতে

লাগিল। সুবাদার যাতনায় চীৎকার করিতে করিতে স্বহস্তে নির্দিষ্ট অংশ পরিষ্কৃত করিল। অনন্তর তাহার ফাঁসির পর তদীয় শব প্রকাশ্যে পথের পার্শ্বে প্রোথিত হইল। কয়েক দিবস পরে আর কতিপয় ব্যক্তি অপরাধী বলিয়া আনীত হইল। ইহাদের মধ্যে ইংরেজের দেওয়ানী আদালতের একজন মুসলমান কর্মচারী ছিল। এ ব্যক্তিও আপত্তি প্রকাশ করিল। পুনঃ পুনঃ কষাঘাতে শেষে এই হতভাগ্য মুসলমান জিহ্বা দ্বারা নির্দিষ্ট অংশের রক্ত চাটিয়া ফেলিল।

কঠোরহৃদয় ইংরেজ বীরপুরুষ এইরূপ কঠোরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে এইভাবে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন—'দুই শতকের অধিক কুলকন্যা ও শিশু-সন্তান এই গৃহে (বিবিঘরে) আনীত হইয়াছিল। অনেকে নৌকায় নিহত হইয়াছিল। অনেকে অবরোধসময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। যাহারা জ্বর, আমাশয় ও অতিসার হইতে বিমুক্ত ছিল, তাহারা এই স্থানে নিহত হয়···। তাহাদিগকে প্রথমে অপকৃষ্ট খাদ্য দেওয়া হইত, এবং তাহাদের সহিত নিকৃষ্টভাবে ব্যবহার করা হইত। শেষে তাহাদিগকে পরিষ্কৃত পরিচ্ছদ দেওয়া হইত। তাহাদের কার্যের জন্য ভৃত্যগণও নিযুক্ত হইয়াছিল। শেষদিন সন্ধ্যার প্রক্কালে তাহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল, পরক্ষণে দুরাচার দানবেরা তাহাদের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে। যাহারা ঐ স্থানে রোগে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহাদের দেহ নিকটবর্তী কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দুরাচারেরা যাহাদের হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের শবও ঐ কূপে নিক্ষেপ করে। আমি এই স্থানে আসিয়াই উক্ত গৃহ দেখিয়াছি। উহার স্থানে স্থানে মহিলা ও বালক-বালিকাদিগের শোণিতরঞ্জিত ছিন্ন পরিচ্ছদ ও পাদুকা রহিয়াছে। মস্তকের বিচ্ছিন্ন কেশগুচ্ছ সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। যে গৃহে তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া, হত্যা করা হইয়াছিল, তাহার মেঝে শোণিতে পরিলিপ্ত হইয়াছে*। ইহাতে কেহই আপনার হৃদয়গত বেদনা সংযত করিতে পারে না। যাহারা এরূপ কার্য করিয়াছে, কেই-বা তাহাদের প্রতি দয়াপ্রদর্শন করিতে পারে?··· যে দণ্ডে ভারতবর্ষীয়দিগের হৃদয়ে নিরতিশয় বেদনা অনুভূত হয়, আমি এই কার্যে তাহাদের সমক্ষে সেইরূপ দণ্ডবিধান করিতে ইচ্ছা করি। এই দণ্ড হিন্দুধর্মাবলম্বীদিগের আপত্তিজনক হইলেও বর্তমান বিপদাপন্ন সময়ের সবিশেষ উপযোগী**।'

নীল যখন কানপুরে উপনীত হন, তখন উত্তেজিত শিখ ও ইউরোপীয় সৈনিকেরা অবাধে অপরের সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। তাঁহার কঠোর আদেশে সৈনিকেরা শেষে ইহাতে নিবৃত্ত হয়। তিনি এই সময়ে, বিলুণ্ঠন ও পূর্বোক্ত দণ্ডবিধান সম্বন্ধে তাঁহার একজন আত্মীয়কে লিখিয়াছিলেন, "এই স্থানে যেদিন আসিয়াছি, সেই দিন হইতেই

* সেনাপতি হাবেলকের সমভিব্যাহারী মেজর নর্থও উক্ত স্থানের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা যে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তাহা এই বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p, 398, note,*

** *Ibid, p. 398-99,*

আমাকে শান্তি ও শৃঙ্খলার স্থাপন জন্য গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার উপস্থিতি সময়ে সর্বস্ব বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, আমি শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করিয়া উহা নিবারিত করিয়াছি…। সৈনিক কর্মচারীদের ভৃত্যেরা সাতিশয় নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিল। তাহাদের সকলেই নিম্নজাতির লোক। তাহারা আপনাদের প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। যখনই কোনো বিদ্রোহী ধৃত হইয়াছে, তখনই তাহার বিচার হইয়াছে। সে আত্মরক্ষার জন্য কোনো প্রমাণ দিতে না পারিলে, অমনি তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। যে গৃহে কুলকামিনী ও শিশু-সন্তানেরা নিহত হইয়াছিল, সেই গৃহের রক্ত এখনও দুই ইঞ্চি গভীর রহিয়াছে। আমি এই রক্তময় স্থানের নির্দিষ্ট অংশ প্রধান বিদ্রোহিদিগের দ্বারা পরিষ্কৃত করাইয়াছি। রক্তস্পর্শ করা উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে সাতিশয় জুগুপ্সিত কার্য। তাহাদের মতে এ কার্যে তাহাদের আত্মা অনন্তকাল কষ্টভোগ করিয়া থাকে। তাহারা যাহাই মনে করুক, এরূপ অপকার্যে এইরূপ শাস্তি দিয়া ঐ বিদ্রোহিদিগকে আশঙ্কাগ্রস্ত করাই আমার উদ্দেশ্য।…'

সেনাপতি নীল এতদ্দেশীয় ভৃত্যদিগের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রমাণ কোথা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে জানা যায় নাই। এই সকল ভৃত্য অবরোধের স্থানে আপনাদের প্রভুদিগের পার্শ্বে থাকিয়া কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিল। তাহারা সেই স্থানে অকাতরে দেহত্যাগ করিয়াছে, তথাপি প্রভুদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। বিশ্বস্ত আয়ারা আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও শিশুদিগের পালন জন্য প্রভুপত্নীর পার্শ্বে অবস্থিতি করিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারাও ঐ সকল হতভাগ্য নিহত জীবের সহিত পূর্বোক্ত কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে*। ফলতঃ, সেনাপতি নীল সবিশেষ না জানিয়া, এই সকল বিশ্বস্ত পরিচারকদিগকে অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। যাহারা যৎসামান্য বেতনের বিনিময়ে প্রভুর জন্য অকাতরে আত্মবিসর্জনে উদ্যত হয়, তাহাদের তুল্য হিতৈষী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি আর নাই। ভারতবর্ষীয় ভৃত্যেরা উপস্থিত সময়ে এরূপ হিতৈষিতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিল। ইংরেজ সেনাপতি এ সময়ে গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিলেন, উত্তেজনার আবেগে তিনি হিন্দু ও মুসলমান, উভয়ের হৃদয়েই নিদারুণ আঘাত দিতেও ত্রুটি করেন নাই। স্বহস্তে বিধর্মীর শোণিত পরিমার্জন ও শোণিত পরিলেহন নিরতিশয় বীভৎস ব্যাপার। সুসভ্য দেশের সুসভ্য সেনাপতি এই বীভৎস ব্যাপারের অনুষ্ঠানপূর্বক নিঃসন্দেহ হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মানুগত সংস্কারের বিরুদ্ধে কার্য করিয়াছিলেন। তিনি যাহাদিগকে বিপক্ষ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের ফাঁসিতেও তাঁহার হৃদয় শান্ত হয় নাই। তিনি তাহাদিগকে নিরতিশয় নিন্দনীয় কার্যে প্রবর্তিত করিয়া দুর্দমনীয় প্রতিহিংসার পরিচয় দিয়াছিলেন। উপস্থিত সময়ে লোকে জাতিনাশ ও ধর্মনাশের আশঙ্কাতেই বিচলিত হইয়াছিল। সেনাপতি নীল এই আশঙ্কা দূরীভূত না করিয়া

* *Martin, Indian Empire, Vol. II, p. 385.*

বর্ধিত করিতেই সচেষ্ট হইয়াছিলেন। সবিশেষ বিচার বিতর্ক না করিয়া তিনি সমগ্র ভারতবাসীকে উৎসন্ন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি আপনার এই কার্য বর্তমান সময়ের উপযোগী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহাতে কোনো সময়ে, তাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই। কোনোরূপে তাঁহার সঙ্কল্প বিফল হয় নাই, বা কোনো অংশে তাঁহার জিঘাংসা, ন্যায়পরতায় ও ধীরতায় সংযত হইয়া উঠে নাই।

এদিকে নীলের উপস্থিতির পূর্বেই কানপুরে সৈন্যসন্নিবেশের স্থান সুরক্ষিত করিবার আয়োজন হইয়াছিল। খেয়াঘাটের অনতিদূরে, প্রায় ২০০ গজ দীর্ঘ ও প্রায় ১০০ গজ বিস্তৃত একটি উন্নত ভূখণ্ড মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হইতেছিল। সেনাপতি নীল উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক শ্রমজীবী প্রাচীর নির্মাণকার্যে নিয়োজিত রহিয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক বালিকা সকলেই আপনাদের সামর্থ্যানুসারে কার্য করিতেছে। হাবেলকের নিরস্ত্রীকৃত অশ্বারোহী সৈনিকেরাও এই কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। নীল হাবেলকের নির্দিষ্ট স্থান উৎকৃষ্ট ও আত্মরক্ষার সবিশেষ উপযোগী বোধ করিলেন। প্রাচীরনির্মাণে কোনোরূপ বিলম্ব ঘটিল না। শ্রমজীবীরা প্রতিদিন সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কার্য করিতে লাগিল। প্রতিদিনই প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক প্রদত্ত হইতে লাগিল। ইহারা এইরূপে এক মাসেরও কম সময়ে, সাত ফীট্ উচ্চ, আঠার ফীট্ বেধ-বিশিষ্ট ও অর্ধমাইল বিস্তৃত প্রাচীর প্রস্তুত করিল। এই অভিনব প্রাচীরের যথাযোগ্য স্থানে কামানসমূহ স্থাপিত হইল। সেনাপতি হাবেলকের সৈন্য অধিক ছিল না। তিনি কানপুরের জন্য আপনার দল হইতে কোনো সৈনিক-পুরুষ রাখিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন। শেষে আকস্মিক বিপদের নিবারণের জন্য অনিচ্ছাসহকারে আপন দলের তিনশত সৈন্য রাখিয়া লক্ষ্ণৌর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে ইংরেজের বলবতী প্রতিহিংসার তৃপ্তিসাধন ও শোণিতরঞ্জিত কানপুরের রক্ষার উপায়বিধান হইল। ইংরেজ দীর্ঘকাল কানপুরের নামে বিচলিত হইবেন। দীর্ঘকাল কানপুর ইংরেজের হৃদয়ে ভয় ও ক্রোধ, অনুশোচনা ও বিদ্বেষের বিকাশ করিবে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে কেবল কানপুরই হত্যাকাণ্ডের জন্য চির-প্রসিদ্ধিলাভ করিবে না। যাঁহাদের স্বদেশীয়েরা কানপুরে নিহত হইয়াছে, তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, পৃথিবীতে এরূপ ভয়াবহ পাপকার্য কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ নির্দেশ করিবে। পূর্বেও অসহায় সৈনিক-দল আত্ম-সমর্পণ করিয়া বিপক্ষের হস্তে নিহত হইয়াছে। স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকারা পূর্বেও তাহাদের শত্রুগণের তরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে*। যেখানে বিপ্লবের আবির্ভাব হইয়াছে, সেইখানেই এইরূপ নিদারুণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। ১৬৪১ খ্রীঃ অব্দে আয়র্লণ্ডে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মাবলম্বী অধিবাসীরা, কাথলিক ধর্মাবলম্বিদিগের হস্তে এইরূপ নিহত হইয়াছিল। ফ্রান্সে সেণ্ট বার্থলমিউ পর্বে হুগুইনট নামক প্রসিদ্ধ

---

* *Russel, Diary in India, Vol. II, p. 164.*

ধর্মসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা বিপক্ষদিগের হস্তে এইরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সিসিলির রাজধানীতে সায়ন্তন উপাসনার সময় বহুসংখ্যক ফরাসী স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাও উত্তেজিত লোকের তরবারির আঘাতে এইরূপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল*। মধ্য-যুগে ইউরোপের ইতিহাসে এইরূপ অনেক ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে সুসভ্য জাতির ইতিহাসেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে**। ইংরেজ যাহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারাই ইংরেজের সর্বনাশে উদ্যত হইয়াছিল। পরাধীন, পরধর্মাক্রান্ত, কৃষ্ণবর্ণ জাতির হস্তে, আপনাদের কুলকন্যা, শিশু-সন্তান প্রভৃতি নিপীড়িত, নিগৃহীত ও নিহত হওয়াতেই ইংরেজের মর্মান্তিক ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা নিগর বলিয়া যাহাদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতেন, তাহারাই যে, তাঁহাদের স্বদেশীয়গণের শোণিতপাতে অগ্রসর হইবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কিন্তু শেষে এই অবজ্ঞার পাত্রেরাই দলে দলে অসি হস্তে করিয়া, তাঁহাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এই অচিন্তনীয় ব্যাপারের জন্য ইংরেজ কানপুরকে অসাধারণ ঘটনার রঙ্গভূমি বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু এক সময়ে এই নিগরদিগের সাহায্যেই ইংরেজ ভারতের রত্নসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে যে, তাঁহাদের অবজ্ঞার পাত্র নিগরেরা সহায় না হইলে, তাঁহারা সহজে এই বহু-সম্পত্তিপূর্ণ, বহু-লোকাকীর্ণ ও বহু-বিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্বাধিপতি বলিয়া সম্পূজিত হইতে পারিতেন না। যাহারা এইরূপ সর্বাধিপত্য স্থাপনে ইংরেজের সহায় হইয়াছিল,

---

* খ্রীঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের অনেকে প্রচলিত কাথলিক ধর্মমত পরিত্যাগ-পূর্বক সংস্কৃত ধর্মানুশাসন পরিগ্রহ করিয়া হুগুইনট নামে প্রসিদ্ধ হন। ইঁহারা ১৫৭২ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাসে প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মাবলম্বিদিগের অধিনায়ক হেনরির বিবাহ উপলক্ষে ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরীতে উপনীত হন। ফ্রান্সের ভূপতি, তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার উত্তেজনায় ২৩শে আগস্ট ইঁহাদের হত্যায় সম্মতি প্রকাশ করেন। ২৪শে ও ২৫শে আগস্ট বহুসংখ্যক হুগুইনট নিহত হন। এইরূপে ছয় সপ্তাহে অনুমান ৫০০০ হুগুইনট ফ্রান্সে হত হইয়াছিলেন।

ফ্রান্সের অন্তর্গত আঞ্জো নামক জনপদবাসী চার্লস ১২৬৬ খ্রীঃ অব্দে সিসিলির শাসনভার গ্রহণ করেন। ইঁহার অধিপত্য সময়ে সিসিলির অধিবাসীরা নিরতিশয় অসন্তুষ্ট হয়। স্পেনের অন্তঃপাতী আরাগণ নামক স্থানবাসী পিদ্রোকে রাজা করিবার জন্য সিসিলির অধিবাসীরা চার্লসের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করে। একদা একজন ফরাসী সৈনিক সিসিলির একটি বধূকে, অপমানিত করাতে অধিবাসীরা প্রকাশ্যভাবে তত্রত্য ফরাসিদিগের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। ১২৮২ অব্দের ৩০শে মার্চ সিসিলির রাজধানী পলরমোতে যখন সায়ন্তন উপাসনাকালীন ঘণ্টাধ্বনি হয়, তখন উন্মত্ত সিসিলবাসিদিগের তরবারির আঘাতে ৮,০০০ ফরাসী স্ত্রী-পুরুষ ও বালক-বালিকা প্রাণত্যাগ করে।

** *Russel, Diary in India, Vol. II, p. 164,*

তাহাদের চিরপ্রচলিত অনুশাসন, চিরন্তন রীতিনীতি ও চিরাগত স্বত্বের মর্যাদা রক্ষা হইলে ইংরেজ বোধহয়, কানপুরেও অক্ষত শরীরে থাকিতেন।

আর নানা সাহেব? ইংরেজ হয়ত চিরকাল নানা সাহেবকে নরাকারে ভীষণ শ্বাপদ বা ক্রূর প্রকৃতি নরদানব বলিয়া নির্দেশ করিবেন। কিন্তু এই নরশ্বাপদ বা নরদানবই অনেক সময়ে তাঁহাদের স্বদেশীদিগের প্রতি যথোচিত সৌজন্যপ্রদর্শন ও করুণা-প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিলেন। আজিমুল্লা প্রভৃতি বিরোধী না হইলে কানপুরের ইউরোপীয়েরা নিরাপদে ও অক্ষতদেহে এলাহাবাদে যাইতে পারিতেন। উত্তেজিত সিপাহীরা যখন ইউরোপীয় সৈনিকদিগের কোনো অনিষ্ট না করিয়া দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হয়, তখন আজিমুল্লার মন্ত্রণায় তাহারা কানপুরে প্রত্যাবর্তন করে। আজিম-উল্লা সতীচৌর ঘাটে হত্যার উপায় উদ্ভাবিত করেন*। এ বিষয়ে নানা সাহেবের সম্মতি ছিল না। স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইল বলিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিমুল্লা প্রভৃতি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, বা তাঁহার হৃদয়গত বেদনায় বিচলিত হন নাই**। আজিমুল্লা, কানপুরের সমুদয় কার্যের অনুষ্ঠাতা। আজিমুল্লার মন্ত্রণায় পবিত্রসলিলা জাহ্নবী ইউরোপীয়দিগের শোণিতে রঞ্জিত এবং বিবিঘর অসহায় কুলকামিনী ও শিশুসন্তানের বিচ্ছিন্ন দেহনিঃসৃত রক্ত-ধারায় পরিলিপ্ত হয়***। নানা সাহেব পারিষদবর্গের একান্ত বশীভূত ছিলেন। এক-দিকে উত্তেজিত সিপাহীরা, আপনাদের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য না হইলে, তাঁহার শোণিতপাত করিবে বলিয়া ভয়প্রদর্শন করিতেছিল, অপর দিকে পারিষদেরা তাঁহার কোনো কথা না শুনিয়া, তাঁহার নামে আপনারাই ভয়ঙ্কর কার্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন। নানা সাহেব, দুই দিকে দুইটি প্রবল-দলের মধ্যে পড়িয়া, সর্বাংশে ক্ষমতা শূন্য হইয়াছিলেন। যে স্থানে তিনি কাহারও প্রতি দয়াপ্রদর্শনে উন্মুখ হইতেন, সেই স্থানেই তাঁহার কোনো পারিষদ আসিয়া বাধা দিতেন। যে স্থানে কেহ কোনো ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করিয়া, তাঁহার শিবিরে লইয়া আসিত, সেই স্থানেই

* *Travelian, Cawnpur. p. 226.*

** যখন সতীচৌর ঘাটে হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়, তখন নানা সাহেব আপনার শিবিরে ছিলেন। তিনি এই কার্যের অনুমোদন করেন নাই, বরং বলিয়াছিলেন, 'আমি ইংরেজদিগকে নিরাপদে এই স্থান হইতে পাঠাইয়া দিতে ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। সুতরাং তাহাদের হত্যায় কখনও সম্মত হইতে পারি না।' কিন্তু বাল সাহেব, আজিমুল্লা খাঁ ও দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের মুসলমানেরা তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কার্য করে। তাহারা বলিয়াছিল, 'আমরা কোনোরূপ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হই নাই, সুতরাং আমাদের ইচ্ছানুসারে কার্য করিব।'—*Shephard, Cawnpur Massacre, p. 107.*

*** *Thomson, Story of Cawnpur, p. 213. Comp. Russell, Diary in India, Vol. II, p. 167.*

তাঁহার পরিবর্তে তদীয় কোনো সভাসদ আসিয়া, অবরুদ্ধ হতভাগ্যের হত্যার বন্দোবস্ত করিতেন*। এইরূপে কানপুরে ইউরোপীয়দিগের শোণিতস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। কথিত আছে, নানা সাহেব কোনো কোনো সময়ে হত্যাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কোনো কোনো স্থলে স্বয়ং হত্যার আদেশ দিয়াছিলেন**। কিন্তু যে স্থলে তাঁহার উপস্থিতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সেই স্থলে ঘটনার দর্শক, তাঁহার অনুপস্থিতির উল্লেখ করিয়াছে***। তিনি কোনো হত্যাস্থলে উপস্থিত থাকিলে বা

* উপস্থিত গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—২৯শে জুন প্রাতঃকালে কয়েকটি বালক কানপুরের গঙ্গার অপর তটে ক্রীড়া করিতেছিল। সহসা তাহারা একটি ইউরোপীয় কর্মচারীকে নিকটবর্তী গর্তে লুক্কায়িত দেখে। বালকেরা তাঁহাকে নিকটবর্তী পল্লীর কৃষকদিগের নিকটে লইয়া যায়। কৃষকেরা আবার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের প্রধানের নিকটে গমন করে। তিনি ভারতবর্ষের কোনো ভাষা জানিতেন না; এজন্য কেবল লক্ষ্ণৌর দিকে অঙ্গুলি প্রসারণ করিয়া, আপনার গন্তব্য স্থান জ্ঞাপন করেন। পল্লীবাসীরা তাঁহাকে চিনি খাইতে দেয়। সাতিশয় ক্ষুধার্ত হওয়াতে তিনি উহা দুই হস্তে ভোজন করেন। সদাশয় কৃষকেরা তাঁহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া, তদীয় জীবন রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সময়ে নিকটবর্তী স্থানের কতিপয় ভূস্বামীর অনেকগুলি সশস্ত্র অনুচর আসিয়া উক্ত ইউরোপীয়কে অবরুদ্ধ করে। তাহারা ইউরোপীয়কে লইয়া কানপুরে উপস্থিত হয়। তাহাদের কতিপয় ব্যক্তি নানা সাহেবকে আনিতে গমন করে। কিন্তু নানা সাহেবের পরিবর্তে বাবাভট্ট আসিয়া নানা সাহেবের নামে ঐ সকল সশস্ত্র ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ ইউরোপীয়ের প্রাণসংহার করিতে বলেন। তাহারা বলে—'এই ব্যক্তির হস্তে অস্ত্র সমর্পণ করুন, এবং ইহাকে আমাদের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে বলুন; তাহা হইলেই আমরা আঘাতের বিনিময়ে ইহাকে আঘাত করিব। এভাবে হত্যা করিতে পারিব না।' এই সময়ে দ্বিতীয় অশ্বারোহিদলের কতিপয় সিপাহী ঘটনাক্রমে এই স্থলে আসিয়া বাবাভট্টের আদেশ পালন করে।—*Travelyan, Cawnpur, pp 276-77.*

** কথিত আছে, নানা সাহেবের বিঠুরের প্রাসাদে বিবি কাটার নামে একটি গর্ভবতী ইউরোপীয় মহিলা অবরুদ্ধ ছিল। উক্ত মহিলা ঐ স্থানে একটি সন্তান প্রসব করে। পেশবা বাজী রাওর বিধবা পত্নীগণ ইহার সহিত সদয় ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। নানা সাহেব যখন বিঠুর হইতে পলায়ন করেন, তখন এই মহিলা ও তাঁর শিশু সন্তানের প্রাণসংহারের আদেশ দিয়াছিলেন। প্রাসাদ-রক্ষকেরা এই আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হয় নাই।—*Kaye, Sepoy War, Vol. II, p. 391, note.*

*** উপস্থিত গ্রন্থের ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

কোনো সময়ে হত্যার আদেশ দিলেও তাঁহার তদানীন্তনী অবস্থার বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ যখন অবস্থাচক্রের আবর্তনে বিপক্ষের সম্মুখে সর্বাংশ অসহায় ও অরক্ষণীয় হইয়া উঠে এবং যখন বিপক্ষের আক্রমণে তাহার সর্বনাশের সূত্রপাত হয়, তখন সে উত্তেজনায় অধীর ও নৈরাশ্যে উন্মত্ত হইয়া, বিপক্ষসংক্রান্ত সকলকেই সমূলে উৎসন্ন করিতে উদ্যত হইয়া থাকে। হতভাগ্য নানা সাহেবেরও শেষে এই অবস্থা ঘটিয়াছিল। ইতিহাসেও হতাশাহৃদয়ের এইরূপ গভীর উত্তেজনার নিদর্শন বিরল নহে। যাহা হউক, নানা সাহেব, তাঁহার মুসলমান সচিবের মন্ত্রণায় পরিচালিত ও অনিবার্য ঘটনায় বাধ্য হইয়া আপনাদের প্রনষ্ট গৌরবের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার আশায়, ইংরেজের বিপক্ষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইংরেজ ইহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু অপরাধ গুরুতর হইলেও অপরাধীর শাস্তি লঘুতর হয় নাই। হতভাগ্য নানা সাহেব কঠোরতম শাস্তিই ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার বহুমূল্য সম্পত্তি পরহস্তগত হইয়াছে, তাঁহার বিস্তৃত প্রাসাদ বিচূর্ণিত ও বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার সম্মান ও ক্ষমতা, এই বিনশ্বর জগতে নলিনীদলগত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল-ভাবের পরিচয় দিয়াছে ; আর তিনি সর্বক্ষমতা হইতে পরিভ্রষ্ট, সর্বসম্পত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া, হয়তো, শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে বা বিপত্তিময় দুরারোহ পর্বতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি এখন শান্তি-সলিল প্রক্ষিপ্ত হউক, তিনি এখন কঠোর-হৃদয় ঐতিহাসিকের কঠোর আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করুন। তাঁহার শোচনীয় অবস্থা—তাঁহার শোচনীয় পরিণাম চিন্তাপূর্বক এখন বিরুদ্ধবাদিগণ সমদর্শিতা ও উদারতার পরিচয় দিয়া, সহৃদয়দিগের বরণীয় হউন।

পরিশিষ্ট

[ধুন্ধু পন্থ নানা সাহেবের নামে ইংরেজদিগের প্রতি জনসাধারণের বিদ্বেষ ও তাহাদের সাহস বর্ধিত করিবার জন্য যে সকল ঘোষণাপত্র ও আদেশপত্র প্রচারিত হয়, নানা নারায়ণ রাও তৎসমুদয় সেনাপতি নীলের হস্তে সমর্পণ করেন। কে সাহেব স্ব-প্রণীত ইতিহাসে ঘোষণাপত্র ও আদেশপত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। উহার ভাবমাত্র এই স্থলে সঙ্কলিত হইল।]

৬ই জুলাই তারিখের ঘোষণাপত্র :

'কলিকাতা হইতে কানপুরে এইমাত্র একজন পথিক উপস্থিত হইয়াছে। সে শুনিয়াছে, টোটা বিতরণের পূর্বে হিন্দুস্থানিদিগের ধর্মনাশের জন্য একটি সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতিতে এই প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়াছে যে, সাত-আট হাজার ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা পঞ্চাশ হাজার হিন্দুস্থানী বিনাশ করা হইবে এবং অবশিষ্ট খ্রীস্টীয়ধর্মে দীক্ষিত হইবে। এই প্রস্তাব মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। মহারানীও ইহার অনুমোদন করিয়াছেন। পুনর্বার আর এক সভার অধিবেশন হইয়াছে। ইংরেজ বণিকেরা এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে। সভায় স্থির হইষাছে যে, হিন্দুস্থানী ও ইউরোপীয় সৈন্যের সংখ্যা সমান করিতে হইবে। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কোনোরূপ আশঙ্কা থাকিবে না। ইংলণ্ডের লোকে এই মত জানিয়া তাড়াতাড়ি ৩৫ হাজার সৈন্য ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিয়াছে। তাহাদের যাত্রার সংবাদ কলিকাতায় পেঁছিয়াছে। এতদ্দেশের সৈনিকদিগকে খ্রীস্টীয় ধর্মে পরিবর্তিত করিবার জন্য কলিকাতার সাহেবেরা টোটা বিতরণের আদেশ দিয়াছে। সৈনিকগণ খ্রীস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইলে, রাইয়তদিগকে উক্ত ধর্মে পরিবর্তিত করিতে বিলম্ব হইবে না। ঐ সকল টোটায় শূকর ও গাভীর বসা মিশ্রিত রহিয়াছে। যে কারখানায় উক্ত টোটা প্রস্তুত হয়, তথাকার বাঙালিরা ইহা অবগত আছে। তাহাদের মধ্যে যাহারা এ বিষয় প্রকাশ করিয়াছে, তাহাদের একজনের ফাঁসি হইয়াছে ও অবশিষ্ট কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছে। সাহেবেরা এখানকার আয়োজন করিয়াছে। ইউরোপের সংবাদ এই, তুরস্কের দূত লণ্ডন হইতে সুলতানকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে পঁয়ত্রিশ হাজার লোক হিন্দুস্থানি দিগকে খ্রীস্টীয় ধর্মে পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুস্থানে প্রেরিত হইয়াছে। রুমের সুলতান—ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব অক্ষয় করুন—মিশরের শাহের নিকট এই মর্মে ফর্মান পাঠাইয়াছেন, 'আপনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার মিত্র। কিন্তু এখন মিত্রতা রক্ষার সময় নহে। আমার দূত লিখিয়াছেন যে, পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য হিন্দুস্থানের রাইয়ত ও সৈনিকদিগকে খ্রীস্টীয় ধর্মে পরিবর্তিত করিবার উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছে; অতএব এ সম্বন্ধে আমার যাহা কর্তব্য, তাহাতে উদাসীন হইলে আমি কি করিয়া ঈশ্বরকে মুখ দেখাইব। আমাকেও হয়ত এক সময়ে এইরূপ দশাগ্রস্ত হইতে হইবে। কারণ ইংরেজেরা যখন হিন্দুস্থানিদিগকে খ্রীস্টীয় ধর্মে পরিবর্তিত করিতেছে, তখন আমার রাজ্যেও ঐরূপ চেষ্টা করিবে।'

'মিশরের অধিপতি এই ফর্মান পাইয়া ইংরেজ সৈন্যের উপস্থিতির পূর্বেই ভারতবর্ষের পথে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীতে সৈন্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য যে মুহূর্তে দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সেই মুহূর্তেই শাহের সৈন্য সকল দিক হইতেই কামানের গোলা চালাইয়া, তাহাদিগকে বিনষ্ট ও তাহাদের জাহাজ নির্মজ্জিত করিয়াছে। তাহাদের একজন সৈনিকও পলাইতে পারে নাই।

'কলিকাতায় ইংরেজেরা টোটা বিতরণের আদেশ প্রচার করাতে যখন গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহারা লণ্ডন হইতে আগ্রহসহকারে আপনাদের সাহায্যকারী সৈন্যের আগমন-প্রতীক্ষা করিয়াছে, কিন্তু সর্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তিতে তাহারা অগ্রেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। ঐ সকল সৈন্যের বিনাশ-সংবাদ পাইয়া গবর্নর জেনেরল সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এবং হতাশ হৃদয়ে শিরে করাঘাত করিয়াছেন :—

'রজনী প্রারম্ভে যেই ছিল অতিশয়
শক্তিমান্ ধনবান্ প্রভু সর্বময়।
প্রভাতে হইল তার শিরোহীন দেহ,
মস্তকে মুকুট তার না দেখিল কেহ।
তপনের আবর্তনে মাত্র একবার,
নাদির শা না রহিল কোনো চিহ্ন তার।'

'পেশবার রঞ্জিতোদ্যান হইতে প্রকাশিত।'

কানপুরের কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে :

এতদ্দ্বারা আপনার প্রতি এই আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আপনার বিভাগের অধিবাসিদিগকে এই বিষয় জানাইবেন যে, যদি কেহ ইংরেজদিগের চৌকি, টেবিল, টিন বা ধাতুময় বাসন, অস্ত্র, বগীগাড়ি, ডাক্তারের সরঞ্জাম, ঘোড়া অথবা রেলওয়ে কর্মচারিদিগের লোহা, তার, কোট, জামা প্রভৃতি বিলুণ্ঠন করিয়া আপনার অধিকারে রাখে, তাহা হইলে সে, সেই সকল দ্রব্য বাহির করিয়া দিবে। যদি কেহ এই সকল দ্রব্য গোপন করে এবং পরে তাহার বাটীতে অনুসন্ধান করিলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার যথোচিত শাস্তি হইবে। কাহারও গৃহে কোনো ইংরেজ বা তাহাদের শিশু-সন্তান থাকিলে সে ব্যক্তি বিনা জিজ্ঞাসায় তাহাদিগকে আনিয়া দিবে। যদি কেহ এ বিষয়ে গোপন রাখে, তাহা হইলে তাহাকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে।
৪ঠা জিকদ, অথবা ২৪শে জুন, ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ।'

রঘুনাথ সিংহ, ভবানী সিংহ প্রভৃতি সমীপে :

সীতাপুরের সৈনিক-দলের (এক-চত্বারিংশ পদাতিক-দল) অধিনায়কগণ এবং
সেকেন্দ্রার প্রথম অশ্বারোহি-দলের নায়েব রেসেলদার ওয়াজিদ আলি খাঁ :

সাদর সম্ভাষণ—আপনারা মীর পুন্না আলির সঙ্গে যে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পৌঁছিয়াছে। আবেদন-পত্রের বিষয় আমার গোচর হইয়াছে। আপনাদের সাহস ও

পরাক্রমের সংবাদে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনারা নিরতিশয় প্রশংসার পাত্র। আপনারা এইরূপ কার্য করুন। লোকেও এইরূপ করিতে থাকুক। এখানে অদ্য (২৭শে জুন) শ্বেত পুরুষেরা আমাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহে এবং সর্বসংহারকের সংহারিণী শক্তিতে তাহারা সকলেই নরকে প্রবেশ করিয়াছে। এই ঘটনার সম্মান জন্য তোপধ্বনি হইয়াছে। আপনারাও এই বিজয় ব্যাপারে তোপধ্বনি করিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিবেন। অধিকন্তু, আপনারা অবিশ্বাসিদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমার অনুমতি প্রার্থনা করাতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। কয়েক দিনের মধ্যে যখন এই বিভাগে শান্তি স্থাপিত হইবে, তখন যে সকল বিজয়ী সৈন্য এখন একটি বৃহৎ সৈনিক-দলে পরিণত হইতেছে এবং প্রত্যহ যাহাদের দল-বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা গঙ্গাপার হইয়া, যাবৎ আমি উপস্থিত না হইব, তাবৎ ঐ সকল অবিশ্বাসীকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবে। শীঘ্রই এইরূপ ঘটিবে। আপনারা ঐ সময়ে সাহস প্রদর্শন করিবেন। মনে রাখিবেন, লোকের উভয় ধর্মেই শ্রদ্ধা আছে। ইহাদের যেন কখনও কোনোরূপে ক্ষতি ও অনিষ্ট না হয়। ইহাদের রক্ষার জন্য যত্নশীল হইবেন এবং অভিযানের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন।

৪ঠা জিকদ, ২৭শে জুন, ১৮৫৭।'

কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে :

'ঈশ্বরের প্রসাদে এবং মহারাজের সৌভাগ্যে পুনা ও পান্নার সমস্ত ইংরেজ নিহত ও নরকে প্রেরিত হইয়াছে। দিল্লীর পাঁচ হাজার ইংরেজ, সম্রাটের সৈন্যের তরবারির আঘাতে দেহত্যাগ করিয়াছে। মহারাজ এখন সর্বত্রই জয়ী হইতেছেন। অতএব আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি এই আনন্দ-সংবাদ সমস্ত শহরে সমস্ত পল্লীতে ঢেঁটরা পিটাইয়া ঘোষণা করিবেন, যেন সকলেই ইহা শুনিয়া আমোদ করিতে পারে। এখন আশঙ্কার সমস্ত কারণ তিরোহিত হইয়াছে।

'৮ই জিকদ, ১লা জুলাই ১৮৫৭।'

অযোধ্যার অন্তর্গত ধুন্দিয়াখেরার তালুকদার বাবু রামবক্স্ সমীপে :

'সাদর সম্ভাষণ—আপনার ৬ই জিকদ (২৯শে জুন) তারিখের আবেদন-পত্র পাঠ করিয়াছি। এই পত্রে ইংরেজদিগের হত্যা ও দুইজন কর্মচারীর সহিত আপনার ভ্রাতা সুধানন সিংহের মৃত্যু-সংবাদ আছে, এবং আপনি আপনার প্রগাঢ় কার্যতৎপরতার পুরস্কার-স্বরূপ আমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনাকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, আমি আপনার এই ক্ষতিতে দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট মস্তক অবনত করা উচিত। অধিকন্তু এই ঘটনা (আপনার ভ্রাতার মৃত্যু) আমার রাজত্বের কারণ সংঘটিত হইয়াছে। এতএব আপনি আমার চিরকাল রক্ষণীয় থাকিবেন। আপনার কোনো বিষয়ে ভয় নাই। আমার রাজত্বে আপনি অবশ্যই বন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

'১০ই জিকদ, ৩রা জুলাই, ১৮৫৭।'

কোতোয়াল হুলাশ সিংহ সমীপে :

'এলাহাবাদ হইতে ইউরোপীয় সৈন্য আসিতেছে, শুনিয়া, শহরের কতিপয় ব্যক্তি আপনাদের গৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক আশ্রয়স্থানের অনুসন্ধান করিতেছে। আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, আপনি শহরে ঘোষণা করিবেন যে, ইংরেজদিগকে তাড়িত করিবার জন্য পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা ফতেহপুর এলাহাবাদ যেখানেই হউক, ইংরেজ-সৈন্য দেখিলেই তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবে। সকলেই যেন নিঃশঙ্ক-চিত্তে গৃহে থাকিয়া আপনাদের কার্য করে।
১২ই জিকদ, ৫ই জুলাই ১৮৫৭।'

সৈনিকদলের অধিনায়কগণ সমীপে :

'আমি আপনাদের উৎসাহ, সাহস ও রাজভক্তিতে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। আপনাদের পরিশ্রম নিরতিশয় প্রশংসার যোগ্য। বেতন ও পারিতোষিকের যে হার অবধারিত হইয়াছে, আপনাদের জন্যও সেই হার অবধারিত হইবে। আপনারা নিশ্চিত হউন। যেরূপ প্রতিশ্রুতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে। অদ্য সকল শ্রেণীর সৈন্য লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য গঙ্গা পার হইবে। কাফেরদিগের হত্যা ও তাহাদিগকে নরকে প্রেরণের জন্য আপনাদিগকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হইবে। জয়লাভের জন্য আপনাদের উদ্যম ও সাহসের উপরই এখন সর্বতোভাবে নির্ভর করা যাইতেছে। এই আদেশপ্রাপ্তির পর আপনারা আপনাদের হস্তাক্ষর ও সিলমোহর-যুক্ত পত্র দ্বারা আমাকে জানাইবেন যে, এই আদেশ-পত্রের সমস্ত বিষয় আপনাদের গোচর হইয়াছে, এবং আপনারা অধিবাসিদিগের ধ্বংসসাধন জন্য আমার সহকারী হইতে প্রস্তুত রহিয়াছেন। অস্ত্রাদির জন্য আপনাদের কোনো ভয় নাই। গোলা, গুলি, বারুদ ও বৃহৎ বৃহৎ কামান যাহা আবশ্যক হইবে, পাওয়া যাইবে। লক্ষ্ণৌর কোতোয়াল সরফ্ উদ্দৌলা ও আলি বেগ এই সকল দ্রব্য যোগাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা আদেশানুরূপে কার্য করিবেন। যদি তাঁহারা কর্তব্য সম্পাদন না করেন তবে আমায় জানাইবেন ; তাঁহাদের গুরুতর শাস্তিবিধান হইবে। আপনারা সকলেই সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিবেন। আপনাদের জয়লাভ হউক। আপনাদের বা আমার সন্দেহ-দোলায়মান হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। এইরূপ তাড়াতাড়ি জয়লাভের পর এলাহাবাদে যাইয়া জয়লাভ করিতে হইবে।
'১৪ই জিকদ্, ৭ই জুলাই, ১৮৫৭।'

কাননগুই কল্কাপ্রসাদ সমীপে :

'সাদর সম্ভাষণ—আপনার আবেদনপত্র পেঁীছিয়াছে। ইহাতে আপনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইউরোপীয়দিগের সাতখানি নৌকা যখন কানপুর হইতে যায়, তখন আপনার লোকে আমার সৈনিকদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া, আবার আজিজ গ্রাম পর্যন্ত সমস্ত পথে গুলি নিক্ষেপ করিয়া, নৌকারূঢ় ইউরোপীয়দিগের হত্যা করিয়াছে।

এই স্থানে আপনি স্বয়ং অশ্বচালিত তোপ লইয়া সৈন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন, এবং ছয়খানি নৌকা ডুবাইয়া দিয়াছেন। একখানি বায়ুবেগে রক্ষা পাইয়াছে। আপনি মহৎ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। আপনার ব্যবহারে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার রাজত্বের জন্য এইরূপ একাগ্রতা ও যত্নাতিশয় প্রদর্শন করুন। এই অনুমতি-পত্র আপনার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ প্রেরিত হইল। আপনি একজন অবরুদ্ধ ইউরোপীয়ের সহিত যে আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাও হস্তগত হইয়াছে। উক্ত ইউরোপীয় নরকে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাতে আমি অধিকতর আনন্দিত হইয়াছি।
'১৬ই জিকদ, ৯ই জুলাই, ১৮৫৭।'

শিসর্লের থানাদার সমীপে :

'মহারাজ পেশবা বাহাদুরের বিজয়ী সৈন্য ইউরোপীয়দিগকে বাধা দিবার জন্য এলাহাবাদের অভিমুখে গমন করিয়াছিল। এখন সংবাদ আসিয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা পেশবা বাহাদুরের সৈনিকদিগকে প্রতারিত করিয়াছে, তাহাদিগকে আক্রমণপূর্বক ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কতিপয় ইউরোপীয় সৈনিক নাকি তথায় অবস্থিতি করিতেছে। অতএব আপনাকে আদেশ দেওয়া যাইতেছে, আপনি আপনার বিভাগের ও ফতেহপুরের ভুস্বামীদিগকে জানাইবেন যে, সকল সাহসী পুরুষই যেন আপনাদের ধর্মরক্ষা এবং ইউরোপীয়দিগকে তরবারিমুখে সমর্পণ ও নরকে প্রেরণের জন্য হৃদয়ের সহিত কার্য করেন। আপনি প্রাচীনবংশীয় ও ক্ষমতাপন্ন ভুস্বামীকেই আপনার পক্ষে আনিবেন; তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ধর্মের জন্য একতাবদ্ধ হইতে এবং সমস্ত বিধর্মীকে হত্যা ও নরকে প্রেরণ করিতে সম্মত করাইবেন, অধিকন্তু তাঁহাদিগকে জানাইবেন যে, মহারাজ প্রত্যেককেই তাঁহার প্রাপ্য বিষয় দিবেন এবং যাঁহারা সাহায্য করিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন।
'২০শে জিকদ, ১৩ই জুলাই, ১৮৫৭।'

লক্ষ্ণৌস্থিত অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যের বাহাদুরগণ এবং অধিনায়কগণ সমীপে :

'সম্ভাষণ—প্রায় এক হাজার ব্রিটিশ সৈন্য কয়েকটি কামান লইয়া, এলাহাবাদ হইতে কানপুরের অভিমুখে আসিতেছে। এই সৈন্যের গতিরোধ ও হত্যার জন্য একদল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে। ব্রিটিশ সৈন্য দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। উভয় পক্ষেই অনেক আহত ও নিহত হইতেছে। ইউরোপীয়েরা এখন কানপুরের সাত ক্রোশ দূরে আছে। যুদ্ধ প্রবল পরাক্রমের সহিত হইতেছে; সংবাদ আসিয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা জাহাজে ও নদীপথে আসিতেছে। এজন্য কানপুর শহরের বাহিরে সুদৃঢ়ভাবে সৈন্য-সন্নিবেশ-স্থান প্রস্তুত হইতেছে। এখানে আমার সৈন্য প্রস্তুত রহিয়াছে, দূরে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতএব আপনাদিগকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত ব্রিটিশ সৈন্য নদীর এপারে বাইশধারা বিভাগের বিপরীত দিকে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহারা গঙ্গা-পার হইবার চেষ্টা করিতে পারে। অতএব আপনারা বাইশধারায় তাহাদের গতি-

রোধের জন্য কতিপয় সৈন্য অবশ্য পাঠাইয়া দিবেন। আমার সৈন্য এইদিক হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এই উভয় সৈনিকদলের একতায় আমাদের সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়—অবিশ্বাসীদিগের হত্যা সম্পন্ন হইতে পারে।

'যদি ইউরোপীয়েরা বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে তাহারা নিঃসন্দেহ দিল্লীর দিকে ধাবিত হইবে। কানপুর ও দিল্লীর মধ্যে এমন কেহই নাই যে, তাহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে। তাহাদের সমূলে বিনাশের জন্য আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া উচিত।

'এরূপ জনরব যে, ব্রিটিশ-সৈন্য গঙ্গাপার হইতে পারে। এখনও কতিপয় ইংরেজ বেলিগার্ডে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে। এখানে কোনো ইংরেজ জীবিত নাই। ইউরোপীয়-দিগকে চারিদিকে পরিবেষ্টিত করিয়া, বিনষ্ট করিবার জন্য নদীর এপারে শিবরাজ-পুরে অবিলম্বে সৈন্য পাঠাইয়া দিবেন।
'২৩শে জিকদ, ১৬ই জুলাই, ১৮৫৭'

[নানা সাহেবের নামে প্রচারিত আবেদন-পত্রসমূহের মধ্যে এইখানিই শেষ আদেশ-পত্র। ১৬ই জুলাই হাবেলক কানপুরের যুদ্ধে জয়ী হন। নানা সাহেব পলায়ন করেন।]

॥ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত ॥

রজনীকান্ত গুপ্ত

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস